পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন ও নিয়মাবলী

(সর্বশেষ সংশোধনসহ ১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন ও ১৯৮৭ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় নিয়মাবলীর আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আলোচনা)

অসীম রায়

জনসংযোগ আধিকারিক
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন
কলিকাতা

প্রাক্তন অধ্যক্ষ

সমবায় শিক্ষণ কেন্দ্র, উত্তরপাড়া, হুগলি।
সমবায় শিক্ষণ কেন্দ্র, বড়শুল, বর্ধমান।
সমবায় শিক্ষণ কেন্দ্র, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন

২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৮ম-তল
কলিকাতা-৭০০ ০০১
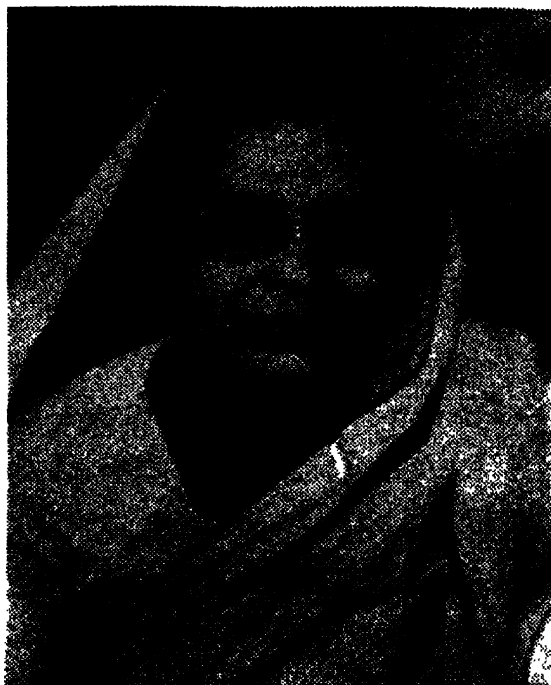
উ ৎ স র্গ

পূজনীয়া 'মা'
শ্রীমতী গৌরী রায়কে,
যাঁর আশীর্বাদ
আমার চলার পথে
অবিরত পাথেয় জুগিয়েছে।

প্রথম সংস্করণের

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন (১৯৮৩) ও পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় নিয়মাবলীর (১৯৮৭) পঙ্ক্তি মাফিক হুবহু আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ সম্বলিত সমবায় আইন বইটির ভূমিকা লেখার অনুরোধ পেয়ে ভালো লাগলো। কারণ ইতিপূর্বে পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন ও নিয়মাবলীর আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ ছাড়াও বইটির মধ্যে অন্যান্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়ের মধ্যে সমবায় আইনের পরিধি, সমবায় আইনের ইতিহাস, প্রাসঙ্গিকপ্রজ্ঞাপন, আ .গর আইনের বহুল পরিচিত বিষয়সমূহের ধারান্তর, ব্যবহৃত পরিভাষা, ন ্ন আইনের বিশিষ্টতা, নতুন নিয়মাবলীর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যও স্থান পেয়েছে। আর এগুলি বইটির উপযোগিতা সবক্ষেত্রে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। সমবায় ক্ষেত্রে বহু আকাঙ্ক্ষিত এই শ্রমসাধ্য প্রয়াসের জন্য বইটির লেখক শ্রীঅসীম রায়কে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

শ্রীরায় গত ১৯৬০ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের সমবায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সাথে যুক্ত আছেন। সমবায় ক্ষেত্রে তিনি একজন সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক। তাঁর লেখা একাধিক বই ও বহু প্রবন্ধ পাঠক মহলে বিশেষ সমাদৃত হয়েছে। গত ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক সমবায় শিক্ষণ কেন্দ্র থেকে তিনি সমবায় ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণও নিয়ে এসেছেন। এছাড়া সমবায় শিক্ষাক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্কিং গ্রুপের তিনি সদস্য ছিলেন। তার মধ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীমনীন্দ্রমোহন চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে ১৯৮৩ সালে গঠিত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রমে সমবায় শিক্ষা প্রবর্তন বিষয়ক কমিটির অন্যতম সক্রিয় সদস্য শ্রীরায় পাঠক্রমে উপসমিতির আহ্বায়কের দায়িত্বও নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। এ ছাড়া সমবায় শিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে অনুসৃত বিভিন্ন পাঠক্রম সংশোধন ও সংযোজনের উদ্দেশ্যে ১৯৮৬ সালে গঠিত সর্বভারতীয় ওয়ার্কিং গ্রুপের তিনি অন্যতম সক্রিয় সদস্যের দায়িত্ব পালন করেছেন।

সমবায় ক্ষেত্রে লব্ধ বিভিন্ন অভিজ্ঞতার আলোকে শ্রীঅসীম রায় "পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন ও নিয়মাবলী" বইটিতে অত্যন্ত যত্নের সাথে আইনের জটিল আবরণ থেকে বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য মাতৃভাষায় প্রকাশ করেছেন। সমবায় ক্ষেত্রে শ্রীরায়ের অন্যান্য প্রকাশনাকে প্রকাশকাল থেকেই নিকট ও দূরের সকলেই যে আন্তরিক আনুকূল্য ও প্রত্যয়ী প্রশস্তি দিয়ে পূর্ণতা দিয়েছেন আমার বিশ্বাস সেই অগণিত সমবায় সদস্যবর্গ, কর্মিবৃন্দ ও প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থিগণ একই আগ্রহ ও প্রাপ্তি দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় আন্দোলনকে সংকীর্ণ বেষ্টনী থেকে বের করে চেতনার বৃহত্তর উপলব্ধিতে পৌঁছে দিতে পারবেন।

মে, ১৯৮৮

হরিদাস মুখোপাধ্যায়
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন

দ্বিতীয় সংস্করণের

ভারতীয় অর্থনীতির বর্তমান যুগসন্ধিক্ষণ সমবায় আন্দোলনের প্রতিকূল। সরকারি আনুকূল্যে ও আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এদেশে সমবায় আন্দোলনের জন্ম। আমাদের দুর্ভাগ্য, জন্মের পর এক শতাব্দীর পথ পরিক্রমার মধ্য দিয়েও সমবায় তার অভীষ্ট লক্ষ্য স্বনির্ভরতায় পৌঁছতে পারেনি। প্রয়োজনের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর হলেও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রবর্তিত মিশ্র অর্থনীতিতে সমবায় যতটুকু গুরুত্ব ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রিত বর্তমান অর্থনীতিতে তার কণামাত্রও অবশিষ্ট নেই। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ এর সাক্ষ্য বহন করছে।

শ্রেণী বিভক্ত সমাজে শ্রেণীবৈষম্যকে আরও প্রকট করে তুলবে এই অর্থনীতি—লব্ধপ্রতিষ্ঠিত অর্থনীতিবিদ্‌দের এই আশঙ্কা। টাকার অবমূল্যায়ন, অবাধ আমদানিনীতি, পণ্যমূল্যের ক্রমাগত উর্ধ্বগতি, প্রচণ্ড মুদ্রাস্ফীতি, কালো টাকার দৌরাত্ম, দেশি বিদেশি ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আমানতকারীদের টাকা নিয়ে শেয়ার দালালদের অবাধ বোম্বেটেগিরি, ব্যাঙ্ক ঋণের সুদের চড়া হার, কর্ম ও কর্মীসংকোচন নীতির প্রবর্তনের বিরুদ্ধে সমবায়কে বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিশারী হিসাবে দাঁড় করানোর প্রয়োজনীয়তা আগের থেকে বহুগুণ বেড়ে গেছে।

জনসমষ্টির বৃহৎ অংশের মধ্যে সমবায় চেতনা সৃষ্টির পাশাপাশি তাদের সমবায় আইন সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত হবার সুযোগ তৈরি না করে দেওয়াটা আন্দোলনের সংগঠকদের একটি বিশেষ ত্রুটি। সেদিক লক্ষ্য রেখেই 'পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন ও নিয়মাবলী'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হল। প্রথম প্রকাশের কয়েক মাসের মধ্যেই সব বই-ই নিঃশেষিত হয়ে যায়। এর চাহিদা ও উপযোগিতা আমাদের ২য় সংস্করণ প্রকাশে উৎসাহিত করেছে। সমবায় আইন ও নিয়মাবলীর বাংলা ভাষ্য আন্দোলনকে প্রত্যন্ত পল্লীপ্রান্তে পৌঁছে দিতে প্রভূত সহায়তা দেবে।

বর্তমান পুস্তকটিতে প্রথম সংস্করণের বিষয়বস্তু ছাড়াও ১.১২.৮৯ ও ১.৮.৯১ থেকে কার্যকর সংশোধনীসমূহ এবং 'নীতির সুরক্ষায় সমবায় আইন' ও যোজনা পর্ষদ প্রণীত আদর্শ সমবায় আইনে প্রতিফলিত সমবায় নীতি সম্পর্কে কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনাও করা হয়েছে। বিশ্ব সমবায় মৈত্রী সঙ্ঘ কর্তৃক ঘোষিত সমবায় নীতিগুলির তাৎপর্য ও তৎসংশ্লিষ্ট মানবিক মূল্যবোধের বর্ণনা অবশ্যই এর আকর্ষণ বৃদ্ধির সহায়ক হবে বলে আশা করছি।

পশ্চিমবঙ্গের সমবায় ক্ষেত্রে অধ্যক্ষ অসীম রায় একটি সুপরিচিত নাম। আমি বিশ্বাস করি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের উদ্যোগে ও শ্রী রায়ের সযত্ন পরিশ্রমে সমবায় আইনের জটিল বিষয়বস্তুগুলিকে সহজবোধ্য বাংলা ভাষায় প্রকাশের এই সফল প্রয়াস এই রাজ্যের সমবায় আন্দোলনকে উন্নতস্তরে উত্তরণে অবশ্যই সহায়ক হবে।

সুনীল ঘোষ
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন

জুলাই, ১৯৯২

তৃতীয় সংস্করণের

ভূমিকা

"পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন ও নিয়মাবলী" শ্রী অসীম রায়ের একটি অনবদ্য সৃষ্টিকর্ম। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন কর্তৃক প্রকাশিত এই বইটি বাঙালীর নিকট তার জনপ্রিয়তা ও উপযোগিতা প্রমাণ করতে পেরেছে। কয়েক বছরের মধ্যে এর দুটি সংস্করণ নিঃশেষিত, যদিও দূরদর্শন-আকাশবাণী অথবা দৈনিক সংবাদপত্রের পাতায় এর বিজ্ঞাপন বেরোয় না।

বিশ্বব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা নির্দেশিত পথে ভারতীয় অর্থনীতির সংস্কারের ধাক্কায় সাধারণ মানুষের দুর্গতি বাড়ছে। উপরতলা ও নীচুতলার মধ্যে ধনবৈষম্য ক্রমশ আরও প্রকট হচ্ছে। এই অবস্থায় জনসমষ্টির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সমবায়ের মাধ্যমে বাঁচার পথ খুঁজে পেতে চাইছে এবং তাদের মধ্যে সমবায় চেতনার বিস্তার ঘটছে। সমবায় আইন ও নিয়মাবলীর বাংলা ভাষ্য তাদের এই বাঁচার লড়াইয়ে সফল সহযোগীর ভূমিকা পালন করছে এবং আগামী দিনেও করবে এই আমার দৃঢ় প্রত্যয়।

সুনীল ঘোষ
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন

১৪ নভেম্বর, ১৯৯৫

সূচিপত্র

তৃতীয় অধ্যায়

সমবায় সমিতিসমূহের পরিসম্পৎ ও দায়িতার হস্তান্তর, বিভাজন ও সংযোজ

চতুর্থ অধ্যায়

সমবায় সমিতিসমূহের স্থিতি ও ব্যবস্থাপনা

পঞ্চম অধ্যায়

নির্বাচন কর্তৃপক্ষ, কৃত্যকসমূহের পদালি (ক্যাডার) এবং সমবায় কৃত্য নিয়োগাধিকার

ষষ্ঠ অধ্যায়

সমবায় সমিতিসমূহের কর্তব্য ও দায়িত্ব

সপ্তম অধ্যায়

বিভিন্ন সমবায় সমিতির সম্পত্তি এবং তহবিলসমূহ

অষ্টম অধ্যায়

সদস্যপদের যোগ্যতা এবং সদস্যদের বিশেষ অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য

নবম অধ্যায়

আবাসন সমবায় সমিতিসমূহের জন্য বিশেষ বিধান

দশম অধ্যায়

নিরীক্ষা, পরিদর্শন এবং তদন্ত

একাদশ অধ্যায়

বিবাদসমূহের নিষ্পত্তি

দ্বাদশ অধ্যায়

সমবায় সমিতিসমূহের কারবার গোটানো ও পরিসমাপ্তি

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, প্রাথমিক সমবায় ঋণদান সমিতি এবং শীর্ষ আবাসন সমিতির সংক্রান্ত বিশেষ বিধান

চতুর্দশ অধ্যায়

দায়িত্ব সমূহের প্রবর্তন এবং পাওনা টাকা আদায়

পঞ্চদশ অধ্যায়

ক্ষেত্রাধিকার, উত্তর বিচার ও সংশোধন

ষোড়শ অধ্যায়

অপরাধ, দণ্ড ও প্রক্রিয়া

সপ্তদশ অধ্যায়

বিবিধ

প্রথম তফসিল

দ্বিতীয় তফসিল

তৃতীয় তফসিল

চতুর্থ তফসিল

পঞ্চম তফসিল

ষষ্ঠ তফসিল

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

উপক্রমণিকা

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিবন্ধন

তৃতীয় অধ্যায়

সমবায় সমিতিসমূহের পরিসম্পৎ ও দায়িতার হস্তান্তর বিভাজন এবং সংযোজন

চতুর্থ অধ্যায়

সমবায় সমিতিসমূহের ব্যবস্থাপনা

নিয়ম	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
৩৭।	পরিচালকদের প্রথম পর্ষদ	২৬৩
৩৮।	পর্ষদের সদস্য পদের যোগ্যতা	২৬৪
৩৯।	একটি সবায় সমিতি কর্তৃক অন্য সমবায় সমিতিতে মনোনয়ন	২৬৪
৪০।	পর্ষদের সদস্য পদের অবসান	২৬৫
৪১।	পর্ষদের সদস্য ও পদাধিকারীর বহিষ্কার ও প্রত্যাহার	২৬৬
৪২।	পর্ষদের সভার নোটিস	২৬৬
৪৩।	পর্ষদের বৈঠক	২৬৭
৪৪।	পর্ষদের বৈঠকে ভোটদান	২৬৭
৪৫।	বৈঠকের সভাপতি	২৬৭
৪৬।	বৈঠকের অপেক্ষ সংখ্যা	২৬৭
৪৭।	তলবি বৈঠক	২৬৭
৪৮।	পর্ষদের ক্ষমতা	২৬৮
৪৯।	পর্ষদের কর্তব্যসমূহ	২৬৯
৫০।	সমিতির সভাপতি ও সহ-সভাপতির ক্ষমতা ও কর্তব্যসমূহ	২৭০
৫১।	সভাপতি এবং সহ-সভাপতির নির্দেশ বৈঠকে উপস্থাপিত করতে হবে	২৭১
৫২।	সরকার প্রেরিত আধিকারিকের পদের নাম ও ক্ষমতা	২৭১
৫৩।	মুখ্য নির্বাহী আধিকারিকের কর্তব্যসমূহ	২৭১
৫৪।	প্রশাসক	২৭৩
৫৫।	মত পার্থক্যের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা	২৭৩
৫৬।	মুখ্য নির্বাহী আধিকারিকের নির্বাহিত ব্যয় পূরণ	২৭৩
৫৭।	শীর্ষ বা কেন্দ্রীয় সমিতির মুখ্য প্রশাসনিক আধিকারিক	২৭৪
৫৮।	২৮ ধারা মতে প্রাতিনিধ্যের শর্তাবলী	২৭৬
৫৯।	পরিভৃতি, ভাতা বা সম্মানদক্ষিণার সীমা	২৭৬
৬০।	সরকারি মনোনীতকের কর্তব্যসমূহ	২৭৯
৬১।	'আত্মীয়ের' তাৎপর্য	২৭৯

পঞ্চম অধ্যায়

নির্বাচন কর্তৃপক্ষ—কৃত্যকসমূহের পদালি এবং সমবায় কৃত্য নিয়োগাধিকার

ষষ্ঠ অধ্যায়

সমবায় সমিতিসমূহের কর্তব্য ও দায়িত্ব

ষষ্ঠ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট

চাকরির শর্তাদি

সপ্তম অধ্যায়

সমবায় সমিতিসমূহের সম্পত্তি ও তহবিলসমূহ

অষ্টম অধ্যায়

সদস্যপদের যোগ্যতা এবং সদস্যদের বিশেষাধিকার, দায়িতা ও বাধ্যবাধকতা

পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন ও নিয়মাবলী

নবম অধ্যায়

সমবায় আবাসন সমিতিসমূহের জন্য বিশেষ বিধান

দশম অধ্যায়

নিরীক্ষা, পরিদর্শন ও তদন্ত

একাদশ অধ্যায়

বিবাদসমূহের নিষ্পত্তি

দ্বাদশ অধ্যায়

সমবায় সমিতিসমূহের কারবার গোটানো ও পরিসমাপ্তি

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, প্রাথমিক সমবায় ঋণদান সমিতি ও শীর্ষ আবাসন সমিতিসমূহের জন্য বিশেষ বিধান

চতুর্দশ অধ্যায়

বাধ্যবাধকতা বলবৎকরণ এবং প্রাপ্য টাকা আদায়

পঞ্চদশ অধ্যায়

উত্তরবিচার (আপিল), সংশোধন ও পুনর্বিলোকন

ষোড়শ অধ্যায়

সত্যতা অনুমোদনের প্রক্রিয়া

সপ্তদশ অধ্যায়

বিবিধ

আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সঙ্ঘ কর্তৃক (সেপ্টেম্বর'৯৫)

সেপ্টেম্বর ১৯৯৫-এ আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সঙ্ঘ ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টার শহরে তার শতবর্ষ (১৮৯৫-১৯৯৫) পূর্তি উৎসব পালন করেছে। এই উপলক্ষ্যে সঙ্ঘ সমবায় সম্পর্কিত নিম্নলিখিত সাতটি সমবায় নীতি ঘোষণা করেছেন।

(১) স্বেচ্ছামূলক ও অবাধ সদস্যপদ (*Voluntary and open membership)*

সমবায় সমিতিগুলি স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান, এর পরিষেবা গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণের পক্ষে সদস্যপদ নারী-পুরুষ, জাতি-বর্ণ, সামাজিক , রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিচয় নির্বিশেষে সভ্যপদের দায়িত্ব পালনে ইচ্ছুক সকলের জন্য অবাধ ও উন্মুক্ত থাকবে।

(২) সদস্যগণের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ (*Democratic Member Control)*

সদস্যগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের ভিত্তিতে সমিতি সমূহের নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও রূপায়ণের মাধ্যমেই সমিতির উপর সদস্যগণের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। নির্বাচিত পরিচালকবৃন্দ, মহিলা অথবা পুরুষ যাই হোন, সদস্যগণের নিকট দায়বদ্ধ। প্রাথমিক সমিতিগুলিতে সকল সদস্যের সমান ভোটাধিকার (এক সদস্যের এক ভোট) কার্যকর আছে। অন্যান্য স্তরের সমবায় সমিতিগুলিতেও গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে নির্বাচন হয়ে থাকে।

(৩) আর্থ ব্যবস্থায় সদস্যগণের অংশগ্রহণ (*Member Economic Participation)*

সদস্যগণ সমদর্শিতার ভিত্তিতে সমিতির মূলধন যোগানে অংশগ্রহণ করে এবং গণতান্ত্রিকতার ভিত্তিতে তার উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। সদস্য পদভুক্তির সুবাদে

সদস্যগণ সাধারণত তাদের প্রদত্ত অর্থের বিনিময়ে অতি সীমিত প্রত্যর্পণ, উদ্বৃত্ত থাকলে তবেই পাবে। সদস্যগণ উদ্বৃত্ত অর্থ নিম্নলিখিত খাতে বিভাজন করবে - সমিতির উন্নয়নে, সদস্যদের ব্যবসায়িক কাজে অংশগ্রহণের আনুপাতিক ভিত্তিতে সুবিধা দিয়ে এবং সদস্যগণ কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য কাজে বিনিয়োগের মাধ্যমে।

(৪) স্বশাসন ও স্বাবলম্বন (*Autonomy and Independence*)

সমবায় সমিতিগুলি সদস্যদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত স্বশাসিত ও স্বনির্ভর সংস্থা। তারা যদি সরকারসহ অন্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয় অথবা অন্যান্য বহিরাগত উৎস থেকে লগ্নি সংগ্রহ করে তাহলেও সদস্যগণের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ও সমবায়ের স্বশাসন বজায় রাখার শর্তেই তারা সে কাজ করবে।

(৫) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং প্রচার (*Education, Training and Information*)

সমবায়গুলির উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের স্বার্থে সমিতি তার সদস্যগণ ও নির্বাচিত পরিচালকবৃন্দ এবং ম্যানেজারসহ অন্যান্য কর্মিদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখবে। তারা জনসাধারণকে বিশেষত যুব সম্প্রদায় এবং জনমত সংগঠকদের সমবায়ের চরিত্র ও উপকারিতা সম্পর্কে অবহিত করবে।

(৬) সমবায়ের সাথে সমবায়ের সহযোগিতা (*Cooperation among Cooperatives*)

স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিকাঠামোর মাধ্যমে এক সাথে কাজ করে সমবায়গুলি তাদের সদস্যদের অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পরিষেবা দেবে ও সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করবে।

(৭) সমষ্টির জন্যে ভাবনা (*Concern for Community*)

সদস্যগণের প্রয়োজনে ও ইচ্ছা পূরণের সাথে সাথে সমাজের স্থায়ী উন্নয়নের (Sustainable development) লক্ষ্যেও সমবায়গুলি কাজ করবে।

পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন ও নিয়মাবলী

(প্রথম খণ্ড)

সমবায় আইনের পরিধি ঃ

সামগ্রিকভাবে সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সমবায় আইনের পরিধিতে একই সাথে তিনটি বিষয় আসে। (১) সমবায় আইন বা বিধি (কো-অপারেটিভ অ্যাক্ট), (২) সমবায় নিয়মাবলী (কো-অপারেটিভ রুলস্), (৩) সমবায় সমিতির নিজস্ব উপবিধি (বাই-ল)।

ভারতীয় সংবিধানে সপ্তম তপসিলের ৩২নং ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী সমবায় রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত । রাজ্য বিধানসভা কর্তৃক সমবায় বিষয়ক বিল পাস হওয়ার পর রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাওয়া গেলে তা অ্যাক্ট বা আইনে পরিণত হয়। রাজ্য তালিকার অন্তর্গত অন্যান্য বিষয়ে যে পদ্ধতিতে আইন প্রণয়ন করা হয় সেই একই পদ্ধতি সমবায় আইনের ক্ষেত্রে অবলম্বিত হয়। নতুন আইন যেভাবে প্রণয়ন করা হয় সেই একই পদ্ধতিতে প্রয়োজনবোধে পুরানো আইনকে সংশোধন করে বাতিল করা হয়। প্রকৃতপক্ষে সমবায় আইনের দ্বারা বিধানসভা রাজ্য সরকারের ওপর সমবায় সমিতির গঠন, পরিচালনা ইত্যাদির দায়িত্ব অর্পণ করে।

কিন্তু সমবায় সমিতির সংগঠন ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় আইনের বিস্তৃত বিধান সমবায় অ্যাক্টের মধ্যে থাকে না। আর রাখাও সম্ভব নয়। সেই কারণে অ্যাক্টের বিধান দ্বারা বিধানসভা রাজ্য সরকারের ওপর সমবায় নিয়মাবলী (রুলস্) প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করে থাকে। ১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের ১৪৭ ধারায় নিয়ম বা রুলস্ প্রণয়নের ক্ষমতা পশ্চিমবঙ্গীয় বিধানসভা রাজ্য সরকারকে অর্পণ করেছেন। আর সাধারণ অর্থে সমবায় সম্পর্কিত কোন বিষয়ে রাজ্য সরকার অর্থে বোঝাবে রাজ্য সরকারের সমবায় বিভাগকে। রাজ্য সরকারের পক্ষে সমবায় সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ ও নিয়মাবলী প্রণয়নের কাজ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় বিভাগ (কো-অপারেশন ডিপার্টমেন্ট)।

প্রয়োজনবোধে নিয়মাবলী সংশোধনের দায়িত্বও সমবায় বিভাগ পালন করে। রাজ্যের সমবায় সমিতি সংক্রান্ত যাবতীয় নীতি নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব এই সমবায় বিভাগের উপর ন্যস্ত। সমবায় সমিতি বিষয়ক রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণের দায়িত্ব থাকে সমবায় বিভাগের অধীন সমবায়

অধিকারের ওপর (কো-অপারেশন ডাইরেক্টোরেট্)। সমবায় অধিকারের শীর্ষ ব্যক্তি হিসাবে সমবায় নিবন্ধকের (রেজিস্ট্রার) ওপরই মূলত সমবায় আইন ও নিয়মাবলীকে কার্যকর করার কর্মভার অর্পিত হয়েছে। আর সমবায় সমিতি সমূহের নিরীক্ষার দায়িত্ব রয়েছে সমবায় নিরীক্ষা অধিকারের শীর্ষ ব্যক্তি হিসাবে সমবায় নিরীক্ষা অধিকর্তার ওপর।

সমবায় সমিতির কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার সর্বক্ষেত্রে সমবায় আইন ও নিয়মাবলীর বিধান স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। সেইজন্য প্রতিটি সমিতিকেই পৃথক পৃথক উপবিধি তৈরি করে নিবন্ধভুক্ত করে নিতে হয়। উপবিধি (বাই-ল) প্রণয়নের এই ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট সমিতির সদস্যদের উপর ন্যস্ত থাকায় গণতান্ত্রিক নীতি যেমন স্বীকৃত হয়েছে তেমনি আঞ্চলিক ও পেশাগত বিভিন্নতার প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনীয় বিধান উপবিধিতে সন্নিবেশ করার সুযোগও রাখা হয়েছে। অবশ্য সমবায় আইনের (অ্যাক্ট) সাথে সঙ্গতিহীন ও তার বিপরীত কোন বিধান সমবায় নিয়মাবলীতে (রুলস্) থাকতে পারে না। আর থাকলেও আইনের ধারাই (সেকশন) কার্যকর হয়। নিয়মাবলীর (রুলস্) নিয়ম সেখানে যেমন শক্তিহীন তেমনি সমবায় নিয়মাবলীর কোন নিয়মের সাথে উপবিধির কোন বিধানের সংঘাত দেখা দিলে নিয়মই বহাল থাকবে, উপবিধির বিধান সেখানে পরিত্যক্ত হবে। সমবায় নিয়মাবলী যেমন সমবায় আইনের ১৪৭ ধারার সৃষ্টি তেমনি সমবায় সমিতির উপবিধিও সমবায় নিয়মাবলীর ১১নং নিয়মের সৃষ্টি। তাই সমবায় আইনের পরিধিতে অ্যাক্ট্ রুলস্ ও বাই-ল পরস্পরের পূরক বা কমপ্লিমেন্টারি হিসাবে কাজ করলেও আইনানুগ মর্যাদায় অ্যাক্ট্ ও রুলসের পর বাই-ল'র স্থান তৃতীয়। স্বভাবতই নিয়মাবলী ও উপবিধির (বাই-ল) বিস্তৃতি ও প্রভাব এক রকম নয়। সুনির্দিষ্ট অধিনিয়ম বা বিধিবদ্ধকরণের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক নিয়মাবলী প্রস্তুত হয়ে তা আইনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বিবেচিত হয়। অন্যদিকে সমিতির সাথে সদস্যদের সম্পর্ক নির্ধারণ ছাড়া উপবিধির আর কোন ভূমিকা নাই। সমবায় সমিতির অধিকার বিলোপন বা বিস্তারে বহিরাগত কেউ উপবিধির উপর নির্ভর করতে পারে না।

সমবায় আইনের ইতিহাস :

১৮৪৪ সালের ২৪শে অক্টোবর গ্রেট ব্রিটেনের ম্যাঞ্চেস্টারের কাছে রচডেলের চরম দারিদ্র্যক্লিষ্ট ২৮ জন তন্তুবায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বহু মৃত সমবায় সমিতির কংকালের উপর ইংলণ্ডে জন্ম নিল "দি রচডেল সোসাইট অফ ইক্যুইটেবল্ পাইওনিয়ার্স"। ১৭৯৩ সালের "ফ্রেণ্ডলি সোসাইটিজ্ অ্যাক্ট্" অনুসারে তা নিবন্ধিত

হয়। ইংলণ্ডে পরবর্তীকালে প্রণীত ১৮৫২ সালের 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল এ্যাণ্ড প্রভিডেন্ট সোসাইটিজ্ অ্যাক্ট" সমবায় সংস্থাসমূহকে প্রত্যক্ষভাবে আইনানুগ স্বীকৃত দেয়। ১৮৫২ সাল থেকেই পৃথিবীতে সমবায় আইনের যাত্রা শুরু। ফ্রেণ্ডলি সোসাইটিজ্ অ্যাক্ট মূলত দাতব্য প্রতিষ্ঠান যা জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানসমূহের জনাই প্রণীত হয়েছিল। অথচ সমবায় সংগঠন মূলত দুর্বলতর সম্প্রদায়ের স্বাবলম্বন ও পারস্পরিক সহায়তার ভিত্তিতে গঠিত একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। তাই ১৮৫২ সালের আইনের প্রয়োজন ছিল।

ভারতীয় প্রেক্ষিতে সমবায় আন্দোলন প্রবর্তনে কেন্দ্রীয় মানুষ ছিলেন ফ্রেডারিক অগাস্টাস নিকলসন। তিনি ১৮৯৫ ও ১৮৯৭ সালে দুটি খণ্ডে প্রদত্ত প্রতিবেদনে জার্মানীর রাইফিজেনকে অনুসন্ধান ও অনুসরণ করতে বলেন। স্যার এডওয়ার্ড লয়ের সভাপতিত্বে ১৯০১ সালে ভারত সরকার কর্তৃত গঠিত কমিটিও সমবায় সমিতি স্থাপনের অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করে রাইফিজেনকে অনুসরণ করতে বলেন। ১৯০১ সালে ভারতীয় দুর্ভিক্ষ কমিশনও রাইফিজেনের নীতিতে মিউচুয়াল ক্রেডিট্ অ্যাসোসিয়েশন গঠনের সুপারিশ করেছিলেন। মূলত ইংলিশ ফ্রেণ্ডলি সোসাইটিজ্ অ্যাক্টের অনুসরণে সমবায় বিষয়ক প্রথম কেন্দ্রীয় আইনের খসড়া প্রস্তুত করে বিল এনেছিলেন তদানীন্তন আইন সচিব স্যার ডেভজিল ইবেটসন। এ বিষয়ে অন্যান্যদের মধ্যে বিশেষ অবদান রেখেছিলেন এডওয়ার্ড ম্যাকলাগান। অবশ্য সমবায় আইনের খসড়া প্রণয়নের আগেই পঞ্জাবে ম্যাকলাগান, উত্তরপ্রদেশে ডুপারনেক্স ও বঙ্গে লায়ন ও অন্যান্যরা মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে সমবায় ঋণদান সমিতি স্থাপনের ভিত্তিস্বরূপ সমষ্টিগত প্রচেষ্টা ও পারস্পরিক সহায়তার ভিত্তিতে নিধি বা পারস্পরিক ঋণ সংঘ স্থাপন করেছিলেন। তখন এগুলি নিবন্ধিত হত ১৮৬০ সালের জেনারেল সোসাইটিজ্ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট্ অথবা ১৮৮২ সালের ভারতীয় কোম্পানি আইন অনুসারে। ১৯০৩ সাল নাগাদ উত্তরপ্রদেশ ও মাদ্রাজে এরূপ সমবায় সংস্থা ও নিধির সংখ্যা ছিল প্রায় ২০০টি—তাদের সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৬০০০ ও কার্যকর মূলধনের পরিমাণ ছিল ৭৫ লক্ষ টাকা।

রাষ্ট্রীয় নীতি হিসাবে সমবায় ঋণদান সমিতি সংগঠনের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে সমবায় বিষয়ক ভারত সরকারের প্রথম আইন প্রণীত হয় ১৯০৪ সালে (দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটিজ্ অ্যাক্ট ১৯০৪)। মূলত লর্ড কার্জনের আগ্রহেই আইনটি পাশ হওয়ার পর এল এস শাস্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন "নিজেদের সুসভ্য সরকার হিসাবে প্রমাণিত করার জন্যে ব্রিটিশ সরকার এই আইটি পাশ করলেন" (প্রোবাবলি টু জাস্টিফাই ইটস্ ক্লেম টু বি এ সিভিলাইসড গভর্ণমেন্ট)। এই আইন

পাশ হওয়ার পর ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে প্রাথমিক সমবায় ঋণদান সমিতি গ্রামে ও শহরে গড়ে উঠতে থাকে। কিন্তু এই আইনের কতকগুলি ত্রুটি ছিল, যেমন—(১) এই আইনে প্রাথমিক ঋণদান সমিতি ছাড়া অন্য কোন রকম সমিতি গঠনের এমন কি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক গঠনেরও বিধান ছিল না। (২) গ্রামীণ সীমাহীন দায়বিশিষ্ট সমিতির ক্ষেত্রে মুনাফা বণ্টন নিষিদ্ধ ছিল (৩) সমিতিগুলিকে গ্রামীণ ও শহুরে এই দুই ভাগে শ্রেণীবিন্যাস করাও ছিল অযৌক্তিক ও অসুবিধাজনক।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল আইনের বিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই প্রাথমিক সমিতিগুলির প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে কয়েক জায়গায় কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক গঠিত হয়েছিল। ১৯০৬ সালে উত্তরপ্রদেশেই প্রথম একটি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক প্রাথমিক ঋণদান সমিতি হিসাবে নিবন্ধিত হয়। রাজস্থানের আজমীরে ১৯১০ সালে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক কাজ শুরু করেছিল। পূর্বের সেন্ট্রাল প্রভিন্সেসে ও বেরারেও ১৯১২ সালের আগেই আধুনিক কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক কাজ আরম্ভ করেছিল। শুধু কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক নয়। ক্রেতা সমবায় সমিতির ক্ষেত্রেও অনুরূপ নজির মেলে। ১৯০৪ সালে মাদ্রাজে নিবন্ধিত "দি ট্রিপলিক্যান আরবান কো-অপারেটিভ সোসাইটি" সমবায় ঋণদান সমিতি হিসাবে গঠিত হলেও কাজ করতো ক্রেতা সমবায় সমিতি হিসাবে। ১৯১২ সালের আইন কার্যকর হওয়ার পর সমিতিটির ঋণদান শাখা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই ক্রেতা সমিতিটি বর্তমান ভারতের অন্যতম বৃহত্তম সমিতি। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হ'ল ক্রেতা সমবায় সমিতির প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভবনা থাকা সত্ত্বেও এবং ভারতের প্রায় সর্বত্র ঋণদান ব্যবস্থা ত্রিস্তর কাঠামোর উপর নির্ভরশীল হলেও ১৯০৪ সালের আইনে এ বিষয়গুলি অবহেলিত ছিল।

১৯০৪ সালের আইনের দ্বারা গঠিত সমবায় সমিতিগুলির কাজকর্মও সন্তোষজনক ছিল না। তার প্রমাণ বোম্বাই প্রদেশের তদানীন্তন নিবন্ধক সি এস ক্যাম্বেলের উক্তি ঃ—"The lazy secretary of a dull society will collect and pay out again to the same persons by a book transaction...........The worst of the system is, perhaps that money goes in one lump on one day and comes back in one lump on another day, in the interval, a guest comes, a cow dies, a child is born, school fees fall due, but the society is found unable to accommodate............the Sahukar can and does." "অনুজ্জ্বল সমিতির শ্রমবিমুখ সম্পাদক নগদ আদায় না করে খাতাপত্রে

আদায় করে আদায় আবার দাদন দেখাবে............। এই পদ্ধতির যেটা সব থেকে খারাপ সম্ভবত সেটা হ'ল একদিন ঐ থোক টাকা দাদন দেখানো হয় আর একদিন ঐ টাকা আদায় দেখানো হয়। অন্তর্বর্তী সময়ে যদি সদস্যের বাড়িতে অতিথি আসে, গরু মারা যায়, কোন নবজাতক আসে ও সদস্যের ছেলের স্কুলের মাইনে বাকি পড়ে তাহলে সমিতি এ আপৎকালীন সময়ে সদস্যের কোন চাহিদাই মেটাতে পারে না।..................কিন্তু একজন মহাজন তা পারে আর করেও।"

যা হ'ক ১৯০৪ সালের আইনের অসম্পূর্ণতাগুলি "কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ্ অ্যাক্ট ১৯১২" দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার সংশোধনের চেষ্টা করেন। এই নতুন আইনে ঋণদান সমিতি ছাড়াও অন্যান্য ধরনের সমিতি গঠনের ব্যবস্থা ছিল। আর কেন্দ্রীয় সমিতি গঠনের ব্যবস্থাও রাখা হ'ল। তাছাড়া এই আইনের মধ্যে অনেকগুলি নতুন ধারাও সংযোজিত হয়েছিল। সমবায় আইনের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে ১৯১৯ সালের মন্টেগুচেম্‌সফোর্ড শাসনতান্ত্রিক সংস্কার আইন। এই আইনের বলে সমবায় প্রাদেশিক বিষয় বলে গণ্য হ'ল। এই সুযোগে বিভিন্ন প্রদেশ নিজেদের স্থানীয় সমস্যা ও প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রেখে নিজস্ব প্রাদেশিক সমবায় আইন গ্রহণ করতে শুরু করলো। এ বিষয়ে বোম্বাই প্রদেশই অগ্রণী হয়ে সর্বপ্রথম নিজেদের সমবায় আইন প্রণয়ন করে ১৯২৫ সালে। তারপর মাদ্রাজ ১৯৩২ সালে। ১৯৩৫ সালে করে বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ। আর বাংলায় হয় ১৯৪০ সালে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিভিন্ন প্রদেশ কর্তৃক প্রণীত প্রাদেশিক সমবায় আইনগুলির মূল ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার প্রণীত ১৯১২ সালের আইন । ১৯৪২ সালের বঙ্গীয় সমবায় নিয়মাবলী প্রণয়নের পর ১৯৪২ সালের ২ জুলাই থেকে ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় সমবায় আইন চালু হয়। তার আগে পর্যন্ত তখনকার অবিভক্ত বাংলাদেশের সমবায় সমিতিগুলি ১৯১২ সালের কেন্দ্রীয় সমবায় আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'ত।

১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৬৬ সালের মধ্যে ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় সমবায় আইন মোট দশ বার সংশোধিত হয়েছে। সমবায় আন্দোলনের বাস্তব সমস্যা ও প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি বজায় রেখে চলার জন্যই আইনকে বার বার সংশোধন করতে হয়েছে। ঐ কুড়ি বছরের ব্যবধানে দশবার সংশোধনের মধ্যে ১৯৪৬ সালে একবার, ১৯৪৭ সালে দুইবার, ১৯৪৮ সালে একবার, ১৯৫০ সালে দুইবার, ১৯৫৩ সালে একবার, ১৯৬৩ সালে দুইবার ও ১৯৬৫ সালে একবার ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় সমবায় আইনকে সংশোধন করতে হয়। এদের মধ্যে ১৯৬৫ সালের সংশোধনের মাধ্যমে মোট ৪৪টি (চুয়াল্লিশটি) ধারা এবং সমবায় আইনের দ্বিতীয়, তৃতীয়

ও চতুর্থ তফসিলে পরিবর্তন সাধন করা হয়। অবশ্য সমবায় আইনের এরূপ বৃহদাকার পরিবর্তন সাধনের পটভূমিকাটিও এখানে উল্লেখযোগ্য।

১৯৫৪ সালে নিখিল ভারত গ্রামীণ ঋণ সমীক্ষা কমিটি তাদের রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্টে প্রদত্ত সুপারিশগুলি ভারত সরকার গ্রহণ করেন। সরকার কর্তৃক সমিতির শেয়ার ক্রয় ও সমিতির পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় সরকারের সক্রিয় ভূমিকা অর্থাৎ ডিরেক্টর মনোনয়ন প্রভৃতি সুপারিশগুলির জন্য বিভিন্ন রাজ্যের সমবায় আইনে উপযুক্ত বিধান রাখার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো। এছাড়া ভাষার ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজ্যের সীমানা পুর্নগঠনের ফলে যে এলাকাগুলিকে অন্য রাজ্যসমূহের সীমানায় অন্তর্ভূক্ত করা হ'ল সেই এলাকাগুলিতে চালু সমবায় আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট রাজ্যসমূহের সমবায় আইনের সঙ্গতি আনারও একান্ত প্রয়োজন ছিল। যেমন—বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর, অন্ধ্রপ্রদেশ, রাজস্থান ও কেরালা এই রাজ্যগুলির প্রত্যেকটিতে একাধিক সমবায় আইন চালু রাখতে হয়েছিল, যেটা আদৌ বাঞ্ছনীয় ছিল না। পরিশেষে এটাও ঠিক যে, পরিকল্পিত অর্থনীতিতে কিছু কেন্দ্রীয়করণ আসবেই। আর এজন্যেই সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সমবায়মূলক পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণের উদ্দেশ্যে সারা দেশের বিভিন্ন রাজ্যের সমবায় আইনে বেশ কিছুটা মিলও থাকা দরকার। এই কারণগুলি ছাড়া সমবায় আইনকে অধিকতর সরলীকরণের তাগিদও ছিল।

পরিস্থিতির প্রয়োজনে ১৯৫৬ সালের জুন মাসে ভারত সরকার খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রকের যুগ্মসচিব শ্রী এস টি রাজার সভাপতিত্বে 'কমিটি অন কো-অপারেটিভ ল' নামে একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি ১৯১২ সালের কেন্দ্রীয় সমবায় আইনগুলি বিবেচনা করে একটি মডেল সমবায় আইন সমেত তাদের সুপারিশ পেশ করে ১৯৫৭ সালের মে মাসে। ভারত সরকার বিভিন্ন রাজ্যে ঐ মডেল সমবায় আইন পাঠিয়ে স্থানীয় প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেন। এই পটভূমিকায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি কো-অপারেটিভ ল' কমিটি নিযোগ করেন, এই কমিটির ওপর দায়িত্ব ছিল ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় সমবায় আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনগুলি সুপারিশ করা। এই কমিটির সুপারিশগুলি বিধানসভায় পেশ করা হয়। সুপারিশগুলি পরীক্ষা করার জন্য বিধানসভা একটি জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটি গঠন করে। এই সিলেক্ট কমিটির সুপারিশ ১৯৬৫ সালে বিধানসভায় পেশ করা হয় এবং ১৯৬৫ সালেই "দি বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ (অ্যামেণ্ডমেন্ট) অ্যাক্ট ১৯৬৫" বিধানসভায় পাশ হয়ে যায় ও রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাওয়ার পর ১৯৬৬ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি থেকে

ঐ ১৯৬৫ সালের সংশোধনী আইন চালু হয়।

এইভাবে যখন প্রয়োজন হয়েছে ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় সমবায় আইনকে সংশোধন করা হয়েছে। কিন্তু ঐ পুরানো আইনকে সম্পূর্ণ পালটিয়ে নবকলেবরে সমবায় আইন প্রণয়ণের প্রচেষ্টা ১৯৬৯ সালের আগে নেওয়া হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৬৯ সালের জুন মাসে এই উদ্দেশ্যে 'কো-অপারেটিভ ল কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির পূর্ণাঙ্গ সুপারিশ দাখিলের পূর্বে অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৬৯ সালে ও ১৯৭০ সালে দুইবার ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় সমবায় আইন আবার সংশোধিত হয়। এই ল কমিটি ১৯৭০ সালের জুলাই মাসে ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ বিল-এর একটি খসড়া সমেত তাদের সুপারিশ পেশ করে। এই বিল রচনার প্রাক্কালে এই কমিটি সমস্ত সংশোধনীসহ ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় সমবায় আইন ছাড়াও মহারাষ্ট্র উত্তরপ্রদেশ, কেরালা, মাদ্রাজ, মহীশূর প্রভৃতি রাজ্যের সমবায় আইন ও নিয়মাবলীও পর্যালোচনা করেন। এমনকি মাদ্রাজ সরকার কর্তৃক ইতিমধ্যে গঠিত সমবায় বিষয়ক কমিটির রিপোর্টিও পশ্চিমবঙ্গীয় আইন কমিটি বিবেচনা করেন ও বিভিন্ন রাজ্যে সমবায় আইনের তুলনামূলক বিচারেও এই কমিটি অনেক বিষয়ে লাভবান হন। এদের মধ্যে রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন ও জেলা সমবায় ইউনিয়ন সংক্রান্ত বিধানগুলি কেরালা রাজ্যের সমবায় আইন ও নিয়মাবলী থেকে নেওয়া হয়।

ল কমিটি নতুন সমবায় আইনের রূপরেখা সমেত সুপারিশ ১৯৭০ সালের জুলাই মাসে পেশ করলেও মূলত রাজ্যব্যাপী রাজনৈতিক অস্থিরতার দরুন ১৯৭২ সালের আগে এই বিষয়ে মনোনিবেশ করা সম্ভব হয় নাই। ল কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত খসড়া বিলের কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয় বিভিন্ন স্থান থেকে আগত একাধিক প্রস্তাব ও সুপারিশের ভিত্তিতে। ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় বিলটি ঐ সালের ২৬ এপ্রিল তারিখে বিধান সভায় পাশ হয় ও রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের পর ঐ সালের ১লা নভেম্বর থেকে ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন হিসাবে এই আইন চালু হয়। তবে উক্ত আইনের ২৩ ধারার ৯ নং উপধারা ও ৪৭ নং ধারাকে ঐ তারিখ থেকে কার্যকর করা হয় নাই। ২৩ ধারার ৯ নং উপধারার উপর যে বিধিনিষেধ ছিল তা ১৯৭৪ সালের ১লা অগস্ট থেকে প্রত্যাহার করা হয় অর্থাৎ ঐ তারিখ থেকে ৯ নং উপধারাটি কার্যকর হয়।

তবে সমবায় নিয়মাবলী প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত সমবায় আইনের যথোচিত প্রযোগ সম্ভব হয় না। সেই বিবেচনায় ঐ আইনের ৩ নং ধারার ২ নং উপধারায়

বলা ছিল যে, ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যে সমস্ত নিয়ম ১৯৪২ সালের বঙ্গীয় সমবায় নিয়মাবলীতে লিপিবদ্ধ আছে সেগুলি এই নতুন আইনের সংশ্লিষ্ট নিয়ম হিসাবে বিবেচিত ও কার্যকর হবে যতদিন না পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় নিয়মাবলী কার্যকর হচ্ছে।

১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের ১৪২ ধারা মতে রাজ্য সরকার নতুন সমবায় আইনের আওতায় সমবায় নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন। এই নিয়মাবলী ১৯৭৪ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় নিয়মাবলী হিসাবে ঐ সালের ১লা ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়েছে। ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের কতকগুলি সংশোধনী প্রস্তাব ১৯৭৪ সালের নভেম্বর মাসে রাজ্য বিধানসভায় পাশ হয় ও রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাওয়ার পর ১৯৭৫ সালের ১লা মে থেকে সমবায় আইনের সংশোধনীগুলি কার্যকর হয়েছে। সংশোধনীগুলির মাধ্যমে কয়েকটি পুরাতন ধারার কিছু পরিবর্তন ও কয়েকটি নতুন ধারার সংযোজন করা হয়েছে। এই আইনের ৪৭ নং ধারা যেটিকে পূর্বে কার্যকর করা হয় নাই তাও ১৯৭৫ সালের ১লা মে থেকে কার্যকর করা হয়। তবে আমানত বিমাসংক্রান্ত আইনগত বিষয়টি সংশোধিত ধারায় সন্নিবেশিত করা হলেও (সেকশন্ ১৩৯-এ) ঐ তারিখ থেকে কার্যকর হয় নাই। ১৯৭৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বর থেকে সমবায় ব্যাংক সমূহের আমানত বিমাসংক্রান্ত ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের ১৩৯-এ ধারাটিকে কার্যকর করা হয়েছে।

সমবায় আইনের ৫৯ ধারার একটি সংশোধনী অর্ডিন্যান্সে ১৯৭৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর রাজ্যপাল সই করেন। আইনের উক্ত সংযোজনে প্রাথমিক সমবায় ঋণদান সমিতির বা ফারমার্স সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটির ক্ষেত্রে আবেদন পত্রের সাথে সাথেই সদস্যপদ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অধ্যাদেশটি ১৯৭৭ সালে বিধানসভায় পাশ হয় ও রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের পর ঐ সালের ৩ মে তারিখে গেজেটে প্রকাশিত হয়। সার্বজনীন সদস্যপদের এই সংশোধনী বিধানটি ১৯৭৭ সালের ৪ জানুয়ারি থেকে বলবৎ করার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা উক্ত ঘোষপত্রে সন্নিবেশিত হয়।

১৯৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন দুইবার সংশোধিত হয়েছে। প্রথম সংশোধনী আইনের উদ্দেশ্য ছিল সমবায় ঋণদান সংস্থাসমূহের মাধ্যমে কৃষি উন্নয়নের জন্য সহজতর শর্তে ঋণ দাদনের ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমবায় আইনে গেহ্রাণ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্তি এই সালের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ঘোষণার মাধ্যমে সম্পত্তির ওপর প্রভার (চার্জ) সৃষ্টি করে তার ভিত্তিতে

সমবায় ঋণদান সমিতি কর্তৃক ঋণ আদায় সংক্রান্ত 'গেহাণ' সমবায় আইনের
৪ . ৮
ধারার পরে ৪৮-এ, ৪৮-বি ও ৪৮-সি ধারার সংযোজিত হয়েছে। একই সাথে আইনের ৩৭ ও ৯৮ ধারায় পরে নতুন ধারা ও ৩৯ ধারার মধ্যে নতুন উপধারাও সংযোজিত হয়েছে। ১৯৭৮ সালের এই প্রথম সংশোধনী আইনটি রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের পর ১৯৭৯ সালের ১৮ই জানুয়ারি ঘোষপত্রে প্রকাশিত হয় ও প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলী প্রকাশিত হওয়ার দিন থেকে অর্থাৎ ১৯৭৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে সেগুলি কার্যকর হয়।

১৯৭৮ সালের দ্বিতীয় সংশোধনী আইনের উদ্দেশ্য ছিল নিয়মিত ও সময়মত বাৎসরিক সাধারণসভা অনুষ্ঠান ও কার্য নির্বাহিক কমিটির নির্বাচনের মাধ্যমে কায়েমী স্বার্থ রোধ করা ও সমবায় আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রকৃত গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়ে তোলা। এই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় সংশোধনী আইনের মাধ্যমে ২৬ ধারার পরে ২৬-এ ও ২৬-বি নামে আরও দুটি ধারা নতুন করে প্রণয়ন করে বিধান আনা হ'ল যে বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ থেকে পনেরো মাস সময়ের মধ্যে কার্য নির্বাহিক কমিটির নির্বাচন না হলে কমিটি ভেঙ্গে যাবে ও স্পেশাল অফিসার (প্রাধিকারিক) অনধিক এক বৎসর কালের মধ্যে কার্যনির্বাহিক কমিটি পুর্নগঠনের ব্যবস্থা করবেন। ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের স্পেশাল অফিসার সংক্রান্ত ১৯৭৮ সালের দ্বিতীয় সংশোধনী আইনটি ১৯৭৯ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে বলবৎ হয়েছে।

১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের কিছু অসম্পূর্ণতা ছিল। ১৯৭৭ সালের জুন মাসে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে সমবায় ক্ষেত্রেও ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে প্রয়াসী হলেন। পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন, নিয়মাবলী ও উপবিধির আনুষঙ্গিক পরিবর্তন সুপারিশ করার জন্য এই সরকার ১৯৭৮ সালের ২২ জুন সমবায় আইন বিষয়ক একটি কমিটি গঠন করেন। ১৯৮০ সালের ২২ মার্চ এই কমিটি তাদের প্রতিবেদন পেশ করে। এই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে রচিত "দি ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ বিল, ১৯৮২" বিধানসভায় পেশ করা হলে তা পঁচিশ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হয়। কমিটির প্রথম বৈঠক ১৯৮২ সালের ২৫ নভেম্বর বসে। তবে সংশ্লিষ্ট বিধানসভার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় নির্বাচনোত্তর নতুন বিধানসভা বিলটিকে নতুন সিলেক্ট কমিটিতে পাঠায়। দ্বিতীয় সিলেক্ট কমিটির সুপারিশসহ বিলটি উত্থাপিত হলে দু'দিনের বিতর্ক শেষে ১৯৮৩ সালের ১০ মার্চ তারিখে রাজ্য

বিধানসভায় পাশ হয়। ১৯৮৪ সালের এপ্রিল মাসে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের পর ১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় বিলটি সমবায় আইনের মর্যাদা পায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও ১৯৮৪ সালের ২৩শে মে তারিখে ৯৯৫ নং নির্দেশ বলে ক্যালকাটা গেজেটে বিজ্ঞপ্তি আকারে সংশ্লিষ্ট আইনকে কায়েম না করলেও প্রকাশ করেন।

১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের আনুষঙ্গিক নতুন নিয়মাবলী রচিত না হওয়া পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনই কার্যকর থাকে। ১৯৮৪ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখের ৪৬৯৫ নং নির্দেশ বলে রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি শ্রীহরিদাস মুখার্জির সভাপতিত্বে নিয়মাবলী প্রণয়নের জন্য সাতজন সদস্য বিশিষ্ট একটি সমবায় রুলস্ কমিটি গঠন করেছিলেন। ১৯৮৬ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে সমবায় রুলস্ কমিটির সভাপতি শ্রী মুখার্জি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায়মন্ত্রী শ্রীনীহার বসুর নিকট তাঁদের প্রতিবেদন পেশ করেন। পরিশেষে ১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন ও ১৯৮৭ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় নিয়মাবলী ১৯৮৭ সালের ১লা অগস্ট থেকে কার্যকর হয়েছে। সমবায় বিভাগের ৩০-৭-৮৭ তারিখের ৩১৪১ কো-অপ. এইচ/২ আর-৬/৮৭ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন দ্বারা ১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনকে এবং ৩১৪২ কো-অপ/এইচ/২ আর-৬/৮৭ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন দ্বারা ১৯৮৭ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় নিয়মাবলীকে ১৯৮৭ সালের ১লা অগস্ট থেকে কার্যকর করা হয়েছে। তবে আইনের যে উপধারা ও ধারাগুলি ঠিক তখনই কার্যকর করা হয় নাই সেগুলি হ'ল—১৩ ধারায় (৫), (৬) ও (৭) উপধারাগুলি এবং ৩৫, ৩৮ ও ৯৭ ধারাসমূহ। নিয়মাবলীর সংশ্লিষ্ট নিয়ম যেমন—১০, ৬২, ৬৪, ৬৬ ও ১৮২ নিয়মগুলিও অনুরূপভাবে বহাল করা হয় নাই। দুটি প্রজ্ঞাপনই ৩১-৭-৮৭ তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৮৮ সালের ৭ই মার্চ তারিখে রাজ্য সরকারের ৯৭৬ নং নির্দেশ বলে সমবায় বিভাগের অধীনে একটি নতুন অধিকার (ডাইরেক্টোরেট) গঠন করা হয়েছে। পূর্বতন সমবায় অধিকার থেকে হিসাব নিরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়টি পৃথক করে নতুন অধিকারের নাম হয়েছে 'সমবায় নিরীক্ষা অধিকার' (Directorate of Co-operative Audit)। পূর্বে সমবায় নিরীক্ষার প্রধানের দায়িত্বে ছিলেন সমবায় সমিতিসমূহের নিবন্ধক। পৃথক অধিকার সৃষ্টির পর ১৯৮৮ সালের ১লা এপ্রিল থেকে এ দায়িত্ব নিরীক্ষা অধিকর্তার ওপর ন্যস্ত হয়েছে। প্রারম্ভিক পর্যায়ে

সমবায় সমিতিসমূহের নিবন্ধকই সমবায় নিরীক্ষা অধিকর্তার অতিরিক্ত দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৮৮ সালের ১লা এপ্রিল থেকে (সরকারি নির্দেশ নং ১৩২৭; তারিখ ২৫-৩-৮৮) শ্রীনিখিলেশ দাস, আই এ এস, প্রথম এই দায়িত্ব পালন করেন। তারপর শ্রীমতী মীরা পাণ্ডে, আই এ এস, সমবায় নিবন্ধক ও নিরীক্ষা অধিকর্তার দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৯১ সালের ২রা মার্চ তারিখে শ্রীমতি পাণ্ডের নিকট থেকে সমবায় নিরীক্ষা অধিকর্তার পূর্ণাঙ্গ দায়িত্ব গ্রহণ করেন শ্রীঅরুণকুমার ভাদুড়ী, আই এ এস।

১৯৮৮ সালের ১৫ই জুলাই থেকে রাজ্য সরকার সমবায় নিবন্ধন পরিষদ বিষয়ক উপধারাগুলি যেমন ১৩(৫), (৬) ও (৭) এবং নিয়মাবলীর সংশ্লিষ্ট ১০ নিয়মকে যথাক্রমে ২৮৩০ ও ২৮৩১ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন দ্বারা কার্যকর করেন। উভয় প্রজ্ঞাপনেরই তারিখ ছিল ১৯৮৮ সালের ১১ই জুলাই। অবশ্য নির্বাচন কর্তৃপক্ষ সংক্রান্ত ৩৫ ধারা ও মধ্যস্থদের আদালতের ওপর ৯৭ ধারা ও তদ্সংক্রান্ত নিয়মাবলীগুলি এখনও কার্যকর করা হয়নি।

নতুন আইন কার্যকর হওয়ার পর পরই বেশ কিছু ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা সংশ্লিষ্ট সকলেরই চোখে পড়ে। সেগুলি দূর করার জন্য নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। পরিস্থিতির প্রয়োজনে আনুষঙ্গিক পরিবর্তন সুপারিশ করার জন্য ১৯৮৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি ৫৩০ নং নির্দেশ বলে রাজ্য সরকার ৯ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়। ১৯৮৮ সালের ৩০শে অগস্ট এই কমিটি রাজ্য সরকারের কাছে তাঁদের সুপারিশ পেশ করেন। এই সুপারিশের কিছু অংশের ভিত্তিতে আনীত বিল ১৯৮৯ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর বিধানসভায় পেশ হয়। রাজ্যপালের সম্মতি লাভের পর ৩০শে অক্টোবর তারিখে ৪১৯১ নং নির্দেশের মাধ্যমে রাজ্য সরকার সেগুলি ১৯৮৯ সালের ১লা ডিসেম্বর থেকে কার্যকর করেন। এই সংশোধনের দ্বারা সমবায় আইনের, ২, ৯, ১০, ২৫, ২৬, ৬০, ৬৯, ৭১, ৮৫, ৯০, ৯১, ১০১, ১৩৪ প্রভৃতি ১৩টি ধারার মধ্যে আনীত পরিবর্তনগুলি সংশ্লিষ্ট ধারা সমূহে সংযোজিত হয়েছে। তাছাড়া নিরীক্ষা অধিকর্তার ক্ষমতা সংক্রান্ত আর একটি তফসিলও (ষষ্ঠ তফসিল) নতুন সংযোজিত হয়ে কার্যকর হয়েছে।

তবে ২ ধারার (১৬) প্রকরণে সমবায় বৎসরের পরিবর্তনটি এতদিন রাজ্য সরকার কার্যকর করেন নাই। অর্থাৎ এপ্রিল মাস থেকে সমবায় বৎসর শুরুর কথা প্রথম সংশোধনীতে বলা হলেও পুর্ব বিধান মোতাবেক সমবায় বৎসর বলতে এতদিন ১লা জুলাই থেকে ৩০শে জুন পর্যন্ত সময় কালকেই বোঝাতো। ১৯৯১

সালের ১৭ই অগস্ট তারিখে রাজ্য সরকারের সমবায় বিভাগ প্রদত্ত ৪০০১ নির্দেশ বলে ১৯৯২ সালের ১লা এপ্রিল থেকে সমবায় বৎসর শুরু হয়েছে। স্বভাবতই ১৯৯১-৯২ সমবায়বর্ষ স্থায়ী হয়েছে মাত্র ৯ মাস (১লা জুলাই থেকে ৩১শে মার্চ)। ১৯৯২-৯৩ সমবায়বর্ষ থেকে পরবর্তী সমবায় বৎসরগুলির স্থায়িত্বকাল হয়েছে এপ্রিল থেকে মার্চ অর্থাৎ ১২ মাস।

হরিদাস মুখার্জি কমিটি প্রস্তাবিত দ্বিতীয় ও সাম্প্রতিক সংশোধনীটি ১৯৯০ সালের ২৯শে অগস্ট বিধানসভায় পাশ হয়। রাজ্যপালের সম্মতি লাভের পর ১৯৯১ সালের ২২শে জুলাই তারিখে দেওয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় বিভাগের ২৭০৪ কো-অপ্ নির্দেশ বলে সেটি ১৯৯১ সালের ১লা অগস্ট থেকে কার্যকর হয়েছে। দ্বিতীয় সংশোধনের দ্বারা যে ধারাগুলিতে অল্পবিস্তর পরিবর্তন আনা হয়েছে তাদের সংখ্যা হ'ল মোট ৩৫টি। সেগুলি হ'ল—২, ১০, ১১, ১৩, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩৫, ৩৮, ৪১, ৪৭, ৫২, ৫৩, ৫৮, ৬৯, ৭৭, ৮০, ৮১, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯৯, ১১২, ১২৭, ১২৯, ১৩০, ১৩৫। এছাড়া প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তফসিলেরও কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে।

১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের শুধুমাত্র নিরীক্ষা সংক্রান্ত ১৯৯২ সালের তৃতীয় সংশোধনটি রাজ্যপালের অনুমোদন প্রাপ্তির পর ১৯৯৩ সালের ১৩ এপ্রিল তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রথম প্রকাশিত হয়। ঐ তারিখ থেকেই সংশ্লিষ্ট ধারাগুলিকে ভূতাপক্ষা কার্যকারিতা (রেট্রাস্পেকটিভ) সহ চালু করা হয়। সংশোধনটি খুব প্রান্তিক ধরনের হলেও অডিট এলাকা, নিরীক্ষা আধিকারিক ও নিরীক্ষা অধিকর্তা সংক্রান্ত সংজ্ঞার প্রেক্ষিতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

সমবায় কৃত্য নিয়োগাধিকার (কো-অপারেটিভ সার্ভিস কমিশন) সংক্রান্ত ৩৮ ধারা ও নিয়মাবলীর ৬৬ নিয়ম এতদিন কার্যকর করা হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৯৪ সালের সমবায় বিভাগীয় বিজ্ঞপ্তি (নং ৩৯৪৮ কো-অপ্/ঈ; তারিখ ২১ অক্টোবর) অনুসারে সংশ্লিষ্ট বিধানগুলি ১৯৯৪ সালের ২১শে অক্টোবর থেকে কার্যকর করা হয়েছে। তার ফলে ঐ তারিখ থেকে পঞ্চম তফসিলভুক্ত সমবায় সমিতিসমূহে নিয়োগের উদ্দেশ্যে কর্মচারী স্থির করার সার্বিক দায়িত্ব এই নিয়োগাধিকার পালন করবে। অবশ্য ৬৬(৬) নিয়ম অনুসারে "ডি" শ্রেণীভুক্ত কর্মী ও দুই শত টাকার কম মূল বেতন বিশিষ্ট পদগুলির কর্মীদের স্থির করার কোন এক্তিয়ার এই কমিশনের নেই। তিনজন সদস্য বিশিষ্ট এই নিয়োগাধিকারের সভাপতি পদে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রধান সচিব ও সমবায় সচিবকে আর সদস্য

হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্কের সভাপতিকে নিয়োগ করা হয়েছে। এর কার্যালয় হবে কলকাতার উল্টোডাঙ্গায় অবস্থিত 'ইন্‌স্টিটিউট অব্ কো-অপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট ফর এগ্রিকালচার অ্যাণ্ড রুর‍্যাল ডেভেলপ্‌মেন্ট" (ইকমার্ড)'র বাড়িতে। পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে (নং ২১০৯—কো-অপ/ডি তারিখ ১৯-৫-৯৩) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ককে "ব্যাঙ্কিং সার্ভিস রিক্রুটমেন্ট বোর্ড"র মাধ্যমে কর্মচারী নিয়োগের যে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তা বর্তমান প্রজ্ঞাপনের দ্বারা প্রত্যাহৃত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন ও নিয়মাবলী অনুসারে পঞ্চম তফসিলভুক্ত সমবায় সমিতি সমূহের কর্মচারী বাছাইয়ের বিভিন্ন আনুষঙ্গিক পদ্ধতি এই নিয়োগাধিকার স্থির করবে। নিয়োগাধিকারের সুপারিশের ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত কোন কর্মচারীর স্বার্থ জড়িত আছে এমন কোন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সমিতি কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে চাইলে তা নিয়োগাধিকারের সাথে পরামর্শক্রমে নিতে হবে। এছাড়া রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্দেশিত অন্যান্য বিষয়েও সংশ্লিষ্ট সমিতি সমবায় কৃত্য নিয়োগাধিকারের সাথে পরামর্শ করবে।

সমবায় আইনের ৬০ ধারা ও ৮৭ ধারার পরিবর্তন সম্বলিত চতুর্থ সংশোধনটি রাজ্যপালের সম্মতি লাভের পর ১৯৯৫ সালের ১৩ অক্টোবরের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়। এর দ্বারা আবাসন সমবায়ের ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প ডিউটির ছাড় এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা করা হয়েছে। এই সংশোধনটি .... তারিখ থেকে কার্যকর হয়েছে।

সমস্ত পরিবর্তনই সংশ্লিষ্ট ধারা-উপধারা ও তফসিলের মধ্যে সংযোজিত হয়েছে। এমন কি ১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের বিশিষ্টতা শীর্ষক পূর্বের আইনের সাথে তুলনামূলক আলোচনাতেও ১৯৮৯ সালের ১লা ডিসেম্বর ও ১৯৯১ সালের ১লা অগস্ট থেকে কার্যকর দুটি সংশোধনীর মূল বক্তব্য বিষয়গুলিও ১৯৮৩ সালের আইনের অঙ্গীভূত করেই বিশিষ্টতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

নীতির সুরক্ষায় সমবায় আইন

ল্যাটিন শব্দ "প্রিন্সিপিয়াম" থেকে "প্রিন্সিপিল" শব্দের উৎপত্তি। "প্রিন্সিপিয়াম্" শব্দের অর্থ হ'ল ভিত্তি বা বেসিস। যে মৌলিক ভিতের উপর সমবায় মতবাদ প্রতিষ্ঠিত এবং জাতীয় থেকে প্রাথমিকস্তর পর্যন্ত সমবায় পরিকাঠামো যার উপর

বিস্তৃত সমবায় নীতি সেই ভিত্তিকে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করে। নীতি হতে গেলে তার মূলত তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার। প্রথমত, তা সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। দ্বিতীয়ত, মূল বিষয়কে প্রকাশ করবে। তৃতীয়ত, তার মধ্যে থাকবে কিছু পরিমাণ সর্বজনীন ও সর্বকালীন উপাদান। নীতির মধ্যে নিহিত তাকে এমন কিছু মূল্য যা মোটামুটি স্থায়ী ও সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। সমবায় শিক্ষার মাধ্যমেই সমবায় নীতি সম্পর্কে উপলব্ধি ঘটে। সমবায় আইন সার্বভৌম রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের ছত্রছায়ায় এই উপলব্ধির মধ্যেই নিয়ে আসে নীতির আবশ্যিক মান্যতা ও বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা। আমাদের আবার আচরণের ক্ষেত্রে সার্বভৌম রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ যে সাধারণ নিয়ম বলবৎ করে তাই আইনের মর্যাদা পায়। আর আইনের বাধ্যবাধকতা থাক বা না থাক নীতি একটি পৃথক সত্তা নিয়ে গড়ে ওঠে। তাই নীতিকে সব সময়েই হতে হবে সুস্পষ্ট, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সর্বজনীন। নীতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে তার নিজস্ব কিছু মূল্য বা ভ্যালু। তবে তার মধ্যে আনুষঙ্গিক গতিবেগ ও দৃঢ়তা বা ভ্যালিডিটি নিয়ে আসে সংশ্লিষ্ট আইন।

১৯৪০ সালের বঙ্গীয় সমবায় আইনের নিবন্ধন সংক্রান্ত অধ্যায়ের ১১ ধারার মত ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের ১১ ধারা ও ১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের ১১ ধারায় সমবায় নীতি সম্পর্কে বলা আছে। সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমবায় নীতি অনুযায়ী সদস্যদের সাধারণ স্বার্থসাধন যে সংগঠনের উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে সেই সমিতিই নিবন্ধিত হবে ("the common interests of its members in accordance with cooperative principles")। কিন্তু এতদিন পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের কোথাও সমবায় নীতির কোন ব্যাখ্যা ছিল না। ব্যাখ্যা না থাকলেও বিভিন্ন সময়ে প্রবর্তিত সমবায় আইনের বিভিন্ন ধারা, উপধারা ও তৎসংশ্লিষ্ট সমবায় নিয়মে আন্তর্জাতিক সমবায় নীতিগুলিকেই বিভিন্নভাবে রূপায়িত ও সুরক্ষিত করা হয়েছে। ১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের দ্বিতীয় সংশোধনীতে সমবায় নীতির বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। ১৯৯০ সালের অক্টোবর মাসে রাজ্যপালের সম্মতিলাভের পর ১৯৯১ সালের ১লা অগস্ট থেকে দ্বিতীয় সংশোধনী রাজ্য সরকার কার্যকর করেছেন। অবশ্য নীতির ব্যাখ্যা সংক্রান্ত সংশোধনী কার্যকর হওয়ার আগেও আন্তর্জাতিক সমবায় নীতির মান্যতা বরাবরই ছিল।

আন্তর্জাতিক সমবায় নীতি ছয়টি। ১৯৮৪ সালের বহু রাজ্যভিত্তিক সমবায় আইনের ৩(এফ) ও ৫ ধারার বিধান প্রসঙ্গে বর্ণিত প্রথম তফসিলে ছয়টি নীতিকে

মোট আটটি দফায় বর্ণনা করা হলেও আসলে গণতান্ত্রিক পরিচালনা সংক্রান্ত সমবায়ের দ্বিতীয় আর্ন্তজাতিক নীতিটিকে তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দফা একটি হলেও ন্যায্য বন্টন বিষয়ক নীতিটিকে দুইটি প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রবীণ সমবায়ী চৌধুরী ব্রহ্মপ্রকাশের সভাপতিত্বে যোজনা কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত নমুনা সমবায় আইনের খসড়া প্রণয়ন সংক্রান্ত কমিটির রচিত খসড়াটি ১৯৯০ সালেই সংশ্লিষ্ট মতামত সমূহের উদ্দেশ্যে প্রচারিত হয়েছে। এই খসড়াতে অবশ্য আর্ন্তজাতিক সমবায় সংঘের ছয়টি নীতিই স্থান পেয়েছে। ১৯৮৪ সালের বহু রাজ্যভিত্তিক সমবায় আইনের প্রথম তফসিলে সমবায় নীতির যে বর্ণনা দেওয়া আছে মূলত সেগুলিই পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের ১৯৯০ সালের সংশোধনীতে স্থান পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনে ছয়টি আন্তর্জাতিক নীতিকেই মোট নয়টি প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেমন গণতান্ত্রিক পরিচালনার নীতি মোট তিনটি আর ন্যায্য বন্টন সংক্রান্ত নীতিটি দুইটি দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। স্বভাবতই ক্রমিক সংখ্যার দিক থেকে সমবায় আইনে নীতির সংখ্যা নয়টি মনে হলেও আসলে ছয়টি নীতিই নয়টি দফায় বিশ্লেষিত হয়েছে।

পৃথিবীর সমবায় আন্দোলনের বেসরকারি নেতৃত্বের প্রতিনিধি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে আন্তর্জাতিক সমবায় সংঘ যে সমস্ত নীতি পৃথিবীর সমবায় আন্দোলনের জন্য সর্বশেষ ১৯৬৬ সালে স্থির করে দিয়েছেন তাদের প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষায় পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন কতটুকু ব্যবস্থা কি ভাবে নিয়েছে তা নীচের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হবে।

প্রথম সমবায় নীতি—অবাধ সদস্যপদ ঃ সমবায় সমিতির সদস্যপদ হবে ঐচ্ছিক এবং যাদের অনুরূপ যোগ্যতা আছে তাদের কাছে কোনরূপ সামাজিক, রাজনৈতিক বা ধর্মনৈতিক তারতম্য ব্যতিরেকে সদস্যপদ উন্মুক্ত থাকবে।

অবাধ সদস্যপদের নীতিকে ব্যাখ্যা করলে বোঝা যায়, উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা সমিতি গড়তে চাইলে বা সদস্য হতে চাইলে বা সদস্য পদ ত্যাগ করে যেতে চাইলে বা সমিতি গড়ার পর ভাঙতে চাইলে আইন তার আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা রাখবে। অবাধ সদস্যপদের এইগুলিই মূল আবেদন। অবশ্য এর সাথে আর একটি বিষয় যোগ করা যায় সেটি হ'ল সদস্য হওয়া বা সদস্য হিসাবে ধরে রাখার জন্যে কোনরূপ জবরদস্তি হবে না বা আইনগত বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যাবে না।

উপরোক্ত ব্যাখ্যার পরিধিতে সমবায় সমিতির কাজকর্মের ক্ষেত্রে আবাধ সদস্য পদের নীতিকে প্রতিষ্ঠার একাধিক আইনগত আয়োজন, ১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনে রাখা হয়েছে।

(১) ধারা—১৩ (২) অনুসারে যে কোন দশজন ব্যক্তি যে কোন সমবায় সমিতি গঠন করতে পারেন।

(২) আইনের ৬৯ ধারার সংশ্লিষ্ট সমিতির কর্মচারিসহ সব যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকেই সদস্যপদের অধিকার দেওয়া হয়েছে।

(৩) ধারা ৭০ (১) মতে সদস্যপদের আবেদনের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে কোন সদস্য আপত্তি না জানালে ৪৫ দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে সদস্য করতে হবে। এ ব্যাপারে পরিচালন পর্ষদের বিশেষ কিছু করার নাই।

(৪) ধারা ৭০ (৫) অনুসারে সমস্ত প্রাথমিক ঋণদান সমিতি বা কৃষক সেবা সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে আবেদনের তারিখ থেকেই আবেদনকারীকে সদস্য হিসাবে বিবেচনার অধিকার দেওয়া হয়েছে। তবে অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশ রোধকল্পে আবেদনের তারিখ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে যে কোন ক্ষুব্ধ ব্যক্তির আপত্তির ভিত্তিতে তদন্ত সাপেক্ষে বা নিজ আগ্রহে নিবন্ধক অনুরূপ সদস্যপদ বাতিলও করে দিতে পারেন।

(৫) সদস্যপদের যোগ্যতা শীর্ষক ১১৭ নিয়মে বলা আছে আইন বা নিয়মাবলী বা উপবিধি অনুসারে যোগ্যতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে সদস্যপদ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

(৬) সমবায় আইনের ২ (২২) ধারায় বর্ণিত এন্‌জিনিয়ারদের জন্য নির্দিষ্ট সমবায় সমিতির ঊর্ধ্বপক্ষে শতকরা চল্লিশ ভাগ পর্যন্ত সদস্যপদ এন্‌জিনিয়ারিং বা টেকনোলজিতে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা নাই এমন শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছেও অবাধ রাখা হয়েছে।

(৭) সমবায় নিয়মাবলীর ১১ (কে) প্রসঙ্গে প্রত্যেক সমবায় সমিতির উপবিধিতে বিধান আছে যে কোন সদস্যের যদি নিজের কোন দেনা না থাকে বা তিনি যদি অপরের দেনার জামিনদার না থাকেন তাহলে এক মাসের নোটিসে সদস্যপদ ত্যাগ করে যেতে পারবেন।

(৮) সমবায় আইনের ১৩ ধারায় সমিতি গঠনের যেমন অধিকার দেওয়া হয়েছে তেমনি ৯৯ (১) ধারায় বলা হয়েছে তিন-চতুর্থাংশ সদস্যদের আবেদন-

ক্রমে নিবন্ধক কারবার গোটানোর নির্দেশ দিতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের ৪১ ধারা ও নিয়মাবলীর ৭১ নিয়মের প্রেক্ষিতে অনেকেই প্রশ্ন তোলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন ও বিভিন্ন জেলা সমবায় ইউনিয়নের সদস্যপদ গ্রহণকে বাধ্যতামূলক করায় অবাধ সদস্যপদের নীতিকে লংঘন করা হয়েছে। কিন্তু এ অভিযোগ ঠিক নয়। প্রথমেই বলে রাখা ভালো কোন একক ব্যক্তিকে সদস্য হতে বাধ্য করা হচ্ছে না। সমবায় সমিতিকেই বাধ্য করা হচ্ছে। অবাধ সদস্য পদের অনেক বিষয়ের মধ্যে এখানে দুটি প্রাসঙ্গিক দিকের মধ্যে একটি হ'ল—সদস্যপদ গ্রহণে ইচ্ছুক যোগ্যতাসম্পন্ন কাউকে সদস্যপদ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে সদস্যপদ গ্রহণে বাধ্যতার প্রেক্ষিতে বঞ্চনার কোন সুযোগ নাই। এদিক থেকে অবাধ সদস্য পদের নীতিটি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত। অন্যদিকটি হ'ল সদস্যপদ গ্রহণে কাউকে বাধ্য করা যাবে না। এক্ষেত্রে কোন একক ব্যক্তিকে বাধ্য করা হচ্ছে না, বাধ্য করা হচ্ছে সমবায় সমিতিকে। আর করতে হচ্ছে সমবায় শিক্ষা সংক্রান্ত পঞ্চম সমবায় নীতি ও সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে যোগসূত্র, সহযোগিতা ও সমন্বয়সাধন সংক্রান্ত ষষ্ঠ সমবায় নীতির বাস্তবায়ন ও সুরক্ষার তাগিদে। কাজেই সমবায় ইউনিয়নের বাধ্যতামূলক সদস্যপদ গ্রহণের ক্ষেত্রে অবাধ সদস্যপদের নীতি লংঘিত হচ্ছে না।

তবে আন্তর্জাতিক সমবায় নীতির অবাধ সদস্যপদ সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন নীরব থেকে গেছে। আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংঘ সদস্যপদ সম্পর্কে বলেছে "যারা সমবায় সমিতির সেবা গ্রহণ ও সদস্য পদের দায়িত্বপালনে ইচ্ছুক" (Who can make use of its services and are willing to accept the responsibilities of membership) তাদের কাছে সদস্যপদ উন্মুক্ত থাকবে। সমবায় আইন সেক্ষেত্রে বলেছে "যারা সদস্যপদের যোগ্য" (Who are eligible for such membership) এমন সমস্ত ব্যক্তির কাছে সদস্যপদ উন্মুক্ত থাকবে। মৈত্রী সংঘের ব্যাখ্যা ও অর্থে সমবায় আইনের সদস্যপদের যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ধারিত হয়নি। অথচ সদস্যপদের সাথে সমিতির পরিষেবাদির গ্রহণ ও সদ্ব্যবহারের একটি ঘনিষ্ঠ ও অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক থাকা একান্তই দরকার। সমিতির সদস্যগণ সমিতির সাথে কারবার না করেই যদি ব্যবস্থাপনায় ও প্রত্যক্ষ পরিচালনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন তাহলে এমনই দাঁড়ায় যে, কারবারে দ্রব্য সামগ্রীর মান ও মূল্য এমন ব্যক্তিরা প্রভাবিত করেন বা নির্ধারণ করেন যারা পণ্য সামগ্রী ক্রয় করেন না। পক্ষান্তরে, এমনও হতে পারে পণ্য সামগ্রীর ক্রয়কারীগণ যদি সদস্যপদের বাইরে থাকেন তাহলে পণ্য সামগ্রীর দর

ও গুণগত মান নির্ধারণ করার ব্যাপারে ব্যবহারকারীদের কোন ভূমিকাই থাকে না । কাজেই সদস্যপদের অধিকার তাদেরই দেওয়া উচিত ছিল যারা সমিতির পরিষেবাদি গ্রহণ করেন। অবশ্য সমবায় সমিতি যদি যৌথ মূলধনী কারবার হ'ত তাহলে সদস্যপদের এ শর্ত রাখার প্রয়োজন থাকতো না। কারণ ওখানে শেয়ার হোল্ডারগণ বা অংশগ্রহণকারীগণ কারবারী বা ব্যবহারকারীর ভূমিকায় পরিষেবাদি গ্রহণের উদ্দেশ্যে কেউই আসেন না। ক্রীত অংশগত মূলধনের উপর লাভাংশই যৌথমূলধনী সংগঠনের মূল প্রেরণা।

অবশ্য এ বিষয়ে যোজনা পর্যদের তৈরি মডেল কো-অপারেটিভ অ্যাক্টের প্রথম অধ্যায়ের তিন ধারায় সমবায় নীতির বর্ণনায় আন্তর্জাতিক সমবায় সংঘ প্রণীত সমবায় নীতির সম্পূর্ণ মিল আছে। মডেল অ্যাক্টের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ২৫ ধারার এক উপধারায় বলা আছে, সদস্য তাকেই করা যাবে সমিতির পরিষেবা যার প্রয়োজন ও যিনি সদস্যপদের দায়িত্ব গ্রহণ ও উপবিধি নির্দিষ্ট শর্তাদি পূরণ করেন। পাঁচ উপধারার বিভিন্ন প্রকরণে বলা আছে, সদস্য পর পর দু'বৎসর ধরে যদি সমিতির সাথে উপবিধি নির্দিষ্ট কারবার না করে—পরপর তিনটি সাধারণসভায় যদি উপস্থিত না হয়—সমিতির দেনা যদি উপবিধি নির্দিষ্ট সময় ও পরিমাণের সীমা অতিক্রম করেও বাকি রাখে তাহলে সেই সদস্যের সদস্যপদ চলে যাবে। মডেল আইনের এই বিধান আন্তর্জাতিক সমবায় নীতিসম্মত। পশ্চিমবঙ্গীয় আইন ও নিয়মাবলীতে এরূপ কোন বিধান নেই।

২। দ্বিতীয় সমবায় নীতি—গণতান্ত্রিক পরিচালনা ঃ

গণতান্ত্রিক পরিচালনা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সমবায় নীতিকে পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনে তিনটি দৃষ্টকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রথমত, নামিক (নমিন্যাল) সদস্য ছাড়া সমবায় সমিতির প্রত্যেক সদস্যের 'এক সদস্য এক ভোট' নীতি অনুসারে ভোটদানের সমান অধিকার থাকবে। সমবায় আইনের ৭১ ধারা ও নিয়মাবলীর ২৬ নিয়মে বলা আছে কোন সদস্য একটির বেশি ভোট দিতে পারবে না বা অপর সদস্যের হয়ে ভোট (প্রক্সি) দিতে পারবে না। দু'জন ব্যক্তি সমবায় সমিতির যুগ্ম সদস্য হলে অধিকতর বয়স্কজন বা তার অনুপস্থিতিতে অপরজন সমবায় সমিতির সভায় যোগ দিতে এবং ভোট দিতে পারবে।

দ্বিতীয়ত, সদস্যবর্গের সাধারণসভায় সর্বসম্মত বা সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে প্রতিফলিত সদস্যদের ইচ্ছা অনুসারে সমবায় সমিতির কাজকর্ম পরিচালিত হবে।

(১) সমবায় আইনের ২৪ ধারায় বলা আছে আইন ও নিয়মাবলী অনুসারে অনুষ্ঠিত সাধারণসভায় উপস্থিত সদস্যবর্গের উপর সমবায় সমিতির চূড়ান্ত কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকবে।

(২) সমবায় আইনের ২৫ ধারা ও ২৬ ধারা এবং আনুষঙ্গিক নিয়মাবলীতে বাৎসরিক ও বিশেষ সাধারণসভা আহ্বান ও সদস্যগণ কর্তৃক বিভিন্ন ক্ষমতা প্রয়োগ এবং সদস্যদের ইচ্ছা অনুসারে সমিতির কাজকর্ম পরিচালনার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

(৩) সাধারণ সভার বাইরে সদস্যগণ যাতে সমিতির কাজকর্ম ও গতি-প্রকৃতির উপর নজর রাখতে পারে তারজন্যে সমবায় আইনের ৪০ ধারা ও নিয়মাবলীর ৬৮ নিয়মে বিনামূল্যে সদস্যদের পরিদর্শনের জন্যে সমিতির বিভিন্ন খাতাপত্র ও দস্তাবেজ সমিতির ঠিকানায় অফিসের কাজের সময়ে উন্মুক্ত রাখার কথা বলা হয়েছে। এমন কি ডবলস্পেশে টাইপ করা প্রতি ফুলস্ক্যাপ পৃষ্ঠার জন্য দুই টাকা হারে ফি দিয়ে বিভিন্ন বহি ও দলিলপত্রাদির প্রমাণিত প্রতিলিপিও সদস্যগণ সংগ্রহ করতে পারেন।

তৃতীয়ত, সমবায় সমিতির পরিচালন পর্ষদ তাদের কাজের জন্য সদস্য গোষ্ঠী অর্থাৎ সাধারণসভার কাছে সব বিষয়েই দায়ী থাকে ও তাদের কৃত কর্মের জন্য কৈফিয়ত দিতে বাধ্য থাকে।

(১) সমবায় আইনের ২৫ (এফ) ধারা অনুসারে পরিচালকদের ও তাদের আত্মীয়দের যে ঋণ ও অগ্রিম দেওয়া হয়েছে তা বিবেচনা ও পরিচালকদের আত্মীয়দের নিয়োগ করা হলে তা অনুমোদন এবং ২৭ ধারা অনুসারে ৫৯নং নিয়মে বর্ণিত সীমার মধ্যে পরিচালকদের পরিভৃতি বা ভাতা বা মানদেয় (অনারারিয়াম) মঞ্জুরের ক্ষমতা সাধারণসভাকেই দেওয়া হয়েছে।

(২) ২৫ ধারা মোতাবেক বিগত বার্ষিক সাধারণ সভায় গৃহীত কার্যবিবরণী অনুযায়ী পরিচালন পর্ষদ কাজ করেছেন কি না তা বাৎসরিক সাধারণ সভা বিবেচনা করেন।

(৩) সমবায় আইনের ৯১ ধারা অনুসারে অডিট রিপোর্ট, ৯২ ধারা অনুসারে পরিদর্শন ও ৯৩ ধারা অনুসারে তদন্ত প্রতিবেদন এবং সমবায় নিয়মাবলীর ২২ নিয়ম অনুসারে সমিতির কাজকর্ম সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন বিবেচনার মাধ্যমে বোর্ডের কাজকর্ম পরীক্ষা করার ও সমিতির স্বার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করার ক্ষমতা সাধারণসভাকে দেওয়া হয়েছে।

(৪) সমবায় আইনের ২৫ ধারা অনুসারে সদস্যগণের নিজেদের পছন্দ মত

পরিচালকদের মাধ্যমে নিজেদের অনুমোদিত বাজেট, কার্যসূচি ও কর্জ গ্রহণ সীমার মধ্যেই সমিতির সদস্যদের ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়। শুধু তাই নয় মুনাফা বণ্টনেও রয়েছে সদস্যদের সুস্পষ্ট ইচ্ছার প্রতিফলন।

(৫) সমবায় নিয়মাবলীর ৪১ নিয়মে বলা আছে যথাবিহিত আলোচ্যসূচির ভিত্তিতে আহূত সাধারণসভার সিদ্ধান্তক্রমে বোর্ডের নির্বাচিত পরিচালকদের, পদ থেকে বহিষ্কার করা যেতে পারে। একই নিয়মে পরিচালন পর্ষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সিদ্ধান্ত অনুসারে কর্মকর্তাগণও অপসারিত হতে পারেন।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সমবায় নীতি অর্থাৎ গণতান্ত্রিক পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিটিও সর্বাংশে পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইনের ১১ ধারার ব্যাখ্যায় স্থান পায় নাই। "প্রাথমিক ছাড়া অন্যান্য সমবায় সমিতির পরিচালনা উপযুক্ত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হওয়া উচিত **(In other than primary societies the administration should be conducted on a democratic basis in a suitable form)"** এই শব্দগুলি নেই। এই শব্দগুলির মূল বক্তব্য বিষয় হ'ল জনসংখ্যার ভিত্তিতে জনপ্রতিনিধি ও সদস্যসংখ্যার ভিত্তিতে ডেলিগেট নির্বাচিত হলেও প্রাথমিক সমিতি কিন্তু কেন্দ্রীয় সমিতির ও কেন্দ্রীয় সমিতি শীর্ষ সমিতির আবার শীর্ষ সমিতি জাতীয় সমিতির সাধারণসভায় সদস্যসংখ্যার আনুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্ব পান না। আন্তর্জাতিক সমবায় নীতির সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যাটি ১৯৮৪ সালের বহু রাজ্যভিত্তিক সমবায় আইন ও পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের ১১ ধারায় সাম্প্রতিককালে সংযোজিত ব্যাখ্যায় স্থান না পেলেও যোজনা পর্যদ প্রণীত নমুনা সমবায় আইনের সমবায় নীতি সংক্রান্ত তিন ধারায় স্থান পেয়েছে।

৩। তৃতীয় সমবায় নীতি—অংশগত মূলধনের উপর সীমিত প্রতিদান, যদি অবশিষ্ট থাকে :—

তৃতীয় আন্তর্জাতিকসমবায় নীতিটি সম্পর্কে সমবায় আইনে বলা হয়েছে সমবায় সমিতির অংশগত মূলধনের উপরে লাভাংশের আকারে খুবই সীমিত হারে প্রতিদান দেওয়া হবে। এ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন ও নিয়মাবলীতেও যথাযথ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

(১) সমবায় আইনের ৬৮ (২) (এ) ধারায় বলা হয়েছে সদস্যগণ শেয়ার বাবদ সমিতিতে যে টাকা জমা দিয়েছেন অর্থাৎ সদস্যগণ কর্তৃক কৃত অংশগত মূলধনের উপর অনধিক শতকরা ১২ টাকা হারে লাভাংশ বা প্রতিদান দেওয়া যেতে পারে।

(২) সমবায় আইনের ৭৭ (বি) ধারায় বলা আছে রাজ্য সরকার বা সমবায় সমিতি ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যক্তি সমবায় সমিতিতে কেনা শেয়ার থেকে পাঁচ হাজার অপেক্ষা বেশি টাকার লাভাংশ বা প্রতিদান পাবে না।

(৩) সমবায় আইনের ৭৭ (এ) ও সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলীর ১২৬ নিয়মে বলা আছে রাজ্য সরকার বা কোন সমবায় সমিতি ব্যতিরেকে অন্য কোন সদস্য সমিতির আদায়ীকৃত অংশগত মূলধনের এক-পঞ্চমাংশের বেশি শেয়ার কিনতে পারবেন না। শেয়ার ক্রয়ের সর্বোচ্চসীমা আসলে লাভাংশ বণ্টনের পরিমাণকেও সীমিত রাখে।

(৪) লাভাংশ বণ্টনের উপর আরও বিধিনিষেধ আরোপ করে সমবায় নিয়মাবলীর ১১৪ (৩) নিয়মে বলা হয়েছে —

(ক) শেয়ারের ব্যবস্থা আছে এমন সীমাহীন দায়বিশিষ্ট সমবায় সমিতি নিবন্ধকের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনরূপ লাভাংশ দেবে না।

(খ) লাভ প্রকৃত আদায়ীকৃত হয়েছে এই মর্মে নিরীক্ষা আধিকারিক প্রমাণ পত্র না দিলে কোনরূপ লাভাংশ দেওয়া যাবে না।

(গ) কোন পরিসম্পৎ উদ্ধারের অযোগ্য (ব্যাড) বা সন্দেহজনক (ডাউটফুল) হয়ে থাকলে তা পূরণের জন্য উপযুক্তভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই বলে নিরীক্ষা আধিকারিক অভিমত পেশ করে থাকলে নিবন্ধকের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে লাভাংশ দেওয়া যাবে না।

তৃতীয় আন্তর্জাতিক সমবায় নীতি অর্থাৎ অংশগত মূলধনের উপর সীমিত প্রতিদান সংক্রান্ত নীতিটির সাথে যোজনা পর্ষদের নমুনা সমবায় আইনে বর্ণিত নীতির হুবহু মিল আছে। তবে বহু রাজ্যভিত্তিক সমবায় আইনে "যদি থাকে" (ইফ্ এনি) শব্দ দুটি নাই। সমস্ত খরচ মেটোনোর পর উদ্বৃত্ত কিছু থাকলে তবেই অংশগত মূলধনের সীমিতহারে প্রতিদান (ইনটারেস্ট) পাওয়া উচিত। "যদি (কিছু অবশিষ্ট) থাকে" শব্দ দুটি বহু রাজ্যভিত্তিক সমবায় আইনের মত পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট নীতিতেও নাই। তবে প্রতিদান (ইনটারেস্ট) শব্দটিকে বিশ্লেষণ করে লাভাংশ (ডিভিডেণ্ড) সম্পর্কে সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকায় সংশয়ের কিছু অবকাশ দূর হলেও "যদি থাকে" শব্দ দুটির উল্লেখ না থাকাতে অনেকেই একান্তই সীমিত হারে লাভাংশ দেওয়ার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতার ব্যাখ্যা আনতে পারেন।

৪। চতুর্থ সমবায় নীতি—ন্যায্য বণ্টন :—

এই আন্তর্জাতিক সমবায় নীতিকে দুটিভাবে পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথমত, বলা হয়েছে সমিতির লেনদেন থেকে কোন উদ্বৃত্ত বা সঞ্চয় হলে তা সামগ্রিকভাবে সমবায় সমিতির বলেই গণ্য হবে। সংশ্লিষ্ট উদ্বৃত্ত বা সঞ্চয়ের উপর কোন ব্যক্তি সদস্যের কোনরূপ দাবি থাকবে না।

(১) লাভের বিলি ব্যবস্থা শীর্ষক সমবায় নিয়মাবলীর ১১ (১) (জে) নিয়মের নির্দেশক্রমে সাধারণত প্রত্যেকটি সমিতির উপবিধিতে বলা থাকে যে সমিতির ব্যবসায়িক লেনদেন প্রসূত লাভ থেকে যে সমস্ত তহবিল সৃষ্টি হয় তা সমিতির সম্পত্তি ও তা অবিভাজ্য। কোন সদস্য তার কোন নির্দিষ্ট অংশ দাবি করতে পারবে না।

(২) সমবায় আইন ও নিয়মাবলীর সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত বিভিন্ন বাধ্যতামূলক ও ঐচ্ছিক তহবিলে সমবায় সমিতির লাভের টাকা রাখার বিধান দেওয়া হয়েছে যাতে কোন সদস্যের দিক থেকে কোনরূপ দাবি-দাওয়ার অবকাশ না থাকে।

দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক সমবায় নীতির সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রেখে সমবায় সমিতির উদ্বৃত্ত অর্থের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনে বর্ণিত নীতিতেও নিম্নলিখিত তিনটি ব্যবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে ঃ—

(ক) সমবায় সমিতির ব্যবসার উন্নয়নের স্বার্থে উদ্বৃত্ত অর্থ বিনিয়োগ করা যাবে। এ সম্পর্কে সমবায় আইনে যে সমস্ত বিধান রাখা হয়েছে তার পরিচয় নীচে দেওয়া হ'ল।

(১) সমবায় আইনের ৬৪ ধারা মতে সৃষ্ট কু-ঋণ তহবিলের টাকা শর্তসাপেক্ষে ও ৬৫ ধারা মতে সৃষ্ট সংরক্ষিত তহবিলের টাকা ১১২ নিয়ম মোতাবেক সমিতির ব্যবসায় খাটানো যেতে পারে।

(২) সমবায় নিয়মাবলীর ১৬৬ নিয়মে বলা আছে, সমিতির কোন ঋণ বা পাওনা বা পরিসম্পৎ কু-বিবেচিত হলে নিবন্ধকের অনুমোদন সাপেক্ষে ৬৪ ধারার কু-ঋণ তহবিল ও মুনাফা থেকে সৃষ্ট অথচ কোন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে চিহ্নিত হয়নি এমন তহবিল এবং ৬৫ ধারার সংরক্ষিত তহবিলের টাকা থেকে সাধারণসভা হিসাব থেকে মুছে দিতে বা অবলোপন করতে পারে। এতে সমিতির ব্যবসার রুগ্ন অবস্থার অবসান হয়ে আবার গতিশীলতা ফিরে আসবে।

(৩) সমবায় আইনের ৬৮ (২) (বি) ধারার নির্দেশক্রমে ১১১ নিয়ম অনুসারে সৃষ্ট মজুত পণ্য ক্ষতি তহবিল (ইনভেন্টরি লস ফাণ্ড), মূল্য অস্থির তহবিল (প্রাইস ফ্লাকচুয়েশন ফান্ড), প্রতিপূরক তহবিল (সিকিং ফাণ্ড), উন্নয়ন তহবিল

(ডেভেলপ্‌মেন্ট ফাণ্ড) প্রভৃতি টাকাও সমিতির ব্যবসার উন্নয়নের স্বার্থে সদ্ব্যবহার করা যাবে।

(খ) সমবায় সমিতির সদস্যদের মধ্যে সাধারণভাবে উপভোগ্য পরিষেবাদির (সার্ভিসেস্) সম্প্রসারণে সমিতির অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে। অবশ্য পূর্ববর্ণিত উপায়ে সমিতির ব্যবসার সম্প্রসারণেও সদস্যদের পরিষেবাদির পরিধি বিস্তৃত হবে। 'তবে এখানে সমিতির লাভের টাকায় সদস্যগণ কিভাবে প্রত্যক্ষভাবে লাভবান হবেন তারও কিছু আইনগত আয়োজন রাখা হয়েছে! সমবায় আইনের ৬৮ (২) (বি) ধারার নির্দেশক্রমে নিয়মাবলীর ১১১ নিয়ম অনুযায়ী গঠিত (১) লাভাংশ সমতা তহবিল (ডিভিডেন্ড ইকোলাইজেশন ফাণ্ড), (২) সদস্য কল্যাণ তহবিল (মেম্বার্স ওয়েলফেয়ার ফাণ্ড) প্রভৃতির দ্বারা সদস্যগণই প্রত্যক্ষভাবে লাভবান হন। তাছাড়া ৬৮ (২) (সি) ধারা অনুসারে গঠিত (৩) দাতব্য তহবিলের (চ্যারিটি ফাণ্ড) টাকা সদস্য তথা সামগ্রিকভাবে জনসাধারণের জন্য ধর্মীয় বিষয় ছাড়া অন্য যে কোন গঠনমূলক কল্যাণধর্মী কর্মে ব্যয় করা যেতে পারে।

(গ) সমবায় সমিতির সাথে সদস্যগণ যে কারবার বা লেনদেন করবেন সেই অনুপাতে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের মধ্যে উদ্বৃত্ত অর্থ বণ্টনের মাধ্যমেও ন্যায্য বণ্টনের নীতিকে সুনিশ্চিত করার ব্যবস্থা সমবায় আইনে রাখা হয়েছে।

(১) সমবায় নিয়মাবলীর ১১৪ (২) (এ) নিয়মে বলা আছে, পণ্যসম্ভার নিয়ে কারবার করে এমন সমিতি থেকে মোট ক্রীত দ্রব্য সামগ্রীর জন্য সদস্য যে মূল্য একটি সমবায় বৎসরে দিয়েছেন তার ভিত্তিতে সমিতি অবহৃতক (রিবেট) দিতে পারে। নিয়মাবলীর ৪৮ (এন) নিয়মে বলা আছে, সময়ে সময়ে সাধারণ সভার নির্দেশ সাপেক্ষে ঘোষিত রিবেটের বিনিময়ে বোর্ড শেয়ার বিলি করতে পারে। যারা সদস্য হয়েছেন তারা তাদের ক্রীত শেয়ারের পরিমাণ বাড়াতে পারেন। আবার যাঁরা এখনও সদস্য হননি অথচ সমিতি থেকে নিয়মিত কেনাকাটা করেন তারা শেয়ারের জন্য বাড়তি টাকা পকেট থেকে বের না করেই সদস্য হতে পারবেন।

(২) আবার নিয়মাবলীর ১১৪ (২) (বি) নিয়মে বলা আছে, ঋণদান সমিতিসমূহে সময়মত ঋণ পরিশোধের জন্য সুদের ক্ষেত্রে সদস্যদের অবহৃতক দেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে যাঁরা যত বেশি টাকার লেনদেন করবেন সময় মত পরিশোধের জন্য তারা তত বেশিই ফেরত পাবেন।

সমবায় সমিতির হিসাববৎসর শেষে যা অবশিষ্ট থাকবে আন্তর্জাতিক সমবায় নীতিতে তাকে আর্থিক ফলাফল (ইকনমিক রেজাল্টস্) বলা হয়েছে। বহু রাজ্যভিত্তিক সমবায় আইন ও পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনে এই আর্থিক

ফলাফলকে উদ্বৃত্ত বা সঞ্চয় (সারপ্লাস বা সেভিংস) হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে নমুনা সমবায় আইনে বলা হয়েছে "আর্থিক ফলাফল" (ইকনমিক রেজাল্টস্) যে নামেই ডাকা হোক না কেন একের শ্রমসাধ্য প্রয়াসের ফসল হিসাবে এ টাকা যেন অপরের ঘরে না ওঠে সেকথাই সবক্ষেত্রে বলা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সমবায় সংঘের বক্তব্যও তাই। বহু রাজ্যভিত্তিক সমবায় আইন ও পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনে বলা হয়েছে "যে উদ্বৃত্ত বা সঞ্চয় থাকবে তাতে কোন ব্যক্তিসদস্যের কোনরূপ দাবি থাকবে না"। তবে কিভাবে সেই আর্থিক ফলাফল বা সঞ্চয়ের সদ্ব্যবহার হবে সে সম্পর্কে সবখানে একইভাবে তিনটি পথই দেখানো হয়েছে। কাজেই এ নীতিটির দিক থেকে অন্যরূপ মন্তব্যের বিশেষ সুযোগ নেই।

৫। পঞ্চম সমবায় নীতি—সমবায় শিক্ষা :

সমবায় সমিতি তার সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের মধ্যে সমবায় নীতি ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। সমবায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কে সমবায় আইনে প্রকাশিত ও প্রচ্ছন্নভাবে যে সমস্ত ব্যবস্থা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ—

(১) প্রত্যেকটি সমিতির ক্ষেত্রে পৃথকভাবে সমবায় শিক্ষার ব্যবস্থা স্থায়ী ভিত্তিতে রাখা সম্ভব নয় বলেই সমবায় আইনের ২ (২১) ধারায় জেলা সমবায় ইউনিয়ন ও ২ (৪২) ধারায় রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সংজ্ঞা ও নিয়মাবলীর ৬ নিয়মে রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন ও জেলা সমবায় ইউনিয়নের কার্যাবলীর মধ্যে সমবায় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও প্রচারের আইনগত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

(২) সমবায় আইনের ৪১ ধারা ও নিয়মাবলীর ৭১ নিয়মে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন বা সংশ্লিষ্ট জেলা সমবায় ইউনিয়নসমূহে নির্দিষ্ট বার্ষিক চাঁদার ভিত্তিতে বাধ্যতামূলকভাবে প্রত্যেক সমিতিকেই সদস্যপদ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

(৩) সমবায় আইনের ৬৩ ধারা ও ১১৫ নিয়মে সমবায় শিক্ষা তহবিলে প্রত্যেকটি সমিতির লাভ থেকে বাধ্যতামূলক দেয় সম্পর্কে ও তহবিলের ব্যবহার বিষয়ে এবং সমবায় শিক্ষা তহবিল কমিটি গঠন সংক্রান্ত বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে।

(৪) সমবায় নিয়মাবলীর ১০৮ নিয়মের নির্দেশক্রমে ষষ্ঠ অধ্যায়ের পরিশিষ্টে কর্মচারিদের চাকরির শর্তাদির মধ্যে তৃতীয় ও একাদশ প্রকরণে (ক্লজে) সমবায় সমিতির কর্মচারি ও অধিকারিকদের বাধ্যতামূলক সমবায় প্রশিক্ষণ সম্পর্কে বলা আছে। সমিতির নির্দেশমত কর্মচারিগণ সমবায় প্রশিক্ষণ না নিলে তাদের বিরুদ্ধে

যেমন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা আছে তেমনি প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যাপারে সমিতির দায়িত্বের বিষয়ে অর্থাৎ সমিতির দিক থেকে প্রশিক্ষণকালে পুরো বেতন ও ভাতাদি এবং বেতনের অগ্রিম বৃদ্ধি প্রদান সম্পর্কে বলা আছে।

(৫) সমবায় আইনের ৬৮ (২) (সি) ধারা মোতাবেক গঠিত দাতব্য তহবিলের টাকা ১১৬ নিয়ম অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় শিক্ষা তহবিলে বা সংশ্লিষ্ট এলাকার জেলা সমবায় ইউনিয়নেও দেওয়া যেতে পারে।

(৬) সমবায় আইনের ১০১ (৮) ধারায় বলা আছে যে, অবসায়িত সমবায় সমিতির উদ্বৃত্ত পরিসম্পৎ অবসায়ক সমবায় শিক্ষা তহবিলে দান করবেন যদি সংশ্লিষ্ট সমিতির উপবিধিতে তার সদ্ব্যবহার সম্পর্কে কোন বিধান না থাকে। অবশ্য ১৯৩ (২) নিয়মে অনুরূপ সদ্ব্যবহারের বিধান থাকায় এদিক থেকে সমবায় শিক্ষা তহবিলের পাওনা সুযোগ সীমিত।

(৭) নিয়মাবলীর ১৬৮ নিয়মে বলা আছে নিবন্ধকের দ্বারা নির্ধারিত প্রশিক্ষণ নিয়েছেন অর্থপ্রদায়ী ব্যাঙ্কের বা সমিতির এমন আধিকারিকই প্রাসঙ্গিক সমবায় সমিতিসমূহ পরিদর্শন করতে পারবেন। এতে সমবায় প্রশিক্ষণের উপরেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সমবায় শিক্ষা সম্পর্কে পঞ্চম আন্তর্জাতিক সমবায় নীতিতে যা বলা আছে যোজনা পর্ষদের নমুনা সমবায় আইনেও হুবহু তাই বলা আছে। আবার বহু রাজ্য ভিত্তিক সমবায় আইনের সংশ্লিষ্ট বক্তব্যের সাথে পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের মূল বক্তব্যও এক। তবে সমবায় নীতি ও প্রয়োগসংক্রান্ত শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে "আর্থিক ও গণতান্ত্রিক (both economic and democratic)" দিক সম্পর্কিত আলোচনার সুস্পষ্ট উল্লেখ আর্ন্তজাতিক সমবায় নীতি ও যোজনা পর্ষদের পাঠানো নমুনা আইনের নীতিতে থাকলেও পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনে তার উল্লেখ নাই। এতে অবশ্য মূল আলোচনার পরিধির দিক থেকে কোন হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

৬। ষষ্ঠ সমবায় নীতি—সমবায় সংস্থাসমূহের মধ্যে সমবায় ঃ

সমবায় সমিতি প্রতিটি সম্ভাব্য উপায়ে স্থানীয়, রাজ্য বা জাতীয়স্তরের সমবায় সমিতিসমূহের সাথে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করবে। সমবায় সমিতির ক্রমোন্নতিতে যে কল্যাণ সাধিত হয় তার অংশ অনেকেই পায়। মূলত সংশ্লিষ্ট সদস্য ও সমিতি আর প্রাসঙ্গিক এলাকাতেই এই সাফল্য প্রসারিত হয়। সমিতিগুলি পারস্পরিক

মিলনের দ্বারা এই সাফল্যকে বিভিন্নভাবে আস্বাদন করতে পারে। আলোচনার সুবিধার জন্য এই ধরনের সমবায়কে চারটি ধারায় ব্যাখ্যা করা যায়—(১) সমজাতীয় (হমোজিনিয়াস) (২) উল্লম্ব (ভ্যার্টিক্যাল) (৩) অনুভূমিক (হরিজন্ট্যাল্) (৪) সাধারণ (কমন)। অবশ্য এরূপ কোন বিভাগ পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন ও নিয়মাবলীর মধ্যে সমবায় নীতিসংক্রান্ত ব্যাখ্যায় কোথাও নেই। সমবায় বা সহযোগিতার প্রকৃতি অনুসারে এই শ্রেণী বিন্যাস করে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক আইন ও নিয়মাবলীর উদ্ধৃতি দেওয়া হ'ল।

(১) **সমজাতীয় সমবায় ঃ** সমবায় আন্দোলনের স্বার্থে একই ধরনের এক বা একাধিক সমিতি যদি বিভাজন বা একীকরণ বা দায় ও সম্পত্তি হস্তান্তরে প্রয়াসী হয় বা অন্যভাবে স্থানীয় এলাকার উন্নয়নে এগিয়ে আসে তাহলে তাকে সমজাতীয় সমবায় বলা যেতে পারে। এদিক থেকে সমবায় আইনের ১৯, ২০ ও ২১ ধারা ও নিয়মাবলীর ১৫ ও ১৬ নিয়ম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(২) **উল্লম্ব সমবায় ঃ** সমবায় আন্দোলনের এক একটি ধারার (সেক্টর) সমিতিসমূহের মধ্যে পর্যায়ভিত্তিক শীর্ষ, কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠার দ্বারা উল্লম্ব সমবায় স্থাপনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

(ক) সমবায় আইনের ২ (২), ২ (৯) ও ২ (৩৬) ধারায় যথাক্রমে শীর্ষ, কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক পর্যায়ের সমিতির সংজ্ঞা দেওয়া আছে।

(খ) বিভিন্ন পর্যায়ে যথা প্রাথমিক, কেন্দ্রীয় ও শীর্ষক সমিতিসমূহের নিবন্ধন সম্বন্ধে বলা আছে সমবায় আইনের ১১ ধারা ও নিয়মাবলীর ৭ নিয়মে।

(গ) সমবায় আইনের ৬২ ধারায় বলা আছে উপরোক্ত সমবায় সমিতিগুলি নিবন্ধকের পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে একে অপরের ক্ষেত্রে অংশ ক্রয়' বা ঋণপত্র ক্রয়ের দ্বারা মূলধন বিনিয়োগ করতে পারে।

(ঘ) সমবায় আইনের ৯২ (১) (সি) ধারায় বলা আছে, শীর্ষ বা কেন্দ্রীয় সমিতি সংশ্লিষ্ট সদস্য সমিতিতে আইনানুগ পরিদর্শনের কাজ করতে পারবে। পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে উচ্চতর সমবায় সংস্থা নিম্নতর সমবায় সমূহের উন্নয়নে আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা নিতে পারে।

(৩) **অনুভূমিক সমবায় ঃ** বিভিন্ন ধারার (সেক্টর) সমবায় সমিতিগুলি যখন পরস্পরের সাথে ব্যবসায়িক সমন্বয় ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করে তখনই অনুভূমিক সমবায় গড়ে ওঠে। কৃষিঋণ সমিতির সাথে বিপণন সমিতির আবার বিপণন সমিতির সাথে প্রকরণ সমিতির ও প্রকরণ সমিতির সাথে ক্রেতা সমবায় সমিতির

সংযোগ সাধনকে এই পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে। এই সম্পর্কে আরও বিস্তৃত বিধান বিভিন্ন সমিতির উপবিধিতে রাখা যেতে পারে।

(৪) **সাধারণ সমবায় ঃ** সবশেষে উল্লেখ করতে হয় সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে সাধারণ সমবায় বা সহযোগিতাসংক্রান্ত বিভিন্ন আইনগত ব্যবস্থার কথা।

(ক) একটি সমবায় সমিতি অপর সমিতির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করলে সমবায় আইনের ৩০ (১) (এ) (দুই) ধারা অনুসারে পরিচালন পর্ষদ বাতিল করে প্রশাসক নিয়োগের বিধান রাখা হয়েছে।

(খ) আইনের ৪৩ ধারা ও ৮১ নিয়ম এবং ৪৭ ধাবা ও ৯০ নিয়মে সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে সুবিধাজনক কড়ার ও সহজ শর্তে কর্জগ্রহণ ও কর্জদাদন সম্পর্কে বলা আছে।

(গ) আইনের ৪৭ (১) ও ৯০ (২) নিয়মে বলা আছে, নিবন্ধকের অননা ক্ষমতা বলে অনুমোদিত হয়েছে এমন সদস্য বহির্ভূত সমিতিকেও কোন সমবায় ব্যাংক বা সমিতি ঋণ দিতে পারবে।

(ঘ) সমবায় আইনের ৬২ (সি) ধারায় বলা আছে, সমস্ত সমবায় সমিতি নিবন্ধকের পূর্ব অনুমতি নিয়ে অন্য যে কোন সমবায় সমিতির শেয়ার, ঋণপত্র বা প্রতিভূতিতে (সিকিউরিটি) মূলধন বিনিয়োগ করতে পারে বা আমানত রাখতে পারে।

(ঙ) আইনের ৬৯ (১) (বি) ধারা মতে কোন সমবায় সমিতি অন্য যে কোন সমবায় সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ করতে পারে।

সমবায় সমিতি সমূহের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে সহযোগিতা সংক্রান্ত ষষ্ঠ ও শেষ আন্তর্জাতিক সমবায় নীতি সম্পর্কিত বক্তব্য বিষয়ের সাথে যোজনা পর্যদের নমুনা সমবায় আইনের নীতির মধ্যে মিল আছে। যোজনা পর্ষদের সংশ্লিষ্ট নীতিতে "বিশ্বের সমবায়ীদের কাজকর্মের মধ্যে ঐক্য সাধনের লক্ষ্য", সামনে রেখে (having as their aim the achevement of unity of action by cooperators throughout the world) বিভিন্ন পর্যায়ে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা স্থাপনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে, বন্ধনীতে বর্ণিত শব্দগুলি সংযোজিত হয়েছে। এই শব্দগুলি আর কোথাও নাই। উভয়ক্ষেত্রে অর্থাৎ আন্তর্জাতিক ও যোজনা পর্ষদের সমবায় নীতিতে "সদস্য তথা জনসমষ্টির স্বার্থ ভালোভাবে মেটানোর জন্যেই" (in order to best serve the interest of their members and their communities) অনুরূপ সহযোগিতার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

অথচ বহু রাজ্যভিত্তিক সমবায় আইন ও পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনে সে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হয় নাই। আবার বহু রাজ্যভিত্তিক সমবায় আইনে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুরূপ সহযোগিতার উল্লেখ থাকলেও পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনে তার উল্লেখ করা হয় নাই। সমবায় রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমবায় সমিতিসমূহের সাথে সহযোগিতা ও ব্যবসায়িক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পরিধি থেকে পশ্চিমবঙ্গের সমবায় সমিতিগুলিকে বাইরে রাখাটাই বোধ হয় উদ্দেশ্য।

সমবায় নীতি আসলে যে কয়েকটি মৌলিক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত সমবায় আইনের মাধ্যমে সেই মূল্যবোধগুলিকে সুরক্ষিত করা হয়েছে। আইনের আবরণের বাইরে প্রত্যন্ত মননসীমায় যে শাশ্বত মূল্যের সন্ধান সমবায় নীতির মধ্যে পাই সেগুলি আমরা নিম্নলিখিত দফায় ভাগ করে দেখাতে পারি। আবার প্রাসঙ্গিক মূল্যবোধগুলির মধ্যে যে সমস্ত চিরন্তন গুণাবলী প্রকৃষ্ট পরিশীলনের পথে মানুষকে পূর্ণতা এনে দেয় সেগুলিও একই সাথে বর্ণনা করা হ'ল।

(১) আত্মসাহায্যের মূল্য ঃ

আত্মসাহায্যের মধ্যে আছে কর্মকুশলতা, সৃজনশীলতা, দয়িত্ব, স্বাধীনতা, আত্মনিবেদন প্রভৃতি।

(২) পারস্পরিক সহায়তার মূল্য ঃ

পারস্পরিক সহায়তার পরিধিতে আমরা পাই সহাযোগিতা, একতা, যৌথপ্রচেষ্টা, একনিষ্ঠতা, শান্তি প্রভৃতি।

(৩) মুনাফাবিহীন মানসিকতার মূল্য ঃ

মানুফাবিহীন মানসিকতার যে পরিবেশ আমরা সমবায় নীতিতে দেখি তা থেকে আসছে মূল সম্পদের সংরক্ষণ, লাভ করার প্রবণতা পরিহার, সামাজিক দায়িত্ববোধ, উপযোগবাদী আদর্শের বাস্তবায়ন, শোষণ ও বঞ্চনার অবসান প্রভৃতি।

(৪) গণতান্ত্রিক মূল্য ঃ

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের যে উপাদান সমবায় নীতিতে আছে তা থেকে আমরা পাই সাম্য, সামঞ্জস্য বিধায়ক সহণশীলতা, সক্রিয় অংশগ্রহণ, নিরপেক্ষতা ন্যায়পরতা প্রভৃতি।

(৫) সার্বজনীন ও বিশ্বজনীন মূল্য ঃ

এই পর্যায়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে অবাধ সদস্যপদ সংক্রান্ত প্রথম নীতিতে। তাছাড়া ষষ্ঠ নীতির মধ্যে আছে বিশ্বের সব মানুষকে সমবায়ের একই পতাকা তলে নিয়ে আসার ও সমবায়ের উদাত্ত আহ্বানে পৃথিবীর সব সমবায় সদস্যকে বিশ্বমানবতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাঁধনে বাঁধার সংকল্প।

(৬) শিক্ষাগত মূল্য ঃ

শিক্ষাগত মূল্যবোধের দিক থেকে সমবায় নীতি জ্ঞান, উপলব্ধি, অন্তর্দৃষ্টি প্রভৃতির আকৃতি সব সদস্যের মধ্যেই সঞ্চার করে।

(৭) উদ্দেশ্যগত মূল্য ঃ

উদ্দেশ্যগত মূল্যও সমবায়ের মধ্যে রয়েছে। কারণ সমবায় কাজ করে সদস্যদের প্রত্যক্ষ উন্নয়ন ও সামগ্রিক কল্যাণ সাধনেরই তাগিদে। সদস্যদের পেশাগত সমস্যা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনকল্পেই সদস্যগণ সমিতি গঠন ও পরিচালনা করেন।

সদস্য হওয়ার উপযুক্ত যে কোন ব্যক্তি সমবায় সমিতির সদস্য হতে এলে উপরোক্ত মূল্যবোধ ও তাদের আনুষঙ্গিক গুণাবলীকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্রিয়াশীল করার সম্ভাবনাও নিয়ে আসে।

সারা বিশ্বকে জয় করার যে পরোয়ানা সমবায় আন্দোলনের হাতে আছে তার আসল প্রাণশক্তির তত্ত্বাবধায়ক কিন্তু সমবায় নীতি। সমবায় নীতির সার্থক অনুশীলনেই তার যা কিছু সম্ভাবনা। সম্ভাবনার সেই সূর্যতোরণ দিয়েই বিশ্বের যাবতীয় সমস্যাকে জয় করার যাত্রায় আমাদের বেরুতে হবে। অবাধ সদস্যপদের ভিত্তিতে সদস্যপদের দ্বারা সমিতি গঠন—গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তার পরিচালনা—পরিষেবাভিত্তিক ব্যবসায়ে মূলধনের গৌণ ভূমিকা পালন, শোষণ ও বঞ্চণাবিহীন আদর্শের রূপায়ণে ন্যায্যবণ্টনের প্রক্রিয়া—সচেতন ও গঠনমূলক আন্দোলনে সমবায় শিক্ষার উপযোগিতা আর বিশ্বমানবতার মানদণ্ডে একই সমবায় পতাকা তলে আন্তর্জাতিক দিক থেকে ভাবগত ও বৈষয়িক সমন্বয়ের ভিত্তিতে বিশ্ব সমবায় আন্দোলন গড়ে তোলা—এসবেরই আয়োজন সমবায় নীতির অনুসারী হিসাবে সংশ্লিষ্ট সমবায় আইন করে রেখেছে। তার পূর্ণ সদ্ব্যবহারে আমরা এগিয়ে আসতে পারছি না।

প্রাসঙ্গিক প্রজ্ঞাপন

Government of West Bengal
Legislative Department

NOTIFICATION

No. 995-L-23rd May 1984—The following Act of the West Bengal Legislature, having been assented to by the President, is hereby published for general information :—

WEST BENGAL ACT XLV OF 1983

The West Bengal Co-operative Societies Act, 1983.

(Passed by the West Bengal Legislature)

By order of the Governor

A. M. Sinha

Jt. Secy. to the Govt. of West Bengal.

প্রাসঙ্গিক প্রজ্ঞাপন

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
DEPARTMENT OF CO-OPERATION

NOTIFICATION

No. 3035-Coop/H/2R-3/87-24th July 1987—In exercise of the power conferred by Sub-Section(1), read with Sub-Section(2), of Section 147 of the West Bengal Co-operative Societies Act, 1983 (West Bengal Act XLV of 1983), the Governnor is pleased hereby to make, after previous publication as required by Sub-Section (1) of the said section, the following rules :—

THE WEST BENGAL CO-OPERATIVE SOCIETIES RULES, 1987

By order of the Tribunal
Secretary.
By order of the Governor,
R. N. De
Secy. to the Govt. of West Bengal.

প্রাসঙ্গিক প্রজ্ঞাপন

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
DEPARTMENT OF CO-OPERATION

NOTIFICATION

No. 3141-Coop/H/2R-6/87 - 30th July 1987

In exercise of the power conferred by Sub-Section (3) of Section I of the West Bengal Co-operative Societies Act, 1983 (West Bengal Act XLV of 1983), the Governor is pleased hereby to appoint the 1st day of August 1987 as the date on which the provisions of the Act, except Sub-Sections (5), (6) and (7) of Section 13 and Sections 35, 38 and 97 shall come into force.

By order of the Governor,

R N. De

Secy. to the G. vt. of West Bengal.

NOTIFICATION

No 3142-Coop/H/2R-6/87-30th July 1987

In exercise of the power conferred by Sub-Rule (2) of Rule I of the West Bengal Cooperative Societies Rules, 1987, published in the Calcutta Gazette, Extraordinary, under this Department Notification No. 3035-Coop/H/2R-3/87, dated the 24th July 1987. the Governor is pleased hereby to appointd the 1st day of August, 1987 as the date on which the provisions of the West Benagl Cooperative Societies Rules, 1987, except rules 10, 62, 64, 66 and 182, shall come into force.

By order of the Governor,

R. N. De

Secy. to the Govt. of West Bengal.

পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের পূর্ব-পরিচিত কয়েকটি ধারার নবপরিচয়

অবিভক্ত বঙ্গদেশের নিজস্ব আইন হিসাবে ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় সমবায় আইন ১৯৪২ সালের ২রা জুলাই থেকে কার্যকর হয়েছিল। ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল ১৯৭৩ সালের ১লা নভেম্বর। সমবায় আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহের সংখ্যাগত কোন পরিবর্তন ১৯৭৩ সালে করা হয় নাই। ১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনে কিন্তু জনপ্রিয় ধারাগুলির সংখ্যার আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে। স্বাভাবিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহের পূর্ব পরিচিত ক্রমিক সংখ্যার সাথে নতুন সংখ্যার নবপরিচয়ের প্রয়োজন। সেই-উদ্দেশ্যে অতীতের সাথে বর্তমানের যোগসূত্রের একটি তালিকা নিচে দেওয়া হ'ল ঃ—

	বিষয়	ধারার পুরানো সংখ্যা	ধারার নতুন সংখ্যা
১।	সমবায় সমিতি হবে নিগমবদ্ধ প্রতিষ্ঠান	১৯	২৩
২।	সমবায় সমিতির চূড়ান্ত কর্তৃত্ব	২০	২৪
৩।	বার্ষিক সাধারণসভা	২১	২৫
৪।	বিশেষ সাধারণসভা	২২	২৬
৫।	সমবায় সমিতিসমূহের ব্যবস্থাপনা	২৩	২৭
৬।	সমবায় সমিতির কাজকর্মের ব্যবস্থাপনায় সরকারি আধিকারিকদের প্রাতিনিধ্য (এক্সিকিউটিভ অফিসার)	২৪	২৮
৭।	বোর্ড বাতিল ও পুনর্গঠন	২৫	২৯
৮।	বোর্ড বাতিল ও প্রশাসক নিয়োগ (অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটর)	২৬	৩০
৯।	কতকগুলি ক্ষেত্রে বোর্ড বাতিল ও প্রাধিকারিক নিয়োগ (স্পেশাল অফিসার)	২৬এ	৩১

বিষয়	ধারার পুরানো সংখ্যা	ধারার নতুন সংখ্যা
১০। বোর্ডে রাজ্য সরকারের মনোনয়ন (স্টেট নমিনী)	২৮	৩৩
১১। কর্জ গ্রহণের উপর নিয়ন্ত্রণ	৩২	৪৩
১২। কর্জ দাদনের উপর নিয়ন্ত্রণ	৩৯	৪৭
১৩। তামাদি	৪৬	৫০
১৪। সদস্য এবং জামিনদারের কাছ থেকে সমিতির পাওনা টাকা আদায়	৫১	৫৮
১৫। তহবিল সমূহের বিনিয়োগ	৫৫	৬২
১৬। সদস্যপদের যোগ্যতা	৫৯	৬৯
১৭। সমবায় সমিতির হিসাব পরীক্ষা (অডিট)	৭৯	৯০
১৮। নিবন্ধক বা অর্থ প্রদায়ী ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিদর্শন (ইন্সপেকশন)	৮২	৯২
১৯। নিবন্ধক কর্তৃক তদন্ত (ইন্‌কোয়ারি)	৮৪	৯৩
২০। বিবাদ (ডিসপিউট)	৮৬	৯৫
২১। সমবায় সমিতির কারবার গোটানো (লিকুইডেশন)	৮৯	৯৯
২২। ক্রোক ও বিক্রয়ের ক্ষমতা (ডিসট্রেন্ট)	৯৯	১১০
২৩। আদালতের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে বন্ধকি সম্পত্তি বিক্রয় দখল হস্তান্তর	১০১	১১২
২৪। পাওনা প্রদানের নির্দেশদানের ক্ষমতা	১২৬	১২৮
২৫। সমবায় ন্যায়পীঠ (কো-অপারেটিভ ট্রাইবুন্যাল)	১৩৩	১৩৫

ব্যবহৃত পরিভাষা

অ

অধিবিকর্ষ, জমাতিরিক্ত গ্রহণ	ঃ	ওভারড্রাফ্ট্
অধিকার	ঃ	রাইট, ডাইরেক্টোরেট
অধিবৃত্তি	ঃ	বোনাস
অনিশ্চয়	ঃ	সাসপেন্স
অবহৃতক	ঃ	রিবেট
অধিভার	ঃ	সারচার্জ
অনন্য	ঃ	এক্সক্লুসিভ
অনুদান	ঃ	গ্রাণ্ট
অবস্থা সমীক্ষা	ঃ	কেস স্টাডি
অভিকর	ঃ	রেট
অপেক্ষ সংখ্যা	ঃ	কোরাম
অধিকার ক্ষেত্র, ক্ষেত্রাধিকার	ঃ	জুরিসডিকশন
অধিযাচন, তলবী	ঃ	রিকুয়িজিশন
অধিদেয়	ঃ	অ্যালাউয়্যান্স
অবসায়ক	ঃ	লিকুয়িডেটর
অনুবিধি	ঃ	প্রভাইজো
অভিযোগ্য দাবি	ঃ	অ্যাকশন্যাবল্ ক্লেম
অভিযোগ	ঃ	প্রসিকিউশন্
অবলোপন	ঃ	রাইট অফ্
অবচয়	ঃ	ডিপ্রিসিয়েশন
অধিবক্তা	ঃ	অ্যাড্ভোকেট্
অগ্রাধিকার বিশিষ্ট	ঃ	প্রেফারেন্শল্
অবেক্ষাধীন	ঃ	অন প্রবেশন
অতিপন্ন	ঃ	ল্যাপ্সড
অংশদানকারী	ঃ	কন্ট্রিবিউটরি
অনুক্রমিকভাবে যন্ত্রদ্বারা চিহ্নিত সংখ্যা	ঃ	সিরিয়্যালি মেশিন নাম্বার্ড
অগ্রাধিকারী, অগ্রাধিকারিক	ঃ	প্রিজাইডিং অফিসার
অধিগ্রহণ	ঃ	অ্যাকুয়িজিশন
অছি, ন্যাসরক্ষক	ঃ	ট্রাস্টি

আ

আর্জি : প্লেন্ট
আজ্ঞপ্তি : ডিক্রি
আধেয় : প্লেজ
আহ্বানপত্র : সামন্‌স্
আন্তরস্থিক নির্দেশ : ইন্টার্‌লকিউটরি অর্ডার
আনুতোষিক : গ্রাচুইটি

ই

ইচ্ছাপত্র : উইল
ইচ্ছাপত্র প্রমাণক : প্রোবেট

উ

উপযোজন : অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন্
উপধারা : সাব-সেকশন্
উদ্বর্তপত্র : ব্যালান্স-শীট্
উত্তরবিচার : অ্যাপিল
উত্তরবিচার সম্বন্ধী কর্তা : অ্যাপিলেট অথরিটি
উশুল : সেট অফ্
উপকর : সেস্
উন্নীতক : প্রমোটী
উপনিমিত্ত ব্যয় : কন্টিনজেন্ট এক্সপেন্স

ঋ

ঋণপত্র : ডিবেঞ্চার

ক

কর্মকর্তা : অফিস-বেয়ারার
কৃত্য নিয়োগাধিকার : সার্ভিস কমিশন
কু-ঋণ : ব্যাড ডেট
ক্ষমতাবান প্রাধিকারী : কম্পিটেন্ট অথরিটি
কার্যবিবরণ, কার্যবাহ } { মিনিট, প্রসিডিং
: ডিসচার্জ
: ডিস্ট্রেন্ট
ক্রোককারী : ডিস্ট্রেনার
: কিউমিউলেটিভ্

চ

চিকিৎসা যোগ্যতা : মেডিক্যাল্ ফিটনেস্
চাহিবামাত্র পরিশোধ্য আমানত : কল ডিপোজিট

জ

জনকর্মী	:	পাবলিক সারভেন্ট
জ্যেষ্ঠতা	:	সীনিয়রিটি
জবানবন্দি, এজাহার, সাক্ষ্য	:	ডিপজিশন্

ট

টাকা প্রদানের কার্যালয়	:	পে-অফিস

ত

তমসুক	:	বণ্ড
তদন্ত	:	ইন্‌কোয়্যারি
তত্ত্বাবধায়ক	:	রিসীভার

দ

দায়িতা	:	লায়াবিলিটি
দায়বন্ধন	:	হাইপথিকেশন
দেওয়ানি প্রক্রিয়া সংহৃতি	:	কোড অফ্ সিভিল প্রসিডিওর
দস্তুরি	:	কমিশন

ধ

ধারা	:	সেকশন্

ন

নিরসন	:	রিপীল
নিবন্ধক	:	রেজিস্ট্রার
নিরীক্ষা	:	অডিট
নিরীক্ষাধিকারিক	:	অডিট অফিসার
নিষ্কৃতি	:	ইনডেম্‌নিটি
নিগমবদ্ধ প্রতিষ্ঠান	:	কর্‌পরেট বডি
ন্যায়পীঠ	:	ট্রাইবুন্যাল
নিবারিত	:	প্রিভেন্‌টেড
নিরুদ্ধ পরিসম্পৎ	:	ব্লক অ্যাসেট
নিদর্শ	:	ফর্ম
নৈমিত্তিক আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত	:	ক্যাজুয়াল
নিলম্বন	:	সাস্‌পেনশন্
নিবন্ধ পুস্তক	:	রেজিস্টার
নিযুক্তক	:	এজেন্ট
ন্যাস	:	ট্রাস্ট
নামসূচি	:	প্যানেল

প

পরিসম্পৎ	:	অ্যাসেট্
পরিভাজন	:	অ্যাপোর্শন্
পদাধিকারী	:	ডেসিগ্নেটেড অফিসার
পরিভৃতি	:	ইমলিউমেন্ট
পদালি	:	ক্যাডার
পরিকল্প	:	প্রজেক্ট্
পরিদর্শন	:	ইন্স্পেকশন
প্রতিপ্রসব	:	সেভিংস
প্রতিবেদন	:	রিপোর্ট
পুনর্বিলোকন	:	রিভ্যিউ
প্রতিলিপি	:	কপি
পরিপালন	:	কমপ্ল্যায়ান্স
প্রণিয়ম	:	রেগুলেশন
পাট্টা	:	লিজ
প্রমাণক	:	ভাউচার
পূরক	:	কম্পেন্স্যাটরি
পরিশিষ্ট, ক্রোড়পত্র	:	অ্যানেক্সার
পরিপালনাদেশ	:	লেটার অফ্ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন
পদরিক্তি	:	ভেক্যান্সি
প্রতিভূতি, জমানত, জামিন	:	সিকিউরিটি
পাটক	:	ওয়ার্ড (মিউনিসিপ্যালিটি)
প্রত্যাভূতি	:	গ্যারান্টি
প্রেষণ ভাতা	:	ডেপুটেশন অ্যালাউয়্যান্স
প্রকরণ	:	ক্লজ
প্রত্যায়ন	:	অ্যাটেস্টেশন্
প্রত্যায়িত	:	অ্যাটেস্টেড
প্রাতিনিধ্য	:	ডেপুটেশন
প্রবাহী প্রভার	:	ফ্লোটিং চার্জ
প্রগ্রহণ	:	কগ্নিজ্যান্স
প্রগ্রহণ পত্র	:	ওয়ারেন্ট
প্রসূতি ছুটি	:	ম্যাটারনিটি লিভ
প্রগ্রাহ্য	:	কগ্নিজ্যাব্ল্
প্রাধিকৃত	:	অথরাইজড়
প্রমাণিত, শংসিত	:	সার্টিফায়েড

প্রজ্ঞাপিত এলাকা	:	নটিফায়েড এরিয়া
প্রজ্ঞাপন	:	নটিফিকেশন্
প্রতিপূরক তহবিল	:	সিঙ্কিং ফাণ্ড
প্রাক্‌কলন	:	এস্টিমেট
প্রেষিতক	:	কন্‌সাইনমেন্ট
প্রেষিতক সূচি	:	ইনভয়েস
প্রত্যক্ষ প্রবেশী	:	ডাইরেক্ট রিক্রুট
প্রাতিষঙ্গিক	:	করেসপণ্ডিং

ফ

ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা	:	কোড অফ ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর

ব

ব্যয়নাধিকারিক	:	ডিসবার্সিং অফিসার
বিচারাজ্ঞা ঘটিত অর্থ	:	ডিক্রীটাল অ্যামাউন্ট
বিভাজন	:	ডিভিশন
বিবাদ	:	ডিস্‌পিউট
বহিষ্কার	:	রিম্যুভ
বৈধিক	:	লিগ্যাল
বাট্টা	:	ডিসকাউন্ট
বিনির্ণয়	:	অ্যাওয়ার্ড
বিবরণ	:	রিটার্ণ, স্টেটমেন্ট
বার্ষিক বৃদ্ধি	:	অ্যানুয়াল ইনক্রিমেন্ট
বাকিদার	:	ডিফল্টার
ব্যবহার দেশক	:	সলিসিটর

ভ

ভারতীয় দণ্ড সংহিতা	:	ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড
ভবিষ্যনিধি	:	প্রভিডেন্ট ফাণ্ড
ভবিষ্যাপেক্ষ	:	প্রসপেক্‌টিভ
ভূতাপেক্ষ	:	রেট্রস্‌পেকটিভ
ভেঙ্গে দেওয়া	:	ডিজল্‌ভ্

ম

মধ্যস্থ	:	আরবিট্রেটর
মানদেয়, সম্মান দক্ষিণা	:	অনরেরিয়াম্
মাসুল	:	ফি
মনোনীতক	:	নমিনী
মুলতুবি	:	অ্যাডজোর্ন

মহাধর্মাধিকরণ	:	হাইকোর্ট
মূল্য নির্ধারক	:	ভ্যালিউয়ার
মূল্য অস্থির তহবিল	:	প্রাইস ফ্ল্যাক্চুয়েশন ফাণ্ড

য

যথাভাগ	:	প্রো র‍্যাটা

র

রুজু, দায়ের করা	:	ইন্স্টিটিউট
রোক ঋণ	:	ক্যাশ ক্রেডিট

ল

লাভাংশ সমতা তহবিল	:	ডিভিডেণ্ড ইকোয়্যালাইজেশন্ ফাণ্ড
লেখ্য প্রমাণক	:	নোটারি পাবলিক

শ

শংসাপত্র, প্রমাণপত্র	:	সার্টিফিকেট
শৃংখলা সম্বন্ধীয় কর্তৃপক্ষ	:	ডিসিপ্লিনারি অথরিটি
শপথপত্র	:	অ্যাফিডেভিট

স

সরকারি ঘোষপত্র	:	অফিসিয়্যাল গেজেট
সম্বন্ধন	:	অ্যাফিলিয়েশন
স্থপতি	:	আর্কিটেক্ট
সংস্থা ব্যয়	:	এসট্যাব্লিশ্মেন্ট কস্ট
সাহায়ক	:	সাবসিডি
সাধন পত্র	:	ইন্সট্রুমেন্ট
সন্নিযুক্ত	:	কনফার্মড
স্বার্থ	:	ইন্টারেস্ট
সত্যাখ্যান	:	ভেরিফিকেশন্
সংযোজন	:	অ্যামাল্গ্যামেশন
স্বত্তনিয়োগ করা	:	অ্যাসাইন
সহযোজন	:	কো-অপশন্
সমাহর্তা	:	কালেক্টর
সংবিধিবদ্ধ	:	স্ট্যাটুটরি
সম্বদ্ধ, সম্বদ্ধীকৃত	:	অ্যাফিলিয়েটেড
সম্ভার বহি	:	স্টক বুক
সমন্বয়িত		অ্যাডজাস্টেড

দ্বিতীয় খণ্ড

১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের বিশিষ্টতা

১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন ১৯৮৪ সালের ২৩শে মে সংখ্যার গেজেটে প্রকাশিত হয়। গেজেট সংস্করণের ১৩৫৭ পৃষ্ঠা থেকে ১৪১৮ পৃষ্ঠা অর্থাৎ মোট ৬২ পৃষ্ঠা নিয়ে নতুন আইন। ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন ঐ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর সংখ্যার গেজেটের ২৯০১ পৃষ্ঠা থেকে ২৯৮৬ পৃষ্ঠা নিয়ে ছিল অর্থাৎ মোট ৮৬ পৃষ্ঠা জুড়ে ছিল পুরানো আইন।

অবশ্য ১৯৭৩ সালের পরে সংযোজিত ধারাগুলি বাদ দিলে পুরানো আইনে মোট ধারা ছিল ১৪২টি। বিভিন্ন সংজ্ঞা, অনুবিধি, প্রকরণ, উপধারা ও তফসিলের মধ্যেকার সংযোজন বাদ দিলেও শুধু আটটি নতুন ধারাই সংযোজিত হয়েছে, যেমন ২৬এ-২৬বি-৩৭এ- ৪৮এ-৪৮বি-৪৮সি-৯৮এ-১৩৯এ। এদের নিয়ে পুরানো আইনের ধারার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫০টি। নতুন আইনে ধারার মোট সংখ্যা ১৪৭। গেজেটের পৃষ্ঠার মাপের অন্যান্য তারতম্য থাকলেও এ বিষয়ে অনেকেই বলেছেন যে নতুন সমবায় আইন পুরাতনের তুলনায় ২৪ পৃষ্ঠায় পিছিয়ে থেকে ক্ষীণতর কলেবরে আত্মপ্রকাশ করেছে।

অবশ্য মোট সতেরোটি অধ্যায় ও পাঁচটি তফসিলের দিক থেকে নতুন ও পুরানোর মধ্যে কোন তফাত নাই। তবে পুরানো আইনে পঞ্চম তফসিলটি ১৯৭৩ সালেই ছিল না ৫ বৎসর পর অর্থাৎ ১৯৭৮ সালে সংশোধনের মাধ্যমে সংযোজিত হয়েছিল। অধ্যায় গুলির মোট সংখ্যা একই থাকলেও পুরানো আইনের 'সমবায় সমিতিগুলির সুবিধা' (পঞ্চম অধ্যায়) এবং 'বিমাকৃত সমবায় ব্যাঙ্ক' (ষোড়শ অধ্যায়) শীর্ষক অধ্যায় দুটি নতুন আইনে নেই। অধ্যায় দুটির আলোচ্য বিষয়গুলি বর্ণিত হয়েছে নতুন আইনের 'সমবায় সমিতিসমূহের কর্তব্য ও দায়িত্ব' শীর্ষক ষষ্ঠ অধ্যায়ে ও 'বিবিধ' শীর্ষক সপ্তদশ অধ্যায়ে। যে দুটি অধ্যায় শূন্য হ'ল তা নতুন আইনে পূরণ করা হ'ল নতুন দুটি বিষয়সূচি দিয়ে। একটি হ'ল—নতুন আইনের পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত 'নির্বাচন কর্তৃপক্ষ, কৃত্যকসমূহের পদালি (ক্যাডার) এবং সমবায় কৃত্য নিয়োগাধিকার' শীর্ষক বিষয়, অপরটি হ'ল নবম অধ্যায়ে বর্ণিত 'আবাসন সমবায় সমিতিসমূহের জন্য বিশেষ বিধান' শীর্ষক বিষয়।

১। প্রস্তাবনায় (প্রিঅ্যাম্বল্) নতুন দুটি বিষয়

প্রণীত আইনের মূল উদ্দেশ্য কি তা খুব সংক্ষেপে সংশ্লিষ্ট আইনের প্রস্তাবনায় বলা থাকে। এ বিষয়ে ১৯৭৩ সালের প্রস্তাবনা থেকে ১৯৮৩ সালের প্রস্তাবনায় মাত্র দুটি বিষয় নতুন সংযোজিত হয়েছে তার মধ্যে একটি হ'ল—'গণতান্ত্রিক কর্মধারা কায়েম করা' অপরটি হ'ল 'দুর্বলতর সম্প্রদায়কে সমবায় আন্দোলনের আওতায় নিয়ে আসা।' ১৯৮৩ সালের সমবায় আইনের বিভিন্ন নতুন ধারায় উপরোক্ত দুটি উদ্দেশ্য সাধনের আইনগত পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে যা অবশ্যই গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। এই উদ্দেশ্য সাধনে উদাহরণস্বরূপ ১২-১৮-২৫-২৬-২৭-২৮-৩০-৩২-৩৫-৪৭(২) প্রভৃতি ধারাগুলির বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের অন্যান্য মূল বৈশিষ্টগুলিকে ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট ধারা সমূহের ক্রমানুসারে নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। ১৯৮৯ সালের ১লা ডিসেম্বর থেকে কার্যকর প্রথম সংশোধনী ও ১৯৯১ সালের ১লা আগষ্ট থেকে কার্যকর দ্বিতীয় সংশোধনীর পরিবর্তনগুলিকেও যথাসম্ভব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ঃ—

২। কর্জের মেয়াদ পরিবর্তিত

নতুন ধারা	পুরানো ধারা
(১) স্বল্পমেয়াদ বলতে নতুন আইনের ২(৩৫) প্রকরণের প্রয়োজনে বোঝাবে অনধিক এক বৎসরের সময়কাল—২(৩৫)এ।	(১) ধারা ৩৯ (৩) (সি) (চার) উপধারার প্রয়োজন অনুযায়ী অনধিক আঠারো মাসের সময়কাল বা মেয়াদকে স্বল্পমেয়াদ' বলা হ'ত।
(২) মধ্যমেয়াদ হ'বে তিন বৎসরের কম নয় এবং পাঁচ বৎসরের বেশি নয় এমন সময়কাল।—২(৩৫) বি।	(২) ধারা ৩৯ (৩) (সি) (চার) উপধারার প্রয়োজন অনুযায়ী আঠারো মাসের বেশি কিন্তু পাঁচ বৎসরের বেশি নয় এমন সময়কাল বা মেয়াদকে 'মধ্যমেয়াদ' বলা হ'ত।
(৩) দীর্ঘমেয়াদ বলতে নতুন আইনের ২ (১২) প্রকরণের প্রয়োজনে বোঝাবে পাঁচ বৎসরের অধিক সময়কাল।	(৩) ধারা ২ (ক) (১) প্রকরণের প্রয়োজন অনুযায়ী পাঁচ বৎসরের অধিক এমন সময়কাল বা মেয়াদকে 'দীর্ঘমেয়াদ' বলা হ'ত।

(৩) গ্রামীণ ব্যাংক অর্থপ্রদায়ী ব্যাংকের অন্তর্ভুক্ত

অর্থপ্রদায়ী ব্যাংকের সংজ্ঞার পরিধিতে নতুন আইনের নবতম সংযোজন হ'ল আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক। আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংকগুলির ক্ষেত্রে এটি আকাঙ্ক্ষিত স্বীকৃতি।

নতুন ধারা—২ (২৪)/পুরানো—২ (টি)।

(৪) সহযোগী সদস্য অবলুপ্ত—যুগ্ম-সদস্য সংযোজিত

পূর্বের আইনে সহযোগী সদস্য (অ্যাসোসিয়েট) গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল। বর্তমান আইনে সে বিধান রাখা হয় নাই। তবে 'সদস্য' সংক্রান্ত সজ্ঞায় যুগ্ম সদস্যপদের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। স্বামী ও স্ত্রী-পিতা ও পুত্র বা অবিবাহিতা কন্যা এবং মাতা ও পুত্র বা অবিবাহিতা কন্যা যুগ্ম সদস্যপদের পরিধিতে আসবে। তবে সাধারণসভায় যোগদান ও ভোটাধিকারের ক্ষমতা অধিকতর বয়স্কজনেরই থাকবে। তার অনুপস্থিতিতে এ ক্ষমতা অন্যজনের থাকবে।

নতুন ধারা—২(২৮), ৭১ (২)/পুরানো ধারা—২ (ওয়াই), ৫৯ (৫)।

(৫) কেবল সীমাবদ্ধ দায়িতা বিশিষ্ট সমিতি—সমবায় নীতি বিশ্লেষিত

আগের আইনে সীমাহীন ও সীমাবদ্ধ দায়িতা বিশিষ্ট সমবায় সমিতিসমূহ গঠনের বিধান ছিল। নতুন আইনে কেবল সীমাবদ্ধ দায়িতা বিশিষ্ট সমবায় সমিতি গঠনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তবে সীমাহীন দায়িতাবিশিষ্ট কোন পুরাতন সমিতি নতুন আইনের আওতায় অনুরূপ দায়িতা বজায় রাখতে পারবে। সমবায় নীতি সম্পর্কিত বিস্তৃত ব্যাখ্যা নতুন আইনের দ্বিতীয় সংশোধনীতে স্থান পেয়েছে। পুরানো আইনে নীতির উল্লেখ থাকলেও বিস্তৃত ব্যাখ্যা ছিল না।

নতুন ধারা ১১(১)/পুরানো ধারা—১১(১)।

(৬) সুস্পষ্ট জনগোষ্ঠিভিত্তিক সমিতি

নতুন আইনের বিধান অনুসারে আদিবাসী বা কৃষক বা মহিলাদের অনন্য (এক্সক্লুসিভ্) কল্যাণের জন্য প্রতিষ্ঠিত সমবায় সমিতি, আদিবাসী বা কৃষক বা মহিলা নয় এমন কাউকে সদস্য করতে পারবে না। ঠিক এইরূপ কোন সুস্পষ্ট শাখাগত প্রভেদক ব্যবস্থা আগের আইনে ছিল না। সমিতির দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত

হবে না, মোট সদস্যের এমন সর্বোচ্চ দশ শতাংশ সদস্য আগের আইনে নেওয়া যেত। এখন আর যাবে না।

নতুন ধারা ১২ (৩) (৪)/পুরানো ধারা—১২ (৩)।

(৭) সমিতি গঠনের আবেদনপত্র ইউনিয়নকে দিতে হবে

জেলা পর্যায় পর্যন্ত সমিতির নিবন্ধনের আবেদনপত্রের একটি প্রতিলিপি জেলা সমবায় ইউনিয়ন ও শীর্ষ সমিতির নিবন্ধনের আবেদনপত্রের একটি প্রতিলিপি রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের কাছে দাখিল করার কথা নতুন আইনের ১৩ (১) ধারায় বলা হয়েছে। এতে ইউনিয়নের সদস্যপদ গ্রহণের আবশ্যিক ধারা কার্যকর করতে সুবিধা হবে। সমবায় শিক্ষাগ্রহণের পথটিও অনেকটা প্রশস্ত হবে। পুরানো আইনে এরূপ কোন বিধান ছিল না।

নতুন ধারা ১৩ (১)/পুরানো ধারা—১৩ (১)।

(৮) ন্যূনতম সদস্য সংখ্যা ১৫ থেকে ১০—আবাসনে ৮

পূর্বে কোন সমিতি নিবন্ধনের জন্য আইনগত দিক থেকে কমপক্ষে ১৫ জনের প্রয়োজন হ'ত। নতুন আইনে ১৩ (২) ধারায় বলা হয়েছে সমবায় আবাসন সমিতি ছাড়া বাকি সব প্রাথমিক সমিতির ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১০ জনই আবশ্যিক সংখ্যা, তবে তারা ১০টি ভিন্ন ভিন্ন পরিবারভুক্ত হবে। অবশ্য আবাসন সমিতিসমূহের ক্ষেত্রে ৮ জনের সমিতি গঠিত হতে পারবে।

নতুন ধারা ১৩ (২)/পুরানো ধারা—১৩ (২)।

(৯) নিবন্ধনের সময়সীমা ভিন্ন ও প্রসারিত

আগের আইন অনুসারে উপবিধিসহ নিবন্ধনের আবেদন প্রাপ্তির তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে সমস্ত সমিতির ক্ষেত্রে নিবন্ধককে নিবন্ধনসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হ'ত। নতুন আইনে সমবায় আবাসন সমিতি ও সম্পূর্ণভাবে গ্রামীণ কারিগরদের নিয়ে গঠিত নয় এমন শিল্প সমবায় সমিতির ক্ষেত্রেই কেবল নিবন্ধনের সময়সীমা নিবন্ধনের আবেদন পাওয়ার তারিখ থেকে চার মাস করা হয়েছে।

নতুন ধারা- ১৩ (৪)/পুরানো ধারা—১৩ (৪)।

অনুরূপভাবে উপরোক্ত দুই ধরনের সমিতির উপবিধির সংশোধনী নিবন্ধনের সময়সীমাও সম্প্রসারিত হয়েছে।

নতুন ধারা ১৭ (৩)/পুরানো ধারা—১৭ (২)।

(১০) সমবায় নিবন্ধন পরিষদ

নতুন সমবায় আইনের ১৩ (৭) ধারায় উল্লিখিত সমবায় নিবন্ধন পরিষদ (কো-অপারেটিভ রেজিস্ট্রেশন কাউন্সিল) এই আইনের একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের নতুন সমিতির নিবন্ধন ও পুরানো সমিতির উপবিধির সংশোধনীর নিবন্ধন সংক্রান্ত আপিলের বিচারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত সমবায় ন্যায়পীঠের দায়িত্ব এই নিবন্ধন পরিষদ পালন করছেন। একজন সভাপতি ও দুইজন সদস্য নিয়ে রাজ্য সরকার এই সমবায় নিবন্ধন পরিষদ গঠন করেছেন। নতুন আইন অনুসারে নিবন্ধন পরিষদকে দুই মাসের মধ্যে বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ন্যায়পীঠের জন্য এরূপ কোন সময়সীমা পুরানো আইনে নির্দিষ্ট ছিল না। সেদিক থেকেও ১৩ ধারা নতুনত্বের দাবি রাখে। তাছাড়া রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের একজন মনোনীত ব্যক্তিকে এই নিবন্ধন পরিষদের সদস্য করার বিধানও একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা। নিবন্ধন পরিষদের সভাপতি আছেন ন্যায়পীঠের সদস্য। অন্য আর একজন সদস্য রাজ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়েছেন। ১৯৮৮ সালের ১৫ই জুলাই থেকে নিবন্ধন পরিষদ সংক্রান্ত আইন ও নিয়মাবলী কার্যকর হয়েছে।

নতুন ধারা ১৩ (৭)/পুরানো ধারা—ছিল না।

(১১) উপবিধি সংশোধনে দুটি সাধারণ সভার সুযোগ

আগের ধারা অনুসারে নিবন্ধক কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপবিধির সংশোধনী প্রস্তাব সাধারণসভার সিদ্ধান্তসহ সমিতি পাঠাতে ব্যর্থ হলে সমিতিকে বক্তব্য বলার সুযোগ দিয়ে ও অর্থপ্রদায়ী ব্যাংক থাকলে তার সাথে পরামর্শ করে নিবন্ধক সংশ্লিষ্ট সংশোধনীটি নিবন্ধন করে দিতে পারতেন। নতুন ধারা মতে প্রথমে সমিতিকে সাধারণ সভা ডাকতে বলা হবে। সমিতি তা করতে ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংশোধনী প্রস্তাব নিবন্ধনের জন্য দাখিল করতে ব্যর্থ হলে নিবন্ধক অবশ্যই সমিতির খরচে বিশেষ সাধারণসভা ডাকবেন। এক্ষেত্রেও সংশোধনী প্রস্তাব সমিতি পাঠাতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট অর্থপ্রদায়ী ব্যাংকের সাথে পরামর্শ করে নিবন্ধক অবশ্যই নিজে সংশোধন করে সমিতির কাছে পাঠিয়ে দেবেন। নতুন ধারায় সমিতিকে তার বক্তব্য বলার সুযোগ দেওয়া হয় নাই। তবে দুটি সাধারণসভার সুযোগদানে গণতান্ত্রিক কর্মধারা প্রসারিত হয়েছে।

নতুন ধারা ১৮/পুরানো ধারা—১৮।

(১২) সমবায় সমিতিসমূহের পরিসম্পৎ ও দায়িতার হস্তান্তর ও বিভাজন এবং সংযোজনসংক্রান্ত পরিবর্তন

(১) সমবায় সমিতিসমূহের পরিসম্পৎ ও দায়িতার হস্তান্তর ও বিভাজন এবং সংযোজন সম্বলিত অধ্যায়টি পুরানো আইনের অষ্টম অধ্যায় থেকে নতুন আইনের তৃতীয় অধ্যায়ে আনা হয়েছে।

(২) পুরানো আইনে বিষয়গুলি সম্পর্কে সাধারণসভার সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে সমস্ত সদস্য ও ঋণদাতাদের কাছে সিদ্ধান্তের প্রতিলিপি পাঠাতে হ'ত। নতুন আইনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সিদ্ধান্তসংক্রান্ত নোটিস সংশ্লিষ্ট সমিতি তার সমস্ত সদস্য ও ঋণদাতাদের কাছে পাঠাবে। অবশ্য ইচ্ছা প্রকাশ করার বিষয়ে প্রতিলিপি পাঠানোর বা নোটিস জ্ঞাপনের তারিখ থেকে এক মাসের সময়সীমার কথা পুরানো ও নতুন উভয় আইনেই বলা আছে।

নতুন ধারা ১৯(৩)/পুরানো ধারা—৭৫(৫), (৬)।

(৩) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিবন্ধকের ক্ষমতা সম্পর্কে পুরানো আইনের ৭৬ ও ৭৭ ধারার বক্তব্য বিষয়ে নতুন আইনের ২০ ধারায় সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শীর্ষ সমিতির সাথে পরামর্শ করার কথা বলা হয়েছে যা আগের আইনে বলা হয় নাই।

নতুন আইন ২০(১)/পুরানো আইন ৭৬ ও ৭৭।

(৪) শিরোণামে বর্ণিত নিবন্ধকের ক্ষমতাধীন ৩টি বিষয়ের মধ্যে নতুন আইনে "পরিসম্পৎ ও দায়িতার হস্তান্তরের" পরিবর্তে 'পুনগর্ঠন' (রি-অর্গানাইজেশন) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

(৫) আগের আইনে প্রাথমিক নির্দেশ প্রকাশের তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট নির্দেশসংক্রান্ত আপত্তি বা প্রস্তাব পাঠানোর কথা বলা ছিল। সেগুলি বিবেচনার পর নিবন্ধক আনুষঙ্গিক পরিবর্তনসহ প্রাথমিক নির্দেশ চূড়ান্ত করতে পারতেন। নতুন আইনে নিবন্ধকের নির্দেশসংক্রান্ত নোটিসের তারিখ থেকে কমপক্ষে তিনমাস সময়ের মধ্যে প্রস্তাব বা আপত্তি পাঠানোর কথা বলা হয়েছে। নিবন্ধক নতুন আইন অনুসারে ইচ্ছা করলে আরো বেশি সময় দিতে পারেন। পুরানো আইনে তাঁর এ সুযোগ ছিল না।

(৬) নতুন আইনে বলা হয়েছে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ও প্রয়োজনানুসারে 'ন্যাবার্ডের' সাথে অগ্রিম পরামর্শ না করে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক বা প্রাথমিক সমবায় ব্যাঙ্কের বিভাজন, পুনর্গঠন বা সংযোজনের নির্দেশ নিবন্ধক দেবেন না।

(৭) নতুন আইনে আরও বলা হয়েছে, কোন সমবায় সমিতির ক্রমপুঞ্জিত লোকসান যদি তার মোট পরিসম্পদের বেশি হয়ে যায় তাহলে তার সাথে কোন মুনাফায় পরিচালিত সমিতির সংযোজনের নির্দেশ নিবন্ধক দেবেন না।

অন্যান্য বিষয়ে যেমন আপত্তিজ্ঞাপনকারীদের শেয়ার ও আমানতের টাকা ফেরত, আপিলদায়ের প্রভৃতি ক্ষেত্রে পুরানো আইনের সাথে নতুন আইনের কোন তফাৎ নাই।

নতুন ধারা ২০/পুরানো ধারা—৭৬, ৭৭।

(১৩) কয়েকটি ক্ষেত্রে নিবন্ধক কর্তৃক বোর্ড গঠন

আদালতের নির্দেশ বা অন্য কোন কারণে যদি সাধারণ সভায় নির্বাচন করা না যায় বা সংশ্লিষ্ট সভায় নির্বাচিত পরিচালকগণ যদি কাজ করতে না পারেন তাহলে নিবন্ধক ২৭(১) ও (২) ধারা অনুসারে বোর্ড গঠন ও কর্মকর্তা নিযোগ করে দেবেন। নির্বাচিত বোর্ড কর্মসম্পাদনের যোগ্য না হওয়া পর্যন্ত এই বোর্ডই কাজ চালিয়ে যাবে। নতুন আইনের এই ব্যবস্থাটিও নতুন। পুরানো আইনে এরূপ পরিস্থিতিতে নিবাহী আধিকারিক বোর্ডের সমস্ত কাজকর্ম করতেন। নতুন আইনে শুধু অন্তর্বর্তীকালেই মুখ্য কর্মাধ্যক্ষ সমস্ত কাজকর্ম চালাবেন। নতুন ধারা ২৫(১) এ/পুরানো নিয়ম—৪৮ (২)।

(১৪) বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করাতে হবে

বার্ষিক সাধারণ সভার ক্ষেত্রে নতুন আইনের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল—'বিগত বার্ষিক সাধারণসভার কার্যবিবরণী বিবেচনা ও নথিভুক্তি"—বিষয়টি অতঃপর আলোচ্যসূচির একটি আবশ্যিক বিষয় হিসাবে গণ্য হবে, যা ইতিপূর্বে একটি প্রাসঙ্গিক প্রথা হিসাবে বিবেচিত হ'ত। পুরানো আইনে এরূপ বিবেচনা ও নথিভুক্তির কোন বিধানই ছিল না।

নতুন ধারা ২৫(১) বি/পুরানো ধারা—২১।

(১৫) পরিচালকের আত্মীয়ের নিয়োগ বার্ষিক সাধারণসভা অনুমোদন করবে

কোন পরিচালকের আত্মীয়কে কোন সমবায় সমিতিতে নিয়োগ করতে হলে বার্ষিক সাধারণ সভার অনুমোদনের বিধান নতুন আইনে রাখা হয়েছে। ২৫ ধারার (১) উপধারার (এফ) প্রকরণের উদ্দেশ্যে 'আত্মীয়' বলতে কাদের বোঝাবে তা ৬১ নং নিয়মে বলা হয়েছে। পুরানো আইনে বার্ষিক সাধারণ সভার এইরূপ কোন প্রক্রিয়ার ছিল না।

(১৬) তলবের সবক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশ

তলবের ভিত্তিতে বিশেষ সাধারণসভা আহ্বানের ক্ষেত্রে আগের আইনে সদস্যসংখ্যার সাথে যে একটি আনুপাতিক সম্পর্ক ছিল, নতুন আইনে তা তুলে দিয়ে সবক্ষেত্রে মোট সদস্যদের বা ডেলিগেটদের এক-তৃতীয়াংশ করা হয়েছে। আগের আইনে সদস্য সংখ্যা ৫০০ পর্যন্ত হলে এক-তৃতীয়াংশ এবং তদুর্ধ্ব হলে এক-পঞ্চমাংশ সদস্যের দ্বারা অধিযাচনপত্রটি স্বাক্ষরিত করার কথা বলা ছিল।

নতুন ধারা ২৬(১) এ/পুরানো ধারা—২২(১) এ।

(১৭) তলবী সাধারণসভা না ডাকার শাস্তি

নতুন আইনের ২৬ (৫) ধারা অনুসারে বোর্ডের সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিচালকগণ এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের দাবিতে বা নিবন্ধকের নির্দেশে দুই মাসের মধ্যে বিশেষ সাধারণসভা ডাকতে অস্বীকার করলে বা ব্যর্থ হলে নিবন্ধক সমস্ত পরিচালকদের বক্তব্য বলবার সুযোগ দিয়ে দায়ী পরিচালকদের পদে থাকা ও পরিচালক হওয়ার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ তিন বৎসরের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করতে পারেন। তাছাড়াও, নিবন্ধক বা তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি সমিতির খরচে বা দোষী পরিচালক বা পরিচালকবৃন্দের খরচে সমিতির বিশেষ সাধারণসভা ডাকতে বাধ্য হবেন। পুরানো ধারায় এরূপ প্রত্যক্ষ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ছিল না।

নতুন ধারা ২৬(৩) (৪) (৫) /পুরানো ধারা—২২।

(১৮) পর্ষদ—তার গঠন ও সংখ্যা

পুরানো আইনে বলা হ'ত কার্যনির্বাহক কমিটি বা ম্যানেজিং কমিটি। নতুন আইনে

বলা হয়েছে পর্ষদ বা বোর্ড। তাছাড়া গণতন্ত্রের দিক থেকে নতুন আইনের ২৭ ধারায় একাধিক নতুনত্ব আনা হয়েছে। আগে কার্যনির্বাহিক কমিটি গঠিত হ'ত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত, রাজ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত বা রাজ্য সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত অতিরিক্ত পরিচালক এবং সমিতির উপবিধিতে বর্ণিত সংস্থাসমূহ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত পরিচালকদের নিয়ে। নতুন আইনে গঠিত বোর্ড ও তার পরিচালকদের ক্ষেত্রে একাধিক বিষয়ে নতুনত্ব আনা হয়েছে। নির্বাচিত পরিচালক বিষয়েও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। সমিতির সদস্য সংখ্যা ১২ অপেক্ষা কম হলে নির্বাচিত পরিচালকদের সংখ্যা হবে কমপক্ষে ৩, ঊর্ধ্বপক্ষে ৬। অন্যান্য ক্ষেত্রে এই সংখ্যা হবে ৬ থেকে ১৫।

নতুন ধারা -২৭ (১)/পুরানো ধারা—২৩ (১)। পুরানো নিয়ম—২৮।

(১৯) পর্ষদে কর্মচারী প্রতিনিধি

কমপক্ষে পাঁচ জন কর্মচারী কাজ করে এমন সমবায় প্রতিষ্ঠানের কর্মিদের পক্ষ থেকে বোর্ডে একজন পরিচালক থাকবেন। তার কোন ভোটাধিকার থাকবে না। বোর্ডে কোন পদ থাকবে না। আর তিন বৎসর স্থায়ী একটি মেয়াদের বেশি একই ব্যক্তি আর পরিচালকও হতে পারবে না। তিন বৎসর অপেক্ষা করতে হবে। পুরানো আইনে পর্ষদে কর্মচারী প্রতিনিধিত্বের এরূপ ব্যবস্থা ছিল না।

নতুন ধারা—২৭ (৩) (৬) (৮)/পুরানো ধারা—কিছু ছিল না।

(২০) পর্ষদে মুখ্য কর্মাধ্যক্ষ

সমিতির মুখ্য কর্মাধ্যক্ষের বেতন সমিতির তহবিল থেকে নির্বাহিত হলে তিনি পদাধিকারবলে পরিচালক থাকবেন। পরিচালকপদে সহযোজন বা কর্মকর্তা নির্বাচন ছাড়া অন্যান্য সববিষয়ে তার ভোটাধিকার থাকবে, তবে বোর্ডে তার কোন পদ থাকবে না। মুখ্য কর্মাধ্যক্ষের পরিচালক হওয়ার কোন বিধান পূর্বের আইনে ছিল না।

নতুন ধারা—২৭ (৪) (৬)/পুরানো ধারা—ছিল না।

(২১) পর্ষদে পঞ্চায়েত ও অর্থলগ্নি সংস্থার প্রতিনিধি

১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী গঠিত গ্রাম পঞ্চায়েত তার একজন সদস্যকে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকার ব্যবসাকারী প্রাথমিক সমবায় সমিতির বোর্ডে মনোনীত করতে পারবে। একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের ও একটি

পঞ্চায়েত সমিতির এলাকায় ব্যবসাকারী প্রাথমিক সমবায় সমিতির বোর্ডে পূর্বোক্ত আইন অনুযায়ী গঠিত পঞ্চায়েত সমিতি তার একজন সদস্যকে মনোনীত করতে পারবে। পরিচালকপদে সহযোজন বা কর্মকর্তা নির্বাচন ছাড়া অন্যান্য সব বিষয়ে তার ভোটাধিকার থাকবে তবে বোর্ডে কোন পদ থাকবে না। অনুরূপ শর্তে জেলা পরিষদ তার এলাকার সমস্ত কেন্দ্রীয় সমিতিতে ও সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কে পরিচালক হিসাবে প্রতিনিধি পাঠাতে পারবে।

নতুন ধারা—২৭ (৫) (৬) (৮)/পুরানো ধারা—ছিল না।

অর্থলগ্নি সংস্থা নতুন ধারা ২৭ (৫এ) অনুসারে সংশ্লিষ্ট সমিতির পর্ষদে প্রতিনিধি পাঠাতে পারবে। সরকার মনোনীত পরিচালকের মত তার সমস্ত সুযোগ সুবিধা থাকবে।

নতুন ধারা ২৭ (৫-এ)/পুরানো ধারা—ছিল না।

(২২) নির্বাচিত হতে থাকলে আজীবন পরিচালক থাকা যাবে

সমিতির বাৎসরিক সাধারণ সভা প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হলেও পরিচালকদের নির্বাচন হবে তিন বৎসর অন্তর। কর্মকর্তা বা অফিস বেয়ারার হিসাবে সুস্পষ্টভাবে সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক, সহ-সম্পাদক বা কোষাধ্যক্ষেরও উল্লেখ আছে। কর্মকর্তা পর পর দুটি মেয়াদ পর্যন্ত কর্মকর্তার পদে আসতে পারেন। সরকার ও অর্থলগ্নি সংস্থার মনোনীত কর্মকর্তা ব্যতিরেকে অন্যান্য কর্মকর্তাগণ দ্বিতীয় মেয়াদের পর তিন বৎসর অর্থাৎ একটি মেয়াদ কর্মকর্তা পদে আসতে পারবেন না। অবশ্য পরিচালকপদে আসতে কোন বাধা নেই। তিন বৎসর অন্তর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে প্রার্থী হতে ও নির্বাচিত হতে পারেন। নতুন আইনের এই সুবিধাটুকুর মাধ্যমে পুরানো আইনের একটি বড়রকমের পরিবর্তন আনা হয়েছে। পুরানো আইন মোতাবেক কোন পরিচালক পর পর তিন বৎসর বা তিনটি মেয়াদের মধ্যে যে সময়কাল কম তার বেশি পরিচালক হতে পারতেন না। দুই বৎসর অপেক্ষা করতে হ'ত। নতুন আইনে সদস্যরা চাইলে আজীবন পরিচালক থাকতে পারবেন।

নতুন ধারা—২৭ (৯)/পুরানো ধারা—২৩ (২)।

(২৩) শুধু জেল নয়—জরিমানাও বা উভয়ই

পরিচালকদের অযোগ্যতা সম্পর্কিত দুশ্চারিত্র্যের ব্যাখ্যাকে অধিকতর বিস্তৃত

করে আদালতের দণ্ডাদেশের মধ্যে কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয়ই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পুরানো আইনে শুধুমাত্র কারাদণ্ডের কথা বলা ছিল। সমবায় আইন মোতাবেক সংঘটিত অপরাধকেও এই অযোগ্যতার আওতায় আনা হয়েছে।

নতুন ধারা—২৭ (১০) বি/পুরানো ধারা—২৩ (৪) সি।

(২৪) সমিতির ক্ষেত্রে শতকরা ৪০, ব্যক্তির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ

পুরানো আইনে খেলাপী সদস্যের বা কোন খেলাপী সমিতির প্রতিনিধির পরিচালকপদে থাকার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা ছিল। ব্যক্তি সদস্যদের খেলাপের ক্ষেত্রে নতুন আইন পুরানো আইনের মতই কঠোর। নতুন আইনে কোন সমিতি শতকরা ৪০ ভাগের বেশি খেলাপী হলে তবেই তার কোন প্রতিনিধিকে পরিচালকপদে যোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে না।

নতুন ধারা—২৭ (১০) ঈ/পুরানো ধারা—২৩ (৪) (জি) (৭) (৯)।

(২৫) পরিচালকের ভাতা মঞ্জুরে সাধারণসভার সিদ্ধান্তই যথেষ্ট

কোন পরিচালককে সমিতির তহবিল থেকে ভ্রমণভাতা বা অধিবেশন ফি ছাড়া অন্য কোনরকম পরিভৃতি বা ভাতা বা মানদেয় নিতে হলে আগের আইনে নিবন্ধকের অনুমতি ও সাধারণসভার অনুমোদনের প্রয়োজন হ'ত। বর্তমান আইনে নিবন্ধকের অনুমতি গ্রহণের কোন সুযোগ রাখা হয় নাই। এ বিষয়ে নতুন আইন অনুসারে সাধারণসভার অনুমোদনই যথেষ্ট। অবশ্য সর্বোচ্চসীমা নিয়মাবলীতে দেওয়া থাকছে। অন্যান্য কয়েকটি সমিতির সাথে আদিবাসীদের নিয়ে গঠিত সমবায় সমিতির ক্ষেত্রেও একটি সুবিধা উন্মুক্ত করে নতুন আইনে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির কাছ থেকে বেতন বা মজুরি নিয়ে কোন সদস্য পরিচালকপদে নির্বাচিত হতে পারবেন।

নতুন ধারা—২৭ (১০) সি-জি/পুরানো ধারা—২৩ (৩)।

(২৬) পরিচালক হওয়ার সর্বোচ্চ সমিতি সংখ্যা

প্রাথমিক বাদ দিয়ে পূর্বে দুটি শীর্ষ বা দুটি কেন্দ্রীয় বা একটি শীর্ষ ও একটি কেন্দ্রীয় সমিতির পরিচালক হওয়া যেত। বর্তমান আইনে একসাথে একটি শীর্ষ ও একটি কেন্দ্রীয় সমিতির পরিচলক হওয়া যাবে—দুটি শীর্ষ বা দুটি কেন্দ্রীয় সমিতির পরিচালক হওয়া যাবে না। শীর্ষ, কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক মিলিয়ে পূর্বে এক সাথে সর্বোচ্চ

পাঁচটির বেশি সমিতিতে পরিচালক হওয়া যেত না। বর্তমান আইনে একসাথে ৪টি প্রাথমিক সমিতি—১টি কেন্দ্রীয় সমিতি ও একটি শীর্ষ সমিতি মিলিয়ে মোট ৬টি সমিতির পরিচালক হওয়া যাবে।

নতুন ধারা—২৭ (১২)/পুরানো ধারা—২৩ (৫)।

(২৭) মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক পাঠানোর দুটি নতুন শর্ত

রাজ্য সরকার একজন সরকারি আধিকারিক পাঠাবেন এই পূর্বশর্তে কোন অর্থ প্রদায়ী সংস্থা অর্থ সাহায্যে রাজি থাকলে এবং রাজ্য সরকার প্রত্যক্ষভাবে কোন সমবায় সমিতিকে আর্থিক সাহায্য দিলে—এই দুটি নতুন শর্ত মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক প্রেরণের ক্ষেত্রে সংযোজিত হয়েছে। তবে প্রেরক কর্তৃপক্ষও গ্রাহক সমিতি উভয়ের ক্ষেত্রে তিন মাসের নোটিসের ভিত্তিতে নির্বাহী আধিকারিক প্রত্যাহারের যে বিধান পুরানো ধারায় ছিল তা আর নতুন ধারায় নাই। তবে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সমবায় নিয়মাবলীর ৫৮ নিয়মে বলা আছে।

নতুন ধারা ২৮/পুরানো ধারা—২৪।

(২৮) প্রশাসকের কার্যকাল দুই বৎসর কমানো হয়েছে

সমবায় সমিতিতে প্রশাসক নিয়োগের বিধান নতুন আইনেও আছে। তবে তার সর্বোচ্চ কার্যকাল পুরানো আইনের পাঁচ বৎসর থেকে কমিয়ে নতুন আইনে তিন বৎসর করা হয়েছে। পুরানো আইন অনুসারে একটি নির্দেশনামায় একটানা দুই বৎসরের বেশি নিবন্ধক বা রাজ্য সরকার প্রশাসক নিয়োগ করতে পারতেন না। নতুন আইনে বলা হয়েছে নিবন্ধক একটানা এক বৎসরের জন্য এবং রাজ্য সরকার একটানা দুই বৎসরের জন্য প্রশাসক নিয়োগ করতে পারবেন।

নতুন ধারা—৩০ (১) (২)/পুরানো ধারা—২৬ (১)।

(২৯) সিদ্ধান্ত বাতিলের বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে না

পুরানো আইনের ২৭ ধারা মতে রাজ্য সরকার সাধারণসভা ও কার্যনির্বাহিক কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাতিল করলে বা নিবন্ধক কার্যনির্বাহিক কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাতিল করলে আগে সমবায় ন্যায়পীঠের কাছে আপিল করা যেত। নতুন আইনে আপিলের কোন সুযোগ রাখা হয় নাই।

নতুন ধারা—৩২/পুরানো ধারা—২৭ (২) (৩) (৪)।

তৃতীয় তফসিল—কোন উল্লেখ নাই/তৃতীয় তফসিল—৩এ ক্রমিক সংখ্যা।

(৩০) পশ্চাদ্বর্তী সম্প্রদায়ের আসন হ্রাস

রাজ্য সরকারের মতে যে সমস্ত সম্প্রদায়, শ্রেণী বা গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তি সামাজিক, অর্থনৈতিক বা শিক্ষাগত দিক থেকে পশ্চাদ্বর্তী, তাদের জন্য যথোচিত কারণ দেখিয়ে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে রাজ্য সরকার কোন সমবায় সমিতির বোর্ডের পরিচালক সংখ্যার সর্বোচ্চ এক-পঞ্চমাংশসংখ্যক আসন সংরক্ষিত রাখতে পারেন। আগের আইনে ছিল সর্বোচ্চ এক-চতুর্থাংশ। অবশ্য এ সম্পর্কে রাজ্য সরকার এখনও কোন প্রজ্ঞাপন দেননি।

নতুন ধারা—৩৪/পুরানো ধারা—২৮ (২)।

(৩১) সমবায় নির্বাচন কর্তৃপক্ষ

নতুন আইনের ৩৫ ধারায় বর্ণিত সমবায় নির্বাচন কর্তৃপক্ষ (কো-অপারেটিভ ইলেকশন অথরিটি) গঠন আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নতুন ব্যবস্থা। পঞ্চম তফসিলভুক্ত সমবায় সমিতিসমূহের নির্বাচনী কাজকর্ম তত্ত্বাবধান, পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজ্য সরকার একটি সমবায় নির্বাচন কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করবেন। নির্বাচন কর্তৃপক্ষ একজন সভাপতি ও অন্যান্য দুইজন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। পুরানো আইনে পৃথক কোন নির্বাচন কর্তৃপক্ষ ছিল না। এই ধারা এখনও কার্যকর হয় নাই।

নতুন ধারা—৩৫/পুরানো ধারা—ছিল না।

(৩২) সব সমিতির সমস্ত শ্রেণীর কর্মিদের জন্য পদালি (ক্যাডার)

পুরাতন আইনে কেবল প্রাথমিক কৃষি সমবায় ঋণদান সমিতির ম্যানেজারদের নিয়ে পদালি বা ক্যাডার গঠনের ব্যবস্থা ছিল। বর্তমান আইনে বলা হয়েছে, রাজ্য সরকার সমস্ত সমবায় সমিতি বা কোন শ্রেণীভুক্ত সমবায় সমিতিসমূহের ম্যানেজার, সহকারি ম্যানেজার ও অন্যান্য কর্মিদের নিয়ে এক বা একাধিক পদালি গঠন করতে পারেন। প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতির ম্যানেজার ছাড়া অন্যান্যদের ক্ষেত্রে পদালির (ক্যাডার) সুযোগ এখনও সম্প্রসারিত হয় নাই।

নতুন ধারা—৩৭/পুরানো ধারা—৮১ এ।

(৩৩) সমবায় কৃত্য নিয়োগাধিকার

অন্যতম নতুন বিষয় হিসাবে সমবায় আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি কৃত্য নিয়োগাধিকার

(কো-অপারেটিভ সার্ভিস কমিশন) প্রতিষ্ঠা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নতুন আইনের ৩৮ ধারায় এ সম্পর্কে বলা আছে। পঞ্চম তফসিলের আওতাভুক্ত সমবায় সমিতি সমূহে নিয়োগের পূর্বে এই কমিশন কর্মচারিদের বাছাই করে দেবে। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বা রাজ্য সরকারের সচিব পদ মর্যাদার কোন ব্যক্তিকে সভাপতি করে এবং নিয়মাবলী অনুসারে অন্যান্য অফিসার ও কর্মিদের নিয়ে এই কৃত্য নিয়োগাধিকার রাজ্য সরকার গঠন করে দেবেন। কৃত্য নিয়োগাধিকারের নির্বাচক কমিটিসমূহের কাজ হবে নিয়োগের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সমিতিসমূহের কর্মী নির্বাচন।

নতুন ধারা—৩৮/পুরানো ধারা—ছিল না।

(৩৪) সদস্যদের পরিদর্শনের জন্য খাতাপত্র ও দস্তাবেজ উন্মুক্ত থাকবে

পুরানো আইনে সাধারণের পরিদর্শনের জন্য সমিতির খাতাপত্র ও দস্তাবেজ উন্মুক্ত রাখার কথা বলা ছিল। নতুন আইনে সুস্পষ্টভাবে সদস্যদের জন্য উন্মুক্ত রাখার কথাই বলা আছে।

নতুন ধারা—৪০/পুরানো ধারা—২৯ (৪)।

(৩৫) ইউনিয়নের এবং কেন্দ্রীয় বা শীর্ষ সমিতির সদস্যপদ গ্রহণে ও দেয় প্রদানে ব্যর্থ হলে জরিমানা

বিভিন্ন সমবায় সমিতি কর্তৃক রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন বা জেলা সমবায় ইউনিয়নের এবং কেন্দ্রীয় বা শীর্ষ সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ কে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আর নতুন আইনে সদস্যপদের উপর আরও গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে সদস্যপদ গ্রহণে ও নির্দিষ্ট দেয় প্রদানে আইনের নির্দেশ লংঘনকারী সমবায় সমিতিকে নিয়মাবলীর নির্দেশ সাপেক্ষে অনধিক পাঁচশত টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যাবে।

নতুন ধারা—৪১/পুরানো ধারা—৩০।

(৩৬) নতুন নিয়োগে নিবন্ধকের অনুমতি

নতুন আইনে নতুন কর্মচারী নিয়োগের পূর্বে নিবন্ধকের অনুমোদন গ্রহণ আবশ্যিক করা হয়েছে। তবে অনুমোদন প্রার্থনার তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে কিছু না জানা গেলে অনুমতি পাওয়া গেছে বলে ধরে নেওয়া যাবে।

নতুন ধারা—৪২ (১)/পুরানো ধারা—২৯ (২)।

(৩৭) স্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হবে

পুরনো আইনে সমস্ত সমিতিকে স্ট্যাম্প ডিউটি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। নতুন আইনের ৬০ (২) (এ) ধারার অনুবিধিতে বলা হয়েছে, সমবায় আবাসন সমিতির সদস্যদের অনুকূলে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার অধিকমূল্য বিশিষ্ট এক প্রস্থ ঘর (ফ্ল্যাট বা এ্যাপার্টমেন্ট)' বা জমি বণ্টিত বা হস্তান্তরিত হলে সংশ্লিষ্ট সদস্য স্ট্যাম্প ডিউটির কোন ছাড় পাবেন না।

নতুন ধারা—৬০ (২) এ/পুরানো ধারা—৫৩ (২) এ।

(৩৮) সমবায় উন্নয়ন তহবিল নামান্তরিত

আগের আইনের 'সমবায় উন্নয়ন তহবিল'-কে নামান্তরিত করা হয়েছে। নতুন আইন অনুসারে এই তহবিলের নাম হয়েছে, 'সমবায় শিক্ষা তহবিল' (কো-অপারেটিভ এডুকেশন ফাণ্ড)। নিয়মাবলী মোতাবেক প্রত্যেক সমবায় সমিতি নিট লাভের নির্দিষ্ট অংশ এই তহবিলে জমা দেবে।

নতুন ধারা—৬৩ (১)/পুরানো ধারা—৫৬ (৭)।

(৩৯) তহবিল সংক্রান্ত আরও কিছু পরিবর্তন

সমিতির আইন নির্দিষ্ট 'কু-ঋণ তহবিলে' নিট লাভের দেয় অংশের পরিমাণ বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ ও 'সংরক্ষিত তহবিলে'দেয় পরিমাণ কমিয়ে ১০ শতাংশ করা হয়েছে। সংরক্ষিত তহবিলের টাকা আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংকে বিনিয়োগের ব্যবস্থা নতুন আইনে করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক 'কৃষিঋণ স্থায়ীকরণ তহবিল', ক্রেতা সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক 'মজুদ পণ্য ক্ষতি তহবিলের' কোন উল্লেখ নতুন আইনে নেই। তবে ঐচ্ছিকভিত্তিতে 'আনুতোষিক (গ্রাচুইটি) তহবিল' গঠনের ব্যবস্থা নতুন আইনে রাখা হয়েছে।

নতুন ধারা—৬৪-৬৫-৬৭/পুরানো ধারা—৫৬।

(৪০) কর্মী সদস্য পর্ষদের নির্বাচনে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত

নতুন আইনে কর্মচারিদের সদস্যপদ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, সমবায় সমিতির কোন কর্মচারির যদি সংশ্লিষ্ট সমিতির সদস্য হওয়ার যোগ্যতা থাকে তাহলে আবেদনক্রমে তাকে সদস্য করা যাবে। তবে বোর্ডের পরিচালক নির্বাচনে বা অন্য সমিতিতে ডেলিগেট নির্বাচনে ভোট দেওয়া বা বোর্ডের পরিচালক নির্বাচিত হওয়ার

অধিকার তার থাকবে না। পুরানো আইনের সদস্য সম্পর্কিত ধারায় এরূপ কোন বিধান ছিল না। কর্মী সদস্যগণ আগের আইনে সবক্ষেত্রেই ভোট দিতে পারতেন। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই উপধারার ব্যতিক্রম সম্পর্কিত বিধান পুরানো ও নতুন উভয় আইনেই আছে।

নতুন ধারা—৬৯ (২)/পুরানো ধারা—৫৯।

(৪১) সদস্য গ্রহণের পদ্ধতি পরিবর্তিত

সমবায় সমিতির সদস্য হিসাবে কাউকে নেওয়ার বিষয়ে আগের মতই সাধারণ সদস্যপদ ও সার্বজনীন সদস্যপদের ব্যবস্থা আছে। সার্বজনীন সদস্যপদের বিভিন্ন বিষয়ে নতুন ও পুরানো ধারার মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। প্রাথমিক সমবায় ঋণদান সমিতি বা কৃষক সেবা সমবায় সমিতি ছাড়া অন্যান্য সমিতিতে নতুন সদস্য গ্রহণের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতিগত পরিবর্তন হয়েছে তার তুলনামূলক আলোচনা নিচে দেওয়া হ'ল ঃ—

নতুন ধারা—৭০	পুরানো ধারা—৫৯
(১) সদস্য হওয়ার উপযুক্ত যে কোন ব্যক্তি সমিতির কাছে আবেদন জানালে তার একটি প্রতিলিপি আবেদনের তারিখে নোটিস বোর্ডে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হবে। আবেদনকারীর সদস্যপদ সম্পর্কে কোন সদস্যের লিখিত আপত্তি থাকলে পূর্বোক্ত তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে তা নেওয়া হবে। আপত্তি না থাকলে আবেদন প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে সদস্যপদের আবেদন মঞ্জুর করা হবে। (২) আপত্তি পাওয়া গেলে তা প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে।	(১) সদস্য হওয়ার জন্য কার্যনির্বাহিক কমিটির নির্দেশিতপত্রে আবেদন করলে আবেদনের তারিখ থেকে ১ মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে কার্যনির্বাহিক কমিটিকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে মঞ্জুর বা নামঞ্জুরের কথা জানাতে হ'ত। আবেদন করার তারিখ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে সমিতি আবেদনকারীকে কিছু না জানালে ধরে নেওয়া হ'ত সদস্যপদের আবেদন মঞ্জুর হয় নাই। আবেদন মঞ্জুর না হলে নামঞ্জুরের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপনের তারিখ থেকে একমাসের মধ্যে, আর কোন সিদ্ধান্ত না জানালে আবেদন করার তারিখ থেকে ৪৫

নতুন ধারা—৭০	পুরানো ধারা—৫৯
(৩) নিষ্পত্তির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সমিতির সিদ্ধান্ত আবেদনকারীকে জানাতে হবে। যদি কিছু জানানো না হয় তাহলে সমিতি কর্তৃক আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। (৪) সদস্যভুক্তির আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলে সিদ্ধান্ত জ্ঞাপনের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে, আর কোন সিদ্ধান্ত জানানো না হলে দরখাস্তের তারিখ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে নিবন্ধকের কাছে আপীল করতে পারবে। আপিল প্রাপ্তির পর পরিষ্কার ৭ দিনের নোটিসে সংশ্লিষ্ট আপিলকারী, সমিতি ও আপত্তিকারী থাকলে সকলকে বক্তব্য বলার সুযোগ দিয়ে নিবন্ধক যে নির্দেশ দেবেন তাই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। অবশ্য নিবন্ধক কতদিনের মধ্যে আপিলের নিষ্পত্তি করবেন তা বলা নাই। (নিয়ম—১২০)	দিন যে তারিখে অতিক্রম করছে সেই তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে নিবন্ধকের কাছে আপিল করা যেত। আপিল প্রাপ্তির তারিখ থেকে ২ মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হ'ত। পরিষ্কার ৭ দিনের নোটিসে সংশ্লিষ্ট সকলকে বক্তব্য বলার সুযোগ দিয়ে নিবন্ধকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বিবেচিত হ'ত। (নিয়ম—১০৪)

(৪২) শেয়ার সংক্রান্ত স্বার্থে দাবির ব্যাখ্যা

আগের আইনে বলা ছিল সমবায় সমিতির শেয়ারে কোন ব্যক্তি সদস্যের স্বার্থ বা স্বার্থের দাবির পরিমাণ পাঁচ হাজার টাকা অতিক্রম করবে না। নতুন আইনে শেয়ার সংক্রান্ত স্বার্থের দাবির ব্যাখ্যা আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, সমবায় সমিতিতে কেনা শেয়ার থেকে পাঁচ হাজার অপেক্ষা বেশি টাকার লাভাংশ বা প্রতিদান বা কোন স্বার্থ দাবি করতে পারবে না।

নতুন ধারা—৭৭ (বি)/পুরানো ধারা—৬৭ (বি)।

(৪৩) আবাসন সমবায়ের উপর একটি সম্পূর্ণ অধ্যায়

নতুন আইনে সম্পূর্ণ নবম অধ্যায় জুড়ে ৮৫ ধারা থেকে ৮৯ ধারায় সমবায় আবাসন বিষয়ে বিভিন্ন বিধান রাখা হয়েছে। পুরানো আইনের মধ্যে সমবায় আবাসন কোন স্থান পায়নি। অবশ্য পুরানো নিয়মাবলীতে তার প্রয়োজনীয় বিধান ছিল। তা থাকলেও নতুন আইনে সদস্যপদ, ভোটাধিকার প্রয়োগ, নোটারি পাবলিক বা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে শপথ পত্র (অ্যাফিডেভিট) পাঠ, বাড়ির অদল-বদল, মেরামত ও মালিকানা সম্পর্কে কিছু বিধানও সংযোজিত হয়েছে।

নতুন ধারা—৮৫ থেকে ৮৯/পুরানো ধারা—ছিল না।

পুরানো নিয়ম—১৯৪ থেকে ২১১।

(৪৪) নিরীক্ষাসূচি সুনির্দিষ্ট

সময়মত নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন ও অডিট রিপোর্ট দাখিল করার উপর নতুন সমবায় আইনে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ৯০ ধারায় বলা হয়েছে প্রতি সমবায় বৎসর শেষ হওয়ার মধ্যে নিরীক্ষা অধিকর্তা একটি কার্যসূচি তৈরি করবেন। এই কার্যসূচিতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকবে, যেমন—অডিট অফিসারদের নিয়োগ ও তাদের কাছে নিয়োগপত্র প্রেরণ এবং অনুরূপ নিয়োগ সম্পর্কে সমবায় সমিতিকে সংবাদ পাঠানো। নিরীক্ষা আধিকারিক সমবায় বৎসর শেষ হওয়ার তারিখ থেকে ৯ মাসের মধ্যে নিরীক্ষা কার্য শেষ করবেন। নিয়োগ প্রাপ্তির তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে নিরীক্ষা কাজে হাত না দিলে নিরীক্ষা অধিকারের অডিটর ছাড়া অন্য সংশ্লিষ্ট অডিটরের নিয়োগ বাতিল হয়ে যাবে ও তাঁর জায়গায় নিরীক্ষা অধিকর্তা অন্য আর একজন নিরীক্ষা আধিকারিক নিয়োগ করবেন। একই অডিটরকে একই সমিতিতে দুই বৎসরের অধিক উপর্যুপরি বৎসরের অডিট করার জন্য নিয়োগ করা যাবে না। তবে কোন সমিতির অডিট দুই বা ততোধিক বৎসরের জন্য বাকি পড়লে সংশ্লিষ্ট সমবায় বৎসর সমূহের হিসাবপত্র নিরীক্ষার দায়িত্ব একজন অডিট অফিসারের উপর দিতে পারেন। পুরানো আইনে নিরীক্ষাসূচি ও নিরীক্ষক সংক্রান্ত এরূপ কোন সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট বিধান ছিল না।

নতুন ধারা—৯০—(২) (৪)/পুরানো ধারা—৭৯।

(৪৫) নিরীক্ষা ত্রুটির পরিপালন প্রতিবেদন দাখিলের সময় পরিবর্তিত

নতুন আইন অনুসারে অডিট রিপোর্ট পাওয়ার তারিখ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে প্রতিবেদনে উল্লিখিত ত্রুটি সংশোধন করে সমবায় সমিতি নিবন্ধকের কাছে পরিপালন প্রতিবেদন পাঠাবে। সংশোধন সন্তোষজনক না হলে নিবন্ধক কর্তৃক নির্দেশদানের তারিখ থেকে আবার ৪৫ দিনের মধ্যে নিবন্ধকের কাছে পরিপালন প্রতিবেদন পাঠাতে হবে। পুরানো ধারায় এ সম্পর্কে কিছু বলা ছিল না। পুরানো নিয়মে অডিট রিপোর্ট প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অথবা সমিতির অনুরোধে বিশেষ পরিস্থিতিতে নিবন্ধক কর্তৃক সম্প্রসারিত সময়কালের মধ্যে পরিপালন প্রতিবেদন পাঠাতে হ'ত। সংশোধন ঠিক মত না হলে নিবন্ধক কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে পুনরায় পাঠাতে হ'ত।

নতুন ধারা—৯১ (২) (৩)/পুরানো নিয়ম —১২৬।

নিরীক্ষা চলাকালীন অন্তর্বর্তীকালীন আপত্তিসমূহের প্রতিবেদন অনধিক ৭ দিনের মধ্যে দাখিলের সময়সীমা নতুন নিয়ম ও পুরনো নিয়মে একই দেওয়া আছে।

নতুন নিয়ম—১৬৪/পুরানো নিয়ম—১২২।

(৪৬) পরিদর্শনের পরিধি সম্প্রসারিত

আগের আইনে অর্থপ্রদায়ী ব্যাংক সভ্যভুক্ত ও ঋণী সমিতিতে পরিদর্শন করতে পারতো। পরিদর্শনের পরিধি নতুন আইনে সম্প্রসারিত হয়েছে। কারণ সমিতি শুধুমাত্র ঋণী হলেই চলবে—সদস্যভুক্ত না হলেও অর্থপ্রদায়ী ব্যাংক পরিদর্শন করতে পারবে।

নতুন ধারা—৯২ (১) বি/পুরানো ধারা—৮২ (১) (বি)।

(৪৭) পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণ নিবন্ধকের নির্দেশসাপেক্ষ

আগের আইনে পরিদর্শনের তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে পরিদর্শন প্রতিবেদন বা তার সারমর্ম সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আবশ্যিকভাবে পাঠাতে হ'ত। নতুন আইনে পাঠানোর বিষয়টি নিবন্ধকের সাধারণ বা বিশেষ আদেশ সাপেক্ষ করা হয়েছে।

নতুন ধারা—৯২ (৩)/পুরানো ধারা—৮২ (৩)।

(৪৮) পরিদর্শন আধিকারীকদের দখলের ক্ষমতা প্রসারিত ও নিয়ন্ত্রণ মুক্ত

নতুন আইন অনুসারে নিবন্ধকের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকেই পরিদর্শন আধিকারিক সমবায় সমিতির খাতাপত্র বা দলিল ইত্যাদি দখল করতে পারবে। পুরানো আইনে এ ক্ষমতা শুধুমাত্র সমবায় সমিতিসমূহের পরিদর্শকের ছিল, তাও আবার নিবন্ধকের লিখিত অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল। অবশ্য নতুন আইনে আরও বলা হয়েছে, আটকের সময় থেকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আটকের তালিকা এবং অধিযাচন পত্রের প্রতিলিপিসহ আটকের ঘটনাটি নিবন্ধকের কাছে জানাতে হবে। তবে পুরানো আইনের মত নতুন আইনেও বলা আছে, যে সমস্ত খাতা, দলিল পত্রাদি আটক করা হবে কারণসহ তার একটি তালিকা দিয়ে সমবায় সমিতির উপর অধিযাচনপত্র জারি না করলে কোনরূপ আটক করা যাবে না।

নতুন ধারা— ৯২ (৪)/পুরানো ধারা—৮৩ (২)।

(৪৯) তদন্তের পরিধি প্রসারিতও নিবন্ধকের ইচ্ছাধীন

পুরানো আইন অনুসারে সমবায় সমিতির গঠনতন্ত্র, কার্যাবলী ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে নিবন্ধক নিজে তদন্ত করতে বা তদন্ত করার নির্দেশ দিতে পারতেন। এগুলি ছাড়াও তদন্তের পরিধির মধ্যে সমবায় সমিতির কাজ কর্ম সংক্রান্ত কোন সুনির্দিষ্ট বিষয়কেও নতুন আইনে আনা হয়েছে।

নতুন ধারা—৯৩ (১)/পুরানো ধারা—৮৪ (১)।

বিভিন্ন সংশ্লিষ্টপক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে পুরানো আইনে যে সমস্ত তদন্ত আবশ্যিক ছিল নতুন আইনে সেগুলিকে ইচ্ছাধীন করা হয়েছে।

নতুন ধারা—৯৩ (২)/পুরানো ধারা—৮৪ (২)।

(৫০) পরিদর্শন ও তদন্ত খরচের ভারবাহীদের তালিকায় ডিরেক্টর ও ডেলিগেট

পক্ষগণকে বক্তব্য বলবার সুযোগ দেওয়ার পর কারণ উল্লেখ করে নিবন্ধক ৯২ ধারা মতে অনুষ্ঠিত পরিদর্শন ও ৯৩ ধারা মতে অনুষ্ঠিত তদন্তের খরচ সম্পূর্ণত বা অংশগত ভাগ করে দেবেন। যাদের মধ্যে এই খরচ ভাগ করে দেবেন সেই তালিকায় নতুন আইনে 'পরিচালক' ও 'ডেলিগেটদের' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, পুরনো আইনে এদের কোন উল্লেখ ছিল না।

নতুন ধারা—৯৪/পুরানো ধারা—৮৫।

(৫১) অর্থবহির্ভূত বিবাদ দায়েরের সময়সীমা বর্ধিত

পুরানো আইনে অর্থ বহির্ভূত বিবাদ দায়ের করার কারণ ঘটার দিন থেকে এক মাস অতিক্রম করে গেলে আর দায়ের করা যেত না। নতুন আইনে এই সময়সীমা প্রাথমিকভাবে দু'মাস পর্যন্ত বাড়ানো হলেও আবেদনকারী নিবন্ধককে সন্তুষ্ট করতে পারলে প্রকৃত প্রস্তাবে আর কোন সময়সীমাই থাকছে না।

নতুন ধারা—৯৫ (২) (৩)/পুরানো ধারা—৮৬ (২)।

(৫২) বিবাদ নিষ্পত্তির সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে

পুরানো আইন অনুসারে যে কোন বিবাদ নিবন্ধক কর্তৃক গ্রহণ করার তারিখ থেকে প্রাথমিকভাবে তিন মাসের মধ্যে ও পরে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আরও তিন মাস সময় বাড়িয়ে দিলে মোট ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হ'ত। নতুন আইনে বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য প্রাথমিকভাবে ছয় মাস ও আরও ছয় মাস সময় বাড়িয়ে দিলে মোট ১২ মাস পর্যন্ত সময় পাওয়া যাবে।

নতুন ধারা—৯৬ (৫) (৬)/পুরানো ধারা—৮৭ (৪) (৫)।

(৫৩) মধ্যস্থদের আদালত একটি নতুন ব্যবস্থা

নতুন আর একটি বিধান হ'ল ৯৭ ধারায় বর্ণিত মধ্যস্থদের আদালত (কোর্ট অফ্ আরবিট্রেটরস্)। কলিকাতা মেট্রোপলিটান এলাকার সমবায় সমিতি সমূহের কাজকর্ম সংক্রান্ত বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য একজন মুখ্য মধ্যস্থ ও নিয়মাবলী মোতাবেক অন্যান্য মধ্যস্থদের নিয়ে মধ্যস্থদের একটি আদালত গঠনের ব্যবস্থা নতুন আইনে রাখা হয়েছে। সমবায় বিভাগীয় অফিসার বা কলিকাতা মেট্রোপলিটান এলাকায় বসবাসকরী প্রসিদ্ধ সমবায়ীদের মধ্যে থেকে রাজ্য সরকার মধ্যস্থদের নিয়োগ করবেন। পুরানো আইনে কলিকাতার বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য এরূপ কোন আদালত গঠনের ব্যবস্থা ছিল না। এই ধারা এখনও কার্যকর করা হয় নাই।

নতুন ধারা--৯৭/পুরানো ধারা—ছিল না।

(৫৪) অবসায়ন পরিস্থিতির পুন্যর্বিন্যাস

(১) পুরানো আইন ও নিয়মাবলীতে অবসায়ন সম্পর্কে বলা ছিল, কোন সমিতি নিবন্ধনের তারিখ থেকে ১২ মাসের মধ্যে কাজ শুরু না করলে বা বিগত ১৮ মাস

ধরে কোন কাজকর্ম না করলে নিবন্ধক সেই সমিতির কারবার গোটানোর নির্দেশ বাধ্যতামূলকভাবে দেবেন। নতুন আইন ও নিয়মাবলীতে বাধ্যতামূলকভাবে কারবার গোটানোর নির্দেশদান সম্পর্কে কিছু বলা নেই। নতুন আইন অনুসারে নিবন্ধনের তারিখ থেকে ১২ মাসের পরিবর্তে ২৪ মাসের মধ্যে কাজ শুরু না করলে বা পুরানো আইনেও বর্ণিত আরও কয়েকটি অন্যান্য পরিস্থিতিতে নিবন্ধক ৩০ দিনের নোটিসে কারবার গোটানোর নির্দেশ দিতে পারেন।

নতুন ধারা—৯৯ (২) এ/পুরানো ধারা—৮৯ (১)/পুরানো নিয়ম—১৩৮।

(২) পুরানো আইন মোতাবেক কোন সমিতি ৫০০ টাকার বেশি অংশগত মূলধন বা আমানত সংগ্রহ করতে না পারলে সেই সমিতির কারবার গোটানোর নির্দেশ নিবন্ধক দিতে পারতেন। নতুন আইনে অবসায়ন নির্দেশের সাথে সমিতির শেয়ার বা আমানতের পরিমাণগত কোন সম্পর্ক রাখা হয় নাই।

পুরানো ধারা—৮৯ (১) সি (তিন)।

(৩) পুরানো আইনে বলা ছিল কোন সমিতি নিবন্ধনের শর্ত ভঙ্গ করলে নিবন্ধক কারবার গোটানোর নির্দেশ দিতে পারতেন। নতুন আইনে তা বলা নেই, অবসায়নের পরিধি কিছুটা সীমাবদ্ধ করে বলা হয়েছে, কোন সমিতির সদস্য সংখ্যা ১৩ ধারায় বর্ণিত ন্যূনতম সংখ্যার কম হয়ে গেলে অবসায়নের নির্দেশ দেওয়া যাবে।

নতুন ধারা—৯৯ (২) বি/পুরানো ধারা—৮৯ (১) সি (চার)।

(৪) নতুন আইন অনুসারে পূর্বোক্ত তিনটি পরিস্থিতিতে যথা, আর কাজ শুরু না করলে, কাজ বন্ধ থাকলে ও ন্যূনতম সদস্য সংখ্যা কমে গেলে সংশ্লিষ্ট সমিতিকে ৩০ দিনের নোটিস দিয়ে তবেই কারবার গোটানোর নির্দেশ দেওয়া যাবে। পুরানো আইনে এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রথম দুইটি পরিস্থিতিতেই নিবন্ধক কর্তৃক বাধ্যতামূলক অবসায়ন ঘটানোর উদ্দেশ্যে নোটিস দেওয়ার কথা বলা ছিল। তাও কোন সময়সীমার উল্লেখ ছিল না।

নতুন ধারা—৯৯ (২)/পুরানো নিয়ম—১৩৮।

(৫৫) মাত্র একটি ক্ষেত্রে অবসায়ক নিয়োগ হবে না

পুরানো আইনে বলা ছিল কোন সমবায় সমিতি কাজ শুরু না করলে বা অংশগত মূলধন বা আমানত হিসাবে ৫০০ টাকার বেশি সংগ্রহ করতে না পারলে সেক্ষেত্রে সমিতির কারবার গোটানোর জন্য অবসায়ক নিয়োগ করা হবে না। নতুন আইন মোতাবেক কেবল কাজ শুরু না করলেই অবসায়ক নিয়োগ করা হবে না। অবশ্য

নতুন আইনে অবসায়ন নির্দেশের সাথে সমিতির শেয়ার বা আমানতের কোন আনুপাতিক সম্পর্ক রাখা হয় নাই।

নতুন ধারা—১০০/পুরানো ধারা—৯০।

(৫৬) ফসল ক্রোকের সময়সীমা থাকছে না

খেলাপের তারিখ থেকে তিন বৎসর পার হয়ে গেলে বন্ধকি ফসলের অর্ধাংশ আটক ও বিক্রি করে পাওনা টাকা পুরানো আইন অনুসারে আদায় করা যেত না। নতুন আইনে তিন বৎসরের সময়সীমা তুলে দেওয়া হয়েছে।

নতুন ধারা—১১০/পুরানো ধারা—৯৯ (৩)।

(৫৭) সমবায় সমিতির খাতাপত্র, হিসাবপত্র প্রভৃতি দখলে স্পেশাল অফিসার

সমবায় সমিতির খাতাপত্র, হিসাবপত্র, দলিলপত্র, প্রতিভূতিসমূহের দখল গ্রহণের ক্ষেত্রে পুরানো আইনে প্রাধিকারিক বা স্পেশাল অফিসারের কোন উল্লেখ ছিল না। নতুন আইনে উল্লেখ করা হয়েছে।

নতুন ধারা—১২৬/পুরানো ধারা—১২৪।

(৫৮) পাওনা প্রদানে নির্দেশদানের ক্ষমতার পরিধি বিস্তৃত

পুরানো আইনের ১২৬ ধারা শুধু ঋণের ক্ষেত্রে কেবল জীবিত সদস্য বা জামিনদারদের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য ছিল। নতুন আইনের ১২৮ ধারায় বর্ণিত একই ব্যবস্থা খেলাপী সদস্যদের কাছে সমিতির সব রকম পাওনা আদায়ে ও মৃত সদস্যের উত্তরাধিকারীর বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য হবে।

নতুন ধারা—১২৮/পুরানো ধারা—১২৬।

(৫৯) অসাধু আচরণের শাস্তি

নতুন আইনে কতকগুলি অসাধু আচরণ ও তৎসংক্রান্ত শাস্তির বিধান খুবই সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে রাখা হয়েছে। যেমন বেনামি ঋণ মঞ্জুর বা গ্রহণ, উৎকোচ গ্রহণ বা গ্রহণের উপক্রম, সভায় উপস্থিত না হয়ে কার্যবৃত্তে স্বাক্ষর, সমিতির কর্তৃত্বে থেকে সমিতির কোন সম্পত্তি আত্মসাৎ বা রূপান্তর সাধন প্রভৃতি বিভিন্ন অপরাধের জন্য অনধিক দুই বৎসরের জেল ও জরিমানার ব্যবস্থা থাকায় পুরানো আইনের

তুলনায় নতুন আইন সমবায় সমিতিতে দুর্নীতি দমনে বিশেষ সহায়ক হবে। পুরানো আইনে 'অসাধু আচরণের শাস্তি' শিরোনামে কোন ধারা ছিল না।

নতুন ধারা—১৪২/পুরানো ধারা—ছিল না।

(৬০) নিবন্ধকের সাহায্যকারীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি

পুরানো আইনের প্রথম তফসিলে বর্ণিত নিবন্ধকের অনন্য ক্ষমতার তালিকা থেকে শীর্ষ সমিতি, কেন্দ্রীয় সমিতি, ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক এবং পাঁচ লক্ষ ও ততোধিক টাকার কার্যকর মূলধন বিশিষ্ট প্রাথমিক অকৃষি ঋণদান সমবায় সমিতিসমূহের বোর্ড বাতিল করে নতুন বোর্ড গঠনের ক্ষমতা নতুন আইনে নিবন্ধকের সাহায্যকারীদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। নতুন আইনে নিবন্ধকের অনন্য ক্ষমতা সম্পর্কিত প্রথম তফসিলে বিষয়টি সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই।

নতুন প্রথম তফসিলে এ সম্পর্কে কোন ক্রমিক সংখ্যা নাই। পুরানো প্রথম তফসিলের (এ-১) ক্রমিক সংখ্যায় এ সম্পর্কে উল্লেখ ছিল।

(৬১) রাজ্য সমবায় ব্যাংক পঞ্চম তফসিলভুক্ত

১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনে পঞ্চম তফসিলটি ১৯৭৮ সালে সংযোজিত হয়। তাতে মোট ছয় প্রকার সমিতির উল্লেখ ছিল। ১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের পঞ্চম তফসিলে সপ্তম সমিতি হিসাবে রাজ্য সমবায় ব্যাংককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(৬২) নিরীক্ষা অধিকর্তার ক্ষমতা সংক্রান্ত ষষ্ঠ তফসিল ঃ

সমবায় সমিতি সমূহের নিরীক্ষা অধিকর্তার ক্ষমতা সংক্রান্ত একটি নতুন তফসিল (ষষ্ঠ তফসিল) ১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের দ্বিতীয় সংশোধনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এটি ১৯৮৯ সালের ১লা ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়েছে।

১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনে নতুন ধারার সংযোজন ও পুরানো ধারার সংশোধনের তালিকা বেশ দীর্ঘ। সেই তালিকার একান্তই উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিষয় এখানে বর্ণনা করা হল, প্রস্তাবনায় যে দুটি নুতন বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে সেই উদ্দেশ্যের সফল রূপায়ণের পক্ষেও এই সামগ্রিক আলোচনার প্রয়োজন ছিল।

সর্বি ১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের একান্ত বিশিষ্টতার ক্ষেত্রে মোল্লিখিত বিষয়সমূহের উল্লেখ অবশ্যই সর্বাগ্রে করতে হবে ঃ—

(১) সমবায় নিবন্ধন পরিষদ।

(২) সমবায় নির্বাচন কর্তৃপক্ষ।

(৩) সমবায় কৃত্য নিয়োগাধিকার।

(৪) মধ্যস্থদের আদালত।

(৫) পেশাদারী ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনে পর্ষদ ও পদালি।

উপরে পঞ্চম বিষয় অর্থাৎ "পেশাদারী ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনে পর্ষদ ও পদালি" সম্পর্কে নতুন সমবায় আইনের ২৭ ধারা ও ৩৭ ধারায় যে গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত রয়েছে তা সর্বাংশে রূপায়িত হলে সমবায় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংঘটিত হবে। পূর্বের আইনের ২৩ ধারায় যে "ব্যবস্থাপক কমিটি" (ম্যানেজিং কমিটি) ছিল নতুন আইনে তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে, পরিচালক বা 'নির্দেশক পর্ষদ' (বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস্)। সমবায় কৃষি ঋণদান সমিতির ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে ব্যবস্থাপক কমিটি ঐতিহাসিক দিক থেকে অযৌক্তিক ছিল না। স্পষ্টতই তখন এ কমিটি ব্যবসাগত দিক থেকে সমস্ত সিদ্ধান্তই নিত ও তা মোটামুটি পরিপালন করতো। উপবিধিও দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ব্যবস্থাপক কমিটির উপর ন্যস্ত করেছিল। এই ব্যবস্থা ছোট ছোট সমিতির ক্ষেত্রে সুবিধাজনকভাবে প্রযুক্ত হলেও বৃহৎ সমিতির ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব মুখ্য কর্মাধ্যক্ষের (চিফ্ একসিকিউটিভ) উপর ন্যস্ত থাকা ব্যবসায়িক স্বার্থেই প্রয়োজন। তাই নতুন আইনের ২৭ ধারায় ব্যবস্থাপক কমিটিকে পরিচালন বা নির্দেশক পর্ষদ হিসাবে নামান্তরিত করা হয়েছে। পর্ষদ অতঃপর পরিচালন সূত্র নির্ধারণ করে শুধুমাত্র নির্দেশদানের মধ্যে তার কাজকর্ম সীমাবদ্ধ রেখে যদি দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনায় হস্তক্ষেপ থেকে নিজেকে দূরে রাখে তাহলে তা হবে শোভন ও সঙ্গত। পেশাদারী ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের দ্বারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ ও কর্মঠ বেতনভুক্ত কর্মচারিগণের মধ্যে পদানুসারে দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ন্যস্ত করলে সমবায় সংগঠনগুলির কাজকর্মের ধারা গঠনমূলকভাবে উন্নত হবে। এই কারণেই আরও, নতুন আইনের ৩৭ ধারায় বিভিন্ন সমবায় সমিতির ম্যানেজার, সহকারি ম্যানেজার ও অন্যান্য কর্মচারিদের পদালি (ক্যাডার) গঠন এবং ৩৮ ধারায় সমবায় কৃত্য নিয়োগাধিকার গঠনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়া ২৫ ধারা অনুসারে পরিচালকদের আত্মীয়দের নিয়োগের ক্ষেত্রে বাৎসরিক সাধারণসভায় অনুমোদন, ৪২ ধারা অনুযায়ী কর্মী নিয়োগের পূর্বে নিবন্ধকের অনুমতি গ্রহণ ও ২৭ ধারা মোতাবেক পর্ষদের

পরিচালক হিসাবে কর্মী প্রতিনিধি ও মুখ্য কর্মাধ্যক্ষকে গ্রহণের বিধানও রাখা হয়েছে।

পেশাদারী ব্যবস্থাপনা প্রবর্তিত হলে তার ভুল-ত্রুটি সংশোধন ও কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বহাল রাখার ব্যাপারে বোর্ড গতিশীল ভূমিকা নিতে পারে। পক্ষান্তরে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব যদি পরিচালন পর্ষদের উপর ন্যস্ত তাকে তাহলে সমবায় সংগঠনের কাজকর্ম তদারকির আভ্যন্তরিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটাই অকেজো হয়ে পড়ে। তখন ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করা ও কায়েমী স্বার্থ বিলোপ সাধনের জন্য নিবন্ধককে সমবায় সংগঠনের স্বাধিকারে ঘন ঘন হস্তক্ষেপ করতে হয়। নতুন সমবায় আইনের এই বৈপ্লবিক সম্ভাবনা সম্পর্কে সমবায় অনুরাগীদের মধ্যে যে প্রত্যাশা অংকুরিত হয়েছে আমরা আশা করবো নতুন আইনের সফল রূপায়ণের মাধ্যমে অচিরেই তা প্রস্ফুটিত হবে।

পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন—১৯৮৩

পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন—১৯৮৩

(The West Bengal Co-operative Societies Act, 1983)

প্রস্তাবনা (Preamble)

১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের প্রস্তাবনায় নিম্নলিখিত লক্ষ্যমাত্রা সন্নিবেশিত হয়েছে ঃ

(১) পশ্চিমবঙ্গের সমবায় আন্দোলনে একটি স্বাস্থ্যকর গতিবেগ এনে তাকে আরও উদ্দেশ্য সচেতন করে তোলা।

(২) একই সমস্যা ও স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে মিতব্যয়িতা, স্বাবলম্বন ও পারস্পরিক সহায়তার বোধ সঞ্চার করা।

(৩) পশ্চিমবঙ্গের সমবায় সমিতিসমূহের পরিচালন ব্যবস্থাকে পরিচ্ছন্ন, কর্তব্যপরায়ণ ও দক্ষ করে তোলা।

(৪) সমবায় সমিতিসমূহে নব জাগরণের সঞ্চার করা।

(৫) রাজ্যের সমবায় সমিতিসমূহের কাজকর্মে বহুমুখী প্রসার ঘটিয়ে এদের সুদৃঢ় আর্থিক বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠা করা।

(৬) গণতান্ত্রিক কর্মধারা কায়েম করা।

(৭) কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা।

(৮) কৃষিশিল্প সমেত জীবনের প্রতিটি বৈবল্পিক উদ্যোগে উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

(৯) সবার উপর যে লক্ষ্যমাত্রা তা হ'ল, সমাজের দুর্বলতর সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রাকে আরও উন্নত ও আরও সুখকর করে সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক নবজাগরণ এনে দেওয়া এবং এই সম্প্রদায়কে সমবায় আন্দোলনের আওতায় নিয়ে আসা।

উপরিলিখিত উদ্দেশ্যগুলি পূরণার্থে পশ্চিমবঙ্গের সমবায় সমিতি বিষয়ক আইনকে সুসংগত ও সংশোধন করার জন্য ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ৩৪তম বৎসরে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

সূচনা (Preliminary)

১। সংক্ষিপ্ত নাম, প্রয়োগসীমা ও কার্যকর কাল (Short title, Extent and commencement) :-

(১) এই আইনকে বলা হবে ১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন।

(২) সারা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য হবে।

(৩) রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি দ্বারা যে দিন স্থির করবেন সেই দিন বা বিভিন্ন ধারা কার্যকর করার জন্য যে ভিন্ন ভিন্ন দিন স্থির করবেন সেই এক বা একাধিক দিন থেকে এই আইন কার্যকর হবে।

২। সংজ্ঞাসমূহ (Definitions) :— এই আইনে কোন স্থানে বিরোধী কিছু বলা না হলে নিম্নলিখিত সংজ্ঞাগুলিতে বর্ণিত ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হবে।

(১) প্রশাসক (Administrator) :— সমবায় আইনে ৩০ ধারা অনুসারে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রশাসককে প্রশাসক বলা হবে।

(২) শীর্ষ সমিতি (Apex Society) :— শীর্ষ সমিতি এমন একটি সমবায় সমিতি যার সদস্য এলাকা সারা পশ্চিমবঙ্গে বিস্তৃত এবং যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হবে সভাভুক্ত অন্যান্য সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সহায়তা করা ও কার্যাবলীর ক্ষেত্রে সুবিধার ব্যবস্থা করা। রাজ্য সমবায় ব্যাংককেও শীর্ষ সমবায় সমিতি হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

(৩) মধ্যস্থ (Arbitrator) :— মুখ্য মধ্যস্থসহ সমবায় আইনের ৯৬ ধারা বা ৯৭ ধারা অনুসারে নিযুক্ত মধ্যস্থকে আরবিট্রেটর বা মধ্যস্থ বলা হবে।

(৪) নিরীক্ষাধিকারিক (Audit Officer) :— নিরীক্ষাধিকারিক এমন একজন ব্যক্তি যিনি সমবায় আইনের ৯০ ধারা অনুসারে নিরীক্ষাধিকারিক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন। ৯(২) ধারা মতে নিযুক্ত সমবায় সমিতি সমূহের সহকারি নিরীক্ষা অধিকর্তা বা প্রথম পর্যায়ের জ্যেষ্ঠ নিরীক্ষককে ও নিরীক্ষা আধিকারিক বলা হবে।

(৪এ) নিরীক্ষা রেঞ্জ বা এলাকা (Audit Range) :— নিরীক্ষা এলাকা বলতে ৯ ধারার (২) উপধারা অনুসারে নিয়োগপ্রাপ্ত সমবায় সমিতি সমূহের প্রথম পর্যায়ের জ্যেষ্ঠ নিরীক্ষকের নিম্নপদ মর্যাদা ভুক্ত নন এমন নিরীক্ষা আধিকারিকের অধিকারক্ষেত্রকে বোঝাবে।

(৫) পর্ষদ (Board) :— সমবায় আইনের ২৭ ধারা অনুসারে গঠিত সমবায় সমিতির পরিচলাকদের পর্ষদকে পর্ষদ বা বোর্ড বলা হবে।

(৬) উপবিধি (Bye-law) :— এই আইন অনুসারে নিবন্ধিত উপবিধি বা উপবিধির সংশোধনকে উপবিধি বলা হবে।

ধারা—১৭, ১৮/নিয়ম—১১ থেকে ১৪

(৭) কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক (Central Co-operative Bank) :— ১৯৮১ সালের জাতীয় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাংক আইনে বর্ণিত অর্থেই কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের সংজ্ঞা গ্রহণ করা হবে।

(৮) কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক (Central Co-operative Land Development Bank) :— কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক এমন একটি সমবায় সমিতি যার উদ্দেশ্যের মধ্যে আছে সদস্যদের এবং সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংকসমূহে অর্থ দাদন করার জন্য তহবিল গঠন।

(৯) কেন্দ্রীয় সমিতি (Central Society) :— কেন্দ্রীয় সমিতি এমন একটি সমবায় সমিতি যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে সভাভুক্ত অন্যান্য সমবায় সমিতির কাজকর্মে সহায়তা করা। প্রতিটি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক কেন্দ্রীয় সমিতি হিসাবে বিবেচিত হবে।

(১০) ক্রেতা সমবায় সমিতি (Consumers' Co-operative Society):—

ক্রেতা সমবায় সমিতি এমন এক ধরনের সমবায় সমিতি যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে সদস্যদের ভোগ্যপণ্য সরবরাহ করা এবং ভোগ্যপণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ সংক্রান্ত অন্যান্য সেবমূলক কাজ করা। এই সংজ্ঞার পরিধিতে অনুরূপ সমবায় সমিতির ফেডারেশনকেও বোঝাবে।

(১১) সমবায় খামার সমিতি (Co-operative Farming Society) :— সমবায় খামার সমিতি এমন এক ধরনের সমবায় সমিতি যার প্রধান উদ্দেশ্য সমিতির বা তার সদস্যদের যৌথ মালিকানায় বা অন্য উপায়ে স্থিত জমিতে সুসংবদ্ধ পদ্ধতিতে চাষ আবাদ করা। তার লক্ষ্য হবে জমি, শ্রম ও অন্যান্য উপাদানের যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহারের দ্বারা কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা।

(১২) সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক (Co-operative Land Development Bank) :— সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক এমন একটি সমবায় সমিতি যার

উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে আছে কৃষির উন্নতি এবং অন্যান্য উৎপাদনশীল উদ্যোগে সদস্যদের দীর্ঘমেয়াদি ঋণদানের উদ্দেশ্যে তহবিল গঠন করা।

ব্যাখ্যা—এই প্রকরণে

(১) "দীর্ঘমেয়াদি" বলা হবে পাঁচ বৎসরের অধিক সময়কালকে।

(২) "উৎপাদনশীল উদ্যোগ" বলা হবে সেই সমস্ত প্রচেষ্টা, ক্রিয়াকলাপ বা নির্মাণকর্মকে যা সমবায় নিয়মাবলীতে বলা থাকবে।

নিয়ম— ১৯৭

(১৩) সমবায় সমিতি (Co-operative Society) :— এই সমবায় আইন অনুযায়ী নিবন্ধিত বা নিবন্ধিত হয়েছে বলে বিবেচিত এমন সমবায় সমিতিকেই সমবায় সমিতি বলা হবে।

(১৪) সীমাবদ্ধ দায়বিশিষ্ট সমবায় সমিতি (Co-operative Society with limited liability) :— এটি এমন এক ধরনের সমিতি যার সদস্যদের দায়িত্ব উপবিধির বিধান দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে। উপবিধিতে এই সীমা সদস্যগণ কর্তৃক যার যেমন খরিদকরা অংশের যদি কিছু অদেয় থাকে সেই পর্যন্ত বা সমিতির কারবার গুটানোর প্রাক্কালে সমিতির সম্পত্তি পূরণে যে পরিমাণ অর্থ প্রদানে প্রত্যেকটি সদস্য অঙ্গীকারবদ্ধ থাকে সেই পরিমাণ অর্থ পর্যন্তই নির্ধারিত থাকে।

(১৫) সীমাহীন দায়বিশিষ্ট সমবায় সমিতি (Co-operative Society with unlimited liability) :— এটি এমন এক ধরনের সমবায় সমিতি উপবিধির বিধান অনুসারে যার সদস্যগণ একক এবং যৌথভাবে সমিতির সম্পত্তির যে কোন ঘাটতি পূরণের সীমাহীন দায় বহন করে।

(১৬) সমবায় বৎসর (Co-operative Year) :— এপ্রিল মাসের প্রথম দিন থেকে যে বৎসর শুরু হয় তাকেই সমবায় বৎসর বলে।

(১৭) সমবায় ঋণদান সমিতি (Co-operative Credit Society) :— সমবায় ঋণদান সমিতি এমন এক সমিতি যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে তার সদস্যদের মধ্যে ঋণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে তহবিল গঠন।

(১৮) সমবায় আবাসন সমিতি (Co-operative Housing Society) :— সমবায় আবাসন সমিতি এমন এক সমবায় সমিতি যার উদ্দেশ্য হচ্ছে তার সদস্যদের আবাস গৃহ, এক প্রস্থ ঘর (ফ্ল্যাট বা অ্যাপার্টমেন্ট) সরবরাহ করা বা আবাস গৃহ

বা এক প্রস্থ ঘর (ফ্ল্যাট বা অ্যাপার্টমেন্ট) তৈরির জন্য জমি সরবরাহ করা এবং তৎসংক্রান্ত সাধারণ সেবামূলক কাজকর্ম পরিচালনা করা। এইরূপ সমিতিসমূহকে নিয়ে গঠিত ফেডারেশনকেও আবাসন সমিতি বলা হবে।

(১৯) সমবায় রেঞ্জ বা এলাকা (Co-operative Range) :— সমবায় রেঞ্জ এমন এলাকা যা নিয়মাবলীর বিধান মোতাবেক সমবায় সমিতি সমূহের সহকারি নিবন্ধকের কম পদমর্যাদা সম্পন্ন নন এমন অফিসারের এক্তিয়ারে থাকবে।

(১৯এ) সমবায় নিরীক্ষা অধিকর্তা (Director of Cooperative Audit):— সমবায় সমিতি সমূসহর নিরীক্ষা অধিকর্তা বলতে বোঝাবে সমবায় আইনের ৯ ধারার (২) উপধারা মতে সমবায় সমিতি সমূহের নিরীক্ষা অধিকর্তা হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে।

(২০) বিবাদ (Dispute) :— দেওয়ানি মামলার উপযোগী এমন যে কোন বিষয়কে বিবাদ বলা যাবে। সমবায় সমিতির দেয় বা প্রাপ্য এমন কোন অর্থসংক্রান্ত দাবিও বিবাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(২১) জেলা সমবায় ইউনিয়ন (District Co-operative Union) :—

জেলা সমবায় ইউনিয়ন এমন এক সমবায় সমিতি যার সদস্য এলাকা একটি সম্পূর্ণ সমবায় রেঞ্জ জুড়ে বিস্তৃত। এই সমিতির প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের উদ্দেশ্য রূপায়ণে সহায়তা করা।

ধারা ৪১, নিয়ম ৬ (২), ৭১

(২২) এন্‌জিনিয়ারদের সমবায় সমিতি (Engineers' Co-operative Society) :—

এন্‌জিনিয়ারদের সমবায় সমিতি নিম্নলিখিত যোগ্যতাসম্পন্ন বেকার ব্যক্তিদের সামগ্রিক কল্যাণের জন্যে গঠিত এক প্রকার সমবায় সমিতি। যোগ্যতাগুলি হ'লঃ— (১) এন্‌জিনিয়ারিং-এর যে কোন শাখায়, টেকনোলজিতে, বিজ্ঞানে, বাণিজ্যে, কলা বা কৃষিতে ডিগ্রিপ্রাপ্ত। (২) এন্‌জিনিয়ারিং- এর যে কোন শাখায়, টেকনোলজিতে বা কৃষিতে ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত। (৩) যে কোন কারিগরি বা শিল্প প্রশিক্ষণে সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত।

তবে এইরূপ সমিতিতে এন্‌জিনিয়ারিং-এর যে কোন শাখায় ডিগ্রি বা ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত বা টেকনোলজিতে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমাবিশিষ্ট সদস্যদের সংখ্যা মোট সদস্যের শতকরা ৬০ ভাগের কম হলে চলবে না।

(২৩) কৃষক সেবা সমবায় সমিতি (Farmers' Service Co-operative Society) :—

ফারমার্স সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটি বা কৃষক সেবা সমবায় সমিতি এমন একটি কৃষি সমবায় সমিতি যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে চাষিদের (বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের), গ্রামীণ কারিগরদের এবং কৃষি শ্রমিকদের আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য দেওয়া।

(২৪) অর্থপ্রদায়ী ব্যাঙ্ক (Financing Bank) :—

ফিনানসিং ব্যাংক বা অর্থপ্রদায়ী ব্যাংকের পরিধিতে আছে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, রাজ্য সমবায় ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রাথমিক সমবায় ব্যাংক, স্টেট ব্যাংক অফ্ ইণ্ডিয়া বা জাতীয়কৃত ব্যাংক বা আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক যাদের রাজ্য সরকার অর্থপ্রদায়ী ব্যাংক হিসাবে ঘোষণা করবেন। সমবায় সমিতিসমূহ বা অন্য প্রতিষ্ঠানসমূহ বা উভয়কেই ঋণ দাদন করার জন্য তহবিল গঠন অর্থপ্রদায়ী ব্যাংকের উদ্দেশ্য।

(২৫) শিল্প সমবায় সমিতি (Industrial Co-operative Society) :—

শিল্প সমবায় সমিতি এমন এক সমবায় সমিতি যার উদ্দেশ্যের মধ্যে সভ্যদের দ্বারা বা সভ্যদের সাহায্যে দ্রব্যসামগ্রি উৎপাদন ও বিপণন এবং সভ্যদের অথবা ক্ষুদ্র উৎপাদনকারী এবং উদ্যোক্তাদের কাঁচামাল সরবরাহ ও সেবামূলক কার্যাবলী অন্তর্ভুক্ত থাকবে। যে সমবায় সমিতি উপরোক্ত সমবায় সমিতির কাজের সহায়তার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে সেই ধরনের সমিতিকেও শিল্প সমবায় সমিতি বলা যাবে।

(২৬) সমবায় সমিতিসমূহের পরিদর্শক (Inspector of Co-operative Societies) :—

ইন্সপেক্টর অফ্ কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ্ বা সমবায় পরিদর্শক বলতে বোঝাবে যিনি নিবন্ধক কর্তৃক ঐ পদে নিযুক্ত হয়েছেন।

(২৭) অবসায়ক (Liquidator) :— সমবায় আইনের ১০০ ধারা অনুযায়ী যিনি নিযুক্ত হন তাকেই অবসায়ক বা লিকুয়িডেটর বলা হয়।

(২৮) সদস্য (Member) :— সদস্য এমন ব্যক্তিকে বলা হবে যিনি সমিতি নিবন্ধিকরণের আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেছেন বা যিনি আইন ও তার অধীন নিয়মাবলী

ও উপবিধি অনুসারে নিবন্ধনের পরে সদস্যভুক্ত হয়েছেন। সদস্য বলতে যুগ্ম সদস্য ও ৬৯ ধারার (৩) উপধারার বিধান সাপেক্ষে নামিক সদস্যকেও বোঝাবে।

ব্যাখ্যা ঃ— এই প্রকরণের প্রয়োজনে (এ) যুগ্ম সদস্য বলতে বোঝাবে ৬৯ ধারার (৪) উপধারা মতে যুগ্মভাবে সদস্যভুক্ত হয়েছেন এমন দুই জন ব্যক্তির মধ্যে যে কোন একজন ব্যক্তিকে। যুগ্মভাবে সদস্যভুক্ত হয়েছেন এমন নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের মধ্যে যে কোন একজন ব্যক্তিকে বোঝাবে ঃ—

(এক) স্বামী ও স্ত্রী,

(দুই) পিতা ও পুত্র বা অবিবাহিতা কন্যা, এবং

(তিন) মাতা ও পুত্র বা অবিবাহিতা কন্যা,

(বি) নামিক সদস্য বলতে ৬৯ ধারার (৩) উপধারার মতে নামিক সদস্য হিসাবে সভ্যভুক্ত যে কোন ব্যক্তিকে বোঝাবে।

ধারা—৭১ (২), নিয়ম ২ (১) এইচ।

(২৮এ) জাতীয় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (National Bank for Agriculture and Rural Development-(NABARD) :—

এই ব্যাঙ্ক বলতে বোঝাবে ১৯৮১ সালের জাতীয় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাংক আইনের তিন ধারা অনুসারে প্রতিষ্ঠিত ব্যাংককে।

(২৯) নিট লাভ (Net Profit) :— সংস্থা ব্যয় (এস্‌টাব্লিসমেন্ট চার্জেস), উপনিমিত্ত ব্যয় (কনটিন্‌জেন্ট চার্জেস), কর্জ ও আমানতের উপর দেয় সুদ, হিসাব পরীক্ষার জন্য দেয় ফি এবং নিয়মাবলীতে অন্যান্য যে সমস্ত বিষয় বলা হবে সেগুলি বাদ দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তাকেই নিট লাভ বলা হবে।

নিয়ম—৫

(৩০) প্রজ্ঞাপন (Notification) :— সরকারি ঘোষপত্রে (অফিসিয়াল গেজেটে) প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনকে নোটিফিকেশন বলা হবে।

(৩১) আধিকারিক (Officer) :—

সমবায় সমিতির অফিসার পদের পরিধিতে আছেন সেই সমিতির সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক, যুগ্মসম্পাদক, সহকারি সম্পাদক, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, ম্যানেজার,

ডেপুটি ম্যানেজার, অ্যাসিস্টাট ম্যানেজার, কোষাধ্যক্ষ, বোর্ডের ডাইরেক্টর, সদস্যাদের মধ্যে থেকে যদি নিরীক্ষক নির্বাচিত হন তা হলে অনুরূপ নিরীক্ষক, সমবায় নিয়মাবলী বা উপবিধি অনুসারে কোন ব্যক্তি সমিতির কাজকর্ম বিষয়ে নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলে অনুরূপ ব্যক্তি। সমবায় সমিতির অফিসার পদের আওতায় সমবায় আইনের ২৮ ধারা অনুসারে রাজ্য সরকার বা নিবন্ধক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সমিতিতে প্রেরিত কোন সরকারি অফিসার বা সমবায় সমিতির কাজকর্ম পরিচালনার জন্য সমবায় আইনের ৩০ ধারা অনুসারে রাজ্য সরকার বা নিবন্ধক কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত কোন প্রশাসক বা ৩১ ধারার (সি) প্রকরণ মতে নিযুক্ত প্রাধিকারিক বা স্পেশাল অফিসার প্রমুখও থাকবেন।

(৩২) প্রেসক্রাইব্‌ড (Prescribed) :—

প্রেসক্রাইব্‌ড বা প্রকাশিত হবে কথাটির অর্থ বর্তমান সমবায় আইনের আওতায় রচিত সমবায় নিয়মাবলীতে প্রকাশিত হবে।

(৩৩) প্রাথমিক সমবায় ব্যাংক (Primary Co-operative Bank) :—

প্রাথমিক সমবায় ব্যাংকের যে সংজ্ঞা ১৯৩৪ সালের ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক অ্যাক্টে দেওয়া আছে সমবায় আইনের ক্ষেত্রে একই সংজ্ঞা প্রযোজ্য হবে।

(৩৪) প্রাথমিক সমবায় ঋণদান সমিতি (Primary Co-operative Credit Society) :—

যে সমিতির প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে তার সদস্যদের ঋণদানের উদ্দেশ্যে তহবিল সংগ্রহ করা সেই সমিতিকে প্রাথমিক সমবায় ঋণদান সমিতি বলে।

(৩৫) প্রাথমিক সমবায় কৃষি ঋণদান সমিতি (Primary Co-operative Agricultural Credit Society) :—

যে সমিতির প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে তার সদস্যদের স্বল্পমেয়াদি শস্য-কর্জ, মধ্যমেয়াদি ঋণ এবং অন্যান্য কৃষি উপকরণ সরবরাহের জন্য তহবিল সংগ্রহ করা সেই সমিতিকে প্রাথমিক সমবায় কৃষি ঋণদান সমিতি বলা হবে।

ব্যাখ্যা— এই ক্লজে বর্ণিত (এ) স্বল্পমেয়াদ বলতে বোঝাবে অনধিক এক বৎসরের মেয়াদ, এবং—(বি) মধ্য মেয়াদ বলতে বোঝাবে তিন বৎসরের কম নয় এবং পাঁচ বৎসরের বেশি নয়, এমন মেয়াদ।

(৩৬) প্রাথমিক সমিতি (Primary Society) :—

প্রাথমিক সমিতি এমন এক ধরনের সমবায় সমিতি যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে সমবায় আইন বা নিয়মাবলী বা উপবিধির বিধান অনুসারে তার সদস্যদের সাধারণ স্বার্থ সাধন করা।

(৩৭) নিবন্ধক (Registrar) :—

সমবায় আইনের ৯(১) ধারা অনুসারে যিনি নিয়োগপ্রাপ্ত তিনিই নিবন্ধক। তাছাড়া ঐ ধারা অনুসারে নিবন্ধককে সাহায্য করার জন্য যাদের নিয়োগ করা হবে তাদেরও নিবন্ধক বলা হবে।

ধারা—৯ (১), ১০ (১) নিয়ম—২(১) বি

(৩৮) আত্মীয় (Relative) :—

১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনে আত্মীয়ের যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে সেই একই সংজ্ঞা সমবায় আইনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

নিয়ম—৬১

(৩৯) ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (Reserve Bank of India) :—

১৯৩৪ সালের ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক আইনে রিজার্ভ ব্যাংকের যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে সেই একই সংজ্ঞা সমবায় আইনের ক্ষেত্রেও গ্রহণ করা হবে।

(৪০) নিয়মাবলী (Rules) :—

এই সমবায় আইনের অধীন ও আওতায় রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলীকেই রুলস্ বলা হবে।

(৪১) রাজ্য সমবায় ব্যাংক (State Co-operative Bank) :—

১৯৮১ সালের জাতীয় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাংক আইনে রাজ্য সমবায় ব্যাংকের যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে সেই একই সংজ্ঞা সমবায় আইনের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হবে।

(৪২) রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন (State Co-operative Union) :—

রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন এই সমবায় আইন অনুযায়ী নিবন্ধিকৃত এমন একটি সমবায় সমিতি যার সদস্য এলাকা সারা পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী বিস্তৃত এবং যার প্রাথমিক উদ্দেশ্যের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি রয়েছে :—

(এ) সমবায় নীতি এবং প্রয়োগ বিষয়ে শিক্ষার বিস্তার;

(বি) সমবায় সমিতিসমূহ এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রেরিত কর্মচারিদের সমবায় নীতি এবং প্রয়োগ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

(সি) সভাভুক্ত সমবায় সমিতিসমূহের সমস্যাদি অনুধাবন ও সমাধান করা;

(ডি) চালু সমবায় সমিতিসমূহের উন্নতি সাধন করা;

(ই) নতুন সমবায় সমিতি গঠন ও ক্রমোন্নতির ব্যবস্থা করা;

(এফ) সমবায় নীতি ও সমবায় ধ্যানধারণার প্রচার ও প্রকাশ করা;

(জি) সমবায় নিয়মাবলীতে আর যে-সমস্ত কাজের কথা বলা থাকবে সেগুলিও সম্পাদন করা।

ধারা—৪১/নিয়ম—৬(১), ৭১

(৪৩) ন্যায়পীঠ (Tribunal) :— ১৩৫ ধারা মতে গঠিত সমবায় ন্যায়পীঠকে 'ট্রাইবুন্যাল' বলা হবে।

(৪৪) অছি (Trustee) :— ৪২ ধারা অনুসারে নিয়োগপ্রাপ্ত অছিকে 'ট্রাস্টি' বলা হবে।

(৩) নিরসন এবং প্রতিপ্রসব (Repeal and Savings) :—

(১) এতদ্দ্বারা ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনকে নিরসিত করা হচ্ছে।

(২) অনুরূপ নিরসন সত্ত্বেও ১৯১২ সালের সমবায় আইন বা ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় সমবায় আইন বা ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের আওতায় কোন কাজ করা হলে বা কোন ক্ষতি হলে বা কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকলে সেগুলিকে বর্তমান সমবায় আইনের আওতায় সাধিত হয়েছে বলে ধরা হবে। মনে করা হবে সংশ্লিষ্ট কাজ যখন করা হয়েছিল বা ক্ষতি যখন হয়েছিল বা ব্যবস্থা যখন নেওয়া হয়েছিল তখন বর্তমান সমবায় আইন কার্যকর ছিল। পূর্বের এইরূপ কাজকর্মের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিও অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যেমন প্রণীত নিয়ম, কোন লেনদেন, ভবিষ্যাপেক্ষ (প্রসপেক্টিভ) বা ভূতাপেক্ষ (রেট্রোস্পেক্টিভ) কার্যকারিতাসহ প্রদত্ত কোন প্রজ্ঞাপন বা নোটিস, প্রদত্ত নির্দেশ, কৃত্য নিয়োগ বা নিবন্ধন, শুরু করা কোন মামলা বা কার্যাবলী, স্থিরীকৃত বা সালিসিতে বিচারাধীন কোন বিবাদ, লব্ধ অধিকার বা মালিকানা, বা অর্সিত কোন দায়িতা বা দায়িত্ব বা দণ্ড।

(৩) ১৯১২ সালের সমবায় সমিতি বিষয়ক আইন বা ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় সমবায় সমিতি আইন বা ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় সমিতি আইনে নিবন্ধিত বা নিবন্ধন হয়েছে বলে বিবেচিত এমন প্রতিটি সমবায় সমিতি যেগুলি এই আইন কার্যকর হওয়ার সময় ছিল সেগুলি বর্তমান আইনে নিবন্ধিত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতিসমূহের উপবিধি বর্তমান আইনের সাথে সঙ্গতিবিহীন না হলে সংশোধন বা বাতিল না হওয়া পর্যন্ত সেগুলি সেই সীমা পর্যন্তই চলতে থাকবে এবং বর্তমান সমবায় আইনে নিবন্ধিত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

৪। অন্য আইনের প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা (Construction of references of other Acts) :—

পশ্চিমবঙ্গে কার্যকর অন্য কোন আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে যদি ১৯১২ সালের সমবায় সমিতি আইন বা ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় সমবায় সমিতি বিষয়ক আইন বা ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় সমিতি আইনের উল্লেখ থাকে তাহলে তা বর্তমান সমবায় আইনের উল্লেখ হিসাবে বিবেচিত হবে। বর্তমান সমবায় আইনের কার্যকর হওয়ার তারিখে বা তার পরে যদি পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোন অনুরূপ আইন মোতাবেক কাজ করা হয় বা কোন কার্যধারা শুরু হয় যেখানে ১৯১২ সালের সমবায় সমিতি আইন বা ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় সমবায় সমিতি আইন বা ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের উল্লেখ আছে এমন ক্ষেত্রে সমস্ত উল্লেখকেই বর্তমান সমবায় আইনের উল্লেখ হিসাবে বিবেচনা করা হবে। সংশ্লিষ্ট অনুরূপ আইনে বর্তমান সমবায় আইনের উল্লেখ নেই এই অজুহাতে কোন বিষয় বা কার্যধারা অবৈধ বলে বিবেচিত হবে না।

৫। কোম্পানির আইন প্রযোজ্য হবে না (The Companies Act, not to Apply) :—

সমবায় সমিতিসমূহের ক্ষেত্রে ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের বিধান প্রয়োগ করা যাবে না।

৬। সমবায় শব্দটি ব্যবহারে নিষেধ (Prohibition of the use of the word 'Co-operative') :—

সমবায় সমিতি ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যক্তি তার ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনার

ক্ষেত্রে কোন রকমে নামের অংশ হিসাবে "কো-অপারেটিভ" বা অন্য কোন ভাষায় ঐ শব্দের সমকক্ষ কোন শব্দ ব্যবহার করতে পারবে না।

অবশ্য এই আইন বলবৎ হওয়ার পূর্বে কোন ব্যক্তি তার ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনানুগভাবে এই নাম ব্যবহার করে থাকলে তার বা তার উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে আইনের এই ধারা প্রযুক্ত হবে না।

৭। এই আইনের প্রয়োগ থেকে সমবায় সমিতিসমূহের অব্যাহতি

(Exemption of Co-operative Societies from the provisions of the Act) :—

জনস্বার্থে প্রয়োজন মনে করলে রাজ্য সরকার কারণ লিপিবদ্ধ রেখে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে—

(এ) কোন সমবায় সমিতি বা কোন শ্রেণীভুক্ত সমবায় সমিতিসমূহকে এই আইন বা নিয়মাবলীর কোন কোন বিধানের প্রয়োগ থেকে অব্যাহতি দিতে পারেন; বা

(বি) আইন বা নিয়মাবলীর কোন কোন বিধান কোন সমবায় সমিতি বা কোন শ্রেণীভুক্ত সমবায় সমিতিসমূহের ক্ষেত্রে কী পরিমাণে প্রযোজ্য হবে তা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন।

তবে স্বার্থক্ষুণ্ণ হতে পারে এমন কোন সমিতিকে বা কোন শ্রেণীভুক্ত সমবায় সমিতিসমূহকে বক্তব্য বলার সুযোগ না দিয়ে অনুরূপ কোন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবে না।

৮। সমবায় সমিতিসমূহের আধিকারিকদের জনকর্মী বলা হবে (Officers of Co-operative Societies to be Public Servants) :—

ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ২১ ধারার মর্ম অনুযায়ী সমবায় সমিতির প্রত্যেক আধিকারিককে (অফিসার) 'পাবলিক সারভেন্ট' বা জনকর্মী হিসাবে গণ্য করা হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিবন্ধন (Registration) :—

৯। নিবন্ধক ও সমবায় নিরীক্ষা অধিকর্তা এবং তাদের সাহায্যকারিদের নিয়োগ (Appointment of Registrar and Director of Cooperative Audit and of other persons to assist them) :—

(১) পশ্চিমবঙ্গের সমবায় সমিতিসমূহের নিবন্ধক হিসাবে একজন ব্যক্তিকে এবং তাঁকে সাহায্য করার জন্য বিবেচনা মত অন্যান্য ব্যক্তিদের রাজ্য সরকার নিয়োগ করতে পারেন।

নিয়ম—২ (১) বি

(২) সমবায় নিরীক্ষা অধিকর্তা হিসাবে একজন ব্যক্তিকে ও তাঁকে সাহায্য করার জন্যে বিবেচনা মত অন্যান্য ব্যক্তিদের রাজ্য সরকার নিয়োগ করতে পারেন।

১০। অন্যান্য ব্যক্তিদের উপর নিবন্ধকের ও সমবায় নিরীক্ষা অধিকর্তার ক্ষমতা ও কর্তব্য অর্পণ (Conferment of Powers and Duties of Registrar and of Director of Cooperative Audit on other Persons) :—

(১) সমবায় নিয়মাবলী মোতাবেক রাজ্য সরকার সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশ বলে সমবায় আইন অনুসারে নিবন্ধকের সমস্ত বা কোন কোন ক্ষমতা বা কর্তব্য, নিবন্ধয় সাহায্য করার জন্য সমবায় আইনের ৯(১) ধারা অনুসারে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের উপর অর্পণ করতে পারেন। তবে প্রথম তফসিলে বর্ণিত ক্ষমতাগুলি নিবন্ধকের সাহায্যকারিদের উপর অর্পণ করা যাবে না।

নিয়ম—২ (১) বি

(২) সমবায় নিয়মাবলী অনুযায়ী রাজ্য সরকার এই বিষয়ে সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশ বলে ষষ্ঠ তফসিলে প্রদত্ত ক্ষমতাসহ সমবায় আইন অনুসারে সমবায় নিরীক্ষা অধিকর্তার সমস্ত বা কোন কোন ক্ষমতা বা কর্তব্য, সমবায় নিরীক্ষা অধিকর্তাকে সাহায্য করার জন্য সমবায় আইনের ৯ ধারার (২) উপধারা অনুসারে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ওপর অর্পণ করতে পারেন।

১১। যে সমবায় সমিতিসমূহ নিবন্ধিত হতে পারে (Co-operative Societies which may be registered) :—

(১) সমবায় নীতি অনুসারে সদস্যদের সাধারণ স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে কোন সমবায় সমিতি গঠিত হতে পারে এবং অনুরূপ সমিতির কাজকর্মের সুবিধার্থে (বিভাজন বা দুই বা ততধিক চালু সমবায় সমিতিসমূহের সংযোজনসহ) গঠিত কোন সমবায় সমিতি সীমাবদ্ধ দায়িত্ব সহ এই সমবায় আইন অনুসারে নিবন্ধিত হতে পারে ঃ

তবে বর্তমান আইন কার্যকর হওয়ার পূর্বে সীমাহীন দায়বিশিষ্ট কোন সমবায় সমিতি কাজ করতে থাকলে তা পূর্বের মতই কাজ করে যেতে পারবে বা নিয়মাবলীতে নির্দিষ্ট সময় ও পদ্ধতি অনুসারে সীমাবদ্ধ দায়বিশিষ্ট সমবায় সমিতি হিসাবে রূপান্তরিত হতে পারবে ঃ

আরও প্রকাশ থাকে যে, এই সমবায় আইন অনুসারে নিবন্ধিত কোন সমবায় সমিতি সমবায় আইন ও নিয়মাবলী অনুসারে উপবিধি সংশোধনের মাধ্যমে দায়িত্বের আকারগত বা পরিমাণগত পরিবর্তন করতে পারে।

ব্যাখ্যা—সংশয় দূর করার জন্যে এতদ্দ্বারা ঘোষিত হচ্ছে যে সমবায় নীতি বলতে নিম্নলিখিতগুলি বোঝাবে ঃ—

(এ) সমবায় সমিতির সদস্যপদ হবে ঐচ্ছিক এবং যাদের অনুরূপ যোগ্যতা আছে তাদের কাছে কোনরূপ সামাজিক, রাজনৈতিক বা ধর্মনৈতিক তারতম্য ব্যতিরেকে সদস্যপদ উন্মুক্ত থাকবে;

(বি) নামিক (নমিন্যাল) সদস্য ছাড়া সমবায় সমিতির প্রত্যেক সদস্যের "এক সদস্য এক ভোট" নীতি অনুসারে ভোটদানের সমান অধিকার থাকবে;

(সি) সমিতির লেনদেন থেকে উদ্বৃত্ত বা সঞ্চয় হলে তা সামগ্রিকভাবে সমবায় সমিতির বলেই গণ্য হবে এবং সংশ্লিষ্ট উদ্বৃত্ত বা সঞ্চয়ের উপর কোন ব্যক্তিসদস্যের কোনরূপ দাবি থাকবে না;

(ডি) সমবায় সমিতির উদ্বৃত্ত নিম্নলিখিত এক বা একাধিক উদ্দেশ্যে সদ্ব্যবহার করা হবে ঃ—

(এক) সমবায় সমিতির ব্যবসার উন্নয়নের স্বার্থে,

(দুই) সমবায় সমিতির সদস্যদের মধ্যে সাধারণভাবে উপভোগ্য পরিষেবাদির সম্প্রসারণে,

(তিন) সমবায় সমিতির সাথে সদস্যগণ যে কারবার বা লেনদেন করবেন সেই অনুপাতে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের মধ্যে বণ্টনের মাধ্যমে;

(ঈ) সমবায় সমিতি তার সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের মধ্যে সমবায় নীতি ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে শিক্ষার ব্যবস্থা করবে;

(এফ) সমবায় সমিতি প্রতিটি সম্ভাব্য উপায়ে স্থানীয়, রাজ্য বা জাতীয়স্তরের সমবায় সমিতিসমূহের সাথে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করবে;

(জি) সমবায় সমিতির অংশগত মূলধন খুবই সীমিত হারে লাভাংশের আকারে প্রতিদান পাবে;

(এইচ) সমবায় সমিতির সদস্যবর্গের সাধারণসভায় সর্বসম্মত বা সংখ্যা গরিষ্ঠ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে প্রতিফলিত সদস্যদের ইচ্ছা অনুসারে সমবায় সমিতির কাজকর্ম পরিচালিত হবে;

(আই) সমবায় সমিতির পর্ষদের (বোর্ড) পরিচালকগণ সমবায় সমিতির সদস্যবর্গের নিকট অবশ্যই দায়ী থাকবেন।

(২) এই সমবায় আইন অনুসারে নিবন্ধিত সমবায় সমিতির নামের শেষে "লিমিটেড" শব্দটি অবশ্যই থাকবে।

নিয়ম—১২, ১০২

১২। নিবন্ধনে বাধা (Bar to Registration) :—

(১) সমবায় সমিতি যে ধরনের ব্যবসা করছে সেই প্রকার বা প্রকৃতির ব্যবসার বা লেনদেনে লিপ্ত কোন ব্যক্তিকে সদস্য করার বিধান যদি কোন সমবায় সমিতির উপবিধিতে তাকে তাহলে সেই প্রকার সমবায় সমিতি এই সমবায় আইনে নিবন্ধিত হবে না।

(২) বিশেষত এবং এক নম্বর উপধারায় বর্ণিত সাধারণত্ব ক্ষুন্ন না করে—

(এ) পেশার দিক থেকে কোন মহাজনের সদস্যভুক্তি যদি কোন সমবায় ঋণদান সমিতির উপবিধিতে সুস্পষ্ট ভাবে নিষিদ্ধ না হয় তা হলে সংশ্লিষ্ট ঋণদান সমিতি নিবন্ধিত হবে না।

(বি) পেশার দিক থেকে কোন মুদির সদস্যভুক্তি যদি কোন ক্রেতা সমবায় সমিতির উপবিধিতে সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ না হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট ক্রেতা সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হবে না।

(সি) শিল্প সমবায় সমিতি যে ধরনের জিনিসপত্র নিয়ে কারবার করে সেই ধরনের

জিনিস নিয়ে কেউ নিজের নামে কারবার করলে বা অনুরূপ কারবারের সাথে স্বার্থ জড়িত থাকলে সেইরূপ ব্যক্তির সদস্যভুক্তি যদি সেই শিল্প সমবায় সমিতির উপবিধিতে সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ না হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট শিল্প সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হবে না ঃ

প্রকাশ থাকে যে, সংশ্লিষ্ট শিল্প সমবায় সমিতির অনুরূপ ধরনের কারবারে লিপ্ত সাধারণ কারিগর বা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সদস্যভুক্তির বিধান উপবিধিতে আছে শুধু এই কারণে কোন শিল্প সমবায় সমিতির নিবন্ধন প্রত্যাখ্যান করা যাবে না।

(৩) কোন নির্দিষ্ট সম্প্রদায়, শ্রেণী বা গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিদের কোন অনন্য (এক্সক্লুসিভ) কাজকর্মের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত বা সংগঠিত সমবায় সমিতির উপবিধিতে যদি প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবে না এমন ব্যক্তিদের সদস্য হিসাবে গ্রহণের বিধান থাকে তাহলে সেরূপ সমিতি নিবন্ধিত হবে না।

(৪) আদিবাসী বা কৃষক বা মহিলাদের অনন্য (এক্সক্লুসিভ) কল্যাণের জন্য প্রতিষ্ঠিত সমিতি আদিবাসী বা কৃষক বা মহিলা নয় এমন কাউকে সদস্য করতে পারবে না।

নিয়ম—৭

১৩। নিবননের আবেদনপত্র (Application for Registration) :—

(১) উপবিধি সহ সমবায় সমিতি রেজিস্ট্রির জন্য আবেদন নিয়মাবলী অনুসারে নিবন্ধকের কাছে জানাতে হবে। সমিতিটি একটি জেলার মধ্যে হলে জেলা সমবায় ইউনিয়নের কাছে এবং রাজ্য পর্যায়ের সমিতির ক্ষেত্রে রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের কাছে নিবন্ধনের জন্যে পাঠানো কাগজের এক প্রস্ত প্রতিলিপি পাঠাতে হবে। সমবায় সমিতির প্রস্তাবিত উপবিধির দুটি কপি আবেদনপত্রের সাথে পাঠাতে হবে। যাদের দ্বারা বা পক্ষে আবেদন জানানো হচ্ছে সেই সমস্ত ব্যক্তি, নিবন্ধক যে সমস্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির সম্পর্কে জানতে চাইবেন তা সবই সরবরাহ করবে।

(২) উপবিধিসহ সমবায় সমিতি নিবন্ধনের জন্য আবেদন ব্যক্তিসদস্যরা জানালে আবেদনকারির সংখ্যা কমপক্ষে দশ জন হওয়া চাই আর তাদের প্রত্যেককে পৃথক পরিবারভুক্ত হতে হবে।

প্রকাশ থাকে যে সমবায় আবাসন সমিতির ক্ষেত্রে আবেদ· ৫
কম হবে না।

এই উপধারার ক্ষেত্রে পরিবার বলতে বোঝাবে স্বামী-স্ত্রী, নাবালক পুত্রের নির্ভরশীল বিধবা পত্নী এবং মৃত পুত্রের নির্ভরশীল বিধবা প ...বালক পুত্র কন্যা এবং স্বামীর নির্ভরশীল মাতা-পিতা।

(৩) কোন সমবায় সমিতিতে সর্বোচ্চ কতজন সদস্য থাকবে তা রাজ্য সরকার স্থির করে দিতে পারে।

(৪) (এ) সমবায় আবাসন সমিতি বা সম্পূর্ণভাবে গ্রামীণ কারিগরদের নিয়ে গঠিত নয় এমন শিল্প সমবায় সমিতি ব্যতিরেকে অন্যান্য ক্ষেত্রে উপবিধি সহ সমবায় সমিতি নিবন্ধনের আবেদন পাওয়ার তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে নিবন্ধক তা নিষ্পত্তি করে ফেলবেন।

(বি) সমবায় আবাসন সমিতি বা সম্পূর্ণভাবে গ্রামীণ কারিগরদের নিয়ে গঠিত নয় এমন শিল্প সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে উপবিধিসহ সমবায় সমিতি নিবন্ধনের আবেদন পাওয়ার তারিখ থেকে চার মাসের মধ্যে নিবন্ধক তা নিষ্পত্তি করে ফেলবেন।

(৫) পূর্ববর্ণিত ৪ নং উপধারার ক্লজ (এ) বা (বি)তে বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে যদি নিবন্ধক রেজিস্ট্রি করতে প্রত্যাখ্যান করেন বা নিবন্ধনের বিষয়টি নিষ্পত্তি না করেন তাহলে তিনি ৭ নং উপধারায় বর্ণিত সমবায় নিবন্ধন পরিষদের (কো-অপারেটিভ রেজিস্ট্রেশন কাউন্সিল) নিকট আবেদনটি তার মন্তব্য সহ পাঠিয়ে দেবেন। পূর্ববর্ণিত সময়সীমা অতিক্রমের তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে হস্তান্তরের বিষয়টি তিনি লিখিত ভাবে আবেদনকারি বা মুখ্য উদ্যোক্তাকে জানিয়ে দেবেন। আবেদন পাওয়ার তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে নিবন্ধন পরিষদ বিষয়টি স্থির করে ফেলবে।

(৬) আবেদনকারি বা আবেদনের মুখ্য উদ্যোক্তা যদি ৫ নং উপধারায় বর্ণিত কোন খবর নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নিবন্ধকের কাছ থেকে না পায় তাহলে ঐ সময়সীমা অতিক্রমের তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে সমবায় নিবন্ধন পরিষদের নিকট আপিল করতে পারবে।

নিয়ম—২ (১) (সি)

(৭) (এ) একজন সভাপতি ও দুইজন সদস্য নিয়ে রাজ্য সরকার একটি সমবায় নিবন্ধন পরিষদ (কো-অপারেটিভ রেজিস্ট্রেশন কাউন্‌সিল) গঠন করবেন। ১৩৫ নং ধারায় বর্ণিত সমবায় ন্যায়পীঠের বা প্রধান সমবায় ন্যায়পীঠের সভাপতি সমবায় নিবন্ধন পরিষদের সভাপতি হবেন। অন্য দুইজন সদস্যের মধ্যে একজন রাজ্য সরকার ও অপরজন রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন কর্তৃক মনোনীত হবেন।

(বি) সমবায় নিবন্ধন পরিষদের ক্ষেত্রাধিকার (জুরিসডিকশন) সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে প্রসারিত হবে এবং এই পরিষদ সমবায় নিয়মাবলীতে বর্ণিত পদ্ধতিতে কার্যাবলী সম্পাদন করবে।

নিয়ম—৮, ১০।

১৪। নিবন্ধক কর্তৃক বিবেচ্য কতকগুলি বিষয় (Registrar to decide certain questions) :—

(১) সমবায় আইনের ১৩ (১) উপধারা অনুসারে আবেদন সমবায় আইন ও নিয়মাবলী অনুযায়ী হচ্ছে কি না এবং সমবায় আইনের ১১ (১) উপধারা অনুসারে সমিতিটি নিবন্ধনের যোগ্য কি না তা নিবন্ধক বিবেচনা করবেন।

(২) পূর্ববর্ণিত ১ নং উপধারা মতে বিষয়সমূহ বিবেচনার ব্যাপারে নিবন্ধকের যদি কোন বিবরণ বা কাগজপত্রের প্রয়োজন হয় তাহলে তিনি কালবিলম্ব না করে সেগুলি আবেদনকারি বা মুখ্য উদ্যোক্তাকে সরবরাহ করতে বলবেন।

নিয়ম—৯

১৫। নিবন্ধন (Registration) :—

(১) উপবিধিসহ সমবায় সমিতি নিবন্ধনের আবেদন সমবায় আইন এবং নিয়মাবলী অনুযায়ী হয়েছে এই মর্মে সন্তুষ্ট হলে নিবন্ধক ১৩ (৪) ধারা অনুসারে সেগুলি রেজিস্ট্রি করে দেবেন। অবশ্য সঙ্গত কারণ থাকলে সেগুলি লিপিবদ্ধ রেখে তিনি নিবন্ধন প্রত্যাখ্যানও করতে পারেন।

(২) উপবিধিসহ সমবায় সমিতি নিবন্ধনের বিষয়টি যদি নিষ্পত্তি করতে না পারেন বা প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে তিনি ১৩ (৫) ধারার বিধান অনুসারে আবেদনটি নিবন্ধন পরিষদের নিকট পাঠিয়ে দেবেন।

নিয়ম—৯

১৬। নিবন্ধনের প্রমাণপত্র (Evidence of Registration) :—

১৫ (১) ধারা অনুসারে উপবিধিসহ সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হলে নিবন্ধক নির্ধারিত ফর্মে একটি সার্টিফিকেট দেবেন। এই সার্টিফিকেটের সাথে এক কপি উপবিধি থাকবে। সমবায় সমিতি এবং তার উপবিধি যে সমবায় আইন অনুযায়ী যথারীতি নিবন্ধিত হয়েছে এই সার্টিফিকেটই হবে তার চূড়ান্ত প্রমাণপত্র। আর থাকবেও সেই হিসাবে যদি সমবায় সমিতির নিবন্ধন বাতিল করা হয়েছে বলে বা তার উপবিধি সমবায় আইনের ১৭ বা ১৮ ধারা মতে সংশোধিত হয়েছে বলে প্রমাণিত না হয়।

নিয়ম—৯

১৭। উপবিধির সংশোধন (Amendment of Bye-laws) :—

(১) সমবায় আইন বা নিয়মাবলী অনুযায়ী কাজকর্ম পরিচালনার জন্য সমবায় সমিতি উপবিধি তৈরি করবে এবং এই উপবিধি ১৫(১) উপধারামতে নিবন্ধিত না হলে বৈধ হবে না।

প্রকাশ থাকে যে, উপবিধির বিধান যদি আইন বা নিয়মাবলীর সাথে সহমত না হয় তাহলে উপবিধির বিধান বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সংশ্লিষ্ট পার্থক্য দূর করে উপবিধি সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত উপবিধিতে বর্ণিত বিষয়সমূহ আইন বা নিয়মাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

(২) সমবায় সমিতি সময়ে সময়ে তার উপবিধি সংশোধন করতে পারবে তবে তা ১৭ (৩) উপধারা মতে নিবন্ধিত না হলে বৈধ হবে না।

(৩) সমবায় সমিতির উপবিধি সংশোধনের প্রতিটি প্রস্তাব নিবন্ধকের নিকট পাঠাতে হবে। নিবন্ধক যদি সন্তুষ্ট হন যে প্রস্তাবিত সংশোধন সমবায় আইন বা নিয়মাবলীর সাথে সঙ্গতিহীন নয় তাহলে তিনি প্রস্তাব প্রাপ্তির তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে নিবন্ধন করে দেবেন। সংশোধনী প্রস্তাব যদি সমবায় আবাসন সমিতি বা সম্পূর্ণভাবে গ্রামীণ কারিগরদের দ্বারা গঠিত নয় এমন শিল্প সমবায় সমিতি সংক্রান্ত হয় তাহলে প্রস্তাব প্রাপ্তির তারিখ থেকে চার মাসের মধ্যে নিবন্ধন করে দেবেন। নিবন্ধনের পর নির্ধারিত ফর্মে একটি সার্টিফিকেট ও এক কপি উপবিধি তিনি সংশ্লিষ্ট সমিতির কাছে পাঠিয়ে দেবেন। সমবায় আইন অনুযায়ী উপবিধি যে যথাবিহিতভাবে সংশোধিত হয়েছে তার প্রমাণস্বরূপ এই সার্টিফিকেট কাজ করবে। অবশ্য কারণ লিপিবদ্ধ রেখে তিনি সংশোধনী প্রস্তাবের নিবন্ধন প্রত্যাখ্যানও করতে পারেন ঃ

তবে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বক্তব্য বলার সুযোগ না দিয়ে নিবন্ধক কোন সমবায় সমিতির উপবিধির নিবন্ধন প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না।

(৪) নিবন্ধক যদি কোন সমবায় সমিতির উপবিধির নিবন্ধন প্রত্যাখ্যান করতে চান তাহলে সংশোধনী প্রস্তাব প্রাপ্তির তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে বা আবাসন সমবায় সমিতি বা সম্পূর্ণভাবে গ্রামীণ কারিগরদের দ্বারা গঠিত নয় এমন শিল্প সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে চার মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সমিতির কাছে নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপবিধির সংশোধনী প্রস্তাব নিবন্ধনে প্রত্যাখ্যান সম্পর্কিত নির্দেশ পাঠাবেন।

(৫) ৪ নং উপধারা মতে নিবন্ধক যদি কোন সমবায় সমতির উপবিধির সংশোধনী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতি সমবায় নিবন্ধন পরিষদের কাছে, প্রত্যাখ্যানের নির্দেশপ্রাপ্তির তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে নিবন্ধকের নিদের্শের বিরুদ্ধে আপিল করতে পারবে। এই ব্যাপারে নিবন্ধন পরিষদের সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত।

নিয়ম ১০ থেকে ১৩

১৮। উপবিধি সংশোধনে নির্দেশদান বিষয়ক নিবন্ধকের ক্ষমতা

(Power of Registrar to direct amendment of bye-laws) :—

(১) নিজ আগ্রহে বা সংশ্লিষ্ট অর্থপ্রদায়ী ব্যাংকের আবেদনক্রমে নিবন্ধকের মনে হতে পারে যে, কোন সমবায় সমিতির স্বার্থে তার উপবিধির সংশোধন দরকার বা বাঞ্ছনীয় তাহলে নিবন্ধক বা তার দ্বারা এই মর্মে ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট সমিতিকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিশেষ সাধারণসভা ডেকে উপবিধি পরিবর্তন এবং তা নিবন্ধনের জন্য আবেদনের নির্দেশ দিতে পারেন। কতদিনের মধ্যে করতে হবে তা নির্দেশনামায় বলা থাকবে। নির্দেশনামায় উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে উপবিধি পরিবর্তন করে নিবন্ধনের জন্যে আবেদন জানাতে সমিতি ব্যর্থ হলে নিবন্ধক তার দেওয়া উপবিধি সংশোধনী প্রস্তাব বিবেচনার জন্য সমিতির খরচে বিশেষ সাধারণসভা ডাকবেন।

(২) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপবিধি সংশোধন এবং নিবন্ধনের জন্যে আবেদন জানাতে সমবায় সমিতি ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট সমিতি যদি কোন অর্থপ্রদায়ী ব্যাংকের সদস্য ও খাতক হয় তাহলে সেই অর্থপ্রদায়ী ব্যাংকের সাথে পরামর্শ করার পর নিবন্ধক উপবিধির সংশোধন এবং নিবন্ধন করে সার্টিফিকেটসহ একটি কপি উক্ত

সমিতির কাছে পাঠিয়ে দেবেন। উপবিধি যে রেজিষ্ট্রিকৃত হয়েছে এই সার্টিফিকেটই তার চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে কাজ করবে এবং তা আপিল করা হলে আপিলের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে সমবায় সমিতি ও তার সদস্যদের উপর বাধ্যতামূলকভাবে প্রযোজ্য হবে।

নিয়ম—১৪

তৃতীয় অধ্যায়

সমবায় সমিতিসমূহের পরিসম্পৎ ও দায়িতার হস্তান্তর, বিভাজন এবং সংযোজন (Transfer of Assets and Liabilities and Division and Amalgamation of Co-operative Societies) :—

১৯। সমবায় সমিতিসমূহের পরিসম্পৎ ও দায়িতার হস্তান্তর, বিভাজন এবং সংযোজন (Transfer of Assets and Liabilities and Division and Amalgamation of Co-operative Societies) :—

(১) কোন সমবায় সমিতি সাধারণ বা বিশেষ সাধারণসভায় মোট সদস্যের কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি ও মোট সদস্যের কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে—

(এ) অন্য কোন সমবায় সমিতিতে তার পরিসম্পৎ ও দায়িতার সম্পূর্ণত বা অংশত হস্তান্তর করতে পারে, বা—

(বি) দুই বা ততোধিক নতুন সমবায় সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যে বিভাজন করতে পারে।

(২) যে কোন দুই বা ততোধিক সমবায় সমিতি সাধারণ বা বিশেষ সাধারণ সভায় মোট সদস্যের কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি ও মোট সদস্যের কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত পৃথক পৃথক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পরিসম্পৎ (এ্যাসেট) এবং দায়িতা (লায়াবিলিটি) সহ নিজেদের সংযোজন করতে পারে এবং নতুন সমবায় সমিতি গঠন করতে পারে।

(৩) ১ বা ২ নং উপধারা অনুসারে গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতিসমূহের নিবন্ধন, পরিসম্পৎ ও দায়িতার হস্তান্তর এবং বিভাজন বা সংযোজন যেমনটি প্রয়োজন হবে সেইরূপ বিস্তৃত বিবরণ থাকবে।

(৪) ১ বা ২ নং উপধারা অনুসারে সাধারণ বা বিশেষ সাধারণসভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতি বা সমবায় সমিতিসমূহ সভার তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে সমস্ত সদস্য এবং ঋণদাতাদের লিখিত নোটিস দিয়ে বিষয়টি জানাবে। উপবিধিতে যাই উল্লেখ থাকুক না কেন বা সমিতির সাথে যে কোন চুক্তিই থাক না কেন সাধারণসভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের নোটিস জারির তারিখ থেকে একমাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সমিতির কোন সদস্য তার শেয়ার বা আমানতের টাকা বা কোন ঋণদাতা তার দেওয়া ঋণের টাকা ফেরত চাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারে। এই উপধারা অনুসারে ইচ্ছা প্রকাশকারি সদস্য এবং ঋণদাতাদের যাবতীয় দাবি না মেটানো পর্যন্ত সাধারণসভার সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে না।

প্রকাশ থাকে যে, কোন সদস্য সমিতির কাছে ঋণী থাকলে বা সমিতি প্রদত্ত ঋণের ক্ষেত্রে কোন সদস্যের হয়ে জামিন থাকলে যতদিন পর্যন্ত ঋণীর ক্ষেত্রে ধারের টাকা আর জামিনদারের ক্ষেত্রে জামিনের টাকা সুদসহ সম্পূর্ণ শোধ না হচ্ছে ততদিন অংশগত মূলধন বা আমানতের টাকা তুলে নেওয়ার কোন ইচ্ছা সদস্য প্রকাশ করতে পারবে না।

(৫) ১ ও ২ নং উপধারা অনুসারে নতুন সমবায় সমিতি নিবন্ধনের আবেদনপ্রাপ্তির পর নিবন্ধক এই অর্থে সন্তুষ্ট হবেন যে, ৪ নং উপধারা অনুসারে সিদ্ধান্তটি কার্যকর এবং সমবায় সমিতির উপবিধি এবং আবেদন সমবায় আইন ও নিয়মাবলী অনুযায়ী হয়েছে। তারপর সমবায় আইনের ১৫ (১) উপধারা মতে তিনি উপবিধিসহ নতুন সমবায় সমিতি নিবন্ধন করে দেবেন ও ১৬ ধারা মতে নিবন্ধনের সার্টিফিকেট দেবেন। অবশ্য কারণ লিপিবদ্ধ করে তিনি নিবন্ধন প্রত্যাখ্যানও করতে পারেন।

(৬) দুই বা ততোধিক সমবায় সমিতির সংযোজনের মাধ্যমে বা কোন সমিতির বিভাজনের মাধ্যমে নতুন সমবায় সমিতি নিবন্ধনের পর যে সমবায় সমিতিগুলি সংযোজিত হ'ল বা যে সমবায় সমিতিটি বিভাজিত হ'ল সেই সমবায় সমিতিগুলির নিবন্ধন বাতিল হয়ে যাবে ও সেগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে বলে বিবেচিত হবে এবং সেগুলির অবলুপ্তি ঘটবে।

(৭) এই উপধারাটি ১৯৯১ সালের ১লা আগস্ট থেকে বাতিল করা হয়ে গেছে।

(৮) অন্য চালু আইনে বিপরীত যা-ই বলা থাকুক না কেন—

(এ) বিভাজনের মাধ্যমে নতুন সমবায় সমিতিসমূহের নিবন্ধনের সাথে সাথে বিভাজিত সমবায় সমিতির পরিসম্পৎ ও দায়িতা এক নম্বর উপধারা অনুসারে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে নতুন সমবায় সমিতিসমূহের উপর বর্তাবে।

সংশ্লিষ্ট পরিসম্পৎ ও দায়িতার একটি তালিকা প্রস্তুত করতে হবে যা ১৬ ধারা মতে দেয় নিবন্ধনের প্রমাণপত্রের অংশ বলে বিবেচিত হবে।

(বি) দুই নম্বর উপধারা অনুসারে সমবায় সমিতি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত গ্রাহকসমিতির সাধারণ বা বিশেষ সাধারণসভায় অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি ও ভোটাধিক্যে গৃহীত হলে গ্রাহক সমিতিতে ঐ পরিসম্পৎ ও দায়িতা বর্তাবার পক্ষে যথেষ্ট হবে। হস্তান্তরকারি ও গ্রাহক সমিতিসমূহের সিদ্ধান্তের প্রতিলিপি নিবন্ধকের কাছে নথিভুক্ত করার জন্য পাঠাতে হবে।

(সি) সংযোজনের মাধ্যমে নতুন সমবায় সমিতিটির নিবন্ধনের সাথে সাথে সংযোজিত সমবায় সমিতিগুলি যাবতীয় পরিসম্পৎ ও দায়িতা ২ নম্বর উপধারা অনুসারে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নতুন সমবায় সমিতির উপর বর্তাবার পক্ষে যথেষ্ট হবে এবং সংশ্লিষ্ট পরিসম্পৎ ও দায়িতার একটি তালিকা প্রস্তুত করতে হবে যা ১৬ ধারা মতে দেয় নিবন্ধনের প্রমাণপত্রের অংশ বলে বিবেচিত হবে।

২০। সমবায় সমিতিসমূহের বিভাজন, পুনর্গঠন বা সংযোজনের নির্দেশদান সংক্রান্ত নিবন্ধকের ক্ষমতা (Power of Registrar to order Division, Reorganisation or Amalgamation of Co-operative Societies) :—

(১) সংশ্লিষ্ট শীর্ষ সমিতির সাথে নির্ধারিত পদ্ধতিতে আলোচনার পর নিবন্ধক যদি সন্তুষ্ট হন যে জনস্বার্থে বা সমবায় আন্দোলনের স্বার্থে বা কোন সমবায় সমিতিতে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার তাগিদে কোন সমবায় সমিতি বা সমবায় সমিতিসমূহের বিভাজিত, পুনর্গঠিত বা সংযোজিত হওয়া উচিত তা হলে ১৯ নম্বর ধারায় যা-ই বলা থাকুক না কেন নিবন্ধক কারণ উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতি বা সমিতিসমূহকে নোটিসের আকারে নির্দেশ দিয়ে নোটিসের তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাজন, পুনর্গঠন বা সংযোজন করতে বলবেন। নোটিসের মধ্যে গঠন পদ্ধতি, সম্পত্তি, অধিকার, স্বার্থ, কর্তৃত্ব, দায়িতা, কর্তব্য এবং দায়িত্ব সম্পর্কে যেমনটি উল্লেখ থাকবে সেইভাবেই বিভাজন, পুনর্গঠন বা সংযোজন করতে হবে। নির্দিষ্ট সময়সীমার

মধ্যে যদি নিবন্ধকের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ না হয় বা তার নির্দেশ পালিত না হয় তাহলে লিখিত নির্দেশের মাধ্যমে নিবন্ধক নিজেই সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতি সমূহের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভাজন, পুনর্গঠন বা সংযোজন করে দেবেন। সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে এই নির্দেশ এবং ১৬ ধারা অনুসারে সংযোজিত বা পুনর্গঠিত সমবায় সমিতিসমূহের নিবন্ধনের আনুষঙ্গিক সার্টিফিকেট বা সার্টিফিকেটসমূহ এবং তার বিবেচিত উপবিধি পাঠাবেন।

প্রকাশ থাকে যে, অন্য চালু আইনে বিপরীত যা-ই বলা থাকুক না কেন ক্ষেত্র বিশেষে জাতীয় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাংক বা রিজার্ভ ব্যাংকের সাথে অগ্রিম পরামর্শ না করে কোন রাজ্য সমবায় ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক বা প্রাথমিক সমবায় ব্যাংকের বিভাজন, পুনর্গঠন বা সংযোজনের কোন নির্দেশ দেওয়া যাবে না।

আরও প্রকাশ থাকে যে, কোন সমবায় সমিতির রাশিকৃত লোকসান যদি তার মোট পরিস্পদের বেশি হয়ে যায় তাহলে তার সাথে কোন মুনাফায় পরিচালিত সমিতির সংযোজনের নির্দেশ নিবন্ধক দেবেন না।

নিয়ম—১৫

(২) নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেওয়ার পরই কেবল এক নম্বর উপধারা অনুসারে নির্দেশ দেওয়া যাবে।

(এ) তিন মাসের কম নয় নিবন্ধক এরূপ যে সময় স্থির করবেন সেই সময়ের মধ্যে প্রস্তাব বা আপত্তি কিছু থাকলে তা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে প্রতিটি সমবায় সমিতির কাছে নিয়মাবলীতে বর্ণিত পদ্ধতিতে খসড়া নোটিস পাঠাবেন, এবং

(বি) সমবায় সমিতিসমূহ বা কোন সদস্য, সদস্য গোষ্ঠী, ঋণদাতাগণ বা কোন ঋণদাতা গোষ্ঠীর কাছ থেকে যদি প্রস্তাব বা আপত্তি পাওয়া যায় নিবন্ধক সেগুলি বিবেচনা করবেন এবং তিনি যেমন সঠিক মনে করবেন সেইভাবে খসড়া নির্দেশ সংশোধন করবেন।

নিয়ম—১৬

(৩) বিভাজন, পুনর্গঠন বা সংযোজনের উদ্দেশ্যে নিবন্ধকের মতে দরকারি এমন প্রাসঙ্গিক, আনুষঙ্গিক বা অনুপূরক বিধিব্যবস্থা এক নম্বর উপধারামতে প্রদত্ত নির্দেশে থাকবে।

(৪) ১ নম্বর উপধারা অনুসারে নির্দেশ দেওয়ার পর বিভাজিত, পুনর্গঠিত বা সংযোজিত হবে এমন যে কোন সমবায় সমিতির দুই নম্বর উপধারার "এ" ক্লজে বর্ণিত আপত্তি জ্ঞাপনকারি প্রত্যেক সদস্য তার শেয়ার বা আমানতের টাকা বা ঋণদাতা তার সন্তুষ্টিমত অর্থ ফেরত পাওয়ার অধিকারি হবেন ঃ

প্রকাশ থাকে যে, কোন সদস্য সমিতির কাছে ঋণী থাকলে বা সমিতি প্রদত্ত ঋণের ক্ষেত্রে কোন সদস্যের হয়ে জামিন থাকলে যতদিন পর্যন্ত ঋণীর ক্ষেত্রে ধারের টাকা আর জামিনদারের ক্ষেত্রে জামিনের টাকা সুদসহ সম্পূর্ণ শোধ না হচ্ছে ততদিন অংশগত মূলধন বা আমানতের টাকা তুলে নেওয়ার কোন ইচ্ছা সদস্য প্রকাশ করতে পারবে না।

(৫) ১ নম্বর উপধারা অনুসারে নির্দেশ কার্যকর হবে—

(এ) যদি ১৩৬ ধারা অনুসারে কোন আপিল করা না হয় বা আপিলের প্রদত্ত সময়সীমা অতিক্রম করে যায়, বা

(বি) ১৩৬ ধারা অনুসারে আপিল করা হলে যদি আপিল-সম্বন্ধী কর্তা (অ্যাপিলেট অথরিটি) আপিল অগ্রাহ্য করেন।

(৬) চালু অন্য আইনে বিপরীত যা-ই বলা থাকুক না কেন ১ নম্বর উপধারা অনুসারে প্রদত্ত বিভাজন, পুনর্গঠন বা সংযোজনের নির্দেশ ৫ নম্বর উপধারা মতে কার্যকর হলে নির্দেশে সংযুক্ত তফসিল অনুযায়ী পরিসম্পৎ এবং দায়িতা ন্যস্ত হবে এবং যে সমবায় সমিতিগুলি বিভাজিত, পুনর্গঠিত বা সংযোজিত হ' ল ধরে নেওয়া হবে সেগুলি ভেঙ্গে গেছে এবং তাদের বিলুপ্তি ঘটবে।

২১। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক বা রাজ্য সমবায় ব্যাংকের সাথে কোন কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের সংযোজন (Amalgamation of any Central Co-operative Bank with any other Central Co-operative Bank or with the State Co-operative Bank) :—

(১) রাজ্য সরকারের যদি মনে হয় যে—

(এ) জনস্বার্থে, বা

(বি) আমানতকারীদের স্বার্থে, বা

(সি) কোন কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকে সুষ্ঠু ব্যবস্থা কায়েম করার উদ্দেশ্যে, বা

(ডি) সামগ্রিভাবে রাজ্যের সমবায় আন্দোলনের স্বার্থে, বা

(ই) সামগ্রিকভাবে রাজ্যের ব্যাংক ব্যবস্থার স্বার্থে, বা

(এফ) রাজ্যের কোন নির্দিষ্ট এলাকার প্রাথমিক সমবায় ঋণদান সমিতিগুলির কাছে রাজ্য সমবায় ব্যাংক থেকে যথেষ্ট পরিমাণ সমবায় ঋণ সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে—

কোন কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক বা রাজ্য সমবায় ব্যাংকের (এই ধারায় অতঃপর গ্রাহক ব্যাংক বলে উল্লেখ করা হবে) সাথে কোন কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের (এই ধারায় অতঃপর হস্তান্তরকারি ব্যাংক বলে উল্লেখ করা হবে) সংযোজন প্রয়োজন হলে রাজ্য সরকার সবকারি গেজেটে কারণ উল্লেখ করে সংযোজনের নকশা সমেত একটি নির্দেশ দেবেন।

(২) ১ নম্বর উপধারায় উল্লিখিত নকশার মধ্যে নিম্নলিখিত সমস্ত বা কিছু বিষয় থাকবে, যেমন—

(এ) নকশায় উল্লিখিত শর্ত এবং অবস্থায় হস্তান্তকারি ব্যাংকের ব্যবসা, সম্পত্তি (অস্থাবর ও স্থাবর), পরিসম্পৎ (নগদ টাকা এবং বিভিন্ন সংরক্ষিত তহবিল সমেত), অধিকার, বিশেষাধিকার, দায়িতা, ঋণ এবং দায়িত্ব গ্রাহক ব্যাংকের কাছে হস্তান্তর।

(বি) সংযোজনের পূর্বে সদস্যরা, আমানতকারিগণ এবং অন্যান্য ঋণদাতারা যে সমস্ত স্বার্থ বা অধিকার হস্তান্তরকারি ব্যাংকের কাছ থেকে ভোগ করতেন—জনস্বার্থ বা হস্তান্তরকারি ব্যাংকের সদস্য, আমানতকারী এবং অন্য ঋণদাতাদের স্বার্থ বা হস্তান্তকারি ব্যাংকের ব্যবসা পরিচালনার উদ্দেশ্যে দায়িতার তুলনায় পরিসম্পদের অনুপাত সাপেক্ষে রাজ্য সরকার কর্তৃক বিবেচিত পরিমাণে সংশ্লিষ্ট স্বার্থ বা অধিকার হ্রাস।

(সি) (এক) নগদ টাকায় অথবা অন্যভাবে সংযোজনের আগে বা পরে হস্তান্তরকারি ব্যাংকে স্থিত স্বার্থ বা অধিকার সংক্রান্ত আমানতকারিদের এবং ঋণদাতাদের দাবির পূর্ণ সন্তুষ্টি বিধান; বা

(দুই) ক্লজ (বি) অনুসারে হস্তান্তরকারি ব্যাংকে স্থিত স্বার্থ বা অধিকারের পরিমাণ হ্রাস করা হলে সেই নিম্নহারে নগদ টাকায় অথবা অন্যভাবে আমানতকারিদের

এবং অন্যান্য ঋণদাতাদের দাবির পূর্ণ সন্তুষ্টি বিধান।

(ডি) (এক) সংযোজনের আগে হস্তান্তরকারি ব্যাংকের সদস্যদের যে সমস্ত শেয়ার ছিল সেগুলির ইন্টারেস্ট হ্রাস করা হোক না হোক সেই শেয়ারগুলি গ্রাহক ব্যাংকে প্রদান; বা

(দুই) হস্তান্তকারি ব্যাংকের সদস্যরা গ্রাহক ব্যাংকের শেয়ার না নিয়ে নগদ টাকা চাইলে বা হস্তান্তরকারি ব্যাংকে স্থিত শেয়ারের পরিবর্তে গ্রাহক ব্যাংকের শেয়ার দেওয়া সম্ভব না হলে হস্তান্তরকারি ব্যাংকে স্থিত শেয়ারের ইন্টারেস্টজনিত দাবির সম্পূর্ণ সন্তুষ্টি বিধানে নগদ টাকা প্রদান বা যেখানে শেয়ারের ইন্টারেস্ট ক্লজ (বি) অনুযায়ী হ্রাস করা হয়েছে সেখানে সেই নিম্নহারে নগদ টাকা প্রদান।

প্রকাশ থাকে যে, উপরিলিখিত নকশার মধ্যে যেন নিম্নলিখিতগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকে (১) ক্লজ, ডি অনুযায়ী হস্তান্তরকারি ব্যাংকের সদস্যদের অনুকূলে শেয়ার বিলি বা নগদ অর্থ প্রদান করা হবে না যতদিন না হস্তান্তরকারি ব্যাংকের আমানতকারী এবং ঋণদাতাদের দাবি দাওয়া ক্লজ সি সাব-ক্লজ এক ও দুই অনুযায়ী মেটানো না হচ্ছে। এবং (২) এক নম্বর সাব-ক্লজ অনুযায়ী আমানতকারী এবং ঋণদাতাদের পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার পর হস্তান্তরকারি ব্যাংকের উদ্বৃত্ত পরিসম্পদের অংশ থেকে হস্তান্তরকারি ব্যাংকের সদস্যদের অনুকূলে শেয়ার বা নগদ অর্থ প্রদান করা যাবে।

(ই) সংযোজনের অব্যবহিত পূর্বে হস্তান্তরকারি ব্যাংকের কর্মচারিরা যে শর্তাদি ও অবস্থায় কর্মরত ছিলেন তার থেকে কোন অংশে কম নয় এমন অবস্থায় চাকরির ধারাবাহিকতা ঃ

তবে হস্তান্তকারি ব্যাংকের কোন কর্মীর চাকরিতে থাকা যদি গ্রাহক ব্যাংকের স্বার্থের প্রতিকূল হয় তাহলে লিখিত নির্দেশে সেইরূপ কর্মীর চাকরির ধারাবাহিকতা অনুমোদন নাও করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে লিখিত নির্দেশের তারিখ থেকে সংশ্লিষ্ট কর্মীর চাকরি থাকবে না। হস্তান্তরকারি ব্যাংক পূর্বোক্ত নির্দেশের তারিখ থেকে তিনমাসের মধ্যে, শিল্প বিবাদ আইন অনুসারে পেনসন, গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এবং অন্যান্য যে সমস্ত অবসরকালীন সুবিধা সংযোজনের অব্যবহিত পূর্বে হস্তান্তরকারি ব্যাংকের চালু নিয়ম অনুসারে সংশ্লিষ্ট কর্মী পাওয়নার দাবিদার ছিলেন, তা সবই মিটিয়ে দেবে।

(৩) (এ) নকশা সমেত প্রস্তাবিত নির্দেশের একটি কপি হস্তান্তরকারি ব্যাংক এবং গ্রাহক ব্যাংকে না পাঠানো হলে এক নম্বর উপধারা অনুসারে নির্দেশ দেওয়া যাবে না। প্রস্তাবিত নির্দেশের কপির মাধ্যমে হস্তান্তরকারি ব্যাংক এবং গ্রাহক ব্যাংকের কাছে আহ্বান জানানো হবে, তারা যেন তাদের নিজেদের এবং সদস্য, ঋণদাতা ও আমানতকারিদের আপত্তি এবং প্রস্তাব থাকলে রাজ্য সরকারের কাছে পাঠায়। সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলি যে তারিখে প্রস্তাবিত নির্দেশের প্রতিলিপি পাবে সেই তারিখ থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যেই আপত্তি এবং প্রস্তাব থাকলে দাখিল করবে।

(বি) ক্লজ 'এ' অনুযায়ী পাওয়া প্রস্তাব এবং আপত্তি রাজ্য সরকার বিবেচনা করবেন। নকশা সমেত প্রস্তাবিত নির্দেশের যেমন সংশোধন করা রাজ্য সরকার ন্যায্য এবং সঙ্গত মনে করবেন তা করবেন এবং রিজার্ভ ব্যাংকের সাথে পরামর্শ ক্রমে নকশা সমেত প্রস্তাবিত নির্দেশকে চূড়ান্ত করবেন।

(৪) প্রস্তাবিত সংযোজন কার্যকর করার জন্য রাজ্য সরকার আর যে সমস্ত বিধান প্রাসঙ্গিক, আনুষঙ্গিক বা অনুপূরক বিবেচনা করবেন তা এক নম্বর উপধারা মতে প্রদত্ত নির্দেশে থাকবে এবং সংশ্লিষ্ট নির্দেশে উল্লিখিত তারিখ থেকেই তা কার্যকর হবে।

(৫) ১ নম্বর উপধারা মতে নকশা কার্যকর হলে উল্লিখিত বিধান হস্তান্তরকারি ব্যাংক, গ্রাহক ব্যাংক এবং উভয় ব্যাংকের সমস্ত সদস্য, আমানতকারি, ঋণদাতা এবং কর্মচারিদের উপর এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলিতে অধিকার বা দায়িতা আছে এমন কোন ব্যক্তির উপর বাধ্যতামূলকভাবে প্রযোজ্য হবে।

(৬) এই আইনে বা অন্য কোন আইনে বা কোন চুক্তিতে, বিনর্ণয়ে (অ্যাওয়ার্ড) বা সাধনপত্রে (ইন্সট্রুমেন্ট) বিপরীত কিছু নথিভুক্ত থাক বা না থাক এই ধারার বিধান কার্যকর হবে।

(৭) ১৮৮২ সালের সম্পত্তি হস্তান্তর আইন বা ১৯০৮ সালের নিবন্ধন আইনে যা-ই বলা থাকুক না কেন, এক নম্বর উপধারায় নির্দেশিত নকশা বলে এই ধারার বিধান অনুসারে হস্তান্তরকারি ব্যাংকের পরিসম্পৎ ও দায়িতা গ্রাহক ব্যাংকের উপর ন্যস্ত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে।

(৮) ১ নম্বর উপধারায় নির্দেশিত নকশা বলে হস্তান্তকারি ব্যাংকের পরিসম্পৎ ও দায়িতা গ্রাহক সমিতিতে হস্তান্তরিত হলে হস্তান্তকারি ব্যাংকের আর কোন অস্তিত্ব থাকবে না এবং তার অবলুপ্তি ঘটেছে বলে ধরে নেওয়া হবে।

(৯) অন্য চালু আইনে যা-ই বলা থাকুক না কেন, এক নম্বর উপধারা অনুসারে প্রদত্ত নির্দেশ সম্পর্কে কোন আদালতে বৈধতার প্রশ্ন তোলা যাবে না।

(১০) এক উপধারা মতে যদি রাজ্য সরকারের মনে হয় রাজ্য সমবায় ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংকের কোন ইউনিটকে রাজ্য সমবায় ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক থেকে পৃথক করে স্বতন্ত্র কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক বা প্রাথমিক সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক, যেমনটি প্রয়োজন হবে, গঠন করা দরকার তাহলে রাজ্য সমবায় ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংককে যেমনটি প্রাসঙ্গিক হবে, বিভাজন করে পুনর্গঠন কার্যকর করার জন্য রাজ্য সরকার নিবন্ধককে নির্দেশ দেবেন। নিবন্ধক তারপর ২০ ধারা মতে যেমন প্রয়োজন হবে রাজ্য সমবায় ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংককে বিভাজন করে পৃথক কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক বা প্রাথমিক সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক গঠন করবেন।

২২। নাম পরিবর্তন এবং তার ফলাফল (Change of name and its Effects) :—

(১) নিবন্ধকের পূর্ব অনুমোদন নিয়ে সাধারণসভার সিদ্ধান্তক্রমে কোন সমবায় সমিতি নাম পরিবর্তন করতে পারে।

(২) সমবায় সমিতি তার নতুন নাম সম্পর্কে নিবন্ধককে জানাবে এবং নিবন্ধক নতুন নামটি সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে নথিভুক্ত করবেন এবং ১৬ ধারা অনুসারে প্রদত্ত নিবন্ধন সার্টিফিকেটে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে নেবেন।

(৩) ১ নম্বর উপধারা অনুসারে নামের পরিবর্তনের ফলে সংশ্লিষ্ট সমিতি বা তার সদস্য বা মৃত সদস্যসহ অতীত সদস্যের অধিকার বা দায়িত্বে কোন হেরফের ঘটবে না। সমিতির দ্বারা বা সমিতির বিরুদ্ধে কোন কর্তৃপক্ষ, ন্যায়পীঠ বা আদালতে কোন আইন বিষয়ক কার্যবাহ চলতে থাকলে সেগুলি নতুন নামে চলতে থাকবে।

চতুর্থ অধ্যায়

সমবায় সমিতিসমূহের স্থিতি এবং ব্যবস্থাপনা (Status and Management of Co-operative Societies) :

২৩। সমবায় সমিতি হবে নিগমবদ্ধ প্রতিষ্ঠান (Co-operative Society to be Body Corporate) :

শাশ্বত উত্তরাধিকার এবং সামূহিক শীলমোহরসহ নিবন্ধিত নামে একটি সমবায় সমিতি নিগমবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচিত হবে। নিজ নামে সম্পত্তি অর্জন করা, বজায় রাখা, বিক্রয় করা, চুক্তি সম্পাদন করা, বাদি ও প্রতিবাদি হিসাবে মামলা মকদ্দমা করা, অন্যান্য আইনগত কার্যবাহে অংশগ্রহণ করা এবং সমিতি যে উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছে সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্যান্য কাজ করার ক্ষমতা নিবন্ধিত সমিতির থাকবে।

২৪। সমবায় সমিতির চূড়ান্ত কর্তৃত্ব (Final Authority of Co-operative Society) :

(১) এই আইন এবং নিয়মাবলী মোতাবেক সমবায় সমিতির চূড়ান্ত কর্তৃত্ব সাধারণ সভায় উপস্থিতি সদস্যবর্গের উপর ন্যস্ত থাকবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, নিয়মাবলীতে বর্ণিত পরিস্থিতিতে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব নিয়মাবলীতে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সদস্যদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত এবং সাধারণ সভায় উপস্থিত ডেলিগেটদের উপর ন্যস্ত হতে পারে।

নিয়ম—২(১) এইচ, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩৯

(২) নিয়মাবলীতে যে ভাবে বলা থাকবে সেইভাবে সমবায় সমিতির সাধারণসভা আহ্বান করা হবে ও সেখানে সাধারণ সদস্যগোষ্ঠী কর্তৃত্ব প্রয়োগ করবে।

নিয়ম—১৮, ২৬

২৫। বাৎসরিক সাধারণ সভা (Annual General Meeting) :

(১) প্রত্যেকটি সমবায় সমিতি প্রতি সমবায় বৎসরে অন্ততএকটি সাধারণসভা নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে অবশ্যই ডাকবে, যাকে বলা হবে বাৎসরিক সাধারণ সভা ঃ

(এ) নিয়মাবলীতে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বোর্ডের পরিচালকদের নির্বাচন যদি প্রয়োজন হয় ঃ

প্রকাশ থাকে যে, কোন আদালতের নির্দেশ বা অন্য কোন কারণে সাধারণ সভায় যদি নির্বাচনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা না যায় বা আদালতের কোন নির্দেশ বা অন্য কোন কারণে উক্ত সাধারণ সভায় নির্বাচিত বোর্ডের পরিচালকরা যদি কাজ করতে না পারে তাহলে ২৭ ধারার ১ ও ২ নম্বর উপধারা অনুসারে সমিতির সদস্যাদের মধ্যে থেকে নিবন্ধক পরিচালকদের একটি বোর্ড গঠন ও কর্মকর্তা নিয়োগ করে দিতে পারেন এবং যতদিন পর্যন্ত এই ধারা মতে নির্বাচিত বোর্ডের পরিচালকগণ বোর্ডের প্রথম বৈঠকে কর্মকর্তা নির্বাচন না করছেন ততদিন এইভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ কাজ করবেন।

আরও প্রকাশ থাকে যে আদালতের কোন প্রতিকূল আদেশ না থাকলে প্রথম অনুবিধি অনুযায়ী গঠিত বোর্ড ১ নং উপধারার উদ্দেশ্য সাধনে বাৎসরিক সাধারণসভা ডাকবে ঃ

আরও বলা হচ্ছে যে, কোন আদালতের কোন নির্দেশ বা অন্য কোন কারণে প্রথম অনুবিধি অনুযায়ী গঠিত পরিচালন পর্ষদ কার্যসম্পাদনে অপরাগ হলে সমবায় সমিতির মুখ্য কর্মাধ্যক্ষ, তাকে যে নামেই ডাকা হ'ক না কেন, সমিতির ব্যবস্থাপনার কাজকর্ম চালিয়ে যাবেন। গঠিত বোর্ডের কর্ম সম্পাদনে সক্ষম হওয়া বা এই ধারামতে নির্বাচিত বোর্ডের কার্যভার গ্রহণ করার মধ্যে যেটি আগে হবে সেই পর্যন্তই সমিতির ব্যবস্থাপনার কাজ মুখ্য কর্মাধ্যক্ষ চালাবেন।

(বি) বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী বিবেচনা ও নথিভুক্তি;

(সি) বোর্ড কর্তৃক প্রস্তুত সমবায় সমিতির পরবর্তী সমবায় বৎসরের বাজেট অনুমোদন, বার্ষিক প্রতিবেদন ও কর্মসূচি বিবেচনা;

(ডি) ৯১ ধারা অনুসারে অডিট রিপোর্ট বিবেচনা;

(ঈ) সমবায় আইন বা নিয়মাবলী অনুসারে সম্পাদিত পরিদর্শন বা তদন্তের প্রতিবেদন বিবেচনা;

(এফ) (এক) বোর্ডের পরিচালকবর্গ এবং তাদের আত্মীয়স্বজনদের যে ঋণ ও অগ্রিম দেওয়া হয়েছে সেই ঋণ ও অগ্রিম এবং তৎসংক্রান্ত আদায় সম্পর্কিত বিষয়সমুহ বিবেচনা;

(দুই) বোর্ডের ডাইরেক্টরদের আত্মীয়দের যদি নিয়োগ করা হয় তাহলে অনুরূপ নিয়োগের অনুমোদন;

(জি) মুনাফা হলে তার বণ্টন;

(জি জি) প্রয়োজন মত কর্জসীমা নির্ধারণ;

(এইচ) নিয়মাবলী এবং উপবিধি অনুসারে সভার আলোচনার জন্য অন্য কোন বিষয় উপস্থিত করা হলে তা বিবেচনা।

নিয়ম—২২, ৬১, ৭৯

(২) বাৎসরিক সাধারণ সভার জন্য নির্দিষ্ট তারিখের আগে যদি অব্যবহিত পূর্ববর্তী সমবায় বৎসরের অডিট রিপোর্ট তৈরি করা না যায় তাহলে অডিট রিপোর্ট পাওয়ার তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে বিশেষ সাধারণ সভা ডেকে তা বিবেচনা করা হবে বা উক্ত তিন মাস সময়কালের মধ্যে যদি বার্ষিক সাধারণসভা অনুষ্ঠিত হয় তাহলে পরবর্তী বাৎসরিক সাধারণসভাতে অডিট রিপোর্ট বিবেচনা করা হবে।

(৩) বিগত অগ্রবর্তী সাধারণ সভার তারিখ থেকে পরবর্তী ১২ মাসের মধ্যে সাধারণ সভা ডাকতে যদি বোর্ড ব্যর্থ হয় তাহলে পূর্বোক্ত ১২ মাস সময় অতিক্রম করার তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে নিবন্ধক নিজে বা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন অফিসার সাধারণ সভা ডাকবেন। ১ ও ২ নম্বর উপধারা মতে নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত না হওয়ার জন্য এই আইনে প্রস্তাবিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বোর্ডের পরিচালকদের বিরুদ্ধে নেওয়া যাবে।

(৪) ১, ২ ও ৩ নম্বর উপধারায় যা-ই বলা হোক না কেন, ১ নম্বর উপধারা অনুসারে অনুষ্ঠিত বিগত সাধারণ সভার তারিখ থেকে ১৫ মাস অতিক্রম করে

গেলেও রাজ্য সরকার বিশেষ পরিস্থিতিতে সাধারণসভা আহ্বানের অনুমতি নিবন্ধককে দিতে পারেন।

নিয়ম—১৭ থেকে ১৯, ২২ থেকে ২৬, ৩১, ৩৪, ৩৬, ৬১, ১২২

২৬। বিশেষ সাধারণ সভা (Special General Meeting) :

(১) পর্ষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিচালকগণ যে কোন সময়ে সমবায় সমিতির বিশেষ সাধারণ সভা ডাকতে পারেন ঃ তবে নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে ডাকতে বাধ্য থাকবেনঃ-

(১) (এ) সমবায় সমিতির সদস্যদের বা ডেলিগেট থাকলে ডেলিগেটদের এক-তৃতীয়াংশের লিখিত আবেদনক্রমে; বা

(বি) নিবন্ধকের নির্দেশে;

(২) ১ উপধারার (এ) বা (বি) প্রকরণ মতে লিখিত আবেদন বা নির্দেশ যেমনটি ঘটবে, সেই তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে অবশ্যই বিশেষ সাধারণ সভা ডাকতে হবে।

(৩) নিবন্ধক বা তার দ্বারা এই মর্মে লিখিত নির্দেশ বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি যে কোন সময় কোন সমবায় সমিতির বিশেষ সাধারণ সভা ডাকতে পারেন। তবে ১ নম্বর উপধারার (এ) বা (বি) প্রকরণ অনুসারে বিশেষ সাধারণ সভা ডাকতে যদি বোর্ডের সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিচালক প্রত্যাখ্যান করে বা ব্যর্থ হয় তাহলে নিবন্ধক বা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি অবশ্যই বিশেষ সাধারণ সভা ডাকবেন।

(৪) ৩ নম্বর উপধারায় বর্ণিত বিশেষ সাধারণ সভা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় সমিতির তহবিল থেকে বা নিবন্ধকের মতে এক (১) উপধারার (এ) বা (বি) প্রকরণ অনুসারে বিশেষ সাধারণ সভা প্রত্যাখ্যাত বা ব্যর্থ হওয়ার জন্য যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ দায়ী তাদের পকেট থেকে মেটানো হবে।

(৫) যথেষ্ট কারণ ব্যতিরেকে বোর্ডের অধিকাংশ পরিচালক ১ নম্বর উপধারার (এ) বা (বি) প্রকরণ মতে বিশেষ সাধারণসভা ডাকতে প্রত্যাখ্যান করলে বা ব্যর্থ হলে নিবন্ধক সমস্ত পরিচালককে বক্তব্য বলবার সুযোগ দিয়ে লিখিত নির্দেশ বলে প্রত্যাখ্যাত বা ব্যর্থ হওয়ার জন্য দায়ী পরিচালকদের, নির্দেশে উল্লিখিত অনধিক তিন

বৎসরের জন্য বোর্ডের পরিচালক পদে থাকার পক্ষে অযোগ্য বলে ঘোষণা করতে পারেন।

নিয়ম—১৮, ২০ থেকে ২৬, ১২২

২৭। সমবায় সমিতিসমূহের ব্যবস্থাপনা (Management of Co-operative Societies) :

(১) প্রত্যেকটি সমবায় সমিতির কাজ কর্ম দেখাশুনার জন্য একটি বোর্ড থাকবে এবং এই বোর্ড সমবায় সমিতির উপবিধিতে নির্দিষ্ট পরিচালকদের নিয়ে গঠিত হবে। পরিচালকগণ সাধারণ সভায় সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত পরিচালকদের সংখ্যা ছয় অপেক্ষা কম বা পনেরো অপেক্ষা বেশি হবে না। কিন্তু যেখানে সমিতির সদস্য সংখ্যা বারো অপেক্ষা কম সেখানে পরিচালকদের সংখ্যা তিন অপেক্ষা কম বা ছয় অপেক্ষা বেশি হবে না।

(২) রাজ্য সরকার বা তার দ্বারা এই মর্মে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ ৩৩ ধারা অনুসারে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে বোর্ডে মনোনীত করতে পারে।

ধারা—৩৩, নিয়ম—৬০

(৩) কমপক্ষে পাঁচজন কর্মচারী কাজ করে এমন সমবায় সমিতির বোর্ডে কর্মীরা নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে নির্বাচন করতে পারে।

(৪) যেখানে সমবায় সমিতিতে একজন মুখ্য কর্মাধ্যক্ষ আছে এবং তার ব্যয় সমিতির তহবিল থেকে নির্বাহিত হয় সে ক্ষেত্রে উক্ত মুখ্য কর্মাধ্যক্ষ সমিতির বোর্ডে পদাধিকার বলে পরিচালক থাকবে।

(৫) ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী গঠিত গ্রাম পঞ্চায়েত তার একজন সদস্যকে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ব্যবসাকারি প্রাথমিক সমবায় সমিতির বোর্ডে মনোনীত করতে পারবে। একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের অথচ একটি পঞ্চায়েত সমিতির এলাকায় ব্যবসাকারি প্রাথমিক সমবায় সমিতির বোর্ডে পূর্বোক্ত আইন অনুযায়ী গঠিত পঞ্চায়েত সমিতি তার একজন সদস্যকে মনোনীত করতে পারবে।

সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী গঠিত জেলা পরিষদ তার অধিকারক্ষেত্রের কেন্দ্রীয় সমিতি বা সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংকের পরিচালন পর্ষদে তার একজন সদস্যকে মনোনীত করতে পারবে।

প্রকাশ থাকে যে, গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের কোন সদস্য যদি সমবায় সমিতির দেওয়া ঋণ পরিশোধে খেলাপ করে তাহলে সেইরূপ সদস্যকে মনোনীত করা যাবে না।

(৫এ) কোন সমবায় সমিতিতে অর্থলগ্নি করেছে এমন অর্থলগ্নি সংস্থা একজন ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির পরিচালন পর্ষদে মনোনীত করতে পারে।

(৬) (এ) ৩ উপধারায় উল্লিখিত পরিচালকের (কর্মচারী প্রতিনিধি) পর্ষদের বৈঠকে ভোট দানের কোন অধিকার থাকবে না।

(বি) পর্ষদের কর্মকর্তাদের নির্বাচনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত পর্ষদের বৈঠকে বা পর্ষদের পরিচালক পদে কোন ব্যক্তির সহযোজনের (কো-অপশন) ক্ষেত্রে ৪ উপধারা এবং ৫ উপধারা অনুসারে পাঠানো পর্ষদের পরিচালকদের কোন ভোটাধিকার থাকবে না।

(সি) ৩, ৪ ও ৫ উপধারায় উল্লিখিত পরিচালকগণ পর্ষদের কর্মকর্তা হিসাবে কোন পদে থাকতে পারবেন না।

(৭) ২ বা ৫ বা ৫-এ উপধারা অনুসারে মনোনয়ন বা ৩ নম্বর উপধারা মতে নির্বাচন না হওয়ার দরুণ সৃষ্ট অনুপস্থিতির কারণে বোর্ডের কোন কাজ বা কার্যবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে না।

(৮) ১ বা ৩ উপধারা অনুসারে নির্বাচিত বা ৫ বা ৫-এ উপধারা অনুসারে মনোনীত পরিচালকগণ যথাক্রমে নির্বাচন বা মনোনয়নের তারিখ থেকে তিনি বৎসর পর্যন্ত পরিচালক থাকবেন ঃ

প্রকাশ থাকে যে, তিন নম্বর উপধারা অনুসারে নির্বাচিত বা ৫ নম্বর উপধারা অনুসারে মনোনীত পরিচালকগণ তাদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ থেকে তিন বৎসর পর্যন্ত পুনর্নির্বাচিত বা পুনর্মনোনীত হতে পারবেন না।

আরও প্রকাশ থাকে যে তিন উপধারা অনুসারে নির্বাচিত পরিচালক, পর্ষদের কোন বৈঠকে যোগদান করতে পারবেন না যদি তিনি নিয়মাবলীতে বর্ণিত কোন অযোগ্যতার কবলে পড়েন।

(৯) পর পর দুটি মেয়াদ বা ৭২ মাস এই দুই সময়কালের মধ্যে যে সময়কাল কম হয় সেই সময় পর্যন্ত যদি কোন পরিচালক কর্মকর্তা পদে থাকেন বা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করলে ঐ পদে থাকতেন তাহলে তিনি অযোগ্যতা অর্জনের বা অবসর

গ্রহণের তারিখ থেকে তিন বৎসর অতিক্রম না করা পর্যন্ত কর্মকর্তা বা অফিস বেয়ারার পদে পুনরায় নির্বাচন, নিয়োগ, সহযোজন বা মনোনয়নের পক্ষে যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

প্রকাশ থাকে যে, (২) উপধারা অনুসারে রাজ্যে সরকার কর্তৃক মনোনীত পরিচালক এবং (৫-এ) উপধারা মতে অর্থলগ্নি সংস্থা কর্তৃক মনোনীত পরিচালকের ক্ষেত্রে এই উপধারার বিধান প্রযোজ্য হবে না।

ব্যাখ্যা—কর্মকর্তা (অফিস বেয়ারার) বলতে বোঝাবে কোন সমবায় সমিতির সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক, সহকারি সম্পাদক বা কোষাধ্যক্ষকে।

(১০) সমবায় সমিতির কোন সদস্য বোর্ডে নির্বাচিত হতে পারবেন না যদি—

(এ) তিনি কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া বা বিকৃতমস্তিষ্ক হিসাবে সাব্যস্ত হন;

(বি) তিনি দুশ্চারিত্র্যজনিত বা এই আইন মোতাবেক সংঘটিত কোন অপরাধে কোন আদালত কর্তৃক জরিমানা বা কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হন;

(সি) তিনি সমিতির অধীনে লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন, তবে শ্রমশিল্পি বা কারিগরদের নিয়ে গঠিত শিল্প সমবায় সমিতি বা কর্মীদের নিয়ে গঠিত পরিবহণ সমবায় সমিতি বা (কুশলী বা অকুশলী) কায়িক শ্রমজীবী ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত শ্রম সমবায় সমিতি বা এন্‌জিনিয়ারদের সমবায় সমিতি বা আদিবাসীদের নিয়ে গঠিত সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির কাছ থেকে বেতন বা মজুরি নিয়ে কোন সদস্য বোর্ডে নির্বাচিত হতে পারবেন;

(ডি) সমবায় সমিতি যে ধরনের ব্যবসা করছে সেই ধরনের ব্যবসাতে তাঁর কোন স্বার্থ জড়িত থাকে;

(ঈ) (এক) তিনি কোন সমবায় সমিতির প্রতিনিধিত্ব না করে ব্যক্তি সদস্য হন এবং মনোনয়ন পত্র দাখিলের ব্যবস্থা থাকলে মনোনয়ন পত্র দাখিলের দিনে বা মনোনয়নপত্র দাখিলের ব্যবস্থা না থাকলে নির্বাচনের দিনে ঋণের টাকা বা ধারে জিনিস কিনে জিনিসের দাম পরিশোধ না করেন; বা

(দুই) তিনি যে সমবায় সমিতির প্রতিনিধিত্ব করছেন মনোনয়নপত্র দাখিলের

ব্যবস্থা থাকলে মনোনয়ন পত্র দাখিলের দিনে বা মনোনয়নপত্র দাখিলের ব্যবস্থা না থাকলে নির্বাচনের দিনে সংশ্লিষ্ট সমিতি যদি গৃহীত ঋণের বা ধারে জিনিস কিনলে জিনিসের দামের শতকরা চল্লিশ টাকার বেশি বোর্ডের নির্বাচন হচ্ছে এমন সমিতিতে, অনাদায়ী রাখে;

(এফ) সমবায় সমিতি একটি পক্ষ এমন কোন কড়ারে বা চুক্তিতে তার কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ স্বার্থ থাকে;

(জি) সমবায় সমিতির সাধারণ সভার সদস্যদের অনুমোদন ব্যতিরেকে ও নিয়মাবলীতে বর্ণিত সীমা বা হার অতিক্রম করে কোন রকম পরিভৃতি বা ভাতা (ভ্রমণ ভাতা বা অধিবেশন ফি ছাড়া) বা সম্মানদক্ষিণা তিনি গ্রহণ করেন;

নিয়ম - ৫৯

(এইচ) তিনি ২৬ (৫) উপধারা অনুসারে যোগ্যতা হারান।

(১১) সমবায় সমিতির সাধারণ সভায় প্রদত্ত অনুমোদন ছাড়া একজন পরিচালক ভ্রমণ ভাতা এবং অধিবেশন ফি ব্যতিরেকে অন্য কোন পরিভৃতি বা ভাতা বা মানদেয় নিতে পারবেন না।

প্রকাশ থাকে যে, অনুরূপ পরিভৃতি বা ভাতা বা মানদেয় অর্থের পরিমাণ বা হার নিয়মাবলীতে বর্ণিত সীমা অতিক্রম করবে না।

নিয়ম—৫৯

(১২) সমবায় সমিতির সদস্য বা ডেলিগেট হিসাবে কোন ব্যক্তি কোন সময়ে (এ) চারটি প্রাথমিক সমিতি; (বি) একটি কেন্দ্রীয় সমিতি; এবং (সি) একটি শীর্ষ সমিতির বেশি সমিতির বোর্ডে পরিচালক থাকতে পারবেন না।

প্রকাশ থাকে যে, এই উপধারার বিধান ২, ৩, ৪ এবং ৫ নম্বর উপধারায় বর্ণিত পরিচালকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

(১৩) এই আইন কার্যকর হওয়ার পর ১২ নম্বর উপধারা লংঘন করে কোন ব্যক্তি যদি বোর্ডের পরিচালক পদে থাকেন তাহলে এই আইন কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে ১২ উপধারায় বর্ণিত এমন প্রয়োজন সংখ্যক সমিতি থেকে তিনি পদত্যাগ করবেন। পূর্বোক্ত সময়সীমা অতিক্রম করার পরও যদি তিনি পদত্যাগ না করেন তাহলে সংশ্লিষ্ট সমস্ত সমিতির বোর্ডের পরিচালক পদ তার চলে যাবে।

নিয়ম—৩০, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৭ থেকে ৫১, ৫৯, ৬০, ৬৩, ৭৮, ১২২

২৮। সমবায় সমিতির কাজকর্মের ব্যবস্থাপনায় সরকারি আধিকারিকদের প্রাতিনিধ্য (Deputation of Government officers to manage the affairs of Co-operative Society) :

(১) বোর্ড বা সাধারণ সভার সদস্যাদের অনুকূল সিদ্ধান্ত সমেত কোন সমবায় সমিতির আবেদনক্রমে রাজ্য সরকার নিয়মাবলীতে বর্ণিত শর্তে ও পদ্ধতিতে কোন সমবায় সমিতির কাজকর্ম পরিচালনার জন্য একজন সরকারি আধিকারিক পাঠাতে পারেন, যিনি নিয়মাবলীতে নির্দিষ্ট ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কর্তব্য পালন করবেন।

তবে রাজ্য সরকার একজন সরকারি আধিকারিক পাঠাবেন, এই শর্তে অর্থ প্রদায়ী সংস্থা কর্তৃক কোন সমবায় সমিতিকে সাহায্য দেওয়া হলে বা রাজ্য সরকার প্রত্যক্ষভাবে কোন সমবায় সমিতিকে আর্থিক সাহায্য দিলে, নিবন্ধকের সুপারিশক্রমে রাজ্য সরকার সংশ্লিষ্ট সমিতির কাজকর্ম পরিচালনার জন্য নিয়মাবলীতে বর্ণিত শর্তে ও পদ্ধতিতে একজন সরকারি আধিকারিক পাঠাবেন। তিনি নিয়মাবলীতে বর্ণিত ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

(২) বোর্ড বা সাধারণ সভার সদস্যাদের অনুকূল সিদ্ধান্ত সমেত কোন সমবায় সমিতির আবেদনক্রমে নিয়মাবলীতে বর্ণিত শর্তে ও পদ্ধতিতে নিবন্ধক যাদের নিয়োগকর্তা সেইরূপ সরকারি আধিকারিককে নিবন্ধক পাঠাতে পারেন বা সমবায় সমিতির কাজে কোন সরকারি আধিকারিক দেওয়ার জন্যে রাজ্য সরকারের নিকট সুপারিশ করতে পারেন। এইভাবে প্রেরিত সরকারি আধিকারিক নিয়মাবলীতে বর্ণিত ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কর্তব্য পালন করবেন।

নিয়ম—৫২, ৫৩, ৫৫, ৫৬, ৫৮

২৯। বোর্ড বাতিল ও পুনর্গঠন (Dissolution and Reconstitution of Board) :—

(১) নিবন্ধক যদি নিশ্চিত হন যে, কোন সমবায় সমিতি তার কাজকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে তাহলে তিনি এইরূপ উপলব্ধির কারণ লিপিবদ্ধ রেখে সমবায় আইনের ২৬ (১) উপধারার প্রকরণ (বি) অনুযায়ী বিশেষ সাধারণ সভা ডেকে বোর্ড ভেঙ্গে দিয়ে নির্দেশেপ্রদত্ত সময়সীমার মধ্যে বোর্ড পুনর্গঠনের নির্দেশ দিতে পারেন।

ব্যাখ্যা—রাজ্য সরকার বা নিবন্ধক কর্তৃক প্রদত্ত আইনানুগ আদেশ বা নির্দেশ

ইচ্ছাকৃতভাবে অমান্য বা পালনে ব্যর্থতাকেও এই উপধারায় বর্ণিত পরিচালনগত অযোগ্যতা বলে ধরা হবে।

(২) এক নম্বর উপধারায় প্রদত্ত নির্দেশে নিবন্ধক কর্তৃক লিখিতভাবে কারণ লিপিবদ্ধ রেখে যে সমবায় সমিতির বোর্ড ভেঙ্গে দেওয়া হবে তার সমস্ত বা যে কোন সদস্যাকে সংশ্লিষ্ট সমিতির আধিকারিক হিসাবে নির্বাচন বা নিয়োগের ক্ষেত্রে, নির্দেশে উল্লিখিত অনধিক তিন বৎসরের জন্য নিবন্ধক অযোগ্য বলে আদেশ দিতে পারেন।

(৩) যদি ১ নম্বর উপধারায় নির্দেশিত পদ্ধতি এবং সময়ে বোর্ড ভেঙ্গে দিয়ে পুনর্গঠিত না হয় তা হলে নিবন্ধক কারণ উল্লেখ করে লিখিত নির্দেশের মাধ্যমে বোর্ডকে আপত্তি কিছু থাকলে তা জানানোর সুযোগ দিয়ে নিজেই বোর্ড ভেঙ্গে দেবেন। সঙ্গে সঙ্গে বোর্ডের পরিচালকগণ তাদের পদত্যাগ করবেন। রাজ্য সরকারের মনোনীত সদস্য এবং সমবায় সমিতির আর যে সমস্ত সদস্যাদের উপযুক্ত বিবেচনা করবেন তাদের নিয়ে নিবন্ধক একটি বোর্ড গঠন করে দেবেন। এই বোর্ড একটানা অনধিক এক বৎসরের জন্য সমিতির কাজকর্ম পরিচালনা করবেন এবং নির্দেশে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে বোর্ডের পুনর্গঠন করবেন।

৩০। বোর্ড বাতিল ও প্রশাসক নিয়োগ (Dissolution of Board and Appointment of Administrator) :

(১) যদি নিবন্ধকের মতে মনে হয় যে,

(এ) কোন বোর্ড

(এক) সমবায় আইন বা নিয়মাবলী বা উপবিধি অনুযায়ী প্রদত্ত কর্তব্যসমূহ পালনে বার বার ব্যর্থ হয়েছে বা ভীষণভাবে অবহেলা করেছে, বা—

(দুই) উক্ত সমিতি বা অন্যান্য সমবায় সমিতির স্বার্থের পরিপন্থী কোন কাজ করেছে, বা—

(তিন) রাজ্য সরকার বা নিবন্ধক কর্তৃক প্রদত্ত কোন আইনসঙ্গত আদেশ বা নির্দেশ পালনে স্বেচ্ছায় অবাধ্য হয়েছে বা স্বেচ্ছায় ব্যর্থ হয়েছে, বা

(বি) সামগ্রিকভাবে বোর্ডের বা কয়েকজনের কর্তব্য ক্ষেত্রে ক্রমাগত ব্যর্থতা বা অবহেলার ফলে বা অন্য কারণে সমিতির কাজকর্ম এবং ব্যবসায় অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে,

তাহলে এরূপ বোর্ড কেন ভেঙ্গে দেওয়া হবে না সেই মর্মে বক্তব্য বলার সুযোগ দিয়ে নিবন্ধক নোটিস জারি করবেন। বক্তব্য শোনার পর বাতিল নির্দেশের ভিত্তিতে বোর্ডের পরিচালকরা সঙ্গে সঙ্গে তাদের পদ ত্যাগ করবেন। অনুরূপ সমিতির কাজকর্ম পরিচালনার জন্যে নিবন্ধকএক বা একাধিক প্রশাসক নিয়োগ করবেন। প্রশাসকদের মেয়াদ সম্পর্কে ঐ নির্দেশেই উল্লেখ থাকবে। তবে তা একটানা এক বৎসরের বেশি হবে না। অবশ্য লিখিত আদেশের দ্বারা এই মেয়াদ সর্বমোট অনধিক তিন বৎসর পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারবে।

(২) নিবন্ধকের নিকট থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে বা নিজস্ব আগ্রহে রাজ্য সরকারের যদি মনে হয় যে ১ নম্বর উপধারায় বর্ণিত পরিস্থিতিতে সমবায় সমিতি বা সাধারণভাবে সমবায় আন্দোলনের স্বার্থে ঐ সমবায় সমিতির বোর্ডকে অবিলম্বে বাতিল করা দরকার তা হলে কোন নোটিস না দিয়েই প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কারণ দেখিয়ে সংশ্লিষ্ট বোর্ডকে ভেঙ্গে দিতে পারেন। তখন উক্ত বোর্ডের পরিচালকরা সঙ্গে সঙ্গে তাদের পদ ত্যাগ করবেন। সংশ্লিষ্ট সমিতির কাজকর্ম পরিচালনার জন্য রাজ্য সরকার এক বা একাধিক প্রশাসক নিয়োগ করবেন। এই প্রশাসক বা প্রশাসকদের কার্যকাল ঐ সরকারি বিজ্ঞপ্তিতেই উল্লেখ থাকবে। তবে তা একটানা দুই বৎসরের বেশি হবে না। অবশ্য প্রজ্ঞাপনের দ্বারা এই মেয়াদ সর্বমোট অনধিক তিন বৎসর পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারবে।

প্রকাশ থাকে যে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের বা জাতীয় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাংকের সাথে অগ্রিম পরামর্শ না করে রাজ্য সরকার কোন রাজ্য সমবায় ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক বা কোন কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক বা ১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং রেগুলেশন অ্যাক্ট-এর পঞ্চম খণ্ডের আওতাভুক্ত অন্যান্য সমবায় ব্যাংকের বোর্ডকে অবিলম্বে বাতিল করতে পারবেন না।

প্রকাশ থাকে যে, ১ বা ২ উপধারা মতে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রশাসক বা প্রশাসকগণ পর্ষদ বাতিলের তারিখ থেকে তিন বৎসরের মধ্যে পর্ষদ পুনর্গঠনে ব্যর্থ হলে তাদের পদ থেকে অপসারিত করা হবে। তারপর প্রশাসক বা প্রশাসকদের অপসারণের তারিখ থেকে এক বৎসরের মধ্যে নিবন্ধক সমবায় আইনের ২৫ ধারার ১ উপধারার (এ) প্রকরণ অনুসারে পর্ষদ পুনর্গঠন করে দেবেন। ২৫ ধারা অনুসারে নির্বাচিত পর্ষদ দায়িত্বভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত এই ভাবে পুনর্গঠিত পর্ষদ কাজ চালিয়ে যাবে।

(৩) ১ নম্বর উপধারা অনুযায়ী নোটিস দেওয়ার পর ১ নম্বর উপধারা অনুসারে প্রয়োজন অনুসারে এক বা একাধিক প্রশাসকের নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সমিতির ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজে রাজ্য সরকারের একজন অফিসারকে নিবন্ধক পাঠাবেন। নির্দেশে নিবন্ধক যেরূপ বলবেন সেই সরকারি অফিসার সেইরূপ ক্ষমতা এবং কর্তব্য সম্পাদন করবেন। উক্ত বোর্ড সংশ্লিষ্ট সরকারি অফিসারকে সর্বতোভাবে তার ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করতে দেবেন।

(৪) ১ বা ২ নম্বর উপধারা অনুসারে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রশাসক বা প্রশাসকদের কার্যকালে (এ) ঐ সমবায় সমিতির সমস্ত সম্পত্তি নিবন্ধকের ওপর ন্যস্ত থাকবে এবং (বি) ১৩৬ ধারা অনুযায়ী আপিল করা হোক বা না হোক নিবন্ধকের নিয়ন্ত্রণাধীনে থেকে আইন বা নিয়মাবলী বা উপবিধি প্রদত্ত সমিতির বোর্ডের বা সমিতির কোন অফিসারের যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্যগুলি ঐ প্রশাসক বা প্রশাসকমণ্ডলী সম্পাদন করবেন।

(৫) ১ ও ২ নম্বর উপধারা অনুসারে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রশাসক বা প্রশাসকগণের কার্যকালের মধ্যে যদি কখনও নিবন্ধকের বা রাজ্য সরকারের (যিনি যখন নিয়োগ করেন) মনে হয় যে, প্রশাসক বা প্রশাসকগণের দ্বারা সংশ্লিষ্ট সমিতির কাজকর্ম পরিচালনার আর প্রয়োজন নেই তাহলে ২৫ ধারায় যা-ই বলা হোক না কেন নিবন্ধক বা রাজ্য সরকার (যখন যিনি নিয়োগ করবেন) লিখিত আদেশের মাধ্যমে কারণ দেখিয়ে নিয়মাবলী এবং উপবিধি অনুযায়ী ঐ সমিতির বোর্ড গঠন করার জন্য প্রশাসক বা প্রশাসকদের নির্দেশ দেবেন। বোর্ড গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসক বা প্রশাসকগণ ঐ সমিতির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বোর্ডকে হস্তান্তর করবেন এবং তারা আর কাজ করতে পারবেন না। এই ধারায় পুনর্গঠিত বোর্ডটি সমবায় আইনের উদ্দেশ্য সাধনে ২৫ ধারা অনুসারে বৈধভাবে পুনর্গঠিত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

(৬) ২৫ ধারায় যা-ই বিধান থাকুক না কেন, ১ বা ২ নম্বর উপধারা অনুসারে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রশাসক বা প্রশাসকগণ তার বা তাদের কার্যকাল শেষ হওয়ার আগে উক্ত সমবায় সমিতির উপবিধি অনুসারে বোর্ড পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করবেন। পুনর্গঠিত বোর্ডের দায়িত্ব না নেওয়া বা তাদের নিয়োগ বাতিল না হওয়া, যেটি আগে হবে সেই সময় পর্যন্ত প্রশাসক বা প্রশাসকগণ ক্ষমতায় বহাল থাকবেন। এই ধারায় পুনর্গঠিত বোর্ডটি সমবায় আইনের উদ্দেশ্য সাধনে ২৫ ধারা অনুসারে বৈধভাবে পুনর্গঠিত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

(৭) ১ বা ২ নম্বর উপধারামতে প্রশাসক বা প্রশাসকগণ নিয়োগপ্রাপ্ত হলে নিবন্ধক নির্দেশের মাধ্যমে প্রশাসক বা প্রশাসকদের পারিশ্রমিক স্থির করে দেবেন এবং এইরূপ পারিশ্রমিক সমিতির তহবিল থেকে দেওয়া হবে।

(৮) ১ নম্বর উপধারা অনুযায়ী নিবন্ধক বা ২ নং উপধারা অনুযায়ী রাজ্য সরকার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন সে সম্পর্কে কোন কোর্টে কোন বৈধতার প্রশ্ন তোলা যাবে না।

নিয়ম—৫৪

৩১। কতকগুলি ক্ষেত্রে বোর্ড বাতিল এবং প্রাধিকারিক নিয়োগ (Dissolution of the Board in certain cases and Appointment of Special Officer) :

এই সমবায় আইনের অন্যত্র বা অন্য চালু আইনে বিপরীতে যা-ই বলা হোক না কেন—

(এ) সমবায় আইনের পঞ্চম তফসিলে বর্ণিত সমবায় সমিতিগুলিতে যদি ২৫(১) উপধারা অনুযায়ী বিগত নির্বাচনের তারিখ থেকে পরবর্তী ৩৬ মাসের মধ্যে বোর্ড-এর নির্বাচন না হয় তাহলে যে দিন ৩৬ মাস সময় অতিক্রম করে যাচ্ছে তার পরের দিন থেকে সংশ্লিষ্ট সমিতির বোর্ড বাতিল হয়ে গেছে বলে বিবেচিত হবে;

(বি) ক্লজ (এ) অনুযায়ী বোর্ড বাতিল হওয়ার তারিখ থেকে উক্ত সমিতির পরিচালকগণ তাদের পদ ত্যাগ করেছেন বলে বিবেচিত হবে;

(সি) ক্লজ (এ) অনুযায়ী বোর্ড ভেঙ্গে যাওয়ার পর নিবন্ধক প্রজ্ঞাপন দ্বারা সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা এবং ২৫ ধারায় যা-ই বলা থাকুকনা কেন বোর্ড ভেঙ্গে যাওয়ার তারিখ থেকে অনধিক এক বৎসরের মধ্যে সমবায় আইন, নিয়মবলী এবং উপবিধির বিধান অনুসারে বোর্ড পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করার জন্য একজন প্রাধিকারিক নিয়োগ করবেন। এই ধারায় পুনর্গঠিত বোর্ড সমবায় আইনের উদ্দেশ্য সাধনে ২৫-ধারা অনুসারে বৈধভাবে পুনর্গঠিত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, এই ক্লজ অনুযায়ী প্রাধিকারিক-এর নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত সমিতির সর্বোচ্চ বেতনভোগী কর্মাধ্যক্ষ, (হায়েস্ট পেড একজিকিউটিভ) তার পদের নাম যাই হোক না কেন, সমিতির যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালনা করবেন।

ব্যাখ্যা—কর্মাধ্যক্ষ প্রকৃত কে হবেন এ বিষয়টি যদি বিতর্কিত হয় তাহলে রেজিস্ট্রারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

আরও প্রকাশ থাকে যে, পর্ষদ বাতিলের তারিখ থেকে এক বৎসরের মধ্যে পর্ষদ পুনর্গঠনে যদি প্রাধিকারিক ব্যর্থ হন তাহলে নিবন্ধক তাকে পদ থেকে অপসারিত করবেন। তারপর নিবন্ধক সমবায় আইনের ২৫ ধারার ১ উপধারার (এ) প্রকরণ অনুসারে পর্ষদ পুনর্গঠন করে দেবেন। ২৫ ধারা অনুসারে নির্বাচিত পর্ষদ দায়িত্বভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত এইভাবে পুনর্গঠিত পর্ষদ কাজ চালিয়ে যাবে।

(ডি) ক্লজ (এ) অনুযায়ী বোর্ড বাতিল হওয়ার তারিখ থেকে—

(এক) সমিতির সমস্ত সম্পত্তি নিবন্ধকের উপর ন্যাস্ত হবে এবং নতুন বোর্ড দায়িত্ব না নেওয়া পর্যন্ত নিবন্ধকের উপরই ন্যাস্ত থেকে যাবে; এবং

(দুই) রেজিস্ট্রারের নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণাধীনে সমিতির কর্মাধ্যক্ষ (হায়েস্ট পেড একজিকিউটিভ) বা প্রাধিকারিক (স্পেশাল অফিসার) যেমনটি থাকবেন, সমবায় আইন. নিয়মাবলী ও উপবিধিতে বর্ণিত বোর্ডের বা সমিতির কোন আধিকারিকের (অফিসার) যাবতীয় ক্ষমতা এবং কর্তব্য সম্পাদন করবে;

(ঈ) ক্লজ (সি) অনুযায়ী যখন প্রাধিকারিক নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন তখন নিবন্ধক নির্দেশ বলে তার পারিশ্রমিক স্থির করে দিতে পারেন এবং সমিতির তহবিল থেকেই প্রাধিকারিকের পারিশ্রমিকের ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

(এফ) ক্লজ (সি) অনুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত প্রাধিকারিক, বোর্ড পুনর্গঠিত না হওয়া পর্যন্ত, সমিতির কাজকর্ম পরিচালনা করবেন।

৩২। সমবায় সমিতির সভা আহ্বান এবং তার সিদ্ধান্ত বাতিল বা স্থগিত (Summoning of Meettings of Co-operative Society and Rescinding or Suspending resolution thereof) :

(১) সমবায় সমিতির উপবিধিতে যা-ই বলা থাকুক না কেন, নিবন্ধক বা তাঁর লিখিত আদেশ বলে এই মর্মে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি যে কোন সময়ে বোর্ডের সভাপতি বা সমবায় সমিতির মুখ্য কর্মাধ্যক্ষকে, নির্দেশে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে বোর্ডের সভা আহ্বানের জন্য নির্দেশ দিতে পারেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সভাপতি বা মুখ্য কর্মাধক্ষ্য যখন যিনি জড়িত থাকবেন, যদি বোর্ডের সভা আহ্বান না করেন

তাহলে নিবন্ধক বা তাঁর দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বোর্ডের সভা আহ্বান করবেন। সমবায় সমিতির উপবিধি অনুযায়ী এই সভা আহ্বান করা হয়েছে বলে বিবেচিত হবে এবং নির্দেশনামায় নির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত বিষয়সমূহের আলোচনা বোর্ডের স্বাভাবিক সভার মতই হবে।

(২) রাজ্য সরকার কারণ লিপিবদ্ধ রেখে লিখিত নির্দেশ বলে কোন সমবায় সমিতির সাধারণসভা বা বোর্ডের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে পারেন বা নির্দেশে উল্লিখিত সময়কালের জন্য স্থগিত রাখতে পারেন, যদি রাজ্য সরকারের মনে হয় সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত সমবায় আইন বা নিয়মাবলী বা রাজ্য সরকার বা নিবন্ধক কর্তৃক বৈধভাবে প্রদত্ত কোন নির্দেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য যা যা করণীয় তা সবই রাজ্য সরকার করতে পারবেন বা কোন কার্যবাহ বা সিদ্ধান্ত যদি কোন সমবায় সমিতি বা সদস্যদের বা সামগ্রিকভাবে সমবায় আন্দোলনের স্বার্থ বিপন্ন করার সম্ভাবনা রাখে তা হলে তা রাজ্য সরকার বাতিল করতে পারেন।

(৩) সমবায় সমিতিকে কর্তব্য বলার সুযোগ দিয়ে কারণ লিপিবদ্ধ রেখে লিখিত নির্দেশের মাধ্যমে নিবন্ধক বোর্ডের কোন সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ স্থগিত রাখতে বা কোন কাজ করতে নিষেধ করতে পারেন যদি তার মনে হয় অনুরূপ সিদ্ধান্ত, নির্দেশ বা কর্মের রূপায়ণ, যেমনটি ঘটবে, আইন প্রদত্তসীমা লংঘন করেছে বা অনুরূপ সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ বা কর্মের রূপায়ণ সমবায় সমিতি বা তার সদস্যদের বা সামগ্রিকভাবে সমবায় আন্দোলনের স্বার্থক্ষুণ্ণ করতে পারে।

(৪) ৩ নম্বর উপধারা অনুসারে নিবন্ধক যখন নির্দেশ দেবেন তখন তার একটি প্রতিলিপি সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য সরকারের নিকট পাঠাবেন।

(৫) ৪ নম্বর উপধারা মতে প্রতিলিপি পাওয়ার পর রাজ্য সরকার ৩ নম্বর উপধারা মতে প্রদত্ত নিবন্ধকের নির্দেশটি বাতিল করতে পারেন, আবার পরিবর্তিত বা অপরিবর্তিত রাখতে পারেন। রাজ্য সরকার তার নির্দেশের একটি প্রতিলিপি সংশ্লিষ্ট সমিতির কাছে পাঠাবে এবং তা সমিতি মেনে নিতে বাধ্য হবে।

৩৩। বোর্ডে রাজ্য সরকারের মনোনয়ন (Nomination by the State Government on the Board) :

যেখানে রাজ্য সরকার—

(এ) কোন সমবায় সমিতির শেয়ার মূলধনের অংশগ্রহণ করেছে; বা

(বি) কোন সমিতি কর্তৃক প্রচারিত ঋণপত্রের (ডিবেঞ্চার) আসল এবং সুদ পরিশোধ সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিয়েছে; বা

(সি) সমিতিকে প্রদত্ত কোন ঋণ ও অগ্রিমের আসল এবং সুদ পরিশোধ সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিয়েছে; বা

(ডি) নিজস্ব তহবিল থেকে সমিতিকে ঋণ বা অনুদান দিয়ে সাহায্য করেছে;

সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকার বা রাজ্য সরকার কর্তৃক এই মর্মে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্তৃপক্ষের, সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির বোর্ডে পরিচালক মনোনয়নের ক্ষমতা থাকবে। বোর্ডের মোট নির্বাচিত পরিচালকদের সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ বা তিন, এই দুইয়ের মধ্যে যে সংখ্যাটি কম হবে সর্বোচ্চ সেই সংখ্যক পরিচালকদের বেশি এইভাবে মনোনীত করা যাবে না।

নিয়ম—৬০

৩৪। বোর্ড আসন সংরক্ষণ (Reservation of Seats on the Board):

রাজ্য সরকারের মতে যে সমস্ত সম্প্রদায়, শ্রেণী বা গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তি সামাজিক, অর্থনৈতিক বা শিক্ষাগত দিক থেকে পশ্চাদ্বর্তী তাদের জন্য যথোচিত কারণ দেখিয়ে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে রাজ্য সরকার কোন সমবায় সমিতির বোর্ডের পরিচালক সংখ্যা সর্বোচ্চ এক-পঞ্চমাংশ সংখ্যক আসন সংরক্ষিত রাখতে পারেন।

নিয়ম—৩৫

— ঃ —

পঞ্চম অধ্যায়

নির্বাচন কর্তৃপক্ষ, কৃত্যকসমূহের পদালি (ক্যাডার) এবং সমবায় কৃত্য নিয়োগাধিকার (Election Authority, Cadre of services and Co-operative Service Commission) :

৩৫। সমবায় নির্বাচন কর্তৃপক্ষ (Co-operative Election Authority) :

(১) রাজ্য সরকার পঞ্চম তফসিলে বর্ণিত সমবায় সমিতিসমূহের নির্বাচন তত্ত্বাবধান, পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য একজন সভাপতি ও একজন সম্পাদক সহ অনধিক তিনজন সদস্য যা উপযুক্ত বিবেচনা করবেন তাদের নিয়ে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে একটি সমবায় নির্বাচন কর্তৃক নিয়োগ করবেন।

(২) সমবায় নির্বাচন কর্তৃপক্ষের যিনি সভাপতি হবেন তাঁকে পশ্চিমবঙ্গের এক্‌জিকিউটিভ বা জুডিসিয়াল বিভাগীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্য হতে হবে বা পশ্চিমবঙ্গের জেনারেল সার্ভিসে কমপক্ষে দশ বৎসরের কাজের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে।

(২এ) রাজ্য সরকারের সমবায় অধিকারের সহকারি নিবন্ধক হিসাবে পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আধিকারিকের নিম্ন পদমর্যাদা সম্পন্ন নন এমন একজন আধিকারিক সমবায় নির্বাচন কর্তৃপক্ষের সম্পাদক হবেন।

(৩) নিয়মাবলীতে যে ভাবে বলা থাকবে সমবায় নির্বাচন কর্তৃপক্ষ সেই রকম কার্যাবলী সম্পাদন করবে।

(৪) সমবায় নির্বাচন কর্তৃপক্ষ যেমন চাইবে সেইভাবে তার কাজকর্মে সাহায্য করার জন্য নিয়মাবলীতে বর্ণিত সীমা ও শর্তে রাজ্য সরকার প্রয়োজন মত কর্মী নিয়োগ করবেন।

নিয়ম—৬২

৩৬। বোর্ডের পরিচালকদের নির্বাচন (Election of Directors of the Board) :

সমবায় আইনের বিধান মোতাবেক রাজ্য সরকার নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উপর নিয়মাবলী প্রণয়ন করবেন ঃ—

(এ) সমবায় সমিতির বোর্ডের পরিচালকদের নির্বাচন পরিচালনা;

(বি) অনুরূপ পরিচালকদের নির্বাচনের জন্য নির্বাচক তালিকা প্রস্তুত;

(সি) অনুরূপ পরিচালকদের নির্বাচনের তারিখ, স্থান এবং পদ্ধতি নির্ধারণ;

(ডি) অনুরূপ পরিচালকদের নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের তারিখ নির্ণয়।

নিয়ম—৩১, ৩৬, ৬৩

৩৭। ম্যানেজার, সহকারি ম্যানেজার ও অন্যান্য কর্মীদের পদালি এবং পদালি কর্তৃপক্ষ গঠন (Cadre of Service of Managers, Assistant Manager and other Employees and Constitution of Cadre Authority):

নিয়মাবলীতে বর্ণিত সীমা ও শর্তে এবং পদ্ধতি অনুযায়ী রাজ্য সরকার সমস্ত সমবায় সমিতিসমূহ বা কোন শ্রেণীভুক্ত সমবায় সমিতিসমূহের ম্যানেজার, সহকারি ম্যানেজার এবং অন্যান্য কর্মীদের এক বা একাধিক পদালি গঠন করতে পারেন।

নিয়ম—৬৪, ৬৫, ১৭০

৩৮। সমবায় কৃত্য নিয়োগাধিকার (Co-operative Service Commission) :

(১) এই আইন কার্যকর হওয়ার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাজ্য সরকার একটি সমবায় কৃত্য নিয়োগাধিকার গঠন করবেন এবং সভাপতি হিসাবে এমন একজন ব্যক্তিকে নিয়োগ করবেন যিনি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারক ছিলেন বা আছেন অথবা রাজ্য সরকারের সচিবের পদ অপেক্ষা নিচে নয় এরূপ পদাধিকারি ছিলেন বা আছেন।

(১এ) সমবায় সমিতিসমূহের অতিরিক্ত নিবন্ধকের নিম্নপদমর্যাদা সম্পন্ন নন রাজ্য সরকারের সমবায় অধিকারের এমন একজন আধিকারিককে রাজ্য সরকার সমবায় কৃত্য নিয়োগাধিকারের সম্পাদক হিসাবে নিয়োগ করবেন।

(২) সভাপতি তিন বৎসরের জন্য পদে থাকবেন তবে রাজ্য সরকার অনধিক এক বৎসর পর্যন্ত তার কার্যকাল বাড়িয়ে দিতে পারেন।

(৩) নিয়মাবলীতে যেমন বলা হবে সেই ভাবে সভাপতির বেতন ও ভাতাদি নির্ধারিত হবে।

(৪) সমবায় কৃত্য নিয়োগাধিকারের অফিসার ও অন্যান্য কর্মীদের সংখ্যা, তাদের বেতন ও ভাতাদি, আচরণ, শৃংখলা ও নিয়ন্ত্রণসহ অনুরূপ অফিসার ও অন্যান্য কর্মীদের চাকরির সীমা ও শর্তাদি সমস্তই নিয়মাবলীতে বলা থাকবে।

(৫) সমবায় কৃত্য নিয়োগাধিকার, নিয়মাবলীতে যেমন বলা থাকবে সেই রকম পদ্ধতিতে পঞ্চম তফসিলে বর্ণিত সমবায় সমিতিসমূহের সংশ্লিষ্ট পদসমূহে নিয়োগের জন্য কর্মীদের বাছাই করবে।

(৬) সমবায় কৃত্য নিয়োগাধিকারের সুপারিশে যে সমস্ত কর্মীদের নিয়োগ করা হবে তাদের বিষয়ে সমস্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে এবং রাজ্য সরকার অন্যান্য যে সমস্ত বিষয় নির্দিষ্ট করে দেবেন সেই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি সমবায় সমিতি সমবায় কৃত্য নিয়োগাধিকারের সাথে পরামর্শ করবে।

(৭) সমবায় কৃত্য নিয়োগাধিকারের নির্বাচক কমিটি নিম্নলিখিতদের নিয়ে গঠিত হবে ঃ

(এ) সমবায় কৃত্য নিয়োগাধিকারের সভাপতি;

(বি) রাজ্য পর্যায় বা জেলা পর্যায়ের সমিতি, যেমনটি প্রাসঙ্গিক হবে তার একজন প্রতিনিধি; এবং

(সি) যে সমিতির জন্য কর্মচারী নির্বাচন করা হবে তার একজন প্রতিনিধি।

প্রকাশ থাকে যে, কোন রাজ্য পর্যায়ের সমিতির কর্মীদের নির্বাচনের জন্য নির্বাচক কমিটি নিম্নলিখিতদের নিয়ে গঠিত হবে—

(এ) সমবায় কৃত্য নিয়োগাধিকারের সভাপতি;

(বি) যে সমিতির জন্য কর্মচারী নির্বাচন করা হবে সেই রাজ্য পর্যায়ের সমবায় সমিতির একজন প্রতিনিধি; এবং

(সি) রাজ্য সরকারের সমবায় অধিকার থেকে নিবন্ধক কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মী যিনি পূর্বোক্ত সংশ্লিষ্ট রাজ্য পর্যায়ের সমবায় সমিতির কাজকর্ম সম্পর্কে অভিজ্ঞ।

নিয়ম—৬৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

সমবায় সমিতিসমূহের কর্তব্য ও দায়িত্ব (Duties and Obligations of Co-operative Societies) :

৩৯। সমবায় সমিতির ঠিকানা (Address of Co-operative Society):

সমবায় নিয়মাবলী অনুযায়ী প্রত্যেক সমবায় সমিতির নিবন্ধিত ঠিকানা থাকবে। এই ঠিকানাতে সমিতির কাছে সমস্ত নোটিস পাঠাতে হবে ও সবরকম যোগাযোগ করতে হবে। এই ঠিকানার কোন পরিবর্তন হলে পরিবর্তনের তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে নিবন্ধক; অর্থপ্রদায়ী ব্যাংক থাকলে অর্থপ্রদায়ী ব্যাংক এবং ঠিকানা পরিবর্তনকারী সমিতি যে সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ করেছে সেই সমিতিকে লিখিত নোটিসের মাধ্যমে পরিবর্তিত ঠিকানা সম্পর্কে জানাতে হবে।

নিয়ম—৬৭

৪০। সদস্যদের পরিদর্শনের জন্য খাতাপত্র ও দস্তাবেজ উন্মুক্ত রাখা (Books and Documents to be open to inspection by Members) :

বিনামূল্যে সদস্যদের পরিদর্শনের জন্য প্রত্যেকটি সমবায় সমিতি, তার ঠিকানায় অফিসের কাজের সময়ে নিয়মাবলীতে বর্ণিত খাতাপত্র ও দস্তাবেজ উন্মুক্ত রাখবে। নিয়মাবলীতে নির্দিষ্ট ফি দেওয়ার পর সংশ্লিষ্ট খাতাপত্র ও দস্তাবেজের প্রমাণিত প্রতিলিপি সদস্যদের দিতে হবে।

নিয়ম—৬৮, ২৩১, ২৩৩

৪১। রাজ্য এবং আঞ্চলিক সমবায় ইউনিয়নে সম্বন্ধন (Affiliation to State and Regional Co-operative Unions) :

(১) নিয়মাবলীতে নির্দিষ্ট সম্বন্ধন ফি, পর্যায়ক্রমিক ফি, চাঁদা বা অংশগত মূলধনের অংশ ক্রয়, যেমনটি প্রয়োজন হবে, সেইরূপ অর্থ দেওয়ার পর প্রত্যেক সমবায় সমিতিকে রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন বা জেলা সমবায় ইউনিয়ন এবং কেন্দ্রীয় সমিতি বা শীর্ষ সমিতিকে সম্বন্ধভুক্ত হতে হবে এবং প্রত্যেক সমবায় সমিতিকে

এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে যাতে তারা সম্বন্ধিভুক্ত (ফেডারেল) সমবায় সমিতি সমূহের উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক হয়।

(২) নিয়মাবলীর বিধান মোতাবেক অনধিক ৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানাসহ শাস্তি ১ নম্বর উপধারায় বর্ণিত বিধান অমান্যকারিকে দেওয়া হতে পারে।

নিয়ম—৭১

৪২। সমবায় সমিতির কাজে লোক নিয়োগ (Appointment of persons in the service of a Co-operative Society):

(১) আইন বা নিয়মাবলী অনুযায়ী সমবায় সমিতিকে তার কর্তব্য পালন এবং কার্যাবলী সম্পাদন করতে সাহায্য করার জন্য নিবন্ধক যে রকম মঞ্জুর করবেন সেইমত অফিসার ও অন্যান্য কর্মচারিদের ৩৮ (৫) উপধারার বিধান বজায় রেখে, সমবায় সমিতি নিয়োগ করবে। নিবন্ধক এ বিষয়ে অনুমতি দেবেন এবং অনুমতি না দিলে সমিতি কর্তৃক প্রস্তাব দাখিলের তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে অনুমতি না দেওয়ার কারণ সমবায় সমিতিকে জানাবেন। যদি ঐ সময়ের মধ্যে সমিতিকে খবর না দেওয়া হয় তাহলে ধরে নেওয়া হবে নিবন্ধক অনুমতি দিয়েছেন। সমবায় সমিতির অফিসার এবং অন্যান্য কর্মচারিদের যোগ্যতা এবং চাকরির শর্তাদি নিয়মাবলী অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

ধারা—৩৮/নিয়ম—৬৯, ১০৬ থেকে ১০৮

(২) (এ) নিয়মাবলীতে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর সমবায় সমিতিসমূহ খাতাপত্র এবং রেজিস্টার রাখবে।

(বি) পূর্বোক্ত খাতাপত্র এবং রেজিস্টার নিয়মাবলীতে যে রকম বলা থাকবে সেইরূপ ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে সেইরূপ পদ্ধতিতে রাখা হবে। নিবন্ধক বা তার দ্বারা এই মর্মে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি চাইলে যদি কোন ব্যক্তি খাতাপত্র এবং রেজিস্টার দাখিল করতে না পারে তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়মাবলীর বিধান মোতাবেক অনধিক ৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানাসহ শাস্তি দেওয়া হতে পারে।

নিয়ম—৬৯, ৭০, ৭৪, ৭৫, ৭৬

৪৩। কর্জ গ্রহণের উপর বিধিনিষেধ (Restrictions on Borrowings):

নিয়মাবলীতে বর্ণিত সীমা এবং শর্ত অনুসারে কোন সমবায় সমিতি আমানত

ও কর্জ গ্রহণ করতে পারে।

নিয়ম—৭৯ থেকে ৮২, ১০৫, ১৪৬

৪৪। ঋণপত্র বিক্রয় (Issue of Debentures):

(১) নিয়মাবলীতে বর্ণিত সময়কালের জন্য এক বা একাধিক শ্রেণীর ঋণপত্র বিক্রয় বা পুনর্বিক্রয় করে কোন সমবায় সমিতি ঋণ গ্রহণ করতে পারে। রাজ্য সরকারের সুস্পষ্ট অনুমতি না থাকলে অনুরূপ ঋণপত্র বিক্রয় বা পুনর্বিক্রয় করা যাবে না।

(২) ঋণপত্রে উল্লিখিত আসল এবং সুদ সম্পর্কে রাজ্য সরকার প্রত্যাভূতি (গ্যারেন্টি) দেবেন। এ সম্পর্কে রাজ্য সরকার শর্তাদি প্রণয়ন করতে পারেন। ঋণপত্রের ক্রেতারদের কাছে সমবায় সমিতির দায়িত্ব পূরণ করার জন্য রাজ্য সরকার, নিবন্ধক বা অন্য কোন ব্যক্তিকে অছি (ট্রাস্টি) হিসাবে নিয়োগ করবেন। এইভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত অছি ১৮৮২ সালের ভারতীয় অছি আইনে বর্ণিত অছির ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কার্যাবলী সম্পাদন করবেন।

(৩) এক নম্বর উপধারা অনুযায়ী বিক্রিত ঋণপত্র সমূহকে ১৮৮২ সালের ভারতীয় অছি আইনের ২০ ধারার মর্ম অনুযায়ী প্রতিভূতি (সিকিউরিটিস্) হিসাবে বিবেচনা করার জন্য রাজ্য সরকার নির্দেশ দিতে পারেন। ঋণপত্রে বয়ান প্রস্তুত এবং তার কোন আনুষঙ্গিক পরিবর্তন করতে হলে রাজ্য সরকারের পূর্ব অনুমোদন নিতে হবে।

নিয়ম—৮৩, ১০০

৪৫। ঋণপত্র বিক্রয়ে সমবায় সমিতির পরিসম্পৎ অছির উপর ন্যস্তকরণ (Vesting of Assets of Co-operative Society in the Trustees upon issue of Debenture):

৪৪ (১) নম্বর উপধারা অনুসারে ঋণপত্র বিক্রয়ের পর সমবায় সমিতির পরিসম্পৎ (পরিগ্রহ, স্বত্ব-নিয়োগ বা হস্তান্তরের মাধ্যমে অর্জিত বন্ধকসহ) অছির উপর ন্যস্ত হবে। সমবায় সমিতির অনুরূপ সমস্ত পরিসম্পদের (সমবায় সমিতির বা অছির তত্ত্বাবধানে স্থিত এবং বন্ধকের অধীনে প্রদত্ত অর্থ সমেত) এবং অন্যান্য সমস্ত সম্পত্তির উপর ঋণপত্রের ক্রেতাদের প্রবাহী প্রভার (ফ্লোটিং চার্জ) থাকবে।

নিয়ম—৮৩

৪৬। তমসুক প্রদান (Issue of Bonds) :

(১) এই আইনের অন্যত্র যা-ই বলা হোক না কেন রাজ্য সরকারের পূর্ব অনুমতি নিয়ে কোন সমবায় ঋণদান সমিতি তার উপবিধির বিধান অনুযায়ী এবং সময়ে সময়ে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত উপদেশ বা নির্দেশ মোতাবেক তমসুক প্রদানের মাধ্যমে অর্থ কর্জ করতে পারবে।

(২) তমসুকগুলি হবে প্রমিসরি নোটের মত এবং সে বাবদ অর্থ তমসুক প্রদানের তারিখ থেকে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত সময়কাল উত্তীর্ণ হলে পরিশোধ করতে হবে।

প্রকাশ থাকে যে, পূর্বোক্ত সময়কাল উত্তীর্ণ হওয়ার আগে যে কোন সময়ে তমসুকসমূহের ধারকদের পাওনা টাকা নির্দেশমত পদ্ধতিতে নোটিস দিয়ে বোর্ড পরিশোধ করে দিতে পারে।

(৩) ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের সাথে পরামর্শক্রমে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রয়োজনমত সংশোধনের পর ৪৪ নম্বর ধারার বিধানগুলি ৪৬ (১) উপধারার কর্জসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

নিয়ম—৮১

৪৭। কর্জদাদনের উপর বিধিনিষেধ (Restrictions on Lendings):

(১) একটি সমবায় সমিতি (নামিক সদস্য ব্যতিরেকে) কেবল তার সদস্যদের ঋণ দেবে। প্রকাশ থাকে যে, একটি সমবায় সমিতি নিবন্ধকের অনুমোদনক্রমে নিয়মাবলীতে বর্ণিত পদ্ধতিতে সদস্য নয় এমন কোন সমবায় সমিতিকে ঋণ মঞ্জুর করতে পারে ঃ

আরও প্রকাশ থাকে যে, সদস্য নয় এমন আমানতকারির মেয়াদি আমানতের জামিনে (সিকিউরিটি) কোন সমবায় সমিতি অগ্রিম দিতে পারে।

প্রাসঙ্গিকভাবে আরও বলা হচ্ছে যে, একটি সমবায় সমিতি নামিক সদস্যকে যে কোন সুস্পষ্ট জামিনে (টানজিবল্ সিকিউরিটি) অগ্রিম মঞ্জুর করতে পারে।

(২) একটি সমবায় সমিতি নিয়মাবলীতে বর্ণিত এমন অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বলতর সম্প্রদায়ের সদস্যকে সুবিধাজনক সুদের হারে এবং অপেক্ষাকৃত কম মাত্রার প্রত্যাভূতিতে ক্রিত শেয়ারের মূল্য নির্বিশেষে ঋণ মঞ্জুর করতে পারে।

নিয়ম—৮৫ থেকে ৯০, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১৪৭

৪৮। আর্থিক সাহায্যদানসংক্রান্ত রাজ্য সরকারের ক্ষমতা (Power of State Government to give Financial Assistance):

অন্য চালু আইনে যা-ই বলা থাকুক না কেন রাজ্য সরকার নিয়মাবলী মোতাবেক—

(এক) কোন সমবায় সমিতিকে ঋণ দিতে পারে, তার শেয়ার কিনতে পারে বা অন্যভাবে তাকে আর্থিক সাহায্য দিতে পারে;

(দুই) কোন সমবায় সমিতি কর্তৃক ক্রীত অংশগত মূলধন এবং তার লভ্যাংশ রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে ফেরত সম্পর্কে প্রত্যাভূতি দিতে পারে; এবং

(তিন) কোন সমবায় সমিতিকে দেওয়া ঋণ এবং অগ্রিমকের আসল পরিশোধ এবং সুদ প্রদান সম্পর্কে প্রত্যাভূতি দিতে পারে।

নিয়ম—৮৪

৪৯। রাজ্য সরকারের নির্দেশ জারির ক্ষমতা (Power of State Government to issue Directive):

রাজ্য সরকার যে কোন সময়ে, কোন সমবায় সমিতি বা শ্রেণীভুক্ত সমবায় সমিতিসমূহকে বক্তব্য বলার সুযোগ দিয়ে তার নির্দেশিত আদেশমত নীতি সংশোধনের জন্য বা সংশ্লিষ্ট সমিতির বা শ্রেণীভুক্ত সমবায় সমিতিসমূহের বা সামগ্রিকভাবে সমবায় আন্দোলনের স্বার্থে রাজ্য সরকার যে রকম ব্যবস্থা নিতে বলা প্রয়োজন বা উচিত বলে মনে করবেন সে রকম ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কারণ লিপিবদ্ধ রেখে নির্দেশ জারি করতে পারবেন।

৫০। তামাদি (Limitation) :

১৯৬৩ সালের ভারতীয় তামাদি আইনে যা-ই বলা থাকুক না কেন ঋণী সদস্যের বা সমিতির সাথে লেনদেনকারী অপর কোন ব্যক্তির কাছ থেকে কোন সমবায় সমিতির সুদসহ পাওনা টাকা আদায়ের জন্য মামলা দায়ের করার ক্ষেত্রে তামাদির সময় সদস্যের ক্ষেত্রে মৃত্যু বা সদস্যপদ অবসানের দিন থেকে বা যেমন প্রাসঙ্গিক হবে লেনদেনকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে মৃত্যু বা সদস্যপদ অবসানের দিন থেকে বা যেমন প্রাসঙ্গিক হবে লেনদেনকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে মৃত্যু বা লেনদেন বন্ধের দিন থেকে গণনা করা হবে।

নিয়ম—৮৮

৫১। সমবায় সমিতির পাওনা টাকার উপর প্রথম প্রভার (Debts due to Co-operative Societies to be First Charge) :—

(১) অন্য চালু আইনে যা-ই বলা থাকুক না কেন ১৯৭৩ সালের পশ্চিবঙ্গীয় এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট অপারেশন্স অ্যাক্টের বিধান এবং ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত রাজ্য সরকারের দাবি সাপেক্ষে কোন সমবায় সমিতির সদস্য বা অতীত সদস্য বা মৃত সদস্যের কাছ থেকে সমবায় সমিতির পাওনা ঋণ বা অনাদায়ী টাকার দাবিই প্রথম প্রভার (চার্জ) বলে বিবেচ্য হবে। আর এই প্রভার (চার্জ) নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উপর পড়বে—জমি, শস্য বা অন্যান্য কৃষিপণ্য, গবাদি গৃহপালিত পশু, পশুখাদ্য, কৃষি বা শিল্পের সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, তৈরি সামগ্রী, বাড়ি বা ইমারত বা তার কোন অংশ যা সদস্য বা অতীত সদস্য বা মৃত সদস্যের সম্পত্তির অঙ্গীভূত, যেমনটি প্রাসঙ্গিক হবে।

(২) যে সমবায় সমিতির অনুকূলে প্রভার সৃষ্টি হয়েছে তার অগ্রিম লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে ১ নম্বর উপধারায় বর্ণিত যে সম্পত্তিব উপর প্রভার পড়েছে তা কোন ব্যক্তি হস্তান্তর করতে পারবে না।

(৩) অন্য চালু আইনে যা-ই বলা থাকুক না কেন, ২ নম্বর উপধারার বিধান লংঘন করে কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করা হলে তা অবৈধ বলে বিবেচিত হবে।

(৪) সমবায় সমিতি কর্তৃক ঋণ মঞ্জুরির পর ১৮৮৩ সালের ল্যাণ্ড ইমপ্রুভমেন্ট লোন্স অ্যাক্ট বা ১৮৮৪ সালের এগ্রিকালচারিস্টস্ লোন্স অ্যাক্টের আওতায় প্রদত্ত ঋণ থেকে উদ্ভূত রাজ্য সরকারের দাবির ভিত্তিতে এক নম্বর উপধারামতে সৃষ্ট প্রভার প্রযোজ্য হবে।

৫২। কতকগুলি সমবায় সমিতি থেকে কর্জগ্রহণকারী সদস্যদের স্থাবর সম্পত্তির উপর প্রভার (Charge on Immovable property of members borrowing from certain Co-operative Societies) :—

এই আইনে বা চালু অন্য আইনে যা-ই বলা থাকুক না কেন—

(এ) অধিকাংশ সদস্য কৃষিজীবী এমন সমবায় সমিতির সদস্য ঋণের জন্য আবেদন করলে, যদি সে জমির মালিক হয় বা প্রজা হিসাবে জমিতে তার স্বার্থ থাকে

তাহলে নিয়মাবলীতে বর্ণিত বয়ানে ঘোষণার মাধ্যমে উল্লিখিত জমি বা স্বার্থের উপর প্রভার সৃষ্টি করবে। সময়ে সময়ে সমিতির কাছ থেকে নেওয়া ঋণের বা ভবিষ্যতে যদি দেওয়া হয়, সেই ঋণের সুদ সহ আসল পরিশোধের বিষয়ে এই প্রভার কার্যকর হবে;

(বি) সমবায় সমিতির কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে (এ) প্রকরণ অনুযায়ী ঘোষণাকে সদস্য যে কোন সময়ে পাল্টাতে বা বাতিল করতে পারবে;

(সি) সুদ সহ ঋণের টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত (এ) প্রকরণ অনুযায়ী প্রভার সৃষ্ট জমি বা স্বার্থকে সদস্য হস্তান্তর করতে পারবে না;

তবে (এ) প্রকরণ অনুযায়ী সৃষ্ট প্রভার থেকে জমি বা স্বার্থের কোন অংশকে যদি (ঈ) প্রকরণ অনুযায়ী মুক্ত করা হয় তাহলে এই প্রকরণের উল্লিখিত কোন বিধান কার্যকর হবে না।

(ডি) যদি কোন হস্তান্তর '(সি)' প্রকরণ ভঙ্গ করে করা হয় তাহলে তা হবে অবৈধ;

(ঈ) যদি কোন সদস্য ঋণ বাবদ পাওনার একটি অংশ পরিশোধ করে এবং (এ) প্রকরণ অনুসারে সৃষ্ট প্রভার থেকে জমি বা স্বার্থকে মুক্ত করার আবেদন জানায় তা হলে সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা রাজ্য সমবায় ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট ইউনিট, যার কাছে সমিতিটি ঋণী তার অনুমোদন নিয়ে বকেয়া ঋণ ও সুদের জামিনের বিষয় মনে রেখে বিবেচনামত জমি বা স্বার্থকে মুক্ত করতে পারে।

নিয়ম—৯১

৫৩। গেহাণ দ্বারা ঋণ (Loan by Gehan) :—

(১) এই আইনে বা চালু অন্য আইনে যা-ই বলা হোক না কেন, যদি কোন সদস্য জমির বা কোন স্থাবর সম্পত্তির মালিক হয়ে বা জমির কোন স্বার্থে জড়িয়ে থেকে বা অন্যভাবে জমির আইনানুগ তত্ত্বাবধানে (ভাগচাষী সমেত) থেকে ৫২ ধারা মতে ঋণ না নিয়ে সমবায় ঋণদান সমিতিব কাছে ঋণের আবেদন করে তাহলে তাকে নিয়মাবলীতে বর্ণিত বয়ানে সমবায় ঋণদান সমিতির অনুকূলে বিশেষ প্রভার

(স্পেশাল চার্জ) সৃষ্টি করতে হবে যাকে গেহাণ বলা হবে। সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতি অনুরূপ আবেদনের ভিত্তিতে যে ঋণ দিয়েছে বা ভবিষ্যতে যে ঋণ দেবে এবং সময়ে সময়ে অন্যান্য যে ঋণ দেবে তা সুদসহ পরিশোধের জন্য বিশেষ প্রভার ন্যস্ত থাকবে ঘোষণাপত্রে বর্ণিত জমি বা অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি বা স্বার্থের উপর। অবশ্য সমস্ত ঋণের আসল ও সুদ মিলিয়ে দেয় মোট টাকা সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত সর্বোচ্চসীমা অতিক্রম করবে না। ঋণের টাকা অনাদায় হলে কোন প্রকার আদালতের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে প্রভারযুক্ত সম্পত্তি বিক্রি করার সুস্পষ্ট অধিকার সমবায় ঋণদান সমিতির অনুকূলে দিয়ে দিতে হবে। গেহাণ সম্পাদনের দিন থেকেই কার্যকর হবে।

(২) ১৯০৮ সালের নিবন্ধন আইনে যাই বলা থাকুক গেহাণ নিবন্ধনের প্রয়োজন হবে না ঃ

তবে ঋণ শোধের জন্য গেহাণ প্রাথমিক সমবায় ঋণদান সমিতির অনুকূলে সম্পাদিত হলে প্রাথমিক সমবায় ঋণদান সমিতির ম্যানেজার বা সমবায় আইনের ২৮ ধারা অনুসারে রাজ্য সরকার বা নিবন্ধক কর্তৃক প্রেরিত কোন আধিকারিক বা প্রাথমিক সমবায় ঋণদান সমিতিকে ঋণদানকারী অর্থপ্রদায়ী ব্যাংক গেহাণের একটি প্রতিলিপি নিবন্ধন আধিকারিকের নিকট পাঠাবেন যার অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে ঋণ বা তার অংশ বিশেষ বা অন্যান্য সম্পত্তি রয়েছে। নিবন্ধন আধিকারিক উক্ত প্রতিলিপিটি ১৯০৮ সালের নিবন্ধন আইনের ৫১ ধারা মতে নির্দিষ্ট এক নম্বর বুকে নথিভুক্ত করে রাখবেন।

(৩) আইনের ২৮ ধারামতে রাজ্য সরকার বা নিবন্ধক কর্তৃক প্রেরিত আধিকারিক প্রয়োজনবোধে এক নম্বর উপধারা মতে প্রদত্ত ঘোষণাকে দৃঢ়রূপে বলা বা শপথ করিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে শপথ বাক্য পাঠ করাবেন।

(৪) গেহাণটি ঘোষিত সম্পত্তির উপর স্বার্থসৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে এবং উক্ত সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত কোন ব্যক্তির মনোযোগ আকর্ষণের কাজও করবে।

(৫) ৫২ ধারার (বি) (সি) এবং (ডি) প্রকরণের বিধান গেহাণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। ১১০, ১১৩ এবং ১১৪ ধারার বিধান প্রাসঙ্গিক পরিবর্তনসহ গেহাণের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে।

নিয়ম—৯২

৫৪। সেল অফিসারের নিয়োগ (Appointment of Sale Officer) :—

৫৩ ধরা অনুসারে বিক্রয়ের কাজ সমাধা করার জন্য নিবন্ধক একজন সেল

অফিসার নিয়োগ করবেন। নিয়মাবলীতে বর্ণিত পদ্ধতিতে সেল অফিসার বিক্রয়ের কাজ পরিচালনা করবেন।

নিয়ম—৯৯

৫৫। বিক্রয়লব্ধ অর্থের সদ্ব্যবহার (Utilisation of the Sale proceed):—

৫৪ ধারা অনুসারে বিক্রয়ের পর বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে প্রথমে ভূমি রাজস্ব বা সরকারি অন্য কোন পাওনা থাকলে তা মিটিয়ে দিতে হবে। তারপর দিতে হবে ভূমি উন্নয়ন ব্যাংকের ঋণের বাকি টাকা এবং বিক্রয়ের খরচ সমেত সমিতির পাওনা। তারপর অন্য কোন পাওনাদার থাকলে তাকে দেওয়া হবে এবং অবশিষ্টাংশ যদি কিছু থাকে তা দেওয়া হবে ঋণ গ্রহীতাকে।

৫৬। যারা সদস্য নয় তাদের উপর জল অভিকর ও বাঁধ সুরক্ষার অভিকর ধার্য (Levy of water rate and embankment protection rate on non-members) :—

(১) সদস্যদের জমিতে সেচ ও বাঁধ সুরক্ষার সুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে গঠিত সমবায় সমিতি, সদস্য না হলেও শতকরা চল্লিশ ভাগের কম নয় এমন সেচযোগ্য কৃষি জমির অধিকারীদের উপর জল অভিকর ও বাঁধ সুরক্ষার অভিকর ধার্য করতে পারে। কোন্ পরিস্থিতিতে এবং কী হারে এই অভিকর ধার্য হবে তা নিয়মাবলীতে বলা থাকবে।

(২) জোত জমির একীকরণের মাধ্যমে কৃষিখামার গঠন যার উদ্দেশ্য এমন সমবায় সমিতি সদস্য বহির্ভূত কৃষি জমির মালিককে নিয়মাবলীতে বর্ণিত পরিস্থিতি এবং শর্তে সদস্যভুক্ত করতে পারে।

নিয়ম—৯৩, ৯৪, ৯৫

৫৭। শেয়ার বা স্বার্থের উপর প্রভার ও উশুল (Charge and set-off of shares and interests) :—

(১) সমবায় সমিতিতে কোন সদস্যের বা অতীত সদস্যের বা মৃত সদস্যের, যেমনটি দেখা যাবে, যদি ধার দেনা থাকে তাহলে সমিতিতে সদস্যের (অতীত বা মৃত সদস্যসহ) মূলধনের অংশের বা স্বার্থের উপর ও আমানতের উপর এবং লাভ থেকে সদস্যকে বা অতীত সদস্যকে বা মৃত সদস্যের সম্পত্তিতে যে অর্থ দিতে হবে তার উপর সমবায় সমিতির প্রভার (চার্জ) থাকবে।

(২) সমবায় আইনের ৮০ থেকে ৮৪ ধারায় বর্ণিত বিধান এবং নিয়মাবলী ও উপবিধির বিধান সাপেক্ষে কোন সমবায় সমিতি ১ নম্বর উপধারায় বর্ণিত কর্জ আদায় প্রসঙ্গে সদস্যের বা অতীত সদস্যের বা মৃত সদস্যের উদ্দেশ্যে জমাকৃত (ক্রেডিটেড্) বা দেয় (পেয়েবেল) যে কোন পরিমাণ অর্থ আটক করে উশুল করতে পারে।

৫৮। সদস্য এবং জামিনদারদের কাছ থেকে সমিতির পাওনা টাকা আদায় (Deduction of dues to Co-operative Societies from members and sureties) :—

(১) সমবায় সমিতির কোন সদস্য এই মর্মে সমবায় সমিতির অনুকূলে চুক্তি সম্পাদন করতে পারে যে, তার নিয়োগকর্তা তার পাওনা বেতন বা মজুরি এবং অবসরকালীন আনুতোষিক (গ্রাচুইটি) বা মৃত্যু আনুতোষিক যা তার নিয়োগকর্তা দেবে তা থেকে, চুক্তিতে উল্লিখিত অর্থ সমবায় সমিতির দেনা মেটানোর জন্য সদস্যের বিরুদ্ধে সমবায় সমিতির দাবির ভিত্তিতে কেটে রাখতে পারবে।

(২) ১ নম্বর উপধারা অনুসারে চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর সমবায় সমিতির লিখিত আবেদনক্রমে এবং যতদিন পর্যন্ত ঋণ বা দাবি সম্পূর্ণ মেটানো হয়েছে বলে সমিতি না জানাচ্ছে ততদিন নিয়োগকর্তা চুক্তিমত টাকা কেটে রাখার তারিখ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে সমবায় সমিতিকে দিয়ে যাবে। ধরে নেওয়া হবে এইভাবে দেয় টাকা ১৯৩৬ সালের পেমেন্ট অফ্ ওয়েজেস্ অ্যাক্টের বিধান অনুসারে সমিতিকে দেওয়ার তারিখে মজুরির অংশ হিসাবে দেওয়া হয়েছে।

(৩) নিয়োগকর্তা যদি ২ নম্বর উপধারা মতে টাকা কেটে রাখতে ব্যর্থ হয় বা সমিতিকে টাকা দিতে খেলাপ করে তাহলে বার্ষিক শতকরা ১২ টাকা হারে সুদ সহ নিয়োগকর্তা সমিতির পাওনা মিটিয়ে দিতে বাধ্য হবে। নিয়োগকর্তার কাছ থেকে সমবায় সমিতি সমস্ত টাকাটাই বকেয়া ভূমি রাজস্ব হিসাবে আদায় করতে পারবে এবং এই অর্থ নিয়োগকর্তার দায়িতার ক্ষেত্রে বকেয়া মজুরি প্রদানের মতই অগ্রগণ্যতা পাবে।

৫৯। সমবায় সমিতির শেয়ার ও ঋণপত্র এবং সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক বা প্রাথমিক সমবায় সমিতির বন্ধকি দলিল সংক্রান্ত সাধনপত্রসমূহের বাধ্যতামূলক নিবন্ধন থেকে অব্যাহতি (Exemption from compulsory registration of instruments relating to shares and debentures of Co-operative Society and mortgage deeds executed in favour

of Co-operative Land Development Bank or Primary Co-operative Society) :—

(১) ১৯০৮ সালের নিবন্ধন আইনের ১৭(১) উপধারার 'বি' এবং 'সি' প্রকরণে বর্ণিত কোন বিধান নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না ঃ—

(এ) সমবায় সমিতির শেয়ারসংক্রান্ত কোন সাধনপত্র; বা

(বি) কোন স্থাবর সম্পত্তির উপর অধিকার, মালিকানা বা স্বার্থের সৃষ্টি, ঘোষণা, স্বত্বনিয়োগ, সঙ্কোচন বা নিঃশেষ না করে সমবায় সমিতির বিক্রিত ঋণপত্র। অবশ্য নিবন্ধিত সাধনপত্র মারফত সমবায় সমিতি তার যে স্থাবর সম্পত্তির বা তার স্বার্থের সমস্ত বা অংশবিশেষ অছির কাছে ন্যাসের (ট্রাস্ট) মাধ্যমে ঋণপত্র ক্রেতাদের সুবিধার্থে বন্ধক, অর্পণ বা অন্যভাবে হস্তান্তর করেছে ঋণপত্রের ক্রেতাদের কাছে তা শুধুমাত্র জামানত হিসাবে কাজ করবে; বা

(সি) সমবায় সমিতির বিক্রিত ঋণপত্রের উপর কোন পৃষ্ঠাংকন, বা তার হস্তান্তর

(২) ১৯০৮ সালের নিবন্ধন আইনে যা-ই হ'ক না কেন সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক বা সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য কৃষিজীবী এমন প্রাথমিক সমবায় সমিতির অনুকূলে সম্পাদিত বন্ধকি দলিল নিবন্ধনের প্রয়োজন হবে না ঃ

প্রকাশ থাকে যে, কোন ভূমি উন্নয়ন ব্যাংকের বা প্রাথমিক সমবায় সমিতিকে ঋণদানকারী অর্থপ্রদায়ী ব্যাংকের ম্যানেজার বা ২৮ ধারা মতে রাজ্য সরকার বা নিবন্ধক কর্তৃক প্রেরিত কোন অফিসার নিয়মাবলীতে বর্ণিত পদ্ধতি এবং সময়ের মধ্যে বন্ধকি দলিলের একটি প্রতিলিপি নিবন্ধন আধিকারিকের নিকট পাঠাবেন যার অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে স্থাবর সম্পত্তির সবটুকু বা অংশ বিশেষ রয়েছে। নিবন্ধন আধিকারিক উক্ত প্রতিলিপিটি ১৯০৮ সালের নিবন্ধন আইনের ৫১ ধারা মতে নির্দিষ্ট এক নম্বর বুকে নথিভুক্ত করে রাখবেন।

নিয়ম—৯৬

৬০। **শুল্ক, মাসুল প্রভৃতি মার্জনা এবং অগ্রাধিকার ও অব্যাহতি দেওয়ার ক্ষমতা (Power to remit duties, fees, etc. and to grant preference and exemption) :—**

(১) যে কোন চালু আইন অনুযায়ী দেয় কর, উপকর বা মাশুল মার্জনার এক্তিয়ার

যদি রাজ্য সরকারের থাকে তাহলে কোন সমবায় সমিতি বা কোন শ্রেণীভুক্ত সমবায় সমিতিসমূহের বা সমবায় সমিতির সদস্যের ক্ষেত্রে অনুরূপ কর, উপকর বা মাশুল সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশ বলে রাজ্য সরকার মকুব করতে পারেন।

(২) রাজ্য সরকার প্রজ্ঞাপনের দ্বারা নিম্নলিখিতগুলি মার্জনা করতে পারেন ঃ

(এ) (সংবিধানের সপ্তম তফসিলের এক নম্বর লিস্টের ৯১ বা ৯৬ নম্বর এন্ট্রির আওতাভুক্ত স্ট্যাম্প ডিউটি ব্যতিরেকে অন্য স্ট্যাম্প ডিউটি) কোন সমবায় সমিতি বা কোন শ্রেণীভুক্ত সমবায় সমিতির কাজকর্মের ক্ষেত্রে কোন সমবায় সমিতি বা শ্রেণীভুক্ত সমবায় সমিতিসমূহ বা তার কোন অফিসার বা সদস্য কর্তৃক বা পক্ষে বা অনুকূলে সম্পাদিত সাধনপত্রে স্ট্যাম্প ডিউটি মকুব হতে পারে যেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অনুরূপ মকুব না হলে সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতি বা শ্রেণীভুক্ত সমবায় সমিতিসমূহ বা তার অফিসার বা সদস্যকেই চালু আইনের বিধান মোতাবেক উক্ত সাধনপত্র সংক্রান্ত নির্দিষ্ট স্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হচ্ছে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, সমবায় আবাসন সমিতির সদস্যের অনুকূলে বন্টিত বা হস্তান্তরিত জমির প্লট বা বাড়ি বা কোন বিল্ডিং এর প্রকোষ্ঠের (অ্যাপার্টমেন্ট) মূল্য তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা অতিক্রম করলে ঐ অতিক্রান্ত অতিরিক্ত টাকার ওপর দেয় স্ট্যাম্প ডিউটির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সদস্য কোন ছাড় পাবেন না; এবং

(বি) চালু যে কোন আইন অনুসারে কোন দলিল নিবন্ধনের জন্য কোন সমবায় সমিতি বা শ্রেণীভুক্ত সমবায় সমিতিসমূহ বা সমবায় সমিতির সদস্য কর্তৃক দেয় মাশুল।

প্রকাশ থাকে যে, সমবায় আবাসন সমিতির সদস্যের অনুকূলে বন্টিত জমির প্লট বা বাড়ি বা কোন বিল্ডিং- এর প্রকোষ্ঠের (অ্যাপার্টমেন্ট) মূল্য তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা অতিক্রম করলে ঐ অতিক্রান্ত অতিরিক্ত টাকার ওপর দেয় দলিল নিবন্টনের ফি এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সদস্য কোন রেহাই পাবেন না।

(৩) অন্য চালু আইনে যা-ই বলা থাকুক না কেন, রাজ্য সরকার সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশ বলে নিয়মাবলীতে বর্ণিত বিধান মোতাবেক অগ্রাধিকার এবং অব্যাহতি দিতে পারবেন।

নিয়ম—৯৭, ২৩৩

৬১। সমবায় সমিতি এবং তার ঋণদাতার মধ্যে আপস বা বন্দোবস্ত (Compromise or arrangement between Co-operative Society and its Creditor) :—

নিয়মাবলীর বিধানে বর্ণিত পদ্ধতি এবং নিবন্ধকের অগ্রিম অনুমোদন ব্যতিরেকে সমবায় সমিতির সাথে তাব ঋণদাতার কোন আপস বা বন্দোবস্ত হবে না।

নিয়ম—৯৮

সপ্তম অধ্যায়

বিভিন্ন সমবায় সমিতির সম্পত্তি এবং তহবিলসমূহ (Properties and Funds of Co-operative Societies) :—

৬২। তহবিলসমূহের বিনিয়োগ (Investment of Funds) :—

একটি সমবায় সমিতি নিম্নলিখিতভাবে তার তহবিলের টাকা বিনিয়োগ করতে পারে বা আমানত হিসাবে রাখতে পারে ঃ

(এ) কোন সরকারি সঞ্চয়ী ব্যাংকে; বা

(বি) ১৮৮২ সালের ভারতীয় অছি আইনের ২০ ধারায় বর্ণিত যে কোন লগ্নিপত্রে; বা

(সি) রেজিস্ট্রারের অগ্রিম অনুমোদন নিয়ে অন্য কোন সমবায় সমিতির শেয়ার বা ডিবেঞ্চার বা লগ্নিপত্রে এবং নিয়মাবলী বর্ণিত পদ্ধতি মোতোবেক ঃ

তবে কোন প্রাথমিক সমিতি যদি কোন কেন্দ্রীয় বা শীর্ষ সমিতির শেয়ার বা ডিবেঞ্চারে বিনিয়োগ করে তা হলে রেজিস্ট্রারের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে না। আবার কোন কেন্দ্রীয় বা শীর্ষ সমিতি যদি কোন প্রাথমিক সমিতির শেয়ার বা ডিবেঞ্চারে বিনিয়োগ করে তাহলেও রেজিস্ট্রারের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে না; বা

(ডি) নিয়মাবলীতে অন্য যে পদ্ধতি বলা হবে সেই পদ্ধতিতে।

নিয়ম—১০৯

৬৩। সমবায় শিক্ষা তহবিল (Co-operative Education Fund) :—

(১) সমবায় শিক্ষা তহবিল নামে একটি তহবিল গঠন করা হবে। নিয়মাবলীতে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়মাবলী বর্ণিত পদ্ধতিতে এই তহবিল পরিচালিত হবে। প্রত্যেক সমবায় সমিতি প্রতিটি সমবায় বৎসরের লাভের নিয়মাবলী নির্দিষ্ট অংশ এই শিক্ষা তহবিলে দান করবে।

(২) ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সমবায় উন্নয়ন তহবিলের সমস্ত উল্লেখকে বর্তমান আইনের আওতায় প্রতিষ্ঠিত সমবায় শিক্ষা তহবিলের উল্লেখ হিসাবে ধরে নিতে হবে।

নিয়ম—১১৫

৬৪। কু-ঋণ তহবিল (Bad Debt Fund) :—

(১) সমবায় বৎসরের নিট লাভের কমপক্ষে শতকরা ১৫ ভাগ টাকা দিয়ে প্রত্যেক সমবায় সমিতি কু-ঋণ তহবিল সৃষ্টি করবে। অডিট কর্তৃক প্রদর্শিত কু-ঋণের আকারে যদি সমিতির বাইরের কোন দায়িতা না তাকে তাহলে এই তহবিলের টাকা সমিতির ব্যবসায় বা নিয়মাবলীতে বর্ণিত অন্যান্য পদ্ধতিতে সদ্ব্যবহার করা যাবে।

নিয়ম—১১০

৬৫। সংরক্ষিত তহবিল (Reserve Fund) :—

প্রতি সমবায় বৎসরে নিট লাভের কমপক্ষে শতকরা ১০ ভাগ টাকা প্রত্যেক সমবায় সমিতি সংরক্ষিত তহবিলে রাখবে ঃ

প্রকাশ থাকে, সংরক্ষিত তহবিলের টাকা, জাতীয়কৃত ব্যাংক ও আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংকসহ সরকারি সঞ্চয় ব্যাংকে বা ১৮৮২ সালের ভারতীয় অছি আইনের ২০ ধারায় বর্ণিত যে কোন লগ্নিপত্রে বা নিয়মাবলীতে বর্ণিত পদ্ধতিতে সমিতির ব্যবসা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা যাবে।

নিয়ম—১১২

৬৬। কর্মচারিদের ভবিষ্যনিধি (Employees' Provident Fund) :—

১৯৫২ সালের এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফাণ্ডস্ অ্যাণ্ড মিস্লেনিয়াস প্রভিসন্স্ অ্যাক্টে যা-ই বলা হোক না কেন, সমবায় সমিতি তার সবসময়ের কর্মচারিদের কল্যাণের জন্য কর্মচারিদের দান এবং নিয়মাবলীতে নির্দিষ্ট হারে সমিতির দান নিয়ে কর্মচারিদের প্রভিডেন্ড ফাণ্ড গঠন করতে পারে। নিয়মাবলীতে বর্ণিত পদ্ধতিতে এই তহবিল পরিচালিত হবে।

নিয়ম—১১৩

৬৭। আনুতোষিক তহবিল (Gratuity Fund) :—

সমবায় সমিতি তার কর্মচারিদের কল্যাণের জন্য ১৯৭২ সালের পেমেন্ট অফ গ্রাচুইটি অ্যাক্টের বিধান অনুসারে আনুতোষিক তহবিল গঠন করতে পারে।

৬৮। মুনাফা বণ্টন (Distribution of Profit) :—

(১) এই আইনের ৬৩, ৬৪ ও ৬৫ ধারা এবং এই ধারার ২ নং উপধারার বিধান সাপেক্ষে সমবায় সমিতির কোন সমবায় বৎসরের নিট মুনাফা সদস্যদের মধ্যে বোনাস বা লাভাংশ হিসাবে বণ্টিত হবে।

(২) সমবায় নিয়মাবলীর শর্তাবলী সাপেক্ষে কোন সমবায় বৎসরের নিট লাভের অবশিষ্টাংশ, পূর্ববর্তী বৎসরের অবণ্টিত লাভ থাকলে তা সমেত নিয়মাবলীতে বর্ণিত পরিমাণে এবং শর্তে নিম্নলিখিত এক বা একাধিক উদ্দেশ্যে সদ্ব্যবহার করা যাবে—

(এ) সদস্যগণ কর্তৃক প্রদত্ত অংশগত মূলধনের উপর অনধিক শতকরা ১২ টাকা হারে লাভাংশ বণ্টন;

(বি) নিয়মাবলীতে বর্ণিত বা উপবিধিতে উল্লিখিত অন্যান্য বিশেষ তহবিলে দান;

(সি) ১৮৯০ সালের চ্যারিটেবল এনডাউমেন্ট অ্যাক্টের ২ নং ধারায় বর্ণিত কোন দাতব্য বিষয়ক উদ্দেশ্যে বা নিয়মাবলীতে বর্ণিত অন্যান্য উদ্দেশ্যে সমবায় বৎসরের নিট লাভের অনধিক শতকরা দশ টাকা দান।

নিয়ম—১১১, ১১৪, ১১৬

অষ্টম অধ্যায়

সদস্যপদের যোগ্যতা এবং সদস্যপদের বিশেষ অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য (Eligibility for Membership and Privileges, Liabilities and Obligations of Members) :—

৬৯। সমবায় সমিতির সদস্যপদের যোগ্যতা (Eligibility for Membership of Co-operative Society) :—

(১) নিয়মাবলী এবং উপবিধি সাপেক্ষে কোন সমবায় সমিতির সদস্য পদের যোগ্যতা নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের আছে ঃ

(এ) ১৮৭২ সালের ভারতীয় চুক্তি আইনের ১১ ধারা অনুসারে চুক্তি করতে সক্ষম এমন ব্যক্তি;

(বি) অন্য কোন সমবায় সমিতি;

(সি) রাজ্য সরকার;

(ডি) রাজ্য সরকারের সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশ বলে কোন সংঘ বা ব্যক্তি গোষ্ঠী (নিগমবদ্ধ হোক বা না হোক) বা কোন অর্থ প্রদায়ী ব্যাংক;

প্রকাশ থাকে যে, কোন ছাত্র প্রাসঙ্গিক আইন অনুযায়ী সাবালক না হলেও তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গঠিত সমবায় সমিতির সদস্যপদের যোগ্য হবে।

নিয়ম—১১৭, ১২৪

(২) কোন সমবায় সমিতির কর্মচারির যদি ১ নম্বর উপধারা মতে উক্ত সমিতির সদস্য হওয়ার যোগ্যতা থাকে তাহলে আবেদনক্রমে তাকে সদস্যভুক্ত করা হবে, তবে বোর্ডের পরিচালক নির্বাচনে ভোট দেওয়া বা বোর্ডের পরিচালক হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার বা অন্য কোন সমিতির জন্য ডেলিগেট নির্বাচনে ভোট দেওয়া বা ডেলিগেট হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার অধিকার তার থাকবে না ঃ

তবে শ্রমিক সদস্যদের নিয়ে গঠিত কোন সমবায় সমিতির কর্মচারির যদি ১ নম্বর উপধারা মতে উক্ত সমিতির সদস্য হওয়ার যোগ্যতা থাকে তাহলে আবেদনক্রমে তাকে সদস্যভুক্ত করা হবে এবং তার বোর্ডের পরিচালক নির্বাচনে ভোট দেওয়া বা বোর্ডের পরিচালক হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার বা অন্য কোন সমিতির জন্য ডেলিগেট নির্বাচনে ভোট দেওয়া বা ডেলিগেট হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার অধিকার থাকবে।

(৩) এই আইনের অন্যত্র বিপরীতে যা-ই বলা হ'ক না কেন কোন সমবায় সমিতি তার নিজের প্রয়োজনে যে কোন ব্যক্তিকে নামিক সদস্য হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে। সংশ্লিষ্ট নামিক সদস্য সমিতির পরিসম্পৎ বা মুনাফায় কোন অংশগ্রহণ করতে পারবে না - বোর্ডের পরিচালক পদে নির্বাচিত হতে পারবে না এবং সমবায় সমিতির সাধারণ সভায় উপস্থিত হতে পারবে না। তবে সংশ্লিষ্ট সমিতির উপবিধি অনুসারে অধিকার, সুবিধা ও দায়িত্ব তার থাকবে।

(৪) এই আইনের অন্যত্র বিপরীতে যাই বলা হোক না কেন একটি সমবায় সমিতি যুগল হিসাবে (Pairwise) যে কোন দুজন ব্যক্তিকে যুগ্ম-সদস্য রূপ গ্রহণ করতে

পারে এবং যুগ্মনামে একটি শেয়ার দিতে পারে।

সংশ্লিষ্ট সদস্যগণ নিয়মাবলীতে বর্ণিত পরিস্থিতি ব্যতিরেকে, সাধারণত সদস্যের অধিকার ও সুবিধাদি যুগ্মভাবে ভোগ করতে পারবে।

(৫) এক উপধারায় যা-ই বলা থাকুক না কেন, কোন কেন্দ্রীয় সমিতি ৩ উপধারা মতে নামিক (নমিন্যাল) সদস্য ব্যতিরেকে কোন একক ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে না। যারা ইতিপূর্বে একক ব্যক্তিসদস্য হিসাবে গৃহীত হয়েছেন তারা এই আইনের প্রয়োজনে নামিক সদস্য হিসাবে বিবেচিত হবেন ঃ

তবে কেন্দ্রীয় সমিতির বর্তমান ব্যক্তিসদস্যগণ সংশ্লিষ্ট সমিতিকে প্রদত্ত তিন মাসের নোটিসের ভিত্তিতে তাদের দেওয়া অংশগত মূলধন সমিতির কাছ থেকে প্রত্যাহার করে নিতে পারেন। অনুরূপ প্রত্যাহার মঞ্জুরের তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে অংশগত মূলধনের টাকা ফেরত দেওয়া হবে। তবে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের কাছ থেকে কর্জ বাবদ সমিতির কিছু পাওনা থাকলে তা তাদের অংশগত মূলধন থেকে সমিতি কেটে রাখবে।

৭০। **সদস্য হিসাবে গ্রহণ (Admission as Member) :—**

(১) এই আইনের ৬৯(১) উপধারা মতে সদস্যপদের যোগ্য এমন যে কোন ব্যক্তি নিয়মাবলীতে বর্ণিত বয়ানে এবং পদ্ধতিতে সদস্য হওয়ার জন্য সমিতির কাছে আবেদন জানাবে। এই আবেদনের একটি প্রতিলিপি আবেদনের তারিখে সমিতির নোটিস বোর্ডে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হবে। আবেদনকারির সদস্যপদ সম্পর্কে কোন সদস্যের যদি লিখিত আপত্তি থাকে তাহলে পূর্বোক্ত তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে সমবায় সমিতি তা গ্রহণ করবে। যদি কোন লিখিত আপত্তি আবেদনপ্রাপ্তির তারিখ থেকে সাত দিনের মধ্যে পাওয়া না যায় তাহলে আবেদন প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে সদস্যপদের আবেদন মঞ্জুর করা হবে।

নিয়ম—১৭, ১১৮

(২) ১ নম্বর উপধারায় বর্ণিত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত আপত্তি নিয়মাবলীতে বর্ণিত পদ্ধতিতে আপত্তি প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে।

নিয়ম—১১৯

(৩) নিষ্পত্তির তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে আবেদন প্রসঙ্গে সমবায় সমিতির

সিদ্ধান্ত আবেদনকারিকে জানাতে হবে। যদি কিছু জানানো না হয় তাহলে সমিতি কর্তৃক আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

(৪) সদস্যভুক্তির আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলে বা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে বলে বিবেচিত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিয়মাবলীতে বর্ণিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধকের কাছে অপিল করতে পারবে এবং নিবন্ধক তার বিবেচনামত নির্দেশ দেবেন আর এ বিষয়ে তার নির্দেশই হবে চূড়ান্ত। নিবন্ধকের যদি মনে হয় যে সমবায় সমিতি ৩ নম্বর উপধারা মোতাবেক আবেদন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ইচ্ছাকৃত ভাবে আবেদনকারিকে জানায় নাই তাহলে তিনি এ বিষয়ে তার বিবেচনা মত ব্যবস্থা নেবেন।

নিয়ম—১২০

(৫) ১, ২, ৩ এবং ৪ নম্বর উপধারায় যা-ই বলা হোক না কেন, কোন প্রাথমিক সমবায় ঋণদান সমিতি বা কৃষক সেবা সমবায় সমিতির (ফার্মার্স সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটি) ক্ষেত্রে সদস্য হওয়ার যোগ্য কোন ব্যক্তি আবেদন করার তারিখ থেকে প্রাথমিক সমবায় ঋণদান সমিতি বা কৃষক সেবা সমবায় সমিতির, যেমন সংশ্লিষ্ট হবে, সদস্যভুক্ত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

(৬) প্রয়োজনবোধে রাজ্য সরকার ৫ নম্বর উপধারার বিধান অন্যান্য সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে প্রসারিত করতে পারেন।

(৭) পাঁচ নম্বর উপধারা মতে আবেদনপ্রাপ্তির তারিখ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে যে কোন ক্ষুব্ধ ব্যক্তি আবেদন সম্পর্কে নিবন্ধকের কাছে আপত্তি জ্ঞাপন করতে পারে। নিবন্ধক নিজে কিংবা সমবায় পরিদর্শকের নিম্নপদমর্যাদা সম্পন্ন নয় এমন অধস্তন অফিসারকে আপত্তি নিষ্পত্তির দায়িত্ব দিতে পারেন। সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে বক্তব্য বলার সুযোগ দিয়ে আপত্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে তা নিষ্পত্তি করে ফেলতে হবে।

(৮) ৫ ও ৭ নম্বর উপধারায় যা-ই বলা হোক না কেন, নিবন্ধক যে কোন সময়ে নিজ আগ্রহে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বক্তব্য বলবার সুযোগ দিয়ে কারণ লিপিবদ্ধ করে তার সদস্যপদ বাতিল করে দিতে পারেন।

নিয়ম—১২৩

৭১। সদস্যদের ভোটদান (Votes of Members) :—

(১) ডেলিগেটদের ভোটদান সংক্রান্ত নিয়মাবলী সাপেক্ষে, ভোটে উত্থাপিত কোন

বিষয়ে সমবায় সমিতির কোন সদস্য একটির বেশি ভোট দিতে পারবে না বা অপর সদস্যের হয়ে ভোট (প্রক্সি) দিতে পারবে না ঃ

তবে উভয়পক্ষে সমান সংখ্যক ভোট পড়লে সভার সভাপতি দ্বিতীয় একটি ভোট বা কাস্টিং ভোট দিতে পারবে।

(২) দুইজন ব্যক্তি কোন সমবায় সমিতির যুগ্মসদস্য হলে অধিকতর বয়স্কজন বা তার অনুপস্থিতিতে অপরজন সমবায় সমিতির সভায় যোগ দিতে এবং ভোট দিতে পারবে।

ধারা—২ (২৮) ব্যাখ্যা

(৩) কোন সমবায় সমিতি অপর একটি সমবায় সমিতির (অতঃপর পরের সমিতি বলা হবে) সদস্য হলে পরের সমিতিতে ভোট দেওয়ার জন্যে তার এমন একজন সদস্যকে লিখিতভাবে ক্ষমতা দেবে যে সমবায় আইন বা নিয়মাবলী বা উপবিধির বিধান অনুসারে অনুরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হতে অন্য কোন কারণে যোগ্যতা হারায় নাই।

৭২। দেয় যথাযথভাবে মিটিয়ে না দেওযা পর্যন্ত সদস্যরা অধিকার প্রয়োগ করবে না (Members not to exercise rights till payment duly made) :—

সমবায় নিয়মাবলী বা উপবিধির বিধান মোতাবেক সদস্যতা সম্পর্কিত যাবতীয় দেয় সমিতিকে মিটিযে না দেওয়া পর্যন্ত বা সমবায় সমিতির স্বত্ব অর্জন না করা পযন্ত সমবায় সমিতির কোন সদস্য, সদস্য হিসাবে তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না।

নিয়ম—১২১

৭৩। ঋণের সদ্ব্যবহার (Utilisation of Loans) :—

সমবায় সমিতি তার সদস্যকে যে উদ্দেশ্যে ঋণ দেবে ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই সদস্যকে সেই ঋণের সদ্ব্যবহার করতে হবে। সমবায় সমিতির যদি মনে হয়, যে উদ্দেশ্যে ঋণ দেওয়া হয়েছিল ঠিক সেই উদ্দেশ্যে তার সদ্ব্যবহার হয় নাই তাহলে সেই সদস্যকে নিয়মাবলীতে বর্ণিত পদ্ধতিতে ঋণের সম্পূর্ণ টাকাটাই ফেরত দেওয়ার নির্দেশ সমবায় সমিতি দিতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সদস্য সেই টাকা ফেরত দেবে।

নিয়ম—১২৫

৭৪। শেয়ার বা স্বার্থ ক্রোকযোগ্য নয় (Share or interest not liable to attachment) :—

কোন চালু আইনে যা-ই বলা থাকুক না কেন, এই আইনের ৫৭ ধারা সাপেক্ষে সমবায় সমিতির মূলধনে বা ৬৬ ধারা মতে আয়োজিত ভবিষ্যনিধিতে (প্রভিডেন্ট ফাণ্ড) সদস্যের যে শেয়ার বা স্বত্ব আছে তা সংশ্লিষ্ট সদস্যের কোন দেনা বা দায়িতার দরুণ আদালতের কোন আজ্ঞপ্তি (ডিক্রি) বা নির্দেশ বলে ক্রোক বা বিক্রয় করা যাবে না। অনুরূপ অংশে বা স্বত্বে ১৯০৯ সালের প্রেসিডেন্সি-টাউনস্ ইনসল্‌ভেন্সি অ্যাক্ট্ মোতাবেক কোন সরকারি স্বত্বনিয়োগী (অফিসিয়াল অ্যাসিনি) বা ১৯২০ সালের প্রভিনসিয়াল ইন্‌সল্‌ভেন্সি অ্যাক্ট্ মোতাবেক কোন গ্রহীতার (রিসিভার) কোন এক্তিয়ার থাকবে না বা কোন দাবি প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না।

ধারা—৫৭

৭৫। সদস্যদের দায়িতা (Liability of Members) :—

সমবায় সমিতির কারবার গোটানোর প্রাক্‌কালে সমিতির পরিসম্পদের যে কোন পরিমাণ ঘাটতি পূরণের জন্য সদস্যগণ যৌথভাবে এবং এককভাবে দায়ী থাকবেন—

(এ) সীমাহীন দায় বিশিষ্ট সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে এ দায়িতার কোন সীমা নাই; এবং

(বি) সীমবদ্ধ দায় বিশিষ্ট সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে উপবিধিতে বর্ণিত সীমা সাপেক্ষে দায়িতার পরিমাণ ধার্য হবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, রাজ্য সরকার বা কোন সমবায় সমিতি যদি সমবায় সমিতির শেয়ার কেনে তাহলে কারবার গোটানোর প্রাক্‌কালে সংশ্লিষ্ট শেয়ারসমূহের ক্ষেত্রে দায়িতা কেবলমাত্র শেয়ারসমূহের মূল্য হিসাবে প্রদত্ত অর্থেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

৭৬। অতীত সদস্য বা মৃত সদস্যের সম্পত্তির উপর দায়িতা (Liability of Past member or estate of deceased members) :—

সমবায় সমিতির দেনার জন্য অতীত সদস্যের বা মৃত সদস্যের সম্পত্তির দায়িতা সদস্যপদের অবসানের তারিখ বা সদস্যের মৃত্যুর তারিখ থেকে দুই বৎসর পর্যন্ত থাকবে। সদস্যপদের অবসানের তারিখ বা মৃত্যুর তারিখে যেটি প্রসঙ্গিক হবে, সমিতির যে পরিমাণ দেনা ছিল তার উপর দায়িতার পরিমাণ নির্ভর করবে ঃ

প্রকাশ থাকে, ৯৯ ধারা অনুসারে কারবার গোটানোর নির্দেশ যদি উপরিউক্ত

দুই বৎসর সময়কালের মধ্যে দেওয়া হয় তাহলে যতদিন পর্যন্ত অবসায়ক কর্তৃক কারবার গোটানোর কার্যবাহের নিস্পত্তি না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট দায়িতা চলতে থাকবে।

৭৭। অংশগত মূলধন ও সীমাবদ্ধ দায়বিশিষ্ট সমবায় সমিতির সদস্যের স্বার্থের উপর বিধিনিষেধ (Restrictions on interest of Members of Co-operative Society with Limited Liability and Share Capital) :—

যে সমবায় সমিতির সদস্যদের দায়িতা শেয়ারের দ্বারা সীমাবদ্ধ সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকার বা অন্য সমবায় সমিতি ব্যতিরেকে কোন সদস্য—

(এ) সমবায় সমিতির অংশগত মূলধনের, নিয়মাবলী নির্দেশিত সীমার উর্ধ্বে শেয়ার কিনতে পারবে না। নিয়মাবলীতে এই সীমা আদায়ীকৃত অংশগত মূলধনের সর্বোচ্চ এক-পঞ্চমাংশ অতিক্রম করবে না; বা

(বি) সমবায় সমিতিতে কেনা শেয়ার থেকে পাঁচ হাজার অপেক্ষা বেশি টাকার লাভাংশ, মুনাফা বা প্রতিদান বা কোন স্বার্থের দাবি করতে পারবে না বা তার কোন স্বত্ব থাকবে না ঃ

প্রকাশ থাকে যে, রাজ্য সরকার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কোন সমবায় সমিতি বা কোন শ্রেণীভুক্ত সমবায় সমিতিসমূহের ক্ষেত্রে (এ) প্রকরণে বর্ণিত অংশগত মূলধনের সর্বোচ্চসীমা বা (বি) প্রকরণে বর্ণিত স্বত্বের সর্বোচ্চসীমা প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত পরিমাণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে পারেন।

নিয়ম—১২৬

৭৮। শেয়ার বা স্বার্থের হস্তান্তরের উপর বিধিনিষেধ (Restriction on transfer of share or interest) :—

(১) সমবায় সমিতির মূলধনে সদস্যেদের শেয়ার বা স্বার্থের হস্তান্তর বা প্রভার নির্ভর করবে সমবায় আইনের বিধান এবং নিয়মাবলীতে বর্ণিত শেয়ার ক্রয়ের সর্বোচ্চসীমা এবং বোর্ডের অনুমোদনের উপর ঃ

প্রকাশ থাকে যে, সীমাহীন দায়বিশিষ্ট সমবায় সমিতির সদস্যের ক্ষেত্রে এই ধরনের হস্তান্তর বা প্রভার বোর্ডের অনুমোদনের উপর নির্ভর করবে না।

(২) সীমাহীন দায়বিশিষ্ট সমবায় সমিতির সদস্যের শেয়ার বা স্বার্থের হস্তান্তর বা প্রভার কার্যকর হবে না যদি

(এ) কমপক্ষে এক বৎসর কাল তার অনুরূপ শেয়ার বা স্বত্ব না থাকে। অবশ্য ৮০, ৮১, ৮৩ বা ৮৪ ধারার ক্ষেত্রে এ বিধান প্রয়োজ্য হবে না, এবং

(বি) গ্রহীতা বা বন্ধক-গ্রাহী উক্ত সমিতির সদস্য না হয় বা কোন ব্যক্তির সদস্যপদের আবেদন অন্য সমবায় সমিতি কর্তৃক অনুমোদিত না হয়।

(৩) রাজ্য সরকার কোন সমবায় সমিতির সদস্য হলে সমিতির মূলধনে তার শেয়ার বা স্বার্থ হস্তান্তরের ক্ষেত্রে এই ধারার বিধিনিষেধ প্রযুক্ত হবে না।

নিয়ম—১৭

৭৯। হস্তান্তর গৃহীতার মনোনয়ন (Nomination of Transferee) :—

সমবায় সমিতির উপবিধি সাপেক্ষে সমিতির কোন সদস্য নিয়মাবলী মোতাবেক কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করতে পারে, সদস্যের মৃত্যুর পরে সমিতি তারই অনুকূলে মৃত সদস্যের শেয়ার বা স্বার্থ নিষ্পত্তি করবে।

নিয়ম—১২৭

৮০। মৃত সদস্যের শেয়ার বা স্বার্থের নিষ্পত্তি (Disposal of deceased Member's share or interest) :—

(১) কেন্দ্রীয় সমিতি ছাড়া অন্যান্য সমবায় সমিতির কোন সদস্যের মৃত্যু হলে তার শেয়ার বা স্বার্থের টাকা ৫৭ ও ৭৮ ধারার বিধান সাপেক্ষে এই ধারার বিধান মোতাবেক নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট হস্তান্তরিত হবে—

(এ) ৭৯ ধারামতে যদি কোন ব্যক্তি মনোনীত হয় তাহলে তার অনুকূলে, বা

(বি) যদি কোন মনোনীত ব্যক্তি না থাকে বা মনোনীত ব্যক্তির অস্তিত্ব বা বাসস্থানের হদিস যদি বোর্ড করতে না পারে বা অন্য কোন কারণে অযথা বিলম্ব না করে যদি হস্তান্তর করা না যায় তাহলে বোর্ডের মতে যে ব্যক্তি [ইচ্ছাপত্র প্রমাণক (প্রবেট), পরিপালনাদেশ (লেটার অফ্ অ্যাড্‌মিনিসস্ট্রেশন) বা উত্তরাধিকার পত্র উপস্থাপন সাপেক্ষে] নিয়মাবলী মোতাবেক মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির অংশ হিসাবে সংশ্লিষ্ট শেয়ার বা স্বত্ব পাওয়ার যোগ্য সেই ব্যক্তির পক্ষে, বা

(সি) সদস্যের মৃত্যুর তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে (বি) প্রকরণে উল্লিখিত ব্যক্তির আবেদনক্রমে আবেদনে উল্লিখিত ব্যক্তির কাছে।

(২) মৃত সদস্যের শেয়ার বা স্বার্থ যদি ১ নম্বর উপধারা মতে হস্তান্তর করা না যায় বা ঐ উপধারামতে যে ব্যক্তিকে উক্ত শেয়ার বা স্বার্থ দিতে হবে সেই ব্যক্তি উক্ত শেয়ার বা স্বার্থের মূল্য যদি দাবি করে বা সমবায় নিয়মাবলী এবং উপবিধি মোতাবেক সমবায় সমিতি যদি এই উপধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে অগ্রসর হয় তাহলে—

(এ) সমবায় আইনের ৭৮ ধারা মতে শেয়ারের গ্রাহক হওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে শেয়ারের মূল্য নিয়ে শেয়ার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে হস্তান্তরিত করতে হবে, এবং

(বি) সমবায় আইনের ৭৯ ধারা মতে মনোনীত ব্যক্তিকে বা এক নম্বর উপধারার (বি) প্রকরণে উল্লিখিত ব্যক্তিকে সমবায় নিয়মাবলী অনুযায়ী বিবেচিত মৃত সদস্যের শেয়ারের মূল্য বা স্বার্থ দিতে হবে। দেওয়ার আগে মৃত সদস্যের সম্পত্তি থেকে সমবায় আইন মোতাবেক সমিতির যে পাওনা তা কেটে নেওয়া হবে।

নিয়ম—১২৮

৮১। বহিষ্কার , পদত্যাগ বা মস্তিষ্ক বিকৃতির ক্ষেত্রে সদস্যের শেয়ার বা স্বার্থের নিষ্পত্তি (Disposal of share or interest of Member on expulsion or resignation or on becoming insane) :—

সমবায় সমিতির কোন সদস্য নিয়মাবলী বা সমবায় সমিতির উপবিধি অনুযায়ী যখন বিতাড়িত হন বা পদত্যাগ করেন বা বিকৃত মস্তিষ্ক হন তখন সমবায় সমিতির মূলধনে তাঁর শেয়ার বা স্বার্থ ৭৮ ধারা অনুসারে সংশ্লিষ্ট শেয়ার বা স্বার্থের হস্তান্তর গ্রহণে যোগ্যতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তির নামে হস্তান্তরিত হবে। অনুরূপভাবে প্রাপ্ত শেয়ার বা স্বার্থের মূল্য সদস্যকে বা মস্তিষ্ক বিকৃতির ক্ষেত্রে ১৯৮৭ সালের মানসিক স্বাস্থ্য আইন (Mental Health Act) অনুসারে সম্পত্তি দেখাশুনার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে দেওয়া হবে। সদস্যের বিতাড়ন বা পদত্যাগ বা সম্পত্তি দেখাশোনার জন্য ব্যক্তির নিয়োগপ্রাপ্তির তারিখ থেকে দুই বছরের মধ্যে শেয়ার বা স্বার্থের মূল্য দেওয়া হবে।

নিয়ম—১২৮, ১২৯

৮২। সমবায় সমিতির অধীনস্থ জমির দখল এবং স্বার্থ হস্তান্তরের উপর বিধিনিষেধ (Restriction on transfer of possession of, and interest in, land held under Co-operative Society) :—

এই আইনের অন্যত্র বা অন্য চালু আইনে যা-ই বলা থাকুক না কেন—

(এ) যে সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য জমির উদ্ধার ও উপনিবেশন বা জমির গ্রহণ এবং সদস্যদের মধ্যে তার মেয়াদি বন্দোবস্ত দেওয়া সেই সমিতির সদস্য, সমিতির অধীনে যে জমি ভোগ দখল করছে তার কোন দখল বা স্বত্ব, সংশ্লিষ্ট সমিতিকে বা সমিতির পূর্ব অনুমোদন নিয়ে উপবিধি অনুযায়ী উক্ত সমিতির অন্য সদস্যকে ব্যতীত অপর কাউকে হস্তান্তর করতে পারবে না।

(বি) প্রকরণ (এ)-তে বর্ণিত সদস্যের সদস্যপদ যদি মৃত্যু, বহিষ্কার, পদত্যাগ বা মস্তিষ্ক বিকৃতি বা অন্য কারণে চলে যায় তাহলে সমবায় সমিতির অধীনে যে জমিতে তার দখল বা স্বার্থ ছিল সেই জমি তার উত্তরাধিকারী, নির্বাহিক বা প্রশাসক বা সমবায় আইনের ৭৯ ধারা মতে মনোনীত ব্যক্তি থাকলে তার উপর ন্যস্ত হবে, যদি সেই উত্তরাধিকারী, নির্বাহিক, প্রশাসক বা ব্যক্তি সমবায় সমিতির সদস্য হতে ইচ্ছুক হয় এবং তার ৬৯ ধারামতে সদস্য হওয়ার যোগ্যতা থাকে।

(সি) প্রকরণ (বি)-তে বর্ণিত উত্তরাধিকারী, নির্বাহিক, প্রশাসক বা ব্যক্তি যদি সদস্য না হয় তাহলে মৃত, বহিষ্কৃত, পদত্যাগী বা বিকৃত মস্তিষ্ক বিশিষ্ট সদস্যের অধিকারে স্থিত, তৈরি কাঠামো সমেত জমির দখল বা স্বার্থ সমবায় সমিতির উপর ন্যস্ত হবে। সমবায় নিয়মাবলী বা সংশ্লিষ্ট সমিতির উপবিধি অনুযায়ী কাঠামো থাকলে কাঠামোসহ, জমির দাম সংশ্লিষ্ট উত্তরাধিকারী, নির্বাহিক, প্রশাসক বা ব্যক্তিকে সমিতি দিয়ে দেবে।

নিয়ম—১৪৮

(ডি) সমবায় সমিতির বা তার সদস্যের পাওনা টাকা আদায় ছাড়া অন্য কোন মামলা বা কার্যবাহ প্রসঙ্গে (এ) প্রকরণে বর্ণিত সমবায় সমিতির অধীনস্থ সদস্যের অধিকৃত জমি বা (বি) প্রকরণে বর্ণিত উত্তরাধিকারী, নির্বাহিক বা প্রশাসক বা ব্যক্তির উপর ন্যস্ত জমি ক্রোক করা যাবে না।

৮৩। অবসায়িত সমবায় সমিতির সদস্যের শেয়ার বা স্বার্থের নিষ্পত্তি (Disposal of share or interest of member of wound-up Co-operative Society) :—

সীমাবদ্ধ দায়বিশিষ্ট সমবায় সমিতির সদস্যভুক্ত কোন সমবায় সমিতিতে ৯৯ ধারা অনুসারে কারবার গোটানোর নির্দেশ জারি এবং ১০০ ধারা অনুসারে অবসায়ক নিযুক্ত হলে তিনি, অবসায়িত সমবায় সমিতির শেয়ার বা স্বার্থ ৭৮ ধারার বিধান সাপেক্ষে কোন ব্যক্তি বা সমবায় সমিতির কাছে নিয়মাবলী মোতাবেক শেয়ার বা স্বার্থের মূল্য নিয়ে, হস্তান্তর করবেন।

প্রকাশ থাকে যে, ৯৯ ধারা অনুসারে প্রদত্ত কারবার গোটানোর নির্দেশ কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে সঙ্গত সময়ের মধ্যে যদি শেয়ার বা স্বার্থ হস্তান্তর করা সম্ভব না হয় তাহলে কারবার গোটানোর নির্দেশের তারিখ থেকে দুই বৎসরের মধ্যে নিয়মাবলী মোতাবেক শেয়ার বা স্বার্থের নির্ধারিত মূল্য অবসায়ককে দিয়ে দিতে হবে বা নিবন্ধকের অগ্রিম অনুমোদন নিয়ে সদস্যভুক্ত অবসায়িত সমবায় সমিতির কাছ থেকে সীমাবদ্ধ দায়বিশিষ্ট সমবায় সমিতির পাওনা টাকার গায়ে গায়ে অবসায়ক উসুল করে নিতে পারেন।

নিয়ম—১২৮, ১২৯

৮৪। মৃত, বিতাড়িত, পদত্যাগী বা বিকৃত মস্তিষ্ক সদস্যের পাওনা টাকার নিষ্পত্তি (Disposal of moneys to a Deceased, Expelled, Resigned or Insane Member) :—

(১) সমবায় সমিতি থেকে শেয়ার বা স্বার্থ সম্পর্কিত সদস্যের পাওনা ছাড়া নিয়মাবলী মোতাবেক সমিতি থেকে সদস্যের আর যে সমস্ত পাওনা আছে তা ৫৭ ধারার বিধান সাপেক্ষে এক বৎসরের মধ্যে দিতে হবে,—

(এ) মৃত সদস্যের ক্ষেত্রে ৮০ ধারা মতে যার নামে শেয়ার এবং স্বার্থ হস্তান্তরিত হচ্ছে বা সেগুলির মূল্য দিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেই ব্যক্তিকে;

(বি) সদস্যের বহিষ্কার বা পদত্যাগের ক্ষেত্রে সমিতি থেকে বহিষ্কৃত বা পদত্যাগী সদস্যকে ; এবং

(সি) সদস্যের মস্তিষ্ক বিকৃতির ক্ষেত্রে ১৯১২ সালের ইণ্ডিয়ান লুন্যাসি অ্যাক্ট অনুযায়ী সম্পত্তি দেখাশুনার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তিকে।

(২) সমবায় সমিতির উপর অন্য কোন ব্যক্তির দাবির ভিত্তিতে, সমবায় আইনের ৮০ থেকে ৮৩ ধারা এবং এই ধারার ১ নম্বর উপধারার বিধান মোতাবেক সমিতি কর্তৃক সমস্ত প্রদান ও হস্তান্তর বৈধ এবং কার্যকর হবে।

নিয়ম—১২৩, ১৪৩

নবম অধ্যায়

আবাসন সমবায় সমিতিসমূহের জন্য বিশেষ বিধান (Special Provisions for Co-operative Housing Societies) :—

৮৫। সমবায় আবাসন সমিতির সদস্যপদ বা উদ্যোক্তাপদ (Membership or Promotership of Co-operative Housing Society) :—

(১) এই আইনে অন্যত্র যা-ই বলা হোক না কেন, নিয়মাবলীতে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ীভাবে বসবাসকারি বা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে ইচ্ছুক কোন ব্যক্তি এবং রাজ্য সরকার কোন সমবায় আবাসন সমিতির সদস্য হতে পারবেন।

নিয়ম—১৩৫ থেকে ১৩৮

(২) ১ নম্বর উপধারা মতে সমবায় আবাসন সমিতির সদস্যপদের যোগ্য কোন ব্যক্তি সদস্য হওয়ার জন্য সমিতির কাছে আবেদন জানাতে পারে। আবেদনের তারিখে যদি জমির প্লট, নির্মীয়মান বাড়ি বা বাড়ির ফ্ল্যাট ন্যস্ত করার মত অবশিষ্ট থাকে তাহলে সদস্যপদ থেকে আবেদনকারিকে বঞ্চিত করা যাবে না এবং আবেদনমত জমির প্লট বা বাড়ি বা ফ্ল্যাট তাকে দিতে হবে।

(৩) ম্যাজিস্ট্রেটের বা লেখ্য প্রমাণকের (নোটারি পাবলিক) সামনে ঘোষণা ও শপথ গ্রহণ না করা পর্যন্ত কোন ব্যক্তিকে সমবায় আবাসন সমিতির উদ্যোক্তা বা সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। এই মর্মে ঘোষণা ও শপথ গ্রহণ করতে হবে, যে, তিনি পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোন সমবায় আবাসন সমিতির সদস্য নন এবং যে নগরে, শহরে বা গ্রামে সমবায় আবাসন সমিতি গঠিত হয়েছে সেখানে তার নিজের বা তার পরিবারের কোন সদস্যের মালিকানায় কোন বাড়ি বা ফ্ল্যাট বা প্লট নাই।

অবশ্য যে সমবায় আবাসন সমিতি গঠনের বা যার সদস্যপদের জন্য আবেদন জানানো হয়েছে তার ক্ষেত্রে বাড়ি বা ফ্ল্যাট বা জমির মালিকদের সদস্য হতে কোন অসুবিধা হবে না।

(৪) সমবায় আবাসন সমিতি নিবন্ধনের পূর্বে উদ্যোক্তাগণ এই উদ্দেশ্যে আহূত একটি সভায় নিজেদের মধ্যে থেকে সমবায় আবাসন সমিতির একজন মুখ্য উদ্যোক্তা, একজন সভাপতি, একজন সহ সভাপতি এবং একজন কোষাধ্যক্ষ নির্বাচন করবেন। মুখ্য উদ্যোক্তা, সভাপতি, সহ সভাপতি এবং কোষাধ্যক্ষের ক্ষমতা এবং কার্যাবলী নিয়মাবলীতে যে রূপ বলা থাকবে সেইরূপ হবে।

নিয়ম — ১৩০, ১৩১

(৫) সমবায় আবাসন সমিতিকে বা সমিতি কর্তৃক সমুদয় দেয় এবং তদসংক্রান্ত যাবতীয় হিসাব রক্ষণ নিয়মাবলীতে বর্ণিত পদ্ধতি মোতাবেক হবে।

নিয়ম - ১৪১

(৬) কোন কর্তৃপক্ষ (অথরিটি) দ্বারা নির্মিত বা নির্মীয়মান বাড়ির মালিকরা সকলে লিখিত ভাবে একমত হলে একটি সমবায় আবাসন সমিতি গঠন করতে পারে। নিবন্ধনের জন্যে পনেরো ধারা অনুসারে আবেদন করতে হবে এবং আবেদনপত্রটি এই মর্মে চুক্তিপত্র দ্বারা সমর্থিত হওয়া চাই।

(৭) কোন সমবায় আবাসন সমিতির সদস্যের অনুকূলে জমির প্লট বা বাড়ি বা কোন বাড়ির ফ্ল্যাট ন্যস্ত করা হলে, নিয়মাবলীতে বর্ণিত পরিস্থিতি মোতাবেক অন্যত্র বসবাসে বাধা না হলে, সংশ্লিষ্ট সদস্যের,তার পরিবারের এবং তার ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের বসবাসের জন্য উক্ত আবাসস্থলকে ব্যবহার করতে হবে।

নিয়ম - ১৫৪

(৮) সমবায় আবাসন সমিতির কোন সদস্য কোন জমির প্লট বা বাড়ি বা বাড়ির ফ্ল্যাটের দখল ছাড়তে চাইলে নিয়মাবলীতে বর্ণিত পদ্ধতি মোতাবেক সমবায় আবাসন সমিতির কাছে লিখিতভাবে জানাতে হবে।

নিয়ম — ১৫১

(৯) সমবায় আবাসন সমিতির সদস্যের অনুকূলে জমির প্লট বা বাড়ি বা বাড়ির ফ্ল্যাট বরাদ্দ হয়ে গেলে সমবায় আবাসন সমিতির লিখিত অনুমতি নিয়ে কোন সদস্য

নিয়মাবলীতে বর্ণিত সীমা, শর্ত এবং পদ্ধতি অনুযায়ী ১ নম্বর উপধারা মতে সদস্যপদের যোগ্য কোন ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট প্লট বা বাড়ি বা ফ্ল্যাট, যা প্রাসঙ্গিক হবে, হস্তান্তর করতে পারবে। সমবায় আবাসন সমিতি যদি অনুরূপ হস্তান্তরে আপত্তি জানায় তাহলে লিখিতভাবে প্রত্যাখ্যানের কারণ লিপিবদ্ধ করবে এবং তা এই মর্মে আবেদন পাওয়ার তারিখ থেকে একমাসের মধ্যে অনুরূপ সদস্যকে জানাবে। সংশ্লিষ্ট সদস্যের নিয়মাবলীতে বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে নিবন্ধকের নিকট আপিল করার অধিকার থাকবে।

নিয়ম—১৩৫ (৩), ১৪২ তৃতীয় তফসিল - ৯

(১০) ১৫ ধারা অনুসারে সমবায় আবাসন সমিতি নিবন্ধিকরণের এবং ১৬ ধারা অনুসারে সমবায় আবাসন সমিতি কর্তৃক নিবন্ধনের প্রমাণপত্র প্রাপ্তির পর মুখ্য উদ্যোক্তার (চিফ্ প্রমোটার) খোলা সব ব্যাংকঅ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং সমস্ত অর্থ সমবায় আবাসন সমিতির অ্যাকাউন্টে জমা করা হবে।

(১১) উদ্যোক্তাদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের দ্বারা অনুমোদিত না হলে কোন সমবায় আবাসন সমিতির উদ্যোক্তা বা মুখ্য উদ্যোক্তা কর্তৃক কোন জমি বা বাড়ি বা বাড়ির ফ্ল্যাট সংক্রান্ত নির্বাহিত কোন ব্যয় সমবায় আবাসন সমিতি কর্তৃক বাধ্যতামূলক দেয় হিসাবে বিবেচিত হবে না।

(১২) সমবায় আবাসন সমিতির পূর্ব অনুমতি না নিয়ে কোন সদস্য তার অধিকৃত কোন বাড়ি বা বাড়ির ফ্ল্যাটে কোন পরিবর্তন বা সংযোজন বা সংস্কার করতে পারবে না। সদস্যকে পূর্বোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিয়মাবলীতে বর্ণিত পদ্ধতিতে সমবায় আবাসন সমিতির কাছে আবেদন জানাতে হবে। বোর্ডের সভায় সমবায় আবাসন সমিতি আবেদন সম্পর্কে বিবেচনা করবে এবং আবেদন প্রাপ্তির তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সদস্যকে জানিয়ে দেবে। যদি জানাতে ব্যর্থ হয় তাহলে ধরে নেওয়া হবে আবেদন অনুমোদিত হয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, বোর্ড প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত নিলে তা জ্ঞাপনের তারিখ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে নিবন্ধকের কাছে আপিল করার অধিকার সংশ্লিষ্ট সদস্যের থাকবে। আপিল প্রাপ্তির তারিখ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে নিবন্ধক তা নিষ্পত্তি করবেন।

নিয়ম - ১৫১

(১৩) (উন্নয়নী ব্যয় সমেত) জমির মূল্য এবং সংশ্লিষ্ট জমির উপর সমবায় আবাসন সমিতি কর্তৃক বা সমিতির দ্বারা নিযুক্ত ঠিকাদার কর্তৃক নির্বাহিত বাড়ি বা

ফ্ল্যাট নির্মাণের যাবতীয় ব্যয় নিয়মাবলীতে বর্ণিত পদ্ধতিতে সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে।

নিয়ম—১৫২

৮৬। সমবায় আবাসন সমিতির প্রথম সাধারণ সভা (First General Meeting of Co-operative Housing Society) :—

(১) এই আইনে যা-ই বলা থাকুক না কেন একটি সমবায় আবাসন সমিতি ১৬ ধারা মতে নিবন্ধনের প্রমাণপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে নব্বই দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে প্রথম সাধারণ সভা আহ্বান করবে।

(এ) বোর্ডের পরিচালকদের নির্বাচন;

(বি) সমবায় আবাসন সমিতির কাজের অগ্রগতি এবং পরিকল্প (প্রোজেক্ট) সংক্রান্ত অন্যান্য বিবরণ পেশ;

(সি) প্লট, বাড়ি এবং বাড়ির ফ্ল্যাট বন্টনের ধরন ও কার্যধারা চূড়ান্তকরণ।

নিয়ম—১৩৩

(২) ১ নম্বর উপধারার (এ) প্রকরণে বর্ণিত নির্বাচন যদি নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠিত না হয় তাহলে নিবন্ধক তার বিবেচনামত তদন্ত করে, ৯৯ ধারায় যা-ই বলা থাকুক না, সমবায় আবাসন সমিতির নিবন্ধন বাতিল করার বা কারবার গুটানোর নির্দেশ দিতে পারেন এবং তিনি যেরূপ উপযোগী বিবেচনা করবেন সমবায় আবাসন সমিতির আধিকারিকদের সেইরূপ দণ্ড দিতে পারেন।

(৩) সমবায় আবাসন সমিতির বোর্ড তার প্রথম বৈঠকে এবং যখনই প্রয়োজন হবে, সমবায় আবাসন সমিতির সদস্যগণ সাধারণসভায়, নিয়মাবলীতে বর্ণিত পদ্ধতিতে স্থপতি (আর্কিটেক্ট), মূল্যনির্ধারক (ভ্যালিউয়ার) এবং গৃহ নির্মাণের ঠিকাদারদের (বিল্ডিং কন্ট্রাকটর) একটি তালিকা প্রস্তুত করবে, তাদের প্রত্যেককে দেয় পারিশ্রমিক (ফি) নির্দিষ্ট করবে এবং এই মর্মে তাদের সম্মতি গ্রহণ করবে। সমবায় আবাসন সমিতি তালিকার একটি প্রতিলিপি ও পারিশ্রমিকের অনুসূচি নিবন্ধকের নিকট পাঠাবে এবং তালিকা বহির্ভূত কাউকে দিয়ে কোন কাজ করাবে না।

নিয়ম—১৩২, ১৩৯, ১৪০, ১৪৪, ১৭৫, ১৪৯, ১৫০

৮৭। সদস্যের মালিকানার অধিকার (Member's Right of Ownership) :—

কোন আবাসন সমিতি তার উপবিধি অনুসারে কোন সদস্যকে জমির প্লট বা বাড়ি বা কোন বিল্ডিং-এর প্রকোষ্ঠ (অ্যাপার্টমেন্ট) নিয়মাবলীর সর্ত দ্বারা অনুমোদিত সত্ত্ব বা স্বার্থসহ বন্টন (পুনর্বন্টন সহ) করে দিলে সংশ্লিষ্ট সদস্য তার অধিকারী হবে; এবং ৬০ ধারার (২) উপধারার বিধান সাপেক্ষে ১৮৮২ সালের সম্পত্তি হস্তান্তর আইন ও ১৯০৮ সালের নিবন্ধন আইন মোতাবেক হস্তান্তর পত্রটি অনুরূপ সত্ত্ব বা স্বার্থ লাভের চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে বিবেচিত হবে।

নিয়ম—১৩৫

(২) সমবায় আবাসন সমিতির সদস্য জমির প্লট বা বাড়ি বা বাড়ির ফ্ল্যাটের কোন অধিকার বা স্বত্ব পাবেন না যতদিন তিনি প্লটের মূল্য বা বাড়ি বা ফ্ল্যাট নির্মাণের ব্যয় বা জমির মূল্যসহ নির্মাণ ব্যয় (যেমনটি প্রাসঙ্গিক হবে) বাবদ নিয়মাবলীতে নির্ধারিত দেয় মিটিয়ে না দিচ্ছেন।

নিয়ম—১৫৩

(৩) (সাধারণ এলাকা বা উপকরণের অবিভক্ত স্বত্বসহ) জমির প্লট বা বাড়ি বা বাড়ির ফ্ল্যাট, চালু যে কোন আইনের মর্ম অনুসারে, বংশপরম্পরায় ভোগদখল এবং হস্তান্তর করার উপযোগী স্থাবর সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হবে।

প্রকাশ থাকে যে, চালু অন্য কোন আইনে যা-ই বলা থাকুক না কেন উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য এবং হস্তান্তর যোগ্য এইরূপ স্থাবর সম্পত্তির কোন উদ্দেশ্যেই বিভাজন বা পুনর্বিভাজন করা যাবে না।

(৪) সমবায় আবাসন সমিতির প্রত্যেক সদস্য বণ্টনলব্ধ জমির প্লট বা ফ্ল্যাটের সংশ্লিষ্ট সাধারণ এলাকা এবং উপকরণসমূহের অবিভাজ্য স্বত্ব ভোগের অধিকারী হবে।

(৫) জমির প্লট বা বাড়ির ফ্ল্যাটের অধিকারি প্রত্যেক সদস্য সাধারণ এলাকা এবং সুবিধাসমূহ যে উদ্দেশ্যে প্রসারিত করা হয়েছে সেই উদ্দেশ্যে এমনভাবে ব্যবহার করবে যাতে অনুরূপ সুবিধাভোগী অন্যান্য সদস্যদের আইনসঙ্গত অধিকারে হস্তক্ষেপ বা অনধিকার দখল না ঘটায়।

(৬) সাধারণ এলাকা এবং উপকরণসমূহের (সংযোজন বা উন্নয়নসহ) রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার এবং পূনঃপূরণ সংক্রান্ত কাজকর্ম, সমবায় আবাসন সমিতির উপবিধি অনুযায়ী এবং সংশ্লিষ্ট পৌরসভা (মিউনিসিপ্যালিটি), প্রজ্ঞাপিত এলাকার কর্তৃপক্ষের (নোটিফায়েড এরিয়া) বা ক্ষমতাবান প্রাধিকারির (কম্পিটেন্ট অথরিটি) যেমনটি প্রাসঙ্গিক হবে, ঘরবাড়ি বিষয়ক নিয়মাবলী অনুযায়ী করা হবে। এই বাবদ ব্যয়ভার নিয়মাবলীতে বর্ণিত পদ্ধতিতে সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে।

নিয়ম—১৫২

৮৮। অভিকর, কর ধার্যের ইউনিট (Unit of Assessment) :—

(১) অন্য চালু আইনে যা-ই বলা থাকুক না কেন, পৌরসভাকে বা প্রজ্ঞাপিত এলাকা কর্তৃপক্ষকে বা ক্ষমতাবান প্রাধিকারিকে দেয় অভিকর এবং কর ধার্যের ক্ষেত্রে প্রতিটি প্লট বা বাড়ি বা (সাধারণ এলাকা এবং উপকরণসমূহের অবিভাজ্য স্বার্থসহ) বাড়ির ফ্ল্যাটকে এক একটি পৃথক ইউনিট হিসাবে ধরা হবে।

(২) সমবায় আবাসন সমিতি তার কাজকর্মের বিষয়ে প্রতি সমবায় বৎসরের শেষে বা নিবন্ধক কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশ বলে নির্দেশিত অন্য যে কোন সময়ে নির্দেশিত তথ্য বা বিবরণ নিবন্ধকের কাছে পাঠাতে বাধ্য থাকবে।

(৩) সমবায় আবাসন সমিতি, নিবন্ধনের পরে এবং গৃহীত প্রকল্পের বাস্তবায়নের শেষে জমি, বাড়ি বা বাড়ির ফ্ল্যাট সদস্যদের মধ্যে বণ্টন না করা পর্যন্ত সমবায় আবাসন সমিতি তার সদস্যদের এবং নিবন্ধকের কাছে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নিয়মাবলীতে বর্ণিত পদ্ধতিতে বিবরণ পাঠাবে।

নিয়ম—১৫৫

৮৯। ভাড়া খাটানোর উপর বাধা (Restrictions on Letting out) :—

(১) অন্য চালু আইনে যা ই বলা থাকুক না কেন, জমির প্লট বা বাড়ি বা বাড়ির ফ্ল্যাট (যেমনটি প্রযোজ্য হবে) পেয়েছেন এমন সদস্য সমবায় আবাসন সমিতির কাছ থেকে আবেদনের ভিত্তিতে লিখিত অনুমতি না পেলে সংশ্লিষ্ট প্লট বা বাড়ি বা ফ্ল্যাট, (যেমনটি প্রযোজ্য হবে,) ভাড়া দিতে এবং ঐ বাবদ কোন রকম প্রতিদান বা আয় গ্রহণ করতে পারবেন না। সমবায় আবাসন সমিতি অনুমতি দিতে পারে বা লিখিত কারণ লিপিবদ্ধ রেখে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। আবেদন প্রাপ্তির তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সমিতি সংশ্লিষ্ট সদস্যকে জানিয়ে দেবে।

নিয়ম—১৪২

(২) আবেদন প্রাপ্তির তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে যদি সমবায় আবাসন সমিতি আবেদন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয় বা সম্মতি দিতে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে নিবন্ধকের কাছে আপিল করার অধিকার সংশ্লিষ্ট সদস্যের থাকবে।

তৃতীয় তফসিল—১০

দশম অধ্যায়

নিরীক্ষা, পরিদর্শন এবং তদন্ত (Audit, Inspection and Inquiry) :—

৯০। সমবায় সমিতির হিসাব নিরীক্ষা (Audit of Accounts of Co-operative Society) :—

(১) প্রতিটি সমবায় সমিতির হিসাবপত্র প্রত্যেক সমবায় বৎসরে অন্তত একবার সমবায় সমিতির খরচে নিরীক্ষা অধিকর্তা কর্তৃক বা নিরীক্ষা আধিকারিক হিসাবে কাজ করার জন্য সমবায় নিরীক্ষা অধিকর্তার সাধারণ বা লিখিতভাবে বিশেষ নির্দেশ বলে এই মর্মে নিয়োগপ্রাপ্ত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক পরীক্ষিত হবে। নিরীক্ষা অধিকর্তা তার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীনের অফিসারদের মধ্যে থেকে বা নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে তার দ্বারা প্রস্তুত অডিটরদের তালিকা থেকে অডিট অফিসারদের স্থির করবেন। নিরীক্ষকদের এই তালিকায় অন্যান্যদের মধ্যে থাকবেন ১৯৫৯ সালের কস্ট অ্যাণ্ড ওয়ার্কস অ্যাকাউন্ট্যান্টস আইন অনুসারে গঠিত ইন্সটিটিউট অফ কস্ট অ্যাণ্ড ওয়ার্কস অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইণ্ডিয়ার সদস্যগণ (এই ধারায় অতঃপর ইন্সটিটিউট বলা হবে)।

(এ) জনস্বার্থে রাজ্য সরকারের যদি মনে হয় কোন বিশেষ সমিতি বা শ্রেণীভুক্ত সমবায় সমিতিসমূহের ব্যবস্থাপনায় সুদৃঢ় ব্যবসায়িক নীতি বা প্রাজ্ঞ বাণিজ্যিক প্রয়োগবিধি নিশ্চিত করার জন্য ব্যয়ভিত্তিক নিরীক্ষা (কস্ট অডিট) বা সম্পাদন ভিত্তিক

নিরীক্ষা (পারফরম্যান্স অডিট) বা দুই-ই করা দরকার তাহলে সমবায় বৎসর শেষ হওয়ার কমপক্ষে একমাস আগে সংশ্লিষ্ট সমিতি বা শ্রেণীভুক্ত সমিতিসমূহের ক্ষেত্রে নির্দেশে উল্লিখিতভাবে কস্ট অডিট বা পারফরম্যান্স অডিট বা দুই প্রকার অডিটই করার আদেশ রাজ্য সরকার দিতে পারেন।

(বি) উপধারা (১এ) অনুসারে কোন নির্দেশ দেওয়া হলে সমবায় নিরীক্ষা অধিকর্তা ১ উপধারায় বর্ণিত নিরীক্ষকদের তালিকা থেকে ২ উপধারার (এ) প্রকরণ অনুসারে ইন্সটিটিউটের এক বা একাধিক সদস্যকে কোন সমিতি বা শ্রেণীভুক্ত সমিতিসমূহের হিসাব পরীক্ষার জন্য এক বা একাধিক নিরীক্ষক হিসাবে নিয়োগ করবেন। সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষক বা নিরীক্ষকগণ ২ উপধারায় বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে নিরীক্ষা কাজ শেষ করবেন এবং ৯১ ধারার ১ উপধারা অনুসারে নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

(২) (এ) সমবায় নিরীক্ষা অধিকর্তা সমবায় বৎসর শেষ হওয়ার তারিখের মধ্যে একটি নিরীক্ষা কর্মসূচি প্রণয়ন করবেন। এই কর্মসূচিতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকবে, যেমন—অডিট অফিসারদের নিয়োগ ও তাদের কাছে নিয়োগপত্র প্রেরণ এবং অনুরূপ নিয়োগ সম্পর্কে সমবায় সমিতিকে সংবাদ পাঠান।

(বি) প্রকরণ (এ) অনুসারে নিয়োগপ্রাপ্ত অডিট অফিসার সংশ্লিষ্ট সমবায় বৎসর শেষ হওয়ার তারিখ থেকে নয় মাসের মধ্যে নিরীক্ষা কাজ শেষ করে ফেলবেন।

(সি) প্রকরণ (এ) অনুসারে নিয়োগপ্রাপ্ত অডিট অফিসার যদি নিয়োগপ্রাপ্তির তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে নিরীক্ষার কাজে হাত না দেয় তাহলে তার নিয়োগ বাতিল হয়ে যাবে এবং তার জায়গায় নিরীক্ষা অধিকর্তা অন্য অডিট অফিসার নিয়োগ করবেন।

প্রকাশ থাকে যে, এই প্রকরণের কোন বিধান রাজ্য সরকারের সমবায় নিরীক্ষা অধিকারের আধিকারিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

নিয়ম—১৬২, ১৬৩

(৩) প্রত্যেক সমবায় সমিতি প্রতি সমবায় বৎসর শেষ হওয়ার তারিখ থেকে

তিন মাসের মধ্যে সমবায় নিরীক্ষা অধিকর্তা ও নিবন্ধকের কাছে একটি বার্ষিক (অ্যানিউয়্যাল রিটার্ন) পাঠাবে। বার্ষিক বিবরণের মধ্যে থাকবে নিয়মাবলীতে বর্ণিত বয়ানে প্রস্তুত জমা খরচের হিসাব, লাভক্ষতির হিসাব, উদ্বর্তপত্র এবং প্রাসঙ্গিক হলে একটি ক্রয়-বিক্রয় হিসাব।

নিয়ম—৭২, ৭৩, ৭৭, ১৫৬

(৪) সমবায় নিরীক্ষা অধিকর্তা একটি সমিতিতে একই অডিট অফিসারকে দুইয়ের অধিক উপর্যুপরি বৎসরের অডিট করার জন্য নিয়োগ করবেন না।

প্রকাশ থাকে যে, কোন সমবায় সমিতির হিসাবপত্রের নিরীক্ষা দুই বা ততোধিক বৎসরের জন্য বাকি পড়লে উক্ত সমবায় সমিতির সংশ্লিষ্ট সমস্ত সমবায় বৎসরের হিসাব পত্র নিরীক্ষার দায়িত্ব সমবায় নিরীক্ষা অধিকর্তা একজন অডিট অফিসারের উপর দিতে পারেন।

(৫) নিরীক্ষার সময় অডিট অফিসার যদি দেখেন সমবায় সমিতির হিসাব পত্র সম্পূর্ণ প্রস্তুত নেই তাহলে তিনি বিষয়টি সমবায় নিরীক্ষা অধিকর্তার নিকট জানাবেন। সমবায় নিরীক্ষা অধিকর্তা বা তাঁর অনুমোদন নিয়ে অডিট অফিসার সমবায় সমিতির খরচে হিসাবপত্র সম্পূর্ণ প্রস্তুত করার ব্যবস্থা নেবেন।

নিয়ম—৭৭, ১৬৯

(৬) ১ নম্বর উপধারা মতে নিরীক্ষার মধ্যে থাকবে —অনাদায়ী ঋণ থাকলে তা পরীক্ষা, নগদ তহবিল ও প্রতিভূতিসমূহের সত্যাখ্যান এবং সমবায় সমিতির পরিসম্পদ ও দায়িত্ব সমূহের মূল্যায়ন এবং নিয়মাবলীতে নির্দেশিত অন্যান্য বিষয়।

নিয়ম--১৬১

(৭) সমবায় সমিতির হিসাবপত্রের পরীক্ষিত বিবরণে কোনরূপ সংশোধন সমবায় নিরীক্ষা অধিকর্তা করলে সংশোধনীসহ তা চূড়ান্ত হবে ও সমবায় সমিতির উপর বাধ্যতামূলকভাবে প্রযোজ্য হবে।

(৮) ১ নম্বর উপধারা মতে নিরীক্ষা বলতে বোঝাবে বাৎসরিক নিরীক্ষা, চলমান নিরীক্ষা এবং পুনর্নিরীক্ষা।

ব্যাখ্যা— (এক) "বাৎসরিক নিরীক্ষা" (অ্যানিউয়্যাল অডিট) বলতে বোঝাবে সমবায় সমিতির হিসাবপত্রের প্রতিটি সমবায় বৎসরভিত্তিক নিরীক্ষা।

(দুই) ''চলমান নিরীক্ষা'' (রানিং অডিট) বলতে বোঝাবে— একটি সমবায় বৎসরের মধ্যে নিরীক্ষা অধিকর্তা কর্তৃক নির্দিষ্ট মাসিক বা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সমবায় সমিতির হিসাবপত্রের নিরীক্ষা।

(তিন) ''পুনর্নিরীক্ষা'' (রি-অডিট) বলতে বোঝাবে সমবায় সমিতির হিসাবপত্রের পূর্বকৃত নিরীক্ষার গুণ বা মান নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে পুনর্বার নিরীক্ষা। প্রতিটি বাৎসরিক নিরীক্ষা, চলমান নিরীক্ষা বা পুনর্নিরীক্ষার জন্য অডিট ফি নিয়মাবলীতে বর্ণিত হারে এবং পদ্ধতিতে সমবায় সমিতিকে দিতে হবে।

নিয়ম— ১৫৭ থেকে ১৬০, ২৩৩

(৯) নিরীক্ষকদের নামসূচি (প্যানেল) থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত নিরীক্ষা আধিকারিকদের সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতি নিয়মাবলী মোতাবেক অডিট ফি দেবে।

৯১। অডিট অফিসারের প্রতিবেদন (Audit Officer's Report) :—

(১) সমবায় সমিতির হিসাবপত্র নিরীক্ষার শেষে সমবায় নিরীক্ষা অধিকর্তা এবং সমবায় সমিতির কাছে ৯০ ধারার ২ নম্বর উপধারায় বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে নিরীক্ষা আধিকারিক হিসাব বিবরণীসহ প্রতিবেদন পাঠাবে। নিরীক্ষা প্রতিবেদনের মধ্যে নিয়মাবলীতে বর্ণিত বিষয়সমূহের তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

নিয়ম—১৬৫

(২) নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে প্রতিবেদনে উল্লিখিত ত্রুটিসমূহ সংশোধন করে সমবায় সমিতি সমবায় নিরীক্ষা অধিকর্তার কাছে পরিপালন প্রতিবেদন পাঠাবে।

(৩) সমবায় নিরীক্ষা অধিকর্তার যেখানে মনে হবে সমবায় সমিতি নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লিখিত ত্রুটিগুলি সম্পূর্ণভাবে সংশোধন করে নাই সেক্ষেত্রে তিনি হিসাবপত্র থেকে পাওয়া ত্রুটিগুলি সংশোধন এবং ব্যাখ্যাসহ পুনরায় পরিপালন প্রতিবেদন, অনুরূপ নির্দেশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে পাঠানোর জন্য নির্দেশ দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে সমবায় সমিতি অনুরূপ ত্রুটিগুলি সংশোধন করে পুনরায় প্রাসঙ্গিক পরিপালন প্রতিবেদন পেশ করবে।

নিয়ম—১০১, ১৬৪, ১৬৬, ১৬৭

৯২। নিবন্ধক বা অর্থ প্রদায়ী ব্যাংক কর্তৃক পরিদর্শন (Inspection by the Registrar or Financing Bank) :—

(১) নিম্নলিখিতগণ প্রত্যেক সমবায় সমিতিতে যে কোন সমবায় পরিদর্শন করতে পারেন—

(এ) নিবন্ধক বা সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশবলে রাজ্য সরকার বা নিবন্ধক কর্তৃক এই মর্মে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি;

(বি) অর্থপ্রদায়ী ব্যাংক থাকলে উক্ত ব্যাংক, যার কাছে সংশ্লিষ্ট সমিতিটি ঋণী;

(সি) শীর্ষ বা কেন্দ্রীয় সমিতি থাকলে অনুরূপ সমিতি, যার কাছে সংশ্লিষ্ট সমিতিটি সভ্যভুক্ত হয়েছে।

(২) ১ নম্বর উপধারা মতে পরিদর্শনের কাজ অর্থপ্রদায়ী ব্যাংক বা শীর্ষসমিতি কেন্দ্রীয় সমিতির, যেমনটি প্রাসঙ্গিক হবে, এমন অফিসার করবেন যাকে নিবন্ধক নিয়মাবলী অনুযায়ী পরিদর্শন পরিচালনার যোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন।

নিয়ম—১৬৮

(৩) নিবন্ধক সাধারণ বা বিশেষ আদেশ বলে নির্দেশ দিতে পারেন যে, ১ নম্বর উপধারা মোতাবেক সমবায় সমিতি বা কোন শ্রেণীভুক্ত সমবায় সমিতিসমূহ পরিদর্শনের প্রতিবেদন বা তার সারমর্ম পরিদর্শনের তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে সমবায় সমিতিকে এবং অর্থপ্রদায়ী ব্যাংকে এবং শীর্ষ সমিতি বা কেন্দ্রীয় সমিতি থাকলে, যার কাছে সমিতিটি ঋণগ্রস্ত এবং সভ্যভুক্ত হয়েছে এমন সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এবং সমিতিতে পাঠাতে হবে। অর্থপ্রদায়ী ব্যাংক পরিদর্শন করলে তার প্রতিবেদন বা সারমর্ম নিবন্ধকের কাছে পাঠাতে হবে।

(৪) পরিদর্শনকারি অফিসার নিয়মাবলীতে বর্ণিত পদ্ধতিতে সমবায় সমিতির কাজের সময়ের মধ্যে তার খাতা বা দলিলপত্র আটক করতে পারে। আটকের সময় থেকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আটকের তালিকা এবং অধিযাচন পত্রের প্রতিলিপিসহ আটকের ঘটনাটি নিবন্ধকের কাছে জানাতে হবে।

তবে যে সমস্ত খাতা, দলিলপত্রাদি আটক করা হবে, কারণ সহ তার একটি তালিকা দিয়ে সমবায় সমিতির উপর অধিযাচন পত্র জারি না করলে কোনরূপ আটক করা যাবে না।

নিয়ম—১০১

৯৩। নিবন্ধক কর্তৃক তদন্ত (Inquiry by Registrar) :—

(১) নিবন্ধক নিজ আগ্রহে যে কোন সময়ে নিজে বা তার লিখিত আদেশে বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি, সমবায় সমিতির গঠন, কার্যাবলী এবং অর্থনৈতিক অবস্থার বা তার কার্যাবলীসংক্রান্ত কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে তদন্ত করতে পারেন।

(২) নিম্নলিখিতদের আবেদনক্রমেও নিবন্ধক বা তার দ্বারা লিখিত আদেশ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি দ্বারা ১ নম্বর উপধারামতে তদন্ত করা যাবে—

(এ) অর্থপ্রদায়ী ব্যাংক থাকলে তার আবেদনক্রমে যার কাছে সংশ্লিষ্ট সমিতি সভ্যভুক্ত বা ঋণগ্রস্ত আছে;

(বি) সমবায় সমিতির বোর্ডের সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিচালকদের আবেদনক্রমে;

(সি) আবেদনের অব্যবহিত পূর্বে সদস্য হিসাবে স্থিতি কমপক্ষে ছয় মাস পূর্ণ হয়েছে এমন সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশের আবেদনক্রমে। তবে নিবন্ধক তদন্তের ব্যয় বাবদ জমানতের কোন নির্দেশ দিলে তা জমা দিতে হবে;

তবে যে সমিতির সদস্য সংখ্যা এক হাজার পাঁচশোর বেশি সেক্ষেত্রে এই উপধারামতে আবেদন নিয়মাবলী মোতাবেক নির্বাচিত ডেলিগেটগণ জানাবেন।

(ডি) সমবায় সমিতির ঋণলব্ধ মূলধনের কমপক্ষে অর্ধেক পর্যন্ত টাকা ধার দিয়েছে এমন ঋণদাতাগণের আবেদনক্রমে। তবে নিবন্ধক তদন্তের ব্যয় বাবদ জমানতের কোন নির্দেশ দিলে তা জমা দিতে হবে।

(৩) এই ধারা অনুসারে অনুষ্ঠিত তদন্তের প্রতিবেদন বা তার সারমর্ম সমবায় সমিতিকে এবং ২ নম্বর উপধারার আবেদনকারির কাছে নিবন্ধক পাঠাবেন।

নিয়ম— ১০১

৯৪। পরিদর্শন বা তদন্তের ব্যয় (Cost of Inspection or Inquiry) :—

(১) পক্ষগণকে বক্তব্য বলবার সুযোগ দেওয়ার পর কারণ উল্লেখ করে নিবন্ধক ৯২ ধারা মতে অনুষ্ঠিত পরিদর্শন বা ৯৩ ধারা মতে অনুষ্ঠিত তদন্তের (যখন যা

হবে) খরচ সম্পূর্ণত বা অংশত ভাগ করে দেবেন। যাদের মধ্যে এই ব্যয়ভার ভাগ করা হতে পারে তারা হ'ল—সমবায় সমিতি এবং পরিচালকগণ, সদস্যগণ, ডেলিগেটগণ বা ঋণদাতাগণ বা অর্থপ্রদায়ী ব্যাংক যখন যে পরিদর্শন বা তদন্তের জন্য আবেদন জানাবে এবং প্রাক্তন অফিসার ও প্রাক্তন সদস্য সহ সমবায় সমিতির অফিসার এবং সদস্যদের মধ্যে।

(২) ১ নম্বর উপধারা অনুসারে প্রদত্ত নির্দেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হলে সমবায় সমিতি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি সমবায় সমিতির তহবিল থেকে আপিলের ব্যয় নির্বাহ করতে পারবে না।

একাদশ অধ্যায়

বিবাদসমূহের নিষ্পত্তি **(Settlement of Disputes) :—**

৯৫। **বিবাদ নিবন্ধকের নিকট দায়ের করতে হবে (Disputes to be referred to Registrar) :—**

(১) দেওয়ানি মামলার উপযোগী সমবায় সমিতির ব্যবসাসংক্রান্ত কোন বিবাদ বা সমবায় সমিতির কাজকর্ম বিষয়ক (সমবায় সমিতির বেতনভুক্ত কর্মচারিদের বিরুদ্ধে সমবায় সমিতি কর্তৃক গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বা সমবায় সমিতির বেতনভুক্ত কর্মচারিদের চাকরির শর্ত এবং অবস্থা ব্যতিরেকে) যে কোন বিবাদ নিয়মাবলীতে বর্ণিত পদ্ধতিতে নিবন্ধকের কাছে দাখিল করতে হবে, যদি তা নিম্নলিখিত পক্ষগণের মধ্যে ঘটে :

(এ) সমবায় সমিতি বা তার বোর্ড বা অফিসার (প্রাক্তন বা বর্তমান), সমবায় সমিতির প্রতিনিধি, কর্মচারী বা লিকুইডেটর; বা

(বি) সমবায় সমিতির সদস্য বা প্রাক্তন সদস্য বা কোন সদস্য বা প্রাক্তন সদস্য বা

মৃত সদস্যের পক্ষে দাবিকারী কোন ব্যক্তি বা সমবায় সমিতির অর্থপ্রদায়ী ব্যাংক; বা

(সি) সমবায় সমিতির সদস্য বা প্রাক্তন সদস্য বা মৃত সদস্যের জামিনদার; এরূপ জামিনদার সমবায় সমিতির সদস্য হতে পারেন আবার নাও হতে পারেন; বা

(ডি) অন্য কোন সমবায় সমিতি বা অর্থপ্রদায়ী ব্যাংক সহ কোন ব্যক্তি যার সাথে সমবায় সমিতির বা সমবায় সমিতির লিক্যুইডেটরের লেনদেন আছে।

নিয়ম- -১৭১

(২) টাকা পয়সা আদায় সংক্রান্ত বিবাদ ব্যতিরেকে ১ নম্বর উপধারায় বর্ণিত বিবাদ, দায়ের করার কারণ ঘটার দিন থেকে দুই মাসের মধ্যে দায়ের করতে হবে।

(৩) এই ধারায় বা চালু অন্য আইনে যা-ই বলা হোক না কেন ২ নম্বর উপধারায় নির্দেশিত সময়সীমা অতিক্রম করার পরও নিবন্ধক যে কোন বিবাদ গ্রহণ করতে পারেন যদি আবেদনকারি নিবন্ধককে সন্তুষ্ট করতে পারে যে, সংশ্লিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বিবাদ দায়ের করতে না পারার তার যথেষ্ট কারণ ছিল। এই কারণে গৃহীত বিবাদ তামাদি হবে না।

নিয়ম- ১৭২

৯৬। বিবাদের নিষ্পত্তি (Settlement of Disputes) :—

(১) ৯৫ ধারার ১ নম্বর উপধারা মতে বিবাদ গ্রহণের পর নিবন্ধক নিয়মাবলী অনুযায়ী ঃ

(এ) বিবাদটি নিজেই নিষ্পত্তি করবেন; বা

(বি) নিবন্ধকের ক্ষমতা প্রয়োগ বিষয়ে রাজ্য সরকার কর্তৃক এই মর্মে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির নিকট বিবাদটি নিষ্পত্তির জন্য পাঠাবেন; বা

(সি) নিবন্ধক কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত এক বা একাধিক মধ্যস্থের নিকট নিষ্পত্তির জন্য বিবাদটি পাঠাবেন অথবা বিবাদটি যদি ১৯৭২ সালের কলিকাতা মেট্রোপলিট্যান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অ্যাক্টের সংজ্ঞা অনুসারে কলিকাতা মেট্রোপলিট্যান এলাকার কোন সমবায় সমিতি সংক্রান্ত হয় তাহলে ৯৭ ধারা অনুসারে গঠিত মধ্যস্থ আদালতে নিষ্পত্তির জন্য পাঠাবেন।

(২) ১ নম্বর উপধারা মতে হস্তান্তরিত বা প্রেরিত বিবাদ নিয়মাবলী সাপেক্ষে নিবন্ধক প্রত্যাহার করে নিজেই নিষ্পত্তি করতে পারেন বা নিষ্পত্তির জন্য অন্য কোন ব্যক্তি বা মধ্যস্থ বা মধ্যস্থদের আদালতের নিকট হস্তান্তর করতে বা পাঠাতে পারেন।

(৩) ৯৫ ধারার ১ নম্বর উপধারা অনুসারে দায়ের করা বিবাদের কোন পক্ষের আবেদনক্রমে নিবন্ধক তার বিবেচনামত শর্ত সাপেক্ষে আন্তরস্থিক নির্দেশ (ইন্টারলোকুটরি অর্ডার) দিতে পারেন।

(৪) ১ নম্বর উপধারা অনুসারে হস্তান্তরিত বা প্রেরিত বিবাদের যে কোন পক্ষের আবেদনক্রমে কোন ব্যক্তি বা মধ্যস্থ বা মধ্যস্থদের আদালত তার বিবেচনামত শর্ত সাপেক্ষে বিবাদের আওতাভুক্ত কোন সম্পত্তি বা অধিকার সংরক্ষণের জন্য আন্তরস্থিক নির্দেশ (ইন্টারলোকুটরি অর্ডার) দিতে পারেন।

(৫) ৯৫ ধারার ১ নম্বর উপধারা অনুসারে নিবন্ধকের কাছে দায়ের করা বিবাদ বা ৯৬ ধারার ১ নম্বর উপধারা মতে কোন ব্যক্তি বা এক বা একাধিক মধ্যস্থ বা মধ্যস্থদের আদালতের নিকট (যেমনটি ঘটবে) হস্তান্তরিত বা প্রেরিত বিবাদ, নিবন্ধক কর্তৃক গ্রহণ করার দিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করে ফেলতে হবে

(৬) ৫ নম্বর উপধারায় বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে যদি নিবন্ধক বা কোন ব্যক্তি বা এক বা একাধিক মধ্যস্থ বা মধ্যস্থদেব আদালত বিবাদের নিষ্পত্তি করতে ব্যর্থ হন তাহলে তিনি নির্ধারিত সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার কমপক্ষে পনেরো দিন আগে তার নিয়োগ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরূপ ব্যর্থতার কারণ জানাবেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তখন বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য আরও অনধিক ছয় মাস সময় দেবেন।

(৭) বিবাদের কোন পক্ষ চালু অন্য আইন মোতাবেক কোন অপরাধে শাস্তিযোগ্য হলেও টাকা পয়সা আদায় সংক্রান্ত বিবাদে এই ধারার বিধান প্রযোজ্য হবে।

নিয়ম—১০১, ১৭৩ থেকে ১৮১

৯৭। মধ্যস্থদের আদালত (Court of Arbitrators) :—

কলিকাতা মেট্রোপলিটান এলাকার সমবায় সমিতিসমূহের কাজকর্ম সংক্রান্ত বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য রাজ্য সরকার একজন মুখ্য মধ্যস্থ ও নিয়মাবলীতে নির্দিষ্ট

অন্যান্য মধ্যস্থদের নিয়ে একটি মধ্যস্থদের আদালত গঠন করতে পারেন। সরকারের সমবায় বিভাগীয় অফিসার বা কলিকাতা মেট্রোপলিটান এলাকায় বসবাসকারি বিশিষ্ট সমবায়ীদের মধ্যে থেকে রাজ্য সরকার মুখ্য মধ্যস্থ এবং অন্যান্য মধ্যস্থদের নিয়োগ করবেন।

নিয়ম—১৮২

৯৮। কতিপয় বিনির্ণয়ের বৈধতা ও কার্যকারিতা (Force and effect of certain awards) :—

আধেয় (প্লেজ) হিসাবে রক্ষিত সম্পত্তি, কোলেটারাল সিকিউরিটি হিসাবে কোন বিবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকলে, বিবাদ নিষ্পত্তিকারি ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত বিনির্ণয়ের (এ্যাওয়ার্ড) বৈধতা ও কার্যকারিতা, ক্ষেত্রাধিকার আছে এমন দেওয়ানি আদালত কর্তৃক প্রদত্ত চূড়ান্ত বন্ধকি ডিক্রির অনুরূপ হবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

সমবায় সমিতিসমূহের কারবার গোটানো ও পরিসমাপ্তি (Winding up and Dissolution of Co-operative Societies) :—

৯৯। সমবায় সমিতির কারবার গোটানো (Winding up of Co-operative Societies) :—

(১) সমবায় আইনের ৯০ ধারা মতে নিরীক্ষা বা ৯২ ধারা মতে পরিদর্শন বা ৯৩ ধারা মতে তদন্ত বা সমবায় সমিতির কমপক্ষে তিন-চতুর্থাংশ সদস্যদের আবেদনক্রমে, নিবন্ধকের যদি মনে হয় যে, কোন সমবায় সমিতির কারবার গোটানো উচিত তাহলে তিনি কারবার গোটানোর জন্য নির্দেশ দিতে পারেন।

(২) নিবন্ধক নিজ আগ্রহে নিয়মাবলীতে বর্ণিত বয়ানে ত্রিশ দিনের নোটিস দিয়ে সমবায় সমিতির কারবার গোটানোর নির্দেশ নিতে পারেন—

(এ) যে ক্ষেত্রে নিবন্ধনের তারিখ থেকে চব্বিশ মাসের মধ্যে সমবায় সমিতি কাজ আরম্ভ করে নাই বা আঠারো মাস ধরে কাজ বন্ধ আছে, বা

(বি) যে ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা ১৩ ধারায় বর্ণিত নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সংখ্যা অপেক্ষাও কমে গিয়েছে।

নিয়ম—১৮৩

প্রকাশ থাকে যে, রাজ্য সমবায় ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক বা প্রাথমিক সমবায় ব্যাংকের ক্ষেত্রে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক বা জাতীয় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাংক বা রাজ্য সমবায় ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের সাথে, যেমনটি প্রাসঙ্গিক হবে, অগ্রিম পরামর্শ না করে ১ বা ২ উপধারা অনুসারে নিবন্ধক কোন নির্দেশ দেবেন না।

(৩) ১ বা ২ নম্বর উপধারা অনুসারে নির্দেশ দেওয়ার পর, নিবন্ধক ১০০ ধারা অনুসারে নিয়োগপ্রাপ্ত অবসায়কের প্রতিবেদন পেলে বিবেচনা করতে পারেন এবং নির্দেশ বলে সমবায় সমিতির নিবন্ধন বাতিল করতে পারেন।

(৪) কারবার গোটানোর উদ্দেশ্যে ১ বা ২ নম্বর উপধারা অনুসারে নির্দেশ দেওয়ার পর নিবন্ধকের যদি মনে হয় যে, সমবায় সমিতির কাজ চলতে থাকবে তাহলে তিনি রাজ্য সরকারের অগ্রিম অনুমোদন নিয়ে কারবার গোটানোর সংশ্লিষ্ট নির্দেশ বাতিল করে দিতে পারেন।

১০০। অবসায়কের নিয়োগ (Appointment of Liquidator) :—

৯৯ ধারার ১ বা ২ নম্বর উপধারা অনুসারে নির্দেশ দেওয়ার পর নিবন্ধক নিয়মাবলী অনুযায়ী একজন ব্যক্তিকে কারবার গোটানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এমন সমবায় সমিতির, অবসায়ক (লিকুইডেটর) হিসাবে নিয়োগ করতে পারেন এবং তার পারিশ্রমিক নিয়মাবলীতে বর্ণিত পদ্ধতিতে স্থির করে দিতে পারেন। প্রয়োজন মনে করলে নিয়মাবলীতে বর্ণিত পদ্ধতিতে অনুরূপ ব্যক্তিকে অপসারণ করে তার জায়গায় অন্য ব্যক্তিকেও নিয়োগ করতে পারেন ঃ

তবে যে সমবায় সমিতি কাজ শুরু করে নাই তার কারবার গোটানোর জন্য অবসায়ক নিয়োগের প্রয়োজন নাই।

নিয়ম—১৮৪ থেকে ১৮৭

১০১। অবসায়কের ক্ষমতা ও দায়িত্ব (Powers and Obligation of Liquidator) :—

(১) ১০০ ধারা অনুসারে অবসায়ক নিয়োগের পর সমবায় সমিতির সমস্ত

পরিসম্পৎ, সম্পত্তি দ্রব্যাদি এবং অভিযোগ্য দাবি বা যার উপর সমবায় সমিতির মালিকানা আছে তা সবই অবসায়কের উপর ন্যস্ত হবে।

(২) নিয়োগের তারিখ থেকে অবসায়কের ক্ষমতা থাকবে—

(এ) নিম্নলিখিতগুলির দখল গ্রহণের—

(এক) সমবায় সমিতির সমস্ত পরিসম্পৎ, সম্পত্তি, দ্রব্যাদি এবং অভিযোগ্য দাবি বা যার উপর সমবায় সমিতির মালিকানা আছে;

(দুই) সমবায় সমিতির কাজকর্মবিষয়ক খাতাপত্র, নথি এবং অন্যান্য দলিলপত্রাদি; এবং

(বি) গৃহীত পরিসম্পৎ, সম্পত্তি, দ্রব্যাদি ও অভিযোগ্য দাবিসমূহের অপচয় বা অবনতি বা ক্ষতি প্রতিরোধকল্পে নিবন্ধকের সাধারণ নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণাধীনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের।

(৩) আপিল করার ফলে যদি ৯৯ ধারার ১ বা ২ নম্বর উপধারা বলে প্রদত্ত নির্দেশ বাতিল হয়ে যায় তাহলে অবসায়ক এই ধারার দুই নম্বর উপধারা অনুসারে গৃহীত সমস্ত পরিসম্পৎ, সম্পত্তি, দ্রব্যাদি অভিযোগ্য দাবি, খাতাপত্র, নথি এবং দলিল-পত্রাদির দখল সমবায় সমিতির উপযুক্ত আধিকারিকদের নিকট হস্তান্তর করবেন। তবে অবসায়ক কর্তৃক ইতিমধ্যে কৃতকর্ম, গৃহীত ব্যবস্থা বা অনুসৃত কার্যবাহ সমবায় সমিতির উপর বাধ্যতামূলকভাবে প্রযোজ্য হবে এবং সমবায় সমিতির আধিকারিকগণ অনুরূপ কর্ম বা কার্যবাহ অনুসরণ এবং অবিচ্ছিন্নভাবে প্রয়োগ করবেন।

(৪) ৯৯ ধারার ১ বা ২ নম্বর উপধারা মোতাবেক নির্দেশ কার্যকর হওয়ার দিন থেকে নিয়মাবলী সাপেক্ষে এবং নিবন্ধকের সাধারণ নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণাধীনে সমবায় সমিতির কারবার গোটানোর জন্য যেমন প্রয়োজন সেই মত বিষয়কর্ম সমবায় সমিতির পক্ষে চালানো এবং প্রয়োজনীয় কার্য ও দলিলপত্র সম্পাদনের ক্ষমতা অবসায়কের থাকবে। বিশেষ করে সময়ে সময়ে নিবন্ধকের নির্দেশক্রমে অবসায়ক নিম্নলিখিত ক্ষমতাগুলি প্রয়োগ করবেন ঃ

(এ) কোন মামলা এবং অন্যান্য আইনমূলক কার্যবাহ দায়ের করা এবং আত্মপক্ষ সমর্থন করা;

(বি) সমবায় সমিতির কারবার গোটানো যাতে অলাভজনক না হয় সেইভাবে সমবায় সমিতির কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া;

(সি) সমবায় সমিতির অস্থাবর বা স্থাবর সম্পত্তি এবং অভিযোগ্য দাবি-দাওয়া সম্পূর্ণত বা অংশত সাধারণ নিলাম বা বিশেষ চুক্তির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা নিগমবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রি করা;

(ডি) প্রয়োজনবোধে সমবায় সমিতির পরিসম্পদের জামিনে অর্থ সংগ্রহ করা;

(ঈ) সমবায় সমিতির সাথে কোন ব্যক্তির কোনরূপ বিবাদ থাকলে তা মেটাবার বা বোঝাপড়ার ব্যবস্থা নেওয়া বা মধ্যস্থদের নিকট পাঠানো;

(এফ) সদস্যের (প্রাক্তন সদস্যসহ) কাছ থেকে বা মৃত সদস্যের সম্পত্তি, মনোনীত ব্যক্তি, উত্তরাধিকারি বা বৈধিক প্রতিনিধির কাছ থেকে সমবায় সমিতির পাওনা ঋণ নির্ধারণ করা;

(জি) অবসায়নের ব্যয় হিসাব করা এবং কোন কোন ব্যক্তি কি অনুপাতে সে ব্যয় বহন করবে তা স্থির করা;

(এইচ) সমবায় সমিতির পরিসম্পদে এফ এবং জি প্রকরণে বর্ণিত দেয় সমেত আর যে সমস্ত দেয় দিতে হবে তা সময়ে সময়ে স্থির করা। (প্রাক্তন সদস্যসহ) সদস্যগণ কর্তৃক বা মৃত সদস্যদের সম্পত্তি থেকে মনোনীত ব্যক্তি উত্তরাধিকারি বা বৈধিক প্রতিনিধিগণ কর্তৃক বা সমবায় সমিতির প্রাক্তন বা বর্তমান আধিকারিকগণ কর্তৃক বা মৃত আধিকারিকদের সম্পত্তি, মনোনীত ব্যক্তি, উত্তরাধিকারি বা বৈধিক প্রতিনিধিগণ কর্তৃক এই দেয় প্রদত্ত হবে;

(আই) সমবায় সমিতির কাছে যে সমস্ত দাবি এসেছে তা পরীক্ষা করা এবং সমবায় আইনের বিধান সাপেক্ষে দাবিদারদের মধ্যে অগ্রাধিকার স্থির করা;

(জে) সমবায় সমিতির পাওনাদারদের পাওনা ও দাবি প্রমাণের জন্য বা পাওনা দাবি প্রমাণের পূর্বেই দেয় কোন বণ্টনগত সুবিধালাভের উদ্দেশ্যে গ্রহণীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দিন সময় স্থির করা;

(কে) সমবায় সমিতির কাছে দাবিকৃত পাওনা (কারবার গোটানোর নির্দেশের তারিখ পর্যন্ত সুদসহ) অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সম্পূর্ণত বা সমবায় সমিতির পরিসম্পদের আনুপাতিক হারে মিটিয়ে দেওয়া;

(এল) সমবায় সমিতির পরিসম্পদের আদায়, সংগ্রহ বা বণ্টন সম্পর্কে যে সমস্ত নির্দেশদান প্রয়োজন মনে করবেন তা দেওয়া;

(এম) সমবায় সমিতির নামে এবং পক্ষে সমস্ত কাজকর্ম করা, সমস্ত দলিল ও অন্যান্য দস্তাবেজ সম্পাদন করা এবং সমবায় সমিতির কারবার গোটানোর জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রাপ্তি স্বীকার করা; এবং

(এন) সমবায় সমিতি টি পুর্নগঠিত হতে পারে এরকম বিশ্বাসের যদি কারণ থাকে তাহলে নিবন্ধকের অগ্রিম অনুমোদন নিয়ে পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া।

নিয়ম—১৮৮ থেকে ১৯২

(৫) নিয়মাবলীতে নির্দিষ্ট তবে একটি সমবায় বৎসরে একবারের কম নয় এরূপ সময়ে নিবন্ধকের কাছে নিয়মাবলীতে বর্ণিত বয়ানে অবসায়ক জমা খরচের হিসাব দাখিল করবেন। নিবন্ধক এই হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা করবেন এবং নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে নিবন্ধকের চাহিদা মত সংশ্লিষ্ট প্রমাণক (ভাউচার), দলিলপত্র এবং তথ্যাদি অবসায়ক দাখিল করবেন;

নিয়ম—১৮৬

(৬) ৫ নম্বর উপধারামতে হিসাব নিরীক্ষার ফি নিবন্ধকের নির্দেশমত অবসায়ক দেবেন।

নিয়ম—১৫৭ (৩) ঈ-২৩৩

(৭) অবসায়ক নিরীক্ষিত হিসাবপত্রের একটি সারাংশ প্রস্তুত করাবেন এবং তার একটি প্রতিলিপি অংশদাতা ও পাওনাদারদের পাঠাবেন।

(৮) অবসায়কের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে প্রদর্শিত উদ্বৃত্ত পরিসম্পৎ কিছু থাকলে তার সদ্ব্যবহার সম্পর্কে বিধান অবসায়িত সমবায় সমিতির উপবিধিতে থাকতে পারে এবং অবসায়ক অনুরূপ উদ্বৃত্ত পরিসম্পদের ব্যবস্থা সেইভাবেই করবেন। কোন সমবায় সমিতির উপবিধিতে অনুরূপ বিধান না থাকলে পূর্বোক্ত উদ্বৃত্ত পরিসম্পৎ অবসায়কের উপর ন্যস্ত হবে, যিনি তা সমবায় শিক্ষা তহবিলে দান করবেন।

নিয়ম—১৯৩

(৯) সমবায় সমিতির কারবার গোটানো হলে অবসায়ক নিয়মাবলীতে বর্ণিত

পদ্ধতিতে সমবায় সমিতির নথিপত্র সংরক্ষণ করবেন এবং এই বিষয়ে নিবন্ধকের নিকট একটি প্রতিবেদন পাঠাবেন।

নিয়ম—১৯৬

(১০) আইন বা নিয়মাবলী বা সমবায় সমিতির উপবিধিতে যা-ই বলা থাকুক না কেন, কারবার গোটানোর আদেশ দেওয়া হয়েছে এমন সমবায় সমিতির সমস্ত কর্মচারিদের চাকরি, কারবার গোটানোর নির্দেশ কার্যকর হওয়ার দিন থেকে চলে গেছে বলে বিবেচিত হবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, অবসায়নের কাজকর্ম সম্পাদনের সূত্রে নিবন্ধকের অনুমোদন সাপেক্ষে অবসায়ক তার বিবেচনামত সীমা, শর্ত এবং সময়কালের জন্য প্রয়োজনমত কর্মচারিদের পুনর্নিয়োগ করতে পারেন।

নিয়ম—১০১

১০২। অবসায়ক কর্তৃক ধার্য অর্থের অগ্রগণ্যতা (Priority of Contribution assessed by liquidator) :—

দেউলিয়া অবস্থা সম্পর্কে কোন আইনে যা-ই বলা থাকুক না কেন, রাজ্য সরকারের পাওনা বা দেউলিয়া কার্যবাহের ক্রম অনুসারে কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পাওনার পরেই অবসায়ক কর্তৃক ধার্য অর্থের পাওনা বিবেচিত হবে।

১০৩। সমবায় সমিতির নিবন্ধন বাতিল সংক্রান্ত নিবন্ধকের ক্ষমতা (Power of Registrar to Cancel registration of Co-operative Society) :—

(১) নিবন্ধকের যদি মনে হয় যে, ৯৯ ধারার ১ বা ২ নম্বর উপধারা মতে প্রদত্ত কারবার গোটানোর নির্দেশ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির কোন অবসায়ক নিয়োগের প্রয়োজন নাই তাহলে তিনি আদেশ বলে অনুরূপ সমবায় সমিতির নিবন্ধন বাতিল করে দেবেন।

(২) সমবায় আইনের ১০০ ধারা অনুযায়ী নিবন্ধক যেখানে অবসায়ক নিয়োগ করেছেন সেক্ষেত্রে সমবায় সমিতির কারবার গোটানো সংক্রান্ত অবসায়কের প্রতিবেদন তিনি বিবেচনা করবেন এবং প্রয়োজনবোধে নির্দেশের মাধ্যমে নিবন্ধন বাতিল করবেন।

নিয়ম—১৯৪, ১৯৫

(৩) ১ বা ২ নম্বর উপধারা মতে নির্দেশ জারি হলে অনুরূপ নির্দেশ জারির দিন থেকে সমবায় সমিতিটি ভেঙ্গে গেছে এবং নিগমবদ্ধপ্রতিষ্ঠান হিসাবে তার আর অস্তিত্ব নাই বলে বিবেচিত হবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, প্রাথমিক সমবায় ঋণদান সমিতি এবং শীর্ষ আবাসন সমিতি সংক্রান্ত বিশেষ বিধান (Special provisions for Co-operative Land Development Bank, Central Co-operative Bank, Primary Co-operative Credit Society and Apex Housing Society) :—

১০৪। বন্ধকদাতার পূর্ব ঋণ পরিশোধ (Payment of prior debts of mortgagor) :—

(১) বন্ধকদাতার পূর্ব ঋণ বা তার অংশ পরিশোধের জন্য কোন সম্পত্তি সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংকে বন্ধক দেওয়া হলে, ১৮৮২ সালের সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৮৩ ও ৮৪ ধারায় যা-ই বলা থাকুক না কেন, সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ঋণের পাওনাদারদের নিয়মাবলীতে বর্ণিত পদ্ধতিতে নোটিস দিয়ে ঋণ বাবদ অর্থ বা অংশ নোটিসে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তার কাছ থেকে নেওয়ার জন্য বলবে।

নিয়ম—১৯৮

(২) ১ নম্বর উপধারামতে যে ব্যক্তিকে নোটিস দেওয়া হবে তিনি সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক দেয় অর্থ নিতে বাধ্য থাকবেন। ঋণের অর্থ সম্পর্কে যদি বন্ধকদাতা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে কোন মতবিরোধ থাকে তাহলে সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ গ্রহণ করলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দাবিমত বাকি অর্থ আদায়ের অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে না।

(৩) কোন ব্যক্তি যদি ১ নম্বর উপধারা মতে নোটিস গ্রহণ না করে বা নোটিসে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে প্রদত্ত ঋণের অর্থ বা তার অংশবিশেষ গ্রহণ কবতে ব্যর্থ হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট সময়কাল উত্তীর্ণ হলে ঋণ বা তার অংশের উপর আর কোন সুদ দেওয়া যাবে না।

১০৫। ঋণের আবেদনপত্র বিবেচনার পদ্ধতি (Procedure for dealing with Applications for Loan) :—

আইনের ১০৪ নম্বর ধারা এবং নিয়মাবলীর বিধান সাপেক্ষে সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক নিয়মাবলীতে বর্ণিত পদ্ধতি মাফিক প্রস্তুত ঋণের আবেদনপত্রসমূহ গ্রহণ করবে এবং ঋণ মঞ্জুর করার পূর্বে নিয়মাবলী অনুযায়ী সেগুলি বিবেচনা করবে।

নিয়ম—১৯৯

১০৬। বন্ধকি সম্পত্তি বা প্রভার হস্তান্তরের উপর বিধি-নিষেধ (Restriction on transfer of, or Charge on, Equity of Redemption) :—

চালু অন্য আইনে যা-ই বলা থাকুক না কেন, সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংকের অনুমতি ব্যতিরেকে বন্ধকদাতা সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংকে বন্ধকীকৃত সম্পত্তি হস্তান্তর বা তার উপর কোন প্রভার সৃষ্টি করতে পারবে না ঃ

প্রকাশ থাকে যে, অর্থ প্রদায়ী ব্যাংকের অগ্রিম অনুমোদন ব্যতীত সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক তার অনুমতি দেবে না ঃ

আরও প্রকাশ থাকে যে, অর্থপ্রদায়ী ব্যাংক অনুমতি দিলে তার একটি প্রতিলিপি ৪৪ ধারা অনুসারে অছি গঠিত হলে তাঁর কাছে পাঠাবে।

১০৭। বন্ধকদাতার দেউলিয়া অবস্থায় বন্ধক সম্পর্কে বৈধতার প্রশ্ন তোলা যাবে না (Mortgage not to be questioned on insolvency of Mortgagor) :—

দেউলিয়া অবস্থা সম্পর্কে অন্য চালু আইনে যা-ই বলা থাকুক না কেন, সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংকের অনুকূলে সম্পাদিত বন্ধক সম্পর্কে এই মর্মে কোন বৈধতার প্রশ্ন তোলা যাবে না যে, সামগ্রিক বিবেচনায় সরল বিশ্বাসে বন্ধক সম্পাদিত হয় নাই বা বন্ধকদাতার অন্যান্য পাওনাদারদের দাবির উপরে সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংকের পাওনার দাবিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার উদ্দেশ্যে বন্ধকটি সম্পাদিত হয়েছে।

১০৮। কতিপয় ঋণের উর্ধ্বে বন্ধকের অগ্রাধিকার (Priority of Mortgage over certain loans) :—

বর্তমান সমবায় আইন কার্যকর হওয়ার আগে বা পরে সমবায় ভূমি উন্নয়ন

ব্যাংকের অনুকূলে সম্পাদিত বন্ধক, ১৮৮৩ সালের ল্যাণ্ড ইম্প্রুভমেন্ট লোনস্ অ্যাক্ট বা ১৮৮৪ সালের অগ্রিকালচারিস্টস্ লোনস অ্যাক্ট অনুসারে সম্পাদিত বন্ধকের ভিত্তিতে রাজ্য সরকারের ঋণের উর্ধ্বে এবং অন্য যে কোন নামে সমস্ত নিবন্ধিত বা অনিবন্ধিত হস্তান্তরের উর্ধ্বে অগ্রাধিকার ভোগ করবে।

ধারা - ৫১

১০৯। আনুমানিক ঋণ (Constructive Borrowing) :—

(১) জমিতে স্বত্ব আছে বা আইনানুগ অধিকার আছে মনে করে সমবায় ঋণদান সমিতি কোন ব্যক্তিকে ঋণ দিয়ে থাকলে এবং ঋণের টাকা সম্পূর্ণ বা অংশত অনুরূপ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সদ্ব্যবহার করা গেলে অন্য ব্যক্তি শ্রেষ্ঠতর স্বত্বের সুবাদে বা অন্য কোন কারণে সংশ্লিষ্ট জমি নিলে সেই জমির উন্নতিতে যে পরিমাণ ঋণ বিনিয়োগ করা হয়েছে বলে স্থিরীকৃত হবে তা সমবায় ঋণদান সমিতিকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। ধরে নেওয়া হবে পূর্বোক্ত অন্য ব্যক্তি ঋণের সংশ্লিষ্ট অংশের জন্য ৫৩ ধারা মতে গেহান সম্পাদন করেছিলেন এবং বিক্রয় বা অন্যভাবে গেহান কার্যকর করার উদ্দেশ্যে সেই পরিমাণ পর্যন্ত তাকে খাতক বলে ভাবা হবে।

(২) প্রাথমিক সমবায় ঋণদান সমিতির অনুকূলে সম্পাদিত বা সম্পাদিত হয়েছে বলে বিবেচিত এমন গেহানের ক্ষেত্রে এবং অন্য সমস্ত পরিসম্পৎকে দায়ভুক্তির ক্ষেত্রে, সম্পাদনের বা সম্পাদিত হয়েছে বলে বিবেচিত হওয়ার তারিখ থেকে প্রাথমিক সমবায় ঋণদান সমিতি সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের অনুকূলে সেগুলি দায়ভুক্তি করেছে বলে বিবেচিত হবে।

(৩) সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংকের অনুকূলে, গেহানের ক্ষেত্রে এবং অন্য সমস্ত পরিসম্পৎকে দায়ভুক্তির ক্ষেত্রে, সম্পাদনের বা সম্পাদিত হয়েছে বলে বিবেচিত হওয়ার তারিখ থেকে সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংকের অনুকূলে সেগুলি দায়ভুক্তি করেছে বলে বিবেচিত হবে।

(৪) কোন চালু আইনে যা-ই বলা থাকুক না কেন, সমবায় সমিতি যখন তফসিলভুক্ত জাতি বা উপজাতি সম্প্রদায়ের সদস্যকে বা স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের নিয়ন্ত্রিত অধিকার ভোগী সদস্যকে ঋণ দেবে তখন সংশ্লিষ্ট সদস্য ঋণের জমানত হিসাবে সমবায় ঋণদান সমিতির অনুকূলে উক্ত স্থাবর সম্পত্তির উপর গেহান ঘোষণা করতে পারেন। এইরূপ কোন সদস্য ঋণ পরিশোধে খেলাপ করলে আদায়ের জন্য গ্রহণযোগ্য অন্য আইনগত ব্যবস্থা, চুক্তি বা অন্য উপায়সহ সমবায় ঋণদান সমিতি

উক্ত স্থাবর সম্পত্তি দখল নিতে পারবে এবং খেলাপি সদস্যের একই জাতি বা উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত অন্য ব্যক্তির কাছে পাট্টা দিতে পারবে এবং পাট্টাদারের কাছে পাওয়া অর্থ থেকে খেলাপি সদস্যের ঋণ উসুল করে নিতে পারবে। ঋণের টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত খেলাপি সদস্য উক্ত স্থাবর সম্পত্তির দখল পুনরুদ্ধার করতে পারবে না।

(৫) ৪ নম্বর উপধারা মতে কোন স্থাবর সম্পত্তির দখল গ্রহণের পূর্বে সমবায় ঋণদান সমিতি খেলাপি সদস্যকে অনাদায়ী ঋণের টাকা পরিশোধের জন্য লিখিতভাবে দাবির নোটিস পাঠাবে। নোটিসের মধ্যে থাকবে কত দিনের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে হবে এবং আরও বলা থাকবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে ৪ নম্বর উপধারা মতে দখলের অধিকার কার্যকর করা হবে।

১১০। ক্রোক এবং বিক্রয়ের ক্ষমতা (Power to Distrain and Sale):—

(১) সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক বা প্রাথমিক সমবায় ঋণদান সমিতির অনুকূলে বন্ধকি ঋণের কোন কিস্তি বা কিস্তির অংশ খেলাপের তারিখ থেকে এক মাস পরেও যদি অনাদায়ী থাকে তাহলে ব্যাংক বা সমবায় সমিতি যার ক্ষেত্রে ঘটবে, সংশ্লিষ্ট অর্থ আদায়ের জন্য অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থাসহ, বন্ধকি জমির দণ্ডায়মান ফসল সমেত অনধিক অর্ধাংশ পর্যন্ত ফসল, ক্রোক ও বিক্রয়ের মাধ্যমে টাকা আদায়ের জন্য নিবন্ধকের কাছে আবেদন করতে পারে।

(২) ১৮৮২ সালের সম্পত্তি হস্তান্তর আইনে যা-ই বলা থাকুক না কেন, অনুরূপ আবেদন পাওয়ার পর সমবায় আইন ও নিয়মাবলীর বিধান সাপেক্ষে নিবন্ধক তার বিবেচনামত উৎপাদিত ফসল বা তার অংশবিশেষ ক্রোক ও বিক্রয়ের জন্য প্রয়োজনমত ব্যবস্থা নেবেন।

নিয়ম—২ (১) এফ, ২০০ থেকে ২০৩

১১১। ক্রোক ও বিক্রয় থেকে লব্ধ অর্থের প্রয়োগ (Application of the proceeds of Distraint and Sale) :—

(১) সমবায় আইনের ১১০ ধারা অনুসারে ক্রোক ও বিক্রয় থেকে লব্ধ অর্থ নিম্নলিখিতভাবে প্রয়োগ করা হবে—

প্রথমেই নিয়মাবলীতে প্রদত্ত হারে সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় সমবায়

ব্যাংক বা প্রাথমিক সমবায় ঋণদান সমিতি যার ক্ষেত্রে ঘটবে, তাকে নিম্নবর্ণিত খাতে দিতে হবে—

(এ) বিক্রয় বাবদ ব্যয়; এবং

(বি) ক্রোক প্রসঙ্গে নির্বাহিত অন্যান্য ব্যয়।

(২) দ্বিতীয়ত, যে অনাদায়ী পাওনা অর্থ আদায়ের জন্য সম্পত্তি ক্রোক করা হয়েছে সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা সমিতি পাবে। (ব্যাংক বা সমিতির কাছ থেকে) রসিদ নিয়ে যার সম্পত্তি বিক্রয় করা হয়েছে সেই ব্যক্তিকে দিতে হবে।

(৩) তৃতীয়ত, অবশিষ্টাংশ যদি কিছু থাকে তাহলে সেটুকু দেওয়া হবে যার সম্পত্তি বিক্রি করা হয়েছে সেই ব্যক্তিকে।

১১২। আদালতের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে বন্ধকি সম্পত্তি বিক্রয় ও দখল হস্তান্তরের ক্ষমতা (Power to bring Mortgaged Property to. Sale and Deliver possession in respect of the Property sold without the intervention of the Court) :—

অন্যান্য আইনে যা-ই বলা থাকুক না কেন, কোন সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক বা শীর্ষ আবাসন সমিতির অনুকূলে বন্ধকি দলিলের মাধ্যমে ন্যস্ত সম্পত্তি বিক্রি ও বিক্রিত সম্পত্তি আদালতের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে হস্তান্তর করার ক্ষমতা সুস্পষ্টরূপে দেওয়া হলে অনুরূপ বন্ধকের অধীনে কোন কিস্তির টাকা বাকি পড়ার দিনে সম্পূর্ণ পরিশোধ না হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা সমিতির পরিচালন পর্ষদের, প্রতিকারের অন্যান্য ব্যবস্থা সমেত আইন এবং নিয়মাবলীর বিধান সাপেক্ষে আদালতের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে, বন্ধকি সম্পত্তি বিক্রি ও বিক্রিত সম্পত্তি হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকবে।

নিয়ম—২০৪ থেকে ২১৩, ২১৬ থেকে ২১৯

১১৩। এই অধ্যায়ে অনুষ্ঠিত বিক্রয়ে ক্রয়ের অধিকার (Right to purchase at Sale under this chapter) :—

(১) সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক বা শীর্ষ আবাসন সমিতি বা সমবায় আবাসন সমিতি এই অধ্যায়

মোতাবেক অনুষ্ঠিত বিক্রয়ে বন্ধকি সম্পত্তি ক্রয় করতে পারবে। তবে সংশ্লিষ্ট সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক বা শীর্ষ আবাসন সমিতি বা সমবায় আবাসন সমিতি নিয়মাবলীতে বর্ণিত সময়ের মধ্যে বা যেখানে অছি গঠিত হয়েছে সেখানে নিয়মাবলী মোতাবেক অছি কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনুরূপ সম্পত্তি বিক্রি করে দেবে।

নিয়ম—২২০

(২) ১৯৫৫ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় ভূমি সংস্কার আইনের ১৪ এম এবং ১৪ কিউ ধারার বিধানগুলি, সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক বা শীর্ষ আবাসন সমিতি কর্তৃক ১ নম্বর উপধারা মোতাবেক রায়ত হিসাবে অর্জিত জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

১১৪। ক্রেতা স্বত্ব সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তোলা যাবে না (Title of Purchaser not to be Questioned) :—

এই অধ্যায়ে বিক্রিত কোন সম্পত্তিতে ক্রেতার স্বত্ব সম্পর্কে বন্ধকদাতা বা তার স্বাত্বাধিকারি কোন আদালতে বৈধতার প্রশ্ন তুলতে পারবে না।

১১৫। তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ (Appointment of Receiver) :—

এই অধ্যায় মোতাবেক কোন বিক্রিত সম্পত্তির বিক্রয় পরিচালনা এবং দখল প্রত্যর্পণের উদ্দেশ্যে কোন আদালত কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক (রিসিভার) নিযুক্ত না হলে নিবন্ধক ১৮৮২ সালের সম্পত্তি হস্তান্তর আইন (ট্রান্সফার অফ্ প্রপার্টি আক্ট) অনুযায়ী একজন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করতে এবং নিয়মাবলীতে বর্ণিত পদ্ধতিতে তার পারিশ্রমিক স্থির করতে পারেন।

নিয়ম—২১৪, ২১৫

১১৬। বন্ধকি সম্পত্তি নষ্ট বা জমানত অপর্যাপ্ত হয়ে গেলে সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক প্রভৃতির ক্ষমতা (Power of Co-operative Land Development Bank, etc,. if Mortgaged Property is destroyed or Security becomes insufficient) :—

(১) এই অধ্যায় মোতাবেক বন্ধকি কোন সম্পত্তি সম্পূর্ণত বা অংশত নষ্ট বা নিয়মাবলী বা উপবিধি অনুযায়ী মূল্যায়নে কোন ঋণের জমানত অপর্যাপ্ত হয়ে গেলে

নিয়মাবলীতে বর্ণিত পদ্ধতিতে বন্ধকদাতাকে নোটিসের মাধ্যমে নির্দেশিত পরিমাণ ও সময়ের মধ্যে অতিরিক্ত জমানত দিতে বলা হবে।

(২) বন্ধকদাতা যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনুরূপ অতিরিক্ত জমানত দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে সুদসহ ঋণের সমুদয় টাকা সাথে সাথে আদায়যোগ্য হিসাবে ধরা হবে এবং সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক বা শীর্ষ আবাসন সমিতি নিয়মাবলী সাপেক্ষে এই অধ্যায় মোতাবেক সংশ্লিষ্ট ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা নিতে পারবে।

ব্যাখ্যা—এই ধারার প্রয়োজনে কোন জমানতকে অপর্যাপ্ত হিসাবে বিবেচনা করা হবে যখন বন্ধকি সম্পত্তির মূল্য কোন সময়ে বন্ধক বাবদ প্রাপ্য অর্থের তুলনায় নিয়মাবলী বা উপবিধিতে বর্ণিত, অনুপাত অতিক্রম করবে না।

নিয়ম—২২১

১১৭। অছি বা কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংকের নির্দেশদানের বা কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা (Power of Trustee or Central Co-operative Land Development Bank to direct or to take certain action):—

অছি এবং সদস্য সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক নিয়মাবলী অনুসারে এবং আদেশের মাধ্যমে সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংককে, এই অধ্যায় মোতাবেক, খেলাপির বিরুদ্ধে আদেশে নির্দেশিত সময়ের মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারেন। ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয় তাহলে অছি বা কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক, যেমন প্রাসঙ্গিক হবে, অনুরূপ ব্যবস্থা নিতে পারবে এবং আইন ও নিয়মাবলী বা উপবিধির সংশ্লিষ্ট বিধান এইরূপ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এ ক্ষেত্রে সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংকের উল্লেখকে সংশ্লিষ্ট অছি বা কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংকের উল্লেখ হিসাবেই ধরে নিতে হবে।

১১৮। সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক প্রভৃতির অফিসারগণ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত হিসাবে নিলাম ডাকতে পারবেন না (Officers of Co-operative Land Development Bank, etc, not to bid on personal account at sales) :—

এই অধ্যায় অনুসারে অস্থাবর বা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সমবায় ভূমি

উন্নয়ন ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক বা শীর্ষ আবাসন সমিতির কোন অফিসার বা সেল অফিসার বা বিক্রয়ের সাথে কর্মসূত্রে জড়িত কোন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির উপর, ব্যক্তিগত হিসাবে কোন স্বার্থ অর্জনের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, নিলামে ডাক দেবেন না বা কোন স্বার্থ অর্জন বা অর্জনের উপক্রম করবেন না।

১১৯। ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে অব্যাহতি (Exemption from personal Attendance) :—

(১) ১৯০৮ সালের নিবন্ধন আইনে যা-ই বলা থাকুক না কেন, পদাধিকার বলে সম্পাদিত সাধনপত্র (ইন্সট্রুমেন্ট) নিবন্ধনের সংশ্লিষ্ট কার্যবাহ প্রসঙ্গে অছি বা সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক বা প্রাথমিক সমবায় ঋণদান সমিতি বা কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক বা শীর্ষ আবাসন সমিতি বা নিয়মাবলীতে নির্দেশিত কোন শ্রেণীভুক্ত সমবায় সমিতির কোন অফিসারের ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিনিধি মারফত নিবন্ধন কার্যালয়ে হাজির দেওয়ার বা ঐ আইনের ৫৮ ধারা মতে স্বাক্ষর করার প্রয়োজন হবে না।

(২) এইরূপ কোন সাধনপত্র (ইন্সট্রুমেন্ট) নিবন্ধনের জন্যে উপস্থিত করা হলে তৎসংক্রান্ত কোন তথ্য জানার প্রয়োজন থাকলে নিবন্ধন আধিকারিক তার বিবেচনামত বিষয়টি অছি বা পূর্বোক্ত কোন অফিসারের কাছে পাঠাতে পারেন এবং তাব যথাযথ পরিপালন সম্পর্কে সন্তুষ্ট হলে সংশ্লিষ্ট সাধনপত্রটি নিবন্ধন করবেন।

১২০। বন্ধকি দলিল কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক প্রভৃতির নিকট হস্তান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক প্রভৃতির অর্থ গ্রহণের ক্ষমতা (Powers to Co-operative Land Development Bank, etc,. to receive moneys notwithstanding transfer of Mortgage Deed to Central Co-operative Land Development Bank, etc.) :—

(১) কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক বা শীর্ষ আবাসন সমিতি বা অর্থপ্রদায়ী ব্যাংকের, যে ক্ষেত্রে যেমনটি ঘটবে, কাছ থেকে সম্পূর্ণত বা অংশত কর্জ করে যেখানে সমাবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক বা প্রাথমিক সমবায় আবাসন সমিতি বা প্রাথমিক সমবায় ঋণদান সমিতি বন্ধক, দায়বন্ধন (হাইপোথিকেশন্), গেহান বা অন্য কোন প্রকার প্রভার সৃষ্টি করে ঋণ দেয় সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বন্ধক, দায়বন্ধন, গেহান বা অন্য কোন

প্রভার সম্পাদনের তারিখ থেকে সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক বা প্রাথমিক সমবায় আবাসন সমিতি বা প্রাথমিক সমবায় ঋণদান সমিতি কর্তৃক কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক বা শীর্ষ আবাসন সমিতি বা অর্থপ্রদায়ী ব্যাংকে, যেটি সংশ্লিষ্ট হবে, হস্তান্তরিত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। সংশ্লিষ্ট বন্ধক, দায়বন্ধন, গেহাণ বা অন্য কোন প্রভার যেগুলি কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংকে হস্তান্তরিত হয়েছে বলে মনে করা হবে সেগুলি অছির অনুকূলে স্বত্ব নিয়োগ করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।

(২) পূর্বোক্ত বন্ধক, দায়বন্ধন, গেহাণ বা অন্য কোন প্রকার প্রভারের (চার্জ) হস্তান্তর এবং স্বত্বনিয়োগ সত্ত্বেও—

(এ) নিবন্ধক বা অছি কর্তৃক নিয়মাবলী মোতাবেক প্রদত্ত এবং বন্ধকদাতার নিকট বা দায়বন্ধন বা গেহাণ বা অন্য কোন প্রকার প্রভার বলে দায়বদ্ধ কোন ব্যক্তির নিকট, প্রেরিত কোন প্রতিকূল বিশেষ নির্দেশ না থাকলে, বন্ধকের আওতায় সমস্ত অর্থ সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রাথমিক সমবায় আবাসন সমিতি বা প্রাথমিক সমবায় ঋণদান সমিতি, যে সংশ্লিষ্ট থাকবে তাকে দিতে হবে। এইরূপ অর্থ প্রদান বৈধ বলে বিবেচিত হবে, ধরে নেওয়া হবে বন্ধকের হস্তান্তর এবং স্বত্ব নিয়োগ হয় নাই; এবং

(বি) অনুরূপ কোন নির্দেশ পাঠানো না হলে সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রাথমিক সমবায় আবাসন সমিতি বা প্রাথমিক সমবায় ঋণদান সমিতি, যে সংশ্লিষ্ট থাকবে, বন্ধক, দায়বন্ধন, গেহাণ বা অন্য প্রকার প্রভারভুক্ত অর্থ আদায়ের জন্য বন্ধকেব উপর নালিশ করার বা অন্যান্য কার্যাবলী গ্রহণ করার ক্ষমতা থাকবে।

১২১। যৌথ হিন্দু পরিবারভুক্ত সদস্যগণ কর্তৃক সম্পাদিত বন্ধক (Mortgage executed by members of joint Hindu Family) :—

(১) এই আইন কার্যকর হওয়ার আগে বা পরে সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংকের অনুকূলে যৌথ হিন্দু পরিবারের ম্যানেজার কর্তৃক কোন উৎপাদনশীল উদ্দেশ্যে সম্পাদিত বন্ধক পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের উপর অবশ্যপালনীয় নয় এই অজুহাতে কোন বৈধতার প্রশ্ন তোলা হলে, চালু অন্য কোন আইনে যা-ই বলা থাকুক না কেন, তা প্রমাণের দায়িত্ব বন্ধকটির বৈধতা সংক্রান্ত প্রশ্ন উত্থাপকের উপর ন্যস্ত থাকবে।

(২) সমবায় আইনে ২ ধারার ১২ নং প্রকরণের ২ নং ব্যাখ্যায় "উৎপাদনশীল

উদ্দেশ্যের'' যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে এই ধারার প্রয়োজনে সেই অর্থে যৌথ হিন্দু পরিবারের (সাবালক বা নাবালক) সদস্যদের উপর তা অবশ্য পালনীয় উদ্দেশ্য হিসাবে বিবেচিত হবে।

নিয়ম—১৯৭

১২২। সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংকের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাসমূহ কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কের শাখাসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। (Special provisions for Co-operative Land Development Bank to apply to Branches of Central Co-operative Land Development Bank) :—

প্রাথমিক সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংকের কার্যাবলী সম্পাদন এবং কর্তব্য পালন সম্পর্কিত, সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংকের জন্য এই অধ্যায়ে বর্ণিত, বিশেষ ব্যবস্থাসমূহ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাপেক্ষে কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংকের শাখামূহের অনুরূপ কাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

১২৩। গেহাণের উপর প্রদত্ত ঋণের ক্ষেত্রে ১১৬, ১১৭ এবং ১২০ ধারার বিধান প্রযোজ্য হবে। (Provesions of sections 116, 117 and 120 to apply to loans issued against Gehan) :—

গেহাণের উপর বা স্থাবর সম্পত্তির উপর এবং ঋণ দ্বারা সৃষ্ট পরিসম্পদের দায়বন্ধনের উপর প্রদত্ত ঋণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাপেক্ষে ১১৬, ১১৭ এবং ১২০ ধারা সমূহের বিধানগুলি প্রযোজ্য হবে।

চতুর্দশ অধ্যায়

দায়িত্বসমূহের প্রবর্তন এবং পাওনা টাকা আদায় (Enforcement of obligations and recovery of sums due) :—

১২৪। দলিলপত্র প্রভৃতি দেখার সুযোগ (Access to documents etc):—

নিবন্ধক এবং নিয়মাবলীতে বর্ণিত কোন বিধিনিষেধ সাপেক্ষে নিরীক্ষকের, মধ্যস্থের বা দশম অধ্যায় মোতাবেক, পরিদর্শন বা তদন্তকারি কোন ব্যক্তির সমস্ত সঙ্গত সময়ে সমবায় সমিতির মালিকানা বা তত্ত্বাবধানে স্থিত খাতাপত্র, হিসাবপত্র, দলিলপত্র, প্রতিভূতিসমূহ (সিকিউরিটিজ), নগদ টাকা এবং অন্যান্য সম্পত্তি দেখাশুনার অবারিত অধিকার থাকবে।

১২৫। সাক্ষীদের উপস্থিতি ও দলিলপত্রাদির উপস্থাপনে বাধ্য করার ক্ষমতা (Power to enforce attendance of witnesses and production of documents) :—

(১) নিবন্ধকের এবং নিয়মাবলীতে বর্ণিত কোন বিধিনিষেধ সাপেক্ষে, আইনের ২৮ ধারা অনুসারে প্রেরিত আধিকারিকের বা ২৯ ধারা অনুসারে নিয়োগপ্রাপ্ত বোর্ডের বা সমবায় সমিতির কার্যাবলী পরিচালনার জন্য ৩০ ধারা অনুসারে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রশাসকের বা নিরীক্ষক, মধ্যস্থ, অবসায়ক বা দশম অধ্যায় মোতাবেক পরিদর্শন বা তদন্তকারী কোন ব্যক্তির, এই আইনের কোন উদ্দেশ্যেসাধনের জন্য প্রয়োজন হলে, ১৯০৮ সালের ন্যায়প্রণালী সংহিতায় (কোড অফ সিভিল প্রসিডিওর) বর্ণিত উপায়ে ও পদ্ধতিতে সাক্ষীদের এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে আহ্বানপত্র পাঠানোর, তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার, শপথ বাক্য পাঠ করিয়ে সাক্ষ্য নেওয়ার এবং খাতাপত্র, হিসাবপত্র, দলিলপত্র, প্রতিভূতিসমূহ (সিকিউরিটিজ), নগদ টাকা এবং অন্যান্য সম্পত্তি উপস্থাপনে বাধ্য করার ক্ষমতা থাকবে।

(২) ১ নম্বর উপধারামতে আহ্বানপত্র পাঠানো সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি খাতাপত্র, হিসাবপত্র, দলিলপত্র, প্রতিভূতি, নগদ টাকা বা আহ্বানপত্রে উল্লিখিত অন্যান্য সম্পত্তি দাখিল করতে ব্যর্থ হলে বা প্রত্যাখ্যান করলে নিবন্ধকের বা নিবন্ধক কর্তৃক এই

মর্মে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির অভিযোগক্রমে সংশ্লিষ্ট (অনিচ্ছুক) ব্যক্তির বসবাসের এলাকার কোন মেট্রোপলিট্যান ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সংশ্লিষ্ট খাতাপত্র, হিসাবপত্র, দলিলপত্র, প্রতিভূতি, নগদ টাকা বা অন্যান্য সম্পত্তি নিবন্ধকের কাছে বা নিবন্ধক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে উপস্থাপন করার জন্য প্রগ্রহণপত্র (ওয়ারেন্ট) জারি করবেন। এতে সমবায় আইনে সন্নিবেশিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কোনরূপ রকমফের হবে না ঃ

প্রকাশ থাকে যে, নিবন্ধক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিবন্ধকের পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে এই ধারা অনুসারে কোন অভিযোগ করবেন না।

১২৬। সমবায় সমিতির খাতাপত্র, হিসাবপত্র প্রভৃতির দখল হস্তান্তর (Delivery of possession of books, accounts etc. of Co-operative Society) :—

(১) সমবায় সমিতির বোর্ড বা ২৮ ধারা অনুসারে প্রেরিত সরকারি আধিকারিক বা ৩০ ধারা অনুসারে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রশাসক বা ৩১ ধারা অনুসারে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রাধিকারিক বা ১০০ ধারা অনুসারে নিয়োগপ্রাপ্ত অবসায়ক সমবায় সমিতির খাতাপত্র, হিসাবপত্র, দলিলপত্র, প্রতিভূতিসমূহ, নগদ টাকা বা অন্যান্য সম্পত্তির দখল গ্রহণের ক্ষেত্রে যদি স্বত্বে বা দখলে রাখার বিষয়ে এক্তিয়ার বহির্ভূত কোন ব্যক্তি কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত বা নিবারিত হন, তাহলে নিবন্ধক বা তার দ্বারা এই মর্মে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, যে মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের অধিকার ক্ষেত্রের মধ্যে সংশ্লিষ্ট খাতাপত্র, হিসাবপত্র, দলিলপত্র, প্রতিভূতিসমূহ, নগদ টাকা বা অন্যান্য সম্পত্তি রয়েছে তার কাছে, ঐগুলির আটক ও দখল গ্রহণের জন্যে আবেদন জানাতে পারে। এতে সমবায় আইনে সন্নিবেশিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কোন রকমফের হবে না।

(২) ১ নম্বর উপধারা মতে আবেদন পাওয়ার পর মেট্রোপলিট্যান ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, যিনি সংশ্লিষ্ট থাকবেন, সাব-ইন্সপেকটরের নিম্ন পদমর্যাদা সম্পন্ন নন এমন পুলিশ অফিসারকে প্রাসঙ্গিক খাতাপত্র, হিসাবপত্র, দলিলপত্র, প্রতিভূতিসমূহ, নগদ টাকা বা অন্যান্য সম্পত্তি যেখানে আছে বা থাকতে পারে এমন যে কোন জায়গায় প্রবেশ করে অনুসন্ধান করার জন্যে এবং আটক করে সেগুলির দখল, নিবন্ধককে বা এই মর্মে তার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে, হস্তান্তর করার জন্য ক্ষমতা দেবেন।

১২৭। শর্তমূলক ক্রোকনির্দেশের ক্ষমতা (Power to direct Conditional attachment) :—

নিবন্ধকের যদি মনে হয় যে, কোন ব্যক্তি বা সমবায় সমিতি সমবায় আইন অনুসারে প্রদেয় কোন নির্দেশের বাস্তবায়নকে ব্যর্থ বা বিলম্বিত করার উদ্দেশ্যে,

(এ) তার সম্পত্তির সবটুকু বা অংশবিশেষ বিক্রির উপক্রম করছেন, বা

(বি) তার সম্পত্তির সবটুকু বা অংশবিশেষ নিবন্ধকের অধিকারক্ষেত্রের স্থানীয়সীমার বাইরে সরানোর উপক্রম করছেন তাহলে লিখিত নির্দেশের মাধ্যমে নিবন্ধক, তার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সমবায় সমিতিকে, হয় নির্দেশে উল্লিখিত পরিমাণমত অর্থ জমানত হিসাবে জমা দিতে বলতে পারেন বা চাইবামাত্র সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বা নিবন্ধক কর্তৃক যথেষ্ট বিবেচিত এখন সম্পত্তির মূল্য বা তার অংশবিশেষের মূল্য তার হেপাজতে আনা ও রাখার জন্য বলতে পারেন বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সমিতি কেন জমানত রাখবে না তার কারণ দেখানোর জন্য নির্দেশ দিতে পারেন। প্রদত্ত নির্দেশে নিবন্ধক সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির উপর বা তার বিবেচনা মত অংশবিশেষের উপর শর্তমূলক ক্রোকনামা জারি করতে পারেন। দেওয়ানি আদালত কর্তৃক জারিকৃত ক্রোকনামার অনুরূপ বৈধতা ও কার্যকারিতা এই ক্রোকনামার থাকবে। নিবন্ধক কর্তৃক প্রত্যাহৃত বা পরিত্যক্ত না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ক্রোকনামার বৈধতা থেকে যাবে।

নিয়ম—২২২

১২৮। পাওনা প্রদানের নির্দেশদানের ক্ষমতা (Power to direct payment of dues) :—

একাদশ অধ্যায়ে যা-ই বলা হোক না কেন, নিবন্ধক বা নিয়মাবলীতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি সমবায় সমিতির খেলাপি সদস্যের (মৃত সদস্যসহ) কাছ থেকে, নিজ আগ্রহে বা সমবায় সমিতি বা অর্থপ্রদায়ী ব্যাংকের লিখিত অধিযাচনপত্রের ভিত্তিতে, টাকা আদায়ের জন্য তার বিবেচনামত আবশ্যক বা যুক্তিযুক্ত তদন্ত করার পর সংশ্লিষ্ট সদস্যকে বা সমবায় সমিতির সদস্য হোক বা না হোক তার জামিনদারকে বা মৃত সদস্যের উত্তরাধিকারিকে খেলাপি টাকা প্রদানের নির্দেশ দিয়ে বিনির্ণয় (অ্যাওয়ার্ড) দিতে পারেন।

নিয়ম—২২৩

১২৯। প্রভার ও অধিভার (Charge and Surcharge) :—

(১) সমবায় আইনের ৯০ ধারা মতে নিরীক্ষা বা ৯২ ধারামতে পরিদর্শন বা ৯৩ ধারা অনুসারে তদন্ত বা ১৯৫২ সালের কমিশনস্ অফ্ ইনকোয়ারি অ্যাক্টের আওতায় গঠিত কমিশনের তদন্ত বা রাজ্য সরকার কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির তদন্ত বা অবসায়কের প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নিবন্ধকের যদি মনে হয় যে, সমবায় সমিতির কোন আধিকারিক (প্রাক্তন আধিকারিকসহ), এই আইন চালু হওয়ার পর যে কোন সময়ে এবং কথিত নিরীক্ষা, পরিদর্শন, তদন্ত বা প্রতিবেদনের, যেটি প্রাসঙ্গিক হবে, অগ্রবর্তী ছয় বৎসরের মধ্যে—

(এ) এই আইন বা নিয়মাবলী বা উপবিধি বা চালু অন্য আইনের বিধানের পরিপন্থী কোন অর্থ ইচ্ছাকৃতভাবে দিয়েছেন বা অনুমোদন বা মঞ্জুর করেছেন; বা

(বি) নিয়মাবলীতে বর্ণিত কোন বিষয়ে অবহেলার দ্বারা সমবায় সমিতিকে কোন ক্ষতি বা ঘাটতির মধ্যে জড়িয়ে ফেলেছেন; বা

(সি) সমবায় সমিতির কোন সম্পত্তি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করেছেন বা প্রতারণার উদ্দেশ্য দখলে রেখেছেন বা হিসাবপত্রের মিথ্যাকরণ বা জালিয়াতি বা ফৌজদারি বিশ্বাস ভঙ্গের অপরাধ করেছেন ঃ

তাহলে বক্তব্য বলবার সুযোগ দিয়ে কথিত আধিকারিককে এই ধারায় বিশ্লেষিত কোন কাজ করা বা না করার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি হিসাবে ক্ষতিপূরণার্থে সমবায় সমিতির পরিসম্পদে প্রয়োজনীয় অর্থ দেওয়ার জন্য বা নিবন্ধকের সিদ্ধান্তমত সম্পত্তি ন্যস্ত করার জন্য এবং এই ধারা অনুসারে অনুসৃত কার্যধারা নির্বাহের ব্যয় বাবদ নিবন্ধক কর্তৃক নির্দিষ্ট অর্থ দেওয়ার জন্য লিখিত নির্দেশ নিবন্ধক জারি করতে পারেন।

(২) কথিত আধিকারিক তার কাজ করা বা না করার ফলে কোন চালু আইনের আওতায় দণ্ডযোগ্য হলেও এই ধারার বিধান প্রযোজ্য হবে।

নিয়ম—২২৪

১৩০। কতকগুলি আইন বিরুদ্ধ কাজের জরিমানা (Penalty for certain Misdemeanours) :—

নিবন্ধকের যদি মনে হয়, কোন ব্যক্তি (নিম্নবর্ণিতভাবে) সমবায় আইন বা

নিয়মাবলী বা উপবিধির বিধান লংঘন করেছেন—(যথা)

(এ) যোগদান বা ভোটদান বা অধিকারপ্রয়োগ, যেটি প্রাসঙ্গিক হবে, সে সম্পর্কে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন না হয়েও বোর্ডের পরিচালক হিসাবে সভায় যোগদান বা ভোটদান করেছেন বা সভাভুক্ত সমবায় সমিতির প্রতিনিধি হিসাবে কোন সমবায় সমিতির কাজকর্মে অংশগ্রহণ করে ভোটদান করেছেন বা সমবায় সমিতির সদস্য হিসাবে অধিকার প্রয়োগ করেছেন;

(বি) কোন সমিতির আধিকারিক বা কর্মকর্তা হিসাবে বহাল থাকার পক্ষে অযোগ্যতা অর্জন করেও সংশ্লিষ্ট পদে রয়েছেন;

(সি) যে উদ্দেশ্যে ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে ঋণের টাকা সেটি ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন; বা

(ডি) সমবায় সমিতির কোন সদস্যের কাছ থেকে টাকা আদায় করার পর অর্থপ্রদায়ী ব্যাংকের কাছে, চুক্তির শর্ত বা নিয়মাবলী অনুসারে সংশ্লিষ্ট সমিতি বা সদস্য, পরিশোধ হিসাবে জমা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকলেও জমা করেন নাই;

(ঈ) সমবায় সমিতির বোর্ড বা ২৮ ধারামতে প্রেরিত সরকারি আধিকারিক বা ৩০ ধারা মতে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রশাসক বা ৩১ ধারা মতে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রাধিকারিক বা ১০০ ধারা মতে নিয়োগপ্রাপ্ত অবসায়ক বা ৩০ (৩) উপধারা মতে প্রেরিত সরকারি আধিকারিককে সমবায় সমিতির খাতাপত্র, হিসাবপত্র, দলিলপত্র, প্রতিভূতিসমূহ, নগদ টাকা বা অন্যান্য সম্পত্তির দখল গ্রহণে বাধা দিয়েছেন বা নিবারণ করেছেন;

(এফ) সমবায় আইনের ১২৫ (১) উপধারা মতে নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও কোন খাতাপত্র, হিসাবপত্র, দলিলপত্র, প্রতিভূতিসমূহ, নগদ টাকা বা অন্যান্য সম্পত্তি দাখিল করেন নাই;

(জি) ৮৫ ধারায় (৯) উপধারার বিধান লংঘন করে জমির প্লট বা বাড়ি বা ফ্ল্যাট হস্তান্তর করেছেন;

তাহলে নিয়মাবলী সাপেক্ষে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বক্তব্য বলার সুযোগ দিয়ে প্রতিটি আইনবিরুদ্ধ কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর নিবন্ধক তার বিবেচনামত জরিমানা ধার্য করে সমবায় সমিতির পরিসম্পদে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন

এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি পর্ষদের পরিচালক হন তাহলে তার কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ থেকে তিন বছর পর্ষদে পুনর্নির্বাচনের পক্ষে যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

নিয়ম—২২৫

১৩১। দায়িত্ব পালনে বাধ্য করানো সম্পর্কে নিবন্ধকের ক্ষমতা (Registrar's power to enforce performance of obligations) :—

এই আইনের অন্যত্র যা-ই বলা থাকুক না কেন, কোন সমবায় সমিতি—

(এ) এই আইন বা নিয়মাবলী বা উপবিধিতে বর্ণিত সময়ের মধ্যে; বা

(বি) কোন সময় নির্দিষ্ট না থাকলে নিবন্ধক কর্তৃক কাজের প্রকৃতি ও পরিমাণ বিবেচনায় আদিষ্ট সময়ের মধ্যে—

যদি সমবায় আইন বা নিয়মাবলী বা উপবিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয় তাহলে নিবন্ধক নিজে বা তাঁর দ্বারা এই মর্মে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি সমবায় সমিতির ব্যয়ে অনুরূপ ব্যবস্থা নিতে পারেন বা নিয়মাবলীতে বর্ণিত নীতি অনুসারে যে আধিকারিক, নিবন্ধকের বিবেচনায়, তাঁর নির্দেশ পালনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত তাকে আহ্বান জানাতে পারেন এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে বক্তব্য বলবার সুযোগ দিয়ে সমবায় সমিতির পরিসম্পদে, তাঁর নির্দেশ পালিত না হওয়া পর্যন্ত, দিন প্রতি অনধিক ২৫ টাকা হিসাবে জরিমানা প্রদানের নির্দেশ দিতে পারেন।

নিয়ম—২২৬

১৩২। পাওনা টাকা আদায় (Recovery of sums due) :—

সমবায় আইন মোতাবেক কোন নির্দেশ, সিদ্ধান্ত বা বিনির্ণয় (এ্যাওয়ার্ড) অনুসারে রাজ্য সরকারের বা সমবায় সমিতির পাওনা কোন টাকা এই আইনের দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত পদ্ধতিতে বা ১৯০৮ সালের দেওয়ানি প্রক্রিয়া সংহিতার (কোড অফ্ সিভিল প্রসিডিওর) অধীনস্থ কোন আদালতের আজ্ঞপ্তি (ডিক্রি) হিসাবে আদায় করা যাবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, ১৯০৮ সালের দেওয়ানি প্রক্রিয়া সংহিতায় বা চালু অন্য আইনে যা-ই বলা হোক না কেন, সমবায় আইনের ১২৮ ধারা অনুসারে প্রদত্ত কোন বিনির্ণয়ের

টাকা নিম্নলিখিত অনুপাতে আদায় করা যাবে—

(এ) সমবায় সমিতির সদস্য বা তার জামিনদারের মাসিক বেতন বা মজুরি ১৫০ টাকার বেশি হলে খেলাপি টাকার কিস্তি আদায়ের জন্য (একদিকে) পরিমাণ মত বেতন বা মজুরি অথবা (অন্যদিকে) বেতন বা মজুরির টাকা থেকে পঞ্চাশ টাকা বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তার অর্ধেক — এই দুইয়ের মধ্যে যে পরিমাণ কম হবে সেই পরিমাণ পর্যন্ত বেতন বা মজুরি আটক করে; বা

(বি) সমবায় সমিতির সদস্য বা জামিনদারের মাসিক বেতন বা মজুরি যদি ১৫০ টাকা অতিক্রম না করে তাহলে খেলাপি টাকার কিস্তি আদায়ের জন্য (একদিকে) পরিমাণ মত বেতন বা মজুরি অথবা (অনাদিকে) সংশ্লিষ্ট বেতন বা মজুরির টাকা প্রতি ছয় পয়সা হিসাবে যা দাঁড়ায়—এই দুইয়ের মধ্যে যে পরিমাণ কম হবে সেই পরিমাণ পর্যন্ত বেতন বা মজুরি আটক করে।

১৩৩। **কতিপয় ত্রুটির জন্যে সমবায় সমিতির কাজকর্ম বাতিল হবে না (Acts of Co-operative Society not to be invalidated by certain defects) :—**

(১) সমবায় সমিতির কাজ কারবার পরিচালনার সূত্রে সমবায় সমিতিব বা তার বোর্ডের বা কোন আধিকারিকের বা অবসায়কের সরল বিশ্বাসে করা কোন কাজ পরবর্তীকালে, সংগঠনে বা বোর্ডের গঠনতন্ত্রে বা কথিত আধিকারিক বা অবসায়কের নিয়োগে বা কথিত আধিকারিক বা অবসায়কের নিয়োগপ্রাপ্তিতে অযোগ্যতা প্রভৃতি কারণে, আবিষ্কৃত কোন ত্রুটির ফলে বাতিল হবে না।

(২) সমবায় আইন অনুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির সরল বিশ্বাসে করা কোন কাজ, তার নিয়োগ বাতিল হয়ে গেলে বা এই আইন অনুযায়ী পরবর্তীকালে প্রদত্ত কোন নির্দেশের ফলশ্রুতি হিসাবে, বাতিল হবে না।

(৩) সমবায় সমিতির কাজকর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে কোন কাজ সরল বিশ্বাসে করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে নিবন্ধক সিদ্ধান্ত নেবেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ক্ষেত্রাধিকার, উত্তরবিচার ও সংশোধন (Jurisdiction, Appeal and Revision) :—

১৩৪। আদালতের অধিকারক্ষেত্র সংক্রান্ত বাধা ও নিষ্কৃতি (Indemnity and bar to Jurisdiction of courts) :—

(১) এই আইন মোতাবেক সরল বিশ্বাসে কোন কাজ করা হলে বা করা হয়েছে এরূপ বিবেচিত হলে সেই কাজের জন্যে নিবন্ধকের বা তার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির বা অছির বিরুদ্ধে কোন মামলা, অভিযোগ বা অন্যান্য আইনগত কার্যবাহ সিদ্ধ হবে না।

(২) এই আইন মোতাবেক কোন কিছু করা হলে বা কোন ব্যবস্থা নেওয়া হলে বা কোন নির্দেশ দেওয়া হলে বিশেষ করে নিম্নলিখিত বিষয়ে এই আইনে যতটুকু বলা আছে তার অতিরিক্ত ক্ষেত্রাধিকার কোন দেওয়ানি বা রাজস্ব আদালতের থাকবে না :—

(এ) সমবায় সমিতির বা তার উপবিধির নিবন্ধীকরণ বা উপবিধির সংশোধনী প্রস্তাব নিবন্ধীকরণ, বা

(বি) সমবায় সমিতির বোর্ড ভঙ্গ বা বাতিলকরণ এবং অনুরূপ ভঙ্গ বা বাতিলকরণের পর সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা; বা

(সি) ২৯ ধারা মতে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কোন নির্দেশ; বা

(ডি) ৯৫ ধারা মতে নিবন্ধকের কাছে দায়ের যোগ্য বিবাদ; বা

(ই) সমবায় সমিতির অবসান বা কারবার গোটানো সংক্রান্ত কোন বিষয়।

(৩) যখন কোন সমবায় সমিতির কারবার গোটানো হচ্ছে সেই সময়ে, নিবন্ধকের অনুমতি না নিয়ে এবং নিবন্ধক কর্তৃক আরোপিত আনুষঙ্গিক শর্তাবলী না মেনে, অবসায়ক বা সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতি বা তার কোন সদস্যের বিরুদ্ধে, সংশ্লিষ্ট সমবায়

সমিতির কার্যাবলী সংক্রান্ত কোন মামলা বা আইন বিষয়ক কার্যবাহ পরিচালনা করা যাবে না।

(৪) ক্ষেত্রাধিকার না থাকার কারণ ছাড়া, এই আইনে যতটুকু বলা আছে তার বাইরে, এই আইন মোতাবেক প্রদত্ত নির্দেশ, সিদ্ধান্ত বা বিনির্ণয় সম্পর্কে কোন আদালতে বৈধতার প্রশ্ন তোলা যাবে না, তাকে রদ করা, পরিবর্তন করা, সংশোধন করা বা অবৈধ ঘোষণা করা যাবে না।

১৩৫। ন্যায়পীঠ (Tribunal) :—

(১) (এ) প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে রাজ্য সরকার এক বা একাধিক সমবায় ন্যায়পীঠ গঠন করতে পারেন। ন্যায়পীঠের ক্ষেত্রাধিকার কতটা থাকবে এবং কিরূপ যোগ্যতা সম্পন্ন সভাপতিসহ কতজন ব্যক্তি নিয়ে ন্যায়পীঠ গঠিত হবে সে সম্পর্কে নিয়মাবলীতে বলা থাকবে,

(বি) প্রকরণ (এ) অনুযায়ী একাধিক ন্যায়পীঠ গঠিত হলে রাজ্য সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা একটি ন্যায়পীঠকে প্রধান ন্যায়পীঠ হিসাবে ঘোষণা করবেন।

(২) ১৯০৮ সালের দেওয়ানি প্রক্রিয়া সংহিতার প্রথম তফসিলের একচল্লিশ অর্ডার মোতাবেক (Order XLI) আপিল বিচারালয়কে প্রদত্ত সমস্ত ক্ষমতাই ন্যায়পীঠ প্রয়োগ করতে পারবে

(৩) ন্যায়পীঠ প্রদত্ত নির্দেশে কোন ব্যক্তি ক্ষুব্ধ হলে সংশ্লিষ্ট নির্দেশের তারিখ থেকে নব্বই দিনের মধ্যে, ১৯০৮ সালের দেওয়ানি প্রক্রিয়া সংহিতার সাতচল্লিশ অর্ডারের ১ নং নিয়মে বর্ণিত (Order XLVII) এক বা একাধিক কারণে, পুনর্বিলোকনের জন্য ন্যায়পীঠের কাছে আবেদন জানাতে পারে।

(৪) স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে পারে এমন কোন ব্যক্তিকে বক্তব্য বলবার সুযোগ না দিয়ে ন্যায়পীঠ ৩ উপধারা মতে কৃত আবেদনের উপর কোন নির্দেশ দেবেন না।

(৫) ন্যায়পীঠের কাছে উত্তর-বিচার (আপিল) বা পুনর্বিলোকনের (রিভিউ) প্রার্থনা জানানো হলে, ন্যায়পীঠ কর্তৃক বিবেচিত সীমা ও শর্তে যেমনটি ন্যায্য ও সুবিধাজনক মনে হবে সেইরূপ আন্তরস্থিক (ইন্টারলোকুটারি) নির্দেশ ন্যায়পীঠ দিতে পারেন।

(৬) সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের সুবিধার্থে তাদের অগ্রিম নোটিস দিয়ে ন্যায়পীঠ তার

অধিকারক্ষেত্রের যে কোন জায়গায় বৈঠকে বসতে পারেন এবং রাজ্য সরকারের পূর্ব অনুমতি নিয়ে প্রনিয়ম প্রণয়নের মাধ্যমে তার নিজস্ব কর্মপদ্ধতি রচনা করতে পারেন।

নিয়ম—২২৭

১৩৬। উত্তর-বিচার (Appeal) :—

(১) এই আইনের তৃতীয় তফসিলের দ্বিতীয়স্তম্ভে উল্লিখিত নির্দেশের বিরুদ্ধে, তৃতীয় স্তম্ভে বর্ণিত কর্তৃপক্ষের নিকট এবং চতুর্থ স্তম্ভে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে উত্তরবিচার প্রার্থনা করা যাবে।

(২) ১ নম্বর উপধারায় প্রার্থিত উত্তরবিচারের ক্ষেত্রে ১৯৬৩ সালের তামাদি আইনের বিধান প্রযোজ্য হবে না।

(৩) এই আইন বা নিয়মাবলীতে যেটুকু বলা আছে তার বাইরে এই আইন মোতাবেক প্রদত্ত নির্দেশ, সিদ্ধান্ত বা বিনির্ণয়ের বিরুদ্ধে কোন উত্তরবিচার প্রার্থনা করা যাবে না।

(৪) সমবায় ন্যায়পীঠ ব্যতিরেকে উত্তরবিচার কর্তৃপক্ষ ১ উপধারা মতে প্রার্থিত উত্তরবিচারের মীমাংসা, প্রার্থনা দাখিলের তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে করে দেবেন।

প্রকাশ থাকে যে, উত্তরবিচার কর্তৃপক্ষ যদি পূর্বোক্ত সময়সীমার মধ্যে আপিলের নিষ্পত্তি করতে ব্যর্থ হন, তাহলে উক্ত সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তার কারণ জানিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে একটি প্রতিবেদন দাখিল করবেন। রাজ্য সরকার তার বিবেচনা মত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আপিলের নিষ্পত্তির অনুমতি দিতে পারেন।

নিয়ম—২২৭, ২৩০

১৩৭। পুনর্বিলোকন ও সংশোধন (Review and Revision) :—

(১) রাজ্য সরকার নিজ আগ্রহে বা নিয়মাবলীতে বর্ণিত পদ্ধতিতে কৃত কোন ক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে, এই আইন অনুযায়ী অনুষ্ঠিত তদন্ত বা পরিদর্শনের বা নিবন্ধক বা তার অধীন ব্যক্তির বা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির কার্যাবলীর নথিপত্র তলব করে পরীক্ষা করতে পারেন এবং স্বার্থক্ষুন্ন হতে পারে এমন ব্যক্তিদের নোটিস দিয়ে রাজ্য সরকার তার বিবেচনামত নির্দেশ দিতে পারেন।

(২) নিবন্ধক নিজ আগ্রহে বা নিয়মাবলীতে বর্ণিত পদ্ধতিতে কৃত কোন ক্ষুব্ধ

ব্যক্তির আবেদনক্রমে—

(এ) তার নিজেরই দেওয়া কোন নির্দেশ সংশোধন করতে পারেন; বা

(বি) এই আইন অনুযায়ী অনুষ্ঠিত তদন্ত বা পরিদর্শনের বা নিবন্ধকের অধীন অথচ তার ক্ষমতা নাস্ত করা হয় নাই এমন ব্যক্তির বা তার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির কার্যাবলীর নথিপত্র তলব করে পরীক্ষা করতে পারেন। যদি তার মনে হয় তলব করা কোন নির্দেশ, সিদ্ধান্ত বা বিনির্ণয় বা কোন কার্যবাহ কোন কারণে পরিবর্তন, বাতিল বা বিপরীত করা দরকার তাহলে তিনি তার বিবেচনামত সংশ্লিষ্ট নির্দেশ দিতে পারেন ঃ

প্রকাশ থাকে যে, (এ) ও (বি) প্রকরণ অনুযায়ী নির্দেশ দেওয়ার পূর্বে, তার সংশ্লিষ্ট নির্দেশে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন ব্যক্তিকে বক্তব্য বলবার সুযোগ দেবেন।

(৩) এই আইনের ১৩৬ ধারা অনুযায়ী ন্যায়পীঠের কাছে উত্তরবিচার প্রার্থনা করা হয়েছে এমন কোন কার্যবাহের ক্ষেত্রে ১ ও ২ উপধারার কোন বিধান কার্যকর হবে না।

নিয়ম—২২৮, ২২৯, ২৩০

ষোড়শ অধ্যায়

অপরাধ, দণ্ড ও প্রক্রিয়া (Offences, Penalties and Procedure) :—

১৩৮। অপরাধ ও দণ্ড (Offences and Penalties) :—

১৪৭ ধারার ৩ উপধারায় বর্ণিত দণ্ডসহ, এই আইনের চতুর্থ তফসিলের তৃতীয়স্তম্ভে বর্ণিত ব্যক্তি, দ্বিতীয় স্তম্ভে উল্লিখিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে, এই আইনের অন্যত্র বা চালু অন্য আইনে যা-ই বলা থাকুক না কেন, চতুর্থ স্তম্ভে নির্দিষ্ট শাস্তি তাকে পেতে হবে।

১৩৯। অপরাধসমূহের প্রগ্রহণ বা বিচারার্থ গ্রহণ (Cognizance of Offences) :—

(১) মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত অপেক্ষা কোন নিম্নতর আদালত এই আইনের আওতাভুক্ত কোন অপরাধের বিচার করতে পারবে না।

(২) ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি প্রক্রিয়া সংহিতার প্রয়োজনে সমবায় আইন মোতাবেক সমস্ত অপরাধই অপ্রগ্রাহ্য (নন্ কগনিজ্যাবল)।

(৩) নিবন্ধকের অগ্রিম অনুমোদন ব্যতিরেকে এই আইন মোতাবেক কোন অভিযোগ (প্রসিকিউশন) রুজু করা যাবে না।

(৪) ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি প্রক্রিয়া সংহিতায় যা-ই বলা হোক না কেন, ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৪০৩ ধারায় বর্ণিত কোন শাস্তিযোগ্য অপরাধ, সমবায় সমিতির কোন অস্থাবর সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হলে তা প্রগ্রাহ্য (কগনিজ্যাবল) অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে।

(৫) এই আইন মোতাবেক কোন অভিযোগ, নিবন্ধক বা তার দ্বারা এই মর্মে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি রুজু করবেন এবং সমবায় সমিতির অনুরোধ ক্রমে দায়ের করা অভিযোগের যাবতীয় খরচ খরচা সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতি বহন করবে বা তার কাছ থেকে আদায় করা যাবে।

১৪০। সদস্য বহিতে লিখিত বিষয় থেকে প্রাক্-প্রত্যয় (Presumption raised by entry in register of members) :—

(১) নিয়মাবলীতে বর্ণিত পদ্ধতিতে সমবায় সমিতি কর্তৃক রক্ষিত সদস্যদের বা শেয়ারের বহি (রেজিস্টার) নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের প্রাথমিক প্রমাণ হিসাবে কাজ করবে—

(এ) কথিত সমবায় সমিতির সদস্য হিসাবে সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে কোন্ তারিখে নাম তোলা হয়েছে, এবং

(বি) কোন্ তারিখ থেকে অনুরূপ কোন ব্যক্তির সমবায় সমিতির সদস্যপদ চলে গেছে।

(২) কোন ব্যক্তির বিবরণ যদি মেম্বার রেজিস্টার বা শেয়ার রেজিস্টারে পাওয়া না যায় তাহলে অডিট রিপোর্টের সাথে, অংশক্রয়সমেত সদস্য সংক্রান্ত সংযোজিত

বিস্তৃত তালিকা থাকলে সেই তালিকাই উদ্বর্তপত্র তৈরির তারিখ নাগাদ, সদস্যপদের প্রাথমিক প্রমাণ হিসাবে কাজ করবে।

১৪১। সমবায় সমিতির খাতায় নথিভুক্তির প্রমাণ (Proof of entry in book of Co-operative Society) :—

(১) সমবায় সমিতির কাজকর্ম পরিচালন সূত্রে, নিয়মাবলীতে বর্ণিত পদ্ধতিতে রক্ষিত খাতাপত্রে নথিভুক্তির কোন প্রতিলিপি যদি নিয়মাবলী অনুযায়ী প্রত্যায়িত হয় তা হলে তা কোন মামলা বা আইনানুগ কার্যবাহের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক খাতাপত্রে সংশ্লিষ্ট নথিভুক্তির প্রাথমিক প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা হবে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে, যখন যেমন, কোন নথিভুক্ত বিষয়, লেনদেন এবং হিসাবপত্রের আসল দলিলপত্রের মতই সংশ্লিষ্ট প্রতিলিপিকে স্বীকার করে নেওয়া হবে।

(২) সমবায় সমিতির কোন আধিকারিক বা অবসায়ক বা অন্য কোন অফিসারকে, যার তত্ত্বাবধানে অবসায়নের পর সমবায় সমিতির খাতাপত্র এবং অন্যান্য নথিপত্র রাখা আছে, কোন বিধিসম্মত কার্যবাহে সমবায় সমিতি বা তার অবসায়ক যদি কোন পক্ষ না হয় তাহলে ১ উপধারা মতে বিষয়বস্তু প্রমাণক্ষম হলে, সংশ্লিষ্ট খাতাপত্র বা অন্যানা নথিপত্র উপস্থাপন করতে, বাধ্য করা যাবে না বা কোন আদালত বা নিবন্ধক বা মধ্যস্থ কর্তৃক সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত না হলে নথিভুক্ত বিষয়, লেনদেন বা হিসাবপত্রের সত্যতা প্রমাণের জন্য সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত হতে বাধ্য করা যাবে না।

নিয়ম—২১

১৪২। অসাধু আচরণের শাস্তি (Punishment for corrupt practices):—

সমবায় সমিতির কোন আধিকারিক বা কর্মচারী বা সদস্য যিনি—

(এ) কোন বেনামি ঋণ মঞ্জুর বা গ্রহণ যা-ই করেন; বা

(বি) কোন ব্যক্তির কাছ থেকে নিজের বা অপরের জন্যে মতলব মত উৎকোচ বা ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ১৬১ ধারায় বর্ণিত কোন পারিতোষিক গ্রহণ বা অর্জন বা গ্রহণে প্রবৃত্ত বা অর্জনে উপক্রম করেন: বা

(সি) সমবায় সমিতির কোন সভায় উপস্থিত না হয়েই কার্যবৃত্তে স্বাক্ষর করেন; বা

(ডি) সমবায় সমিতির কোন সম্পত্তির দায়িত্বে বা কর্তৃত্বে থেকে তা নিজের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অসৎভাবে বা ছল করে অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করেন বা অন্যভাবে রূপান্তর সাধন করেন বা এইগুলি করতে অন্য কোন ব্যক্তিকে সাহায্য করেন;

তাকে অসাধু আচরণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হবে এবং কমপক্ষে এক বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যার মেয়াদ অনধিক দুই বৎসর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হতে পারে এবং তিনি জরিমানাও দিতে বাধ্য থাকবেন ঃ

প্রকাশ থাকে যে, আদালত কোন বিশেষ কারণ থাকলে তা লিপিবদ্ধ রেখে কারাবাসের মেয়াদ এক বৎসরেরও কম করতে পারেন।

সপ্তদশ অধ্যায়

বিবিধ (Miscellaneous) :—

১৪৩। আইনের অবারিত কার্যকারিতা (Overriding effect of the Act):—

অন্য চালু আইনে বা সুস্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন কোন চুক্তিতে বা কোন আইন বলে কার্যকর সাধনপত্রে, বিপরীত যা-ই বলা হোক না কেন, এই আইনের অবারিত কার্যকারিতা থাকবে।

১৪৪। সমবায় সমিতির বিমাকরণ (Insurance of Co-operative Society) :—

নিয়মাবলীতে বর্ণিত সমবায় সমিতিসমূহ নিয়মাবলীতে নির্দিষ্ট সময় এবং পদ্ধতিতে নিজেদের বিমা করাবে।

নিয়ম---২৩২

১৪৫। বিমাকৃত সমবায় ব্যাংক (Insured Co-operative Bank) :—

এই আইনে অন্যত্র যা-ই বলা হোক না কেন, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের পূর্ব অনুমতি না নিয়ে এবং ১৯৬১ সালের ডিপোজিট ইনসুর্যান্স কর্পোরেশন অ্যাক্টের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের পরিপালন না করে, নিবন্ধক বিমাকৃত সমবায় ব্যাংক সম্পর্কে এই আইন মোতাবেক কোন ব্যবস্থা নেবেন না।

ব্যাখ্যা—"বিমাকৃত সমবায় ব্যাংক" বলতে বোঝাবে, ১৯৬১ সালের ডিপোজিট ইনসুর্যান্স কর্পোরেশন অ্যাক্টের ২ ধারার এক প্রকরণের মর্ম অনুযায়ী যে সমবায় ব্যাংক বিমাকৃত ব্যাংক হয়েছে।

১৪৬। পঞ্চম তফসিলে সংযোজনের ক্ষমতা (Power to add to the Fifth Schedule) :—

কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন নিয়ে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে রাজ্য সরকার অন্য সমবায় সমিতিকে পঞ্চম তফসিলে সংযোজন করতে পারেন এবং তার ফলে তফসিলটি সংশোধিত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

১৪৭। নিয়মাবলী প্রণয়নের ক্ষমতা (Power to make rules) :—

(১) সারা পশ্চিমবঙ্গ বা তার কোন অংশের জন্য বা কোন সমবায় সমিতি বা শ্রেণীভুক্ত সমবায় সমিতিসমূহের জন্য এই আইনের উদ্দেশ্য কার্যকর করার তাগিদে, রাজ্য সরকার সরকারি ঘোষণাপত্রে পূর্ব প্রকাশের পর নিয়মাবলী প্রণয়ন করতে পারেনঃ

প্রকাশ থাকে যে, রাজ্য সরকারের যদি মনে হয় জনস্বার্থে কোন নিয়মাবলী অবিলম্বে কার্যকর করা প্রয়োজন তাহলে পূর্ব প্রকাশ না করেও সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলী প্রণয়ন করা যেতে পারে।

(২) পূর্ব বর্ণিত ক্ষমতার সাধারণত্ব ক্ষুণ্ণ না করে, বিশেষভাবে যে সমস্ত বিষয়ের উপর নিয়ম প্রণয়ন প্রস্তাবিত হয়েছে বা নিয়ম প্রণয়ন প্রয়োজন সেই সমস্ত বা অন্য যে কোন বিষয় নিয়মাবলীর মধ্যে থাকবে।

(৩) এই আইন মোতাবেক প্রণীত নিয়মে বিধান থাকতে পারে যে, কোন ব্যক্তি নিয়ম ভঙ্গ করলে আদালতের দোষ প্রমাণের ভিত্তিতে তার অনধিক পাঁচশো টাকা পর্যন্ত জরিমানা হবে। দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরও যদি দোষ সংঘটিত হতে থাকে তাহলে দৈনিক অনধিক দশ টাকা হারে অতিরিক্ত জরিমানা ধার্য হবে।

(৪) এই আইন মোতাবেক প্রণীত সমস্ত নিয়মাবলী প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে কমপক্ষে ১৪ দিন রাজ্য বিধান সভায় থাকবে। যে অধিবেশনে নিয়মাবলী উপস্থাপন করা হবে সেই অধিবেশনে বা তার অব্যবহিত পরবর্তী অধিবেশনে রাজ্য বিধানসভা প্রত্যাহার বা সংশোধনের মাধ্যমে, যেমনটি চাইবে সেইভাবে নিয়মাবলীর পরিবর্তন করতে পারবে।

(৫) ৪ উপধারা মতে রাজ্য বিধানসভা নিয়মাবলীর কোন পরিবর্তন করলে প্রজ্ঞাপনের আকারে রাজ্য সরকার কর্তৃক তা প্রকাশিত হবে এবং প্রজ্ঞাপনের মধ্যে কোন পরবর্তী তারিখ নির্দিষ্ট না থাকলে প্রজ্ঞাপনের তারিখ থেকেই তা কার্যকর হবে।

প্রথম তফসিল

নিবন্ধকের অনন্যভাবে প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতা (Power exclusively excercisable by the Registar) :—

(১০ ধারার ১ উপধারা দ্রষ্টব্য)

ক্রমিক সংখ্যা	ধারা	ক্ষমতা
১	২	৩
১।	ধারা-৪৭ উপধারা ১	সদস্য নয় এমন সমবায় সমিতিকে ঋণ দাদনের বিষয়ে কোন সমবায় সমিতিকে অনুমোদন প্রদান।
২।	ধারা-১২৯ উপধারা ১	নির্দিষ্ট কর্তব্য কর্ম করা বা না করার সূত্রে সংঘটিত ক্ষতি পূরণের উদ্দেশ্যে সমিতির পরিসম্পদে দান করার জন্যে বা অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে বা ছল করে রেখে দেওয়া সম্পত্তি ফেরত দেওয়ার জন্যে এবং এই ধারা অনুসারে কোন কার্যবাহের নির্বাহিত ব্যয় দেওয়ার জন্যে (প্রাক্তন অফিসার সহ) কোন অফিসারকে নির্দেশ দান।
৩।	ধারা-১৩০	এই আইন বা নিয়মাবলী বা উপবিধির বিধান লংঘনের কতকগুলি ক্ষেত্রে দণ্ড আরোপ।
৪।	ধারা-১৩৪ উপধারা-৩	কারবার গোটানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এমন সমবায় সমিতি বা তার সদস্য বা অবসায়কের বিরুদ্ধে কোন মামলা পরিচালনা বা দায়ের করা বা অন্যান্য আইনানুগ কার্যবাহ গ্রহণ করার অনুমতি দান এবং শর্ত আরোপ।
৫।	ধারা-১৩৯ উপধারা-৩	এই আইন অনুসারে কোন অভিযোগ দায়ের করার অনুমতি প্রদান।

দ্বিতীয় তফসিল

পাওনা টাকা আদায় (Recovery of Sums due) :—

(১৩২ ধারা দ্রষ্টব্য)

ক্রমিক সংখ্যা	পাওনা টাকার প্রকৃতি	আদায়ের পদ্ধতি
১	২	৩
১।	৯০ ধারার এক উপধারা মতে দেয় অডিট ফি এবং ৫ উপধারা মতে হিসাবপত্র সম্পূর্ণ করার জন্য দেয় খরচ	সমবায় সমিতি সমূহের নিরীক্ষা অধিকর্তার বা তার অনুমতি নিয়ে অডিট অফিসারের অধিযাচনের ভিত্তিতে সার্টিফিকেট অফিসার সরকারি পাওনা হিসাবে আদায় করবেন।
২।	৯৪ ধারা মতে পরিদর্শন বা তদন্তের পরিভাজিত ব্যয়।	নিবন্ধকের অধিযাচনের ভিত্তিতে কালেক্টর সরকারি পাওনা হিসাবে আদায় করবেন।
৩।	৯৪ ধারা মতে প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে দেয় অর্থ।	সমবায় সমিতি বা নিবন্ধকের অধিযাচনের ভিত্তিতে সার্টিফিকেট অফিসার সরকারি পাওনা হিসাবে আদায় করবেন অথবা সমবায় সমিতির আবেদনক্রমে ক্ষেত্রাধিকার আছে এমন দেওয়ানি আদালত নিজস্ব আজ্ঞপ্তির (ডিক্রি) ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতি আনুযায়ী আদায় করবেন।
৪।	৯৬ধারা মতে বিনির্ণয়ের (এ্যাওয়ার্ড) ক্ষেত্রে দেয় অর্থ।	অব্যবহিত ঊর্ধ্বে লিখিত একই পদ্ধতিতে আদায় হবে।
৫।	১০১ ধারার ৪ উপধারার (এইচ) প্রকরণ মতে অবসায়ক কর্তৃক ধার্য অর্থ।	অবসায়কের অধিযাচনের ভিত্তিতে সার্টিফিকেট অফিসার সরকারি পাওনা হিসাবে আদায় করবেন।

ক্রমিক সংখ্যা	পাওনা টাকার প্রকৃতি	আদায়েব পদ্ধতি
১	২	৩
৬।	১২৮ ধারা মতে সদস্য বা তার জামিনদার বা মৃত সদস্যের উত্তরাধিকারী কর্তৃক দেয় অর্থ।	নিবন্ধকের বা তার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির বা সমবায় সমিতির অধিযাচনের ভিত্তিতে সার্টিফিকেট অফিসার সরকারি পাওনা হিসাবে আদায় করবেন।
৭।	১২৯ ধারা মতে সমবায় সমিতির কোন আধিকারিক (প্রাক্তন আধিকারিকসহ) কর্তৃক দেয় অর্থ।	নিবন্ধকের অধিযাচনের ভিত্তিতে সার্টিফিকেট অফিসার সরকারি পাওনা হিসাবে আদায় করবেন।
৮।	সমবায় আইন বা নিয়মাবলী বা উপবিধির বিধানসমূহ লংঘনের কতকগুলি ক্ষেত্রে ১৩০ ধারা মতে দেয় অর্থ।	নিবন্ধকের অধিযাচনের ভিত্তিতে সার্টিফিকেট অফিসার সরকারি পাওনা হিসাবে আদায় করবেন।
৯।	১৩১ ধারা মতে নির্বাহিত ব্যয় এবং দেয় অর্থ।	নিবন্ধকের অধিযাচনের ভিত্তিতে সার্টিফিকেট অফিসার সবকাবি পাওনা হিসাবে আদায় করবেন।
১০।	এই আইনের আওতায় রচিত কোন নিয়ম মতে দেয় অর্থ।	নিয়মাবলীতে বর্ণিত পদ্ধতিতে আদায় করা হবে।

তৃতীয় তফসিল

উত্তর বিচার (Appeals) :—

(১৩৬ ধারার দ্রষ্টব্য)

ক্রমিক সংখ্যা	কোন্ বিষয়ে আপিল প্রার্থনা করা যাবে—	কে আপিল প্রার্থনা করতে পারে—	কোন কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল প্রার্থনা করতে হবে—	আপিল প্রার্থনার সময়সীমা—
১	২	৩	৪	৫
১।	১৯ ধারা মতে সমবায় সমিতির বিভাজন বা পরিসম্পৎ ও দায়িতার হস্তান্তর বিষয়ক নির্দেশ।	সমবায় সমিতির যে কোন সদস্য।	ক্ষেত্রাধিকার আছে এমন সমবায় ন্যায়পীঠের কাছে।	নির্দেশ জ্ঞাপনের তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে।
২।	২০ ধারা মতে সমবায় সমিতিসমূহের সংযোজন বা পুনর্গঠনের নির্দেশ।	সমবায় সমিতির যে কোন সদস্য।	ক্ষেত্রাধিকার আছে এমন সমবায় ন্যায়পীঠের কাছে।	নির্দেশ জ্ঞাপনের তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে।
৩।	২৯ ধারা মতে পরিচালকদের বোর্ড বাতিল বা তার পরিচালকদের অযোগ্যতা সংক্রান্ত নির্দেশ।	বোর্ডের যে কোন পরিচালক।	ক্ষেত্রাধিকার আছে এমন সমবায় ন্যায়পীঠের কাছে।	নির্দেশ জ্ঞাপনের তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে।

৪।	৩০ ধারা মতে বোর্ড বাতিল করে প্রশাসক নিয়োগের নির্দেশ।	বোর্ডের যে কোন পরিচালক।	ক্ষেত্রাধিকার আছে এমন সমবায় ন্যায়পীঠের কাছে।	নির্দেশ জ্ঞাপনের তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে।
৫।	৫৬ ধারা মতে জল অভিকর বা বাঁধ সুরক্ষার জন্য অভিকর ধার্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্তি বা তালিকা থেকে বাদ পড়া।	সংশ্লিষ্ট ক্ষুব্ধ ব্যক্তি।	সমাহর্তার কাছে।	তালিকা প্রকাশের তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে।
৬।	৫৬ ধারা মতে জল অভিকর বা বাঁধ সুরক্ষার জন্য ধার্য অভিকর।	সংশ্লিষ্ট ক্ষুব্ধ ব্যক্তি।	নিবন্ধকের কাছে।	ধার্যের তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে।
৭।	৭০ ধারার চার উপধারা মতে কোন আবেদনকারীকে সদস্য হিসাবে গ্রহণে সমবায় সমিতির প্রত্যাখ্যান।	সংশ্লিষ্ট ক্ষুব্ধ আবেদনকারী।	নিবন্ধকের কাছে।	নিয়মাবলীতে বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে।
৮।	৯৪ ধারা মতে ব্যয় পরিভাজনের নির্দেশ।	সংশ্লিষ্ট ক্ষুব্ধ ব্যক্তি।	রাজ্য সরকারের কাছে।	নির্দেশ জ্ঞাপনের তারিখ থেকে একমাসের মধ্যে।
৯।	৮৫ ধারার ৯ উপধারা মতে প্রার্থিত উত্তরবিচারে নিবন্ধকের নির্দেশ।	উত্তরবিচার প্রার্থী।	সমবায় ন্যায়পীঠের কাছে।	নির্দেশের তারিখ বা যেদিন উত্তর বিচার প্রার্থী নির্দেশ সম্পর্কে জানতে পারছেন সেই তারিখ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে।

ক্রমিক সংখ্যা	কোন্ বিষয়ে আপিল প্রার্থনা করা যাবে—	কে আপিল প্রার্থনা করতে পারে—	কোন কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল প্রার্থনা করতে হবে—	আপিল প্রার্থনার সময়সীমা—
১	২	৩	৪	৫
১০।	৮৯ ধারা মতে আবেদনের ভিত্তিতে সমবায় সমিতির সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ।	সংশ্লিষ্ট ক্ষুব্ধ আবেদনকারী।	নিবন্ধকের কাছে।	(১) সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ আবেদনকারীকে জ্ঞাপনের তারিখ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে, বা (২) সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ জানানো না হলে যে তারিখে আবেদনকারী সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ সম্পর্কে জানতে পারছেন সেই তারিখ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে, বা (৩) আবেদনের ভিত্তিতে যদি কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া বা নির্দেশ দেওয়া না হয় তাহলে ৮৯ ধারামতে যেদিন এক মাস পার হয়ে যাচ্ছে সেই তারিখ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে।
১১।	৯৬ ধারা মতে কোন নির্দেশ, সিদ্ধান্ত বা বিনির্ণয় (এ্যাওয়ার্ড)।	সংশ্লিষ্ট ক্ষুব্ধ ব্যক্তি।	ক্ষেত্রাধিকার আছে এমন সমবায় ন্যায়পীঠের কাছে।	নির্দেশ, সিদ্ধান্ত বা বিনির্ণয় জ্ঞাপনের তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে।

১২।	৯৮ ধারা মতে বিনির্ণয়।	সংশ্লিষ্ট ক্ষুব্ধ ব্যক্তি।	ক্ষেত্রাধিকার আছে এমন সমবায় ন্যায়পীঠের কাছে।	বিনির্ণয় জ্ঞাপনের তারিখ থেকে একমাসের মধ্যে।
১৩।	৯৯ ধারা মতে সমবায় সমিতির কারবার গোটানোর নির্দেশ।	সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির যে কোন সদস্য।	ক্ষেত্রাধিকার আছে এমন সমবায় ন্যায়পীঠের কাছে।	নির্দেশ জ্ঞাপনের তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে।
১৪।	১০১ ধারা মতে অবসায়কের নির্দেশ, সিদ্ধান্ত বা বিনির্ণয়।	সংশ্লিষ্ট ক্ষুব্ধ ব্যক্তি।	নিবন্ধকের কাছে।	নির্দেশ, সিদ্ধান্ত বা বিনির্ণয় জ্ঞাপনের তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে।
১৫।	১২৯ ধারা মতে ক্ষতিপূরণ বা সম্পত্তি পুনর্বহাল করার নির্দেশ।	সংশ্লিষ্ট ক্ষুব্ধ ব্যক্তি।	ক্ষেত্রাধিকার আছে এমন সমবায় ন্যায়পীঠের কাছে।	নির্দেশ জ্ঞাপনের তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে।
১৬।	১৩০ ধারা মতে দণ্ড হিসাবে অর্থ প্রদানের নির্দেশ।	সংশ্লিষ্ট ক্ষুব্ধ ব্যক্তি।	ক্ষেত্রাধিকার আছে এমন সমবায় ন্যায়পীঠের কাছে।	নির্দেশ জ্ঞাপনের তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে।
১৭।	১৩১ ধারা মতে জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ।	সংশ্লিষ্ট ক্ষুব্ধ ব্যক্তি।	ক্ষেত্রাধিকার আছে এমন সমবায় ন্যায়পীঠের কাছে।	নির্দেশ জ্ঞাপনের তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে।
১৮।	নিয়মাবলীতে আপিলযোগ্য হিসাবে ঘোষিত এমন নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত।	নিয়মাবলীতে আপিল প্রার্থনার যোগ্য হিসাবে ঘোষিত এমন যে কোন ব্যক্তি।	নিয়মাবলীতে বর্ণিত কর্তৃপক্ষের নিকটে।	নিয়মাবলীতে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে।

চতুর্থ তফসিল

অপরাধ এবং দণ্ডসমূহ

(Offences and Penalties) :-

(১৩৮ ধারা দ্রষ্টব্য)

ক্রমিক সংখ্যা	অপরাধ	দায়ী ব্যক্তি	দণ্ড
১	২	৩	৪
১।	৬ ধারা লংঘন করে "কো-অপারেটিভ" বা তার সমার্থক শব্দের অননুমোদিত ব্যবহার।	কোন কোম্পানি, সমবায় সমিতি বা ব্যক্তি।	পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। দণ্ডাদেশের পরও যদি অপরাধ চলতে থাকে তাহলে দৈনিক পাঁচ টাকা হিসাবে আরো জরিমানা ধার্য হতে থাকবে।
২।	সমবায় আইন বা নিয়মাবলী মোতাবেক যে সমস্ত বিবরণ তৈরি করতে বা তথ্য দাখিল করতে হয় তা যদি কেউ স্বেচ্ছায় বিকৃতভাবে তৈরি বা দাখিল করে।	অনুরূপ বিবরণ প্রস্তুতকারক বা তথ্য দাখিলকারী যে কোন ব্যক্তি।	ছয় মাস পর্যন্ত জেল বা পাঁচশো টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় হতে পারে।
৩।	যে সম্পত্তির উপর ৫১ ধারা মতে সমবায় সমিতির প্রথম প্রভার (চার্জ) রয়েছে তা তার অগ্রিম অনুমোদন ব্যতিরেকে হস্তান্তর করা হলে।	যার দ্বারা বা যার জন্যে সম্পত্তি হস্তান্তর করা হয়েছে।	সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সমান মূল্য পর্যন্ত অর্থ বা পাঁচশো টাকা—এই দুইটির মধ্যে যেটি বেশি হবে সেই টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যাবে।

ক্রমিক সংখ্যা	অপরাধ	দায়ী ব্যক্তি	দণ্ড
১	২	৩	৪
৪।	৫২ ধারার (এ) প্রকরণ অনুযায়ী প্রভার সৃষ্ট সম্পত্তি যদি (সি) প্রকরণ লংঘন করে হস্তান্তর করা হয়।	যার দ্বারা বা যার জন্যে সম্পত্তি হস্তান্তর করা হয়েছে।	সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সমান মূল্য পর্যন্ত অর্থ বা পাঁচশো টাকা—এই দুইটির মধ্যে যেটিবেশি হবে সেই টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যাবে।
৫।	ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে সদস্যের কাছে সমিতির পাওনা টাকা ৫৮ ধারা মতে কাটতে বা কেটে রাখা টাকা পাঠাতে ব্যর্থ হলে।	সদস্যের নিয়োগকর্তা।	ছয় মাস পর্যন্ত জেল বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয়ই হতে পারে। দণ্ডাদেশের পরও অপরাধ চলতে থাকলে দৈনিক একশো টাকা হিসাবে আরো জরিমানা ধার্য হতে থাকবে।
৬।	এই আইন মোতাবেক নিবন্ধক বা রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিধি সঙ্গত নির্দেশ পালনে স্বেচ্ছায় অবহেলা বা প্রত্যাখ্যান করলে।	অবহেলা বা প্রত্যাখ্যান-কারী যে কোন ব্যক্তি।	ছয় মাস পর্যন্ত জেল বা পাঁচশো টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয়ই হতে পারে।

ক্রমিক সংখ্যা	অপরাধ	দায়ী ব্যক্তি	দণ্ড
১	২	৩	৪
।	এই আইন বা নিয়মাবলী মোতাবেক করণীয় কোন কাজ করতে, কোন বিবরণ প্রস্তুত করতে বা কোন তথ্য দাখিল করতে স্বেচ্ছায় অবহেলা বা প্রত্যাখ্যান করলে।	অবহেলা বা প্রত্যাখ্যানকারী যে কোন ব্যক্তি।	তিন মাস পর্যন্ত জেল বা পাঁচশো টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয়ই হতে পারে। দণ্ডাদেশের পরও অপরাধ চলতে থাকলে দৈনিক পঞ্চাশ টাকা হিসাবে আরো জরিমানা ধার্য হতে থাকবে।
৮।	নিয়মাবলী কর্তৃক অপরাধ হিসাবে ঘোষিত কোন কাজ বা কাজের বিচ্যুতি।	যে ব্যক্তি কাজটি করেছেন বা কাজের বিচ্যুতি ঘটিয়েছেন।	নিয়মাবলীতে যেমন দণ্ডের ব্যবস্থা থাকবে সেইরূপ দণ্ড দেওয়া হবে।

পঞ্চম তফসিল

সমবায় সমিতিসমূহ (Co-operative Societies)

[৩১ ধারার (এ) প্রকরণ দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক সংখ্যা	সমবায় সমিতির নাম
১	২
১।	শীর্ষ সমিতি।
২।	কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক।
৩।	কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক।
৪।	কেন্দ্রীয় সমিতি।
৫।	সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক।
৬।	প্রাথমিক সমবায় ব্যাংক।
৭।	রাজ্য সমবায় ব্যাংক।

ষষ্ঠ তফসিল

সমবায় সমিতি সমূহের নিরীক্ষা অধিকর্তার প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতা

(১০ ধারার ২ উপধারা দ্রষ্টব্য)

ক্রমিক সংখ্যা		ধারা ২	ক্ষমতা ৩
১।	ধারা উপধারা	১০ ১	নিরীক্ষা আধিকারিকদের নিয়োগ
২।	ধারা উপধারা	১০ ২	নিরীক্ষা কর্মসূচি প্রণয়ন, নিরীক্ষা কাজ শুরু করতে ব্যর্থ হলে নতুন নিরীক্ষা আধিকারিক নিয়োগ।
৩।	ধারা উপধারা	১০ ৩	সমবায় সমিতিসমূহের নিকট থেকে বার্ষিক বিবরণ (Annual Return) গ্রহণ।
৪।	ধারা উপধারা	১০ ৭	সমবায় সমিতির নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী সংশোধন
৫।	ধারা উপধারা	১১ ১	নিরীক্ষা আধিকারিকের প্রতিবেদন গ্রহণ।
৬।	ধারা উপধারা	১১ ২	সমবায় সমিতির কাছ থেকে নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ত্রুটি সংশোধন সংক্রান্ত প্রতিবেদন গ্রহণ।
৭।	ধারা উপধারা	১১ ৩	নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ত্রুটি সংশোধনের জন্য নির্দেশদান ও সমবায় সমিতির কাছে থেকে পরিপালন প্রতিবেদন গ্রহণ।

পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন ও নিয়মাবলী

১৯৮৭ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় নিয়মাবলীর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনে একাধিক বিষয়ে যে নতুন নতুন পরিবর্তন আনা হয়েছে তার প্রাতিষঙ্গিক প্রতিফলন আবশ্যিকভাবেই ১৯৮৭ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় নিয়মাবলীর ওপর পড়েছে। তাছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও পুরানো নিয়মে আরও কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। নতুন নিয়মাবলীর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করা হ'ল—

১। ভগ্নাংশ নির্ণয়ে উপরের সংখ্যা ধরতে হবে ঃ

ভগ্নাংশ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কোন সংখ্যা সমানভাবে বিভাজ্য না হলে তার নিকটতম উপরের যে সংখ্যাটি সমানভাবে বিভাজ্য মূল সংখ্যা হিসাবে তাকেই ধরতে হবে। আগের নিয়মে ছিল নিকটতম নিচের সংখ্যাকে মূল সংখ্যা হিসাবে ধরতে হবে।

নতুন নিয়ম—৩/পুরানো নিয়ম—৩।

২। জেলা ইউনিয়নে রাজ্য ইউনিয়নের তিনজন প্রতিনিধি মনোনয়ন ঃ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন প্রতিটি জেলা সমবায় ইউনিয়নের পর্ষদে তিনজন করে প্রতিনিধি মনোনীত করতে পারবে। আগের নিয়মে এরকম কোন বিধান ছিল না।

নতুন নিয়ম—৬ (১) (এগারো)/পুরানো নিয়ম—৭।

৩। জেলা ইউনিয়নের কার্যাবলী উল্লেখ ঃ

আগের নিয়মে জেলা সমবায় ইউনিয়নের কার্যাবলী সম্পর্কে কিছু বলা ছিল না। নতুন নিয়মে বলা আছে।

নতুন নিয়ম—৬ (২)/পুরানো নিয়ম—ছিল না।

৪। কেন্দ্রীয় ও শীর্ষ সমিতিতে ব্যক্তি সদস্য ঃ

নতুন নিয়মের বিধান অনুসারে শীর্ষ ও কেন্দ্রীয় সমিতি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ছয়টি সমবায় সমিতি আবশ্যিকভাবে প্রয়োজন। উর্ধ্বপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ ব্যক্তি গ্রহণের যে সুযোগ পুরানো নিয়মে ছিল নতুন নিয়মে তা নাই।

নতুন নিয়ম—৭ (২)/পুরানো নিয়ম—৮ (৩) (বি)।

৫। অর্থপ্রদায়ী ব্যাংকের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সমিতি বা শীর্ষ সমিতি ঃ

নতুন সমবায় সমিতির নিবন্ধন ও পুরাতন সমবায় সমিতির উপবিধি সংশোধনের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট সমিতি কোন কেন্দ্রীয় সমিতি বা শীর্ষ সমিতির সদস্য হতে ইচ্ছুক হলে উপবিধির তিনটি কপি আবেদনপত্রের সাথে দিতে হবে। পুরানো নিয়মে ছিল সংশ্লিষ্ট সমিতি অর্থপ্রদায়ী ব্যাংকের সদস্য হতে চাইলে উপবিধির তিনটি কপি দিতে হবে।

নতুন নিয়ম—৮ (৩)-১৩(৩)/পুরানো নিয়ম—৯(৩)-১৪(৪)।

৬। সাধারণ সভার নোটিস প্রদান ও নতুন সদস্য গ্রহণ ঃ

নতুন নিয়মের বিধান অনুসারে যে বাৎসরিক সাধারণ সভার পরিচালন পর্ষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সেই তারিখ থেকে অগ্রবর্তী ত্রিশ দিন থেকে শুরু করে নতুন পরিচালন পর্ষদ কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত সময়কালে কোন সমিতি নতুন সদস্য গ্রহণ করবে না বা সদস্যদের শেয়ার হস্তান্তর করবে না। পুরানো নিয়মে সাধারণ সভার নোটিস দেওয়ার পর সাধারণসভা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন সদস্য গ্রহণ করা যেত না।

নতুন নিয়ম—১৭/পুরানো নিয়ম—২২(১)।

৭। সাধারণ সভার নোটিস কাল বর্ধিত ঃ

নতুন নিয়ম মোতাবেক সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির উপবিধিতে অন্য কিছু বলা না থাকলে সাধারণ সভার নোটিস সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ২১ দিন আগে প্রত্যেক সদস্যের কাছে পাঠাতে হবে। পুরানো নিয়ম অনুসারে উপবিধিতে অন্য কিছু বলা না থাকলে সাধারণ সভার নোটিস সভা অনুষ্ঠানের পরিষ্কার পনেরো দিন আগে প্রত্যেক সদস্যের কাছে পাঠাতে হত।

নতুন নিয়ম—১৮(২)/পুরানো নিয়ম—১৬(২)।

৮। ডেলিগেট নির্বাচনের দায়িত্ব মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক বা পরিচালন অধিকর্তার ওপরও ন্যস্ত ঃ

প্রতিনিধিদের (রিপ্রেজেন্টেটিভ) দ্বারা অনুষ্ঠেয় বাৎসরিক সাধারণ সভার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বোর্ড ডেলিগেটদের নির্বাচন করতে ব্যর্থ হলে পুরানো নিয়মে সমিতির সভাপতি ও তার অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতির ওপর ডেলিগেট নির্বাচনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। নতুন নিয়মে এ দায়িত্ব সভাপতি বা তাঁর অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি বা উভয়ের অনুপস্থিতিতে মুখ্য নিবাহী আধিকারিক বা পরিচালন অধিকর্তার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

নতুন নিয়ম—১৯ (২) দুই/পুরানো নিয়ম—১৭(২) দুই।

৯। উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে থেকে সভার সভাপতি নির্বাচন ঃ

সাধারণ সভায় সমিতির সভাপতি, সহ-সভাপতি ও তিনজন প্যানেল সভাপতি অনুপস্থিত থাকলে সভায় উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে থেকে কাউকে সভাপতি করে সভার কাজ পরিচালনার ব্যবস্থা নতুন নিয়মাবলীতে করা হয়েছে। পুরানো নিয়মাবলীতে প্যানেল সভাপতি পর্যন্তই কেবল সভা পরিচালনার ব্যবস্থা ছিল। উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে থেকে কাউকে সভাপতি করার কোন নিয়ম ছিল না।

নতুন নিয়ম—২৩ (১) (এ)/পুরানো নিয়ম—২১ (১)।

১০। বোর্ড না থাকলে বা অক্ষম হলে উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে থেকে সভার সভাপতি নির্বাচন ঃ

কোন সমিতিতে বোর্ড না থাকলে বা বোর্ড কোন কারণে কর্ম সম্পাদনে অপারগ হলে সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য উপস্থিত সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে থেকে কাউকে নির্বাচন করবেন। পুরানো নিয়মে এ সম্পর্কে কোন বিধানই ছিল না।

নতুন নিয়ম—২৩(১) (বি)/পুরানো নিয়ম—ছিল না।

১১। মুলতুবি সাধারণ সভা ঃ

নতুন নিয়মাবলী অনুসারে—সাধারণ সভায় বিশৃংখলা দেখা দিলে সভাপতি সভা মুলতুবি করতে পারেন। মুলতুবির তারিখ থেকে অনুর্ধ্ব এক মাসের মধ্যে সভাটি আবার অনুষ্ঠিত হবে। একটি অধিবেশনে সভার কাজ শেষ না হলে মুলতুবি সভা

পরের সপ্তাহের একই বার, স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। উভর ক্ষেত্রে মুলতুবি সভা দ্বিতীয় বারের জন্য মুলতুবি হবে না। নির্দিষ্ট সময়ের আধ ঘণ্টার মধ্যে কোরাম না হলে সদস্যদের দ্বারা তলবি সভা ব্যতিরেকে অন্যান্য সাধারণ সভা মুলতুবি হবে। মুলতুবি সভা পরের সপ্তাহের একই বার, স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। পুনর্বার অনুষ্ঠিত এই মুলতুবি সাধারণ সভায় কোন কোরাম লাগবে না। আলাদা নোটিসও দিতে হবে না। এ ছাড়া সব মুলতুবি সভায় কোরাম লাগবে। সভা চলাকালীন কোরাম না থাকলে কি হবে নতুন নিয়মে সে সম্পর্কে কিছু বলা নাই।

সাধারণ সভায় বিশৃংখলা দেখা দিলে, একটি অধিবেশনে সভার কাজ শেষ না হলে, নির্দিষ্ট সময়ের আধ ঘণ্টার মধ্যে কোরাম না হলে আর সভা চলাকালীন কোন সময়ে কোরাম সংখ্যা কমে গেলে পুরানো নিয়মে বলা ছিল মুলতুবি সভাটি সাধারণত পরের সপ্তাহের একই বারে, একই স্থানে ও একই সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। মুলতুবির ঘটনাটি সমিতির ও তার শাখা অফিসসমূহের কার্যালয়ে প্রকাশিত হবে। সবরকম মুলতুবি সাধারণ সভায় কোন কোরামের প্রয়োজন হবে না।

নতুন নিয়ম—২৩ (২) (৩), ২৪ (২) (৩)।

পুরানো নিয়ম—২১ (৪) (৫), ২২ (৩) (৪) (৫) (৬)।

১২। বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণের সুযোগ ঃ

কোন বিশেষজ্ঞের মতামত সমিতির স্বার্থে কল্যাণকর বিবেচিত হলে কোন সভায় সভাপতির আহ্বানে মতামত দেওয়ার উদ্দেশ্যে, উপস্থিত থাকার জন্য বোর্ড সিদ্ধান্তের আকারে যে কোন ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানাতে পারে। এরূপ কোন বিধান পুরানো নিয়মে ছিল না।

নতুন নিয়ম—২৩ (৪)/পুরানো নিয়ম—ছিল না।

১৩। সাধারণ সভার অপেক্ষ সংখ্যা ঃ

উপবিধিতে যদি উর্দ্ধতন সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতির বিধান না থাকে তাহলে সভার নোটিস দেওয়ার তারিখে স্থিত মোট সদস্য সংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ সদস্য উপস্থিত থাকলে নতুন নিয়ম অনুসারে কোরাম পূর্ণ হবে অর্থাৎ কোন পরিস্থিতিতেই সাধারণ সভার কোরাম এক-পঞ্চমাংশের কমে হবে না।

পুরানো নিয়মে বলা ছিল, উপবিধিতে অন্য কিছু বলা না থাকলে (অর্থাৎ বেশি

বা কম) সভার নোটিস দেওয়ার তারিখে স্থিত মোট সদস্য সংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম পূর্ণ হবে। অর্থাৎ বর্তমানে সাধারণ সভার কোরামের জন্য উপবিধি মোতাবেক এক-পঞ্চমাংশ বা তার অধিক সদস্যেদের উপস্থিতি প্রয়োজন। পূর্বে সংশ্লিষ্ট উপবিধি মোতাবেক এক-পঞ্চমাংশের কমেও কোরাম হ'ত। এখন আর হবে না।

নতুন নিয়ম—২৪ (১) / পুরানো নিয়ম—২২ (১)।

১৪। সাধারণ সভায় ভোট গ্রহণ ঃ

নতুন নিয়ম অনুসারে নির্বাচন ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে প্রত্যেক সমবায় সমিতির সাধারণ সভায় ভোট বা মতামত গ্রহণ করা হবে হাত তুলে। প্রত্যেক শীর্ষ ও কেন্দ্রীয় সমিতিতে নির্বাচন হবে গোপন প্রথায়। প্রাথমিক সমিতির ক্ষেত্রে নোটিস দেওয়ার তারিখের সদস্য বা প্রতিনিধি সংখ্যার কমপক্ষে দশ শতাংশ যদি নির্বাচনের তিন দিন আগে গোপন প্রথায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানায় তাহলে নির্বাচন গোপন প্রথায় হবে। তা না হলে প্রাথমিক সমিতির নির্বাচনও হাত তুলেই হবে।

পুরানো নিয়মে হাত তুলে গৃহীত ভোটের ফলাফল ঘোষণার আগে বা পরে কমপক্ষে দশ জন সদস্য গোপন প্রথায় ভোটের দাবি না জানালে সমস্ত সমিতির নির্বাচন সমেত সব রকম ভোট হাত তুলেই হ'ত

নতুন নিয়ম—২৬ (১), ৩১, ৩৬ (১২) / পুরানো নিয়ম—২৪ (১), ২৯ (১০)।

১৫। প্রতিনিধি মারফত সাধারণ সভা করার ন্যূনতম সদস্য সংখ্যা ঃ

নতুন নিয়মে আবশ্যিকভাবে প্রতিনিধিদের দ্বারা প্রাথমিক সমবায় সমিতির সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের সদস্য সংখ্যা তিন হাজার থেকে কমিয়ে দেড় হাজার করা হয়েছে। তাছাড়া প্রতিনিধি পিছু সদস্যদের সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে।

নতুন নিয়ম—২৭ (১) বিধানে নিম্নরূপ বলা আছে ঃ সদস্য সংখ্যা ১৫০০ থেকে ৩০০০ পর্যন্ত হলে বাধ্যতামূলকভাবে প্রতি ৫০ জন সদস্য পিছু ১ জন প্রতিনিধি। আবার সদস্য সংখ্যা ৩০,০০১ বা তার বেশী হলে প্রতি ৫০০ জন সদস্য পিছু ১ জন প্রতিনিধি। পক্ষান্তরে পুরানো ২৫ (১) নিয়মের বিধান ছিল নিম্নরূপ ঃ

সদস্য সংখ্যা ১৫০০ থেকে ৩০০০ পর্যন্ত হলে ঐচ্ছিকভাবে প্রতি ২৫ জন সদস্য

পিছু ১ জন প্রতিনিধি। আবার সদস্য সংখ্যা ৩০,০০১ বা তার বেশি হলে প্রতি ২৫০ জন সদস্য পিছু ১ জন প্রতিনিধি।

১৬। উপবিধি মোতাবেক পরিচালক নিয়োগের নিয়ম বাতিল ঃ

কোন সমিতির উপবিধি মোতাবেক অপর কোন সংস্থা কর্তৃক পরিচালক নিয়োগের ব্যবস্থা নতুন নিয়মে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তুলে দেওয়া হয়েছে। পুরানো নিয়মে ছিল।

নতুন নিয়ম—৩০ (১) (বি)- প্রজ্ঞাপন সংখ্যা ৪২৯০; তারিখ ৬-১১-৮৭।

পুরানো নিয়ম—২৮ (১) (বি)।

১৭। নির্বাচিত পরিচালকদের সংখ্যা ঃ

শীর্ষ ও কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিসমূহের নির্বাচিত পরিচালকদের সংখ্যা সম্পর্কে নতুন নিয়মে কিছুটা নতুনত্ব আনা হয়েছে। বলা হয়েছে সদস্য সংখ্যা ১২ অপেক্ষা কম হলে পরিচালকদের সংখ্যা তিনের কম বা ছয়ের বেশি হবে না। অন্যান্য ক্ষেত্রে নির্বাচিত পরিচালকদের সংখ্যা ছয়ের কম বা পনেরোর বেশি হবে না। প্রকৃত কতজন নির্বাচিত পরিচালক থাকবেন তা সংশ্লিষ্ট সমিতির উপবিধিতে উল্লিখিত থাকবে। নির্বাচিত পরিচালকদের সংখ্যাটি তিন দ্বারা বিভাজ্য হওয়ার পুরানো বিধানটি নতুন নিয়মে তুলে দেওয়া হয়েছে। নতুন নিয়মের ব্যবস্থা অনেক সরল ও সহজ।

আগের নিয়মে এ সম্পর্কে বিভিন্নতা ছিল। ন্যূনতম সদস্য সংখ্যার সাথে নির্বাচিত পরিচালকদের কোন আনুপাতিক সম্পর্ক ছিল না। বলা ছিল উপবিধি অনুসারে নির্বাচিত পরিচালকদের সংখ্যা কমপক্ষে ছয় ও বেশি পক্ষে বারো পর্যন্ত হবে। তবে প্রাথমিক অকৃষি ঋণদান সমবায় সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ৮ হাজার অতিক্রম করলে নির্বাচিত পরিচালকদের সংখ্যা ১৫ আর ১২ হাজার অতিক্রম করলে ১৮ পর্যন্ত হতে পারতো। শীর্ষ সমিতির নির্বাচিত পরিচালকদের সংখ্যা সর্বোচ্চ ত্রিশ পর্যন্ত হতে পারতো। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের ক্ষেত্রে এ সংখ্যা ছিল ৯ (নয়)। রাজ্য সরকার বাড়িয়ে দিলে ১২ (বারো) পর্যন্ত হতে পারতো। তবে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের বোর্ডে প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতিসমূহের প্রতিনিধিদের হার সব সময়ের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ রাখার ব্যবস্থা ছিল। নতুন নিয়মে এরূপ কোন ব্যবস্থা নাই।

নতুন ধারা—২৭/নতুন নিয়ম—৩০ (৩)।

সরকারি প্রজ্ঞাপন সংখ্যা ৪৬০৯; তারিখ ২৫-১১-৮৭।

পুরানো নিয়ম—২৮।

১৮। সহযোজিত বা নিয়োগপ্রাপ্ত পরিচালকদের কার্যকাল বর্ধিত ঃ

নতুন নিয়মে সহযোজিত বা নিয়োগপ্রাপ্ত পরিচালকদের কার্যকালের সময় বেড়ে গেছে। নৈমিত্তিক পদরিক্তি ঘটার তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে অবশিষ্ট পরিচালকগণ সহযোজনের মাধ্যমে অথবা ব্যর্থ হলে নিবন্ধক নিয়োগের মাধ্যমে ঐ শূন্যস্থান পূরণ করবেন। এইরূপ পরিচালক পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত পরিচালক থাকবেন।

পুরানো নিয়মে পরবর্তী সাধারণসভা পর্যন্তই এরূপ সহযোজিত বা নিয়োগপ্রাপ্ত পরিচালকগণ পদে থাকতেন।

নতুন নিয়ম—৩৩

পুরানো নিয়ম—২৮ (৬)।

১৯। নিবন্ধক কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত পরিচালকদের মেয়াদ সম্প্রসারিত ঃ

যে কোন কারণে উপবিধি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যক পরিচালকদের নির্বাচন করা সম্ভব না হলে বোর্ডের গঠন সম্পূর্ণ করার জন্য নিবন্ধক নিয়োগের দ্বারা ঐ শূন্যপদ পূরণ করবেন। নতুন নিয়ম অনুসারে নিয়োগ প্রাপ্তির তারিখ থেকে সাধারণত এক বৎসরের মধ্যে অনুষ্ঠেয় নতুন নির্বাচন পর্যন্তই এইরূপ নিয়োগপ্রাপ্ত পরিচালক পদে থাকবেন।

পুরানো নিয়ম অনুসারে নিয়োগপ্রাপ্তির তারিখ থেকে মাত্র তিন মাসের মধ্যে অনুষ্ঠেয় নির্বাচন পর্যন্তই এইরূপ নিয়োগপ্রাপ্ত পরিচালকগণ পদে থাকতে পারতেন।

নতুন নিয়ম—৩৪

পুরানো নিয়ম—২৮ (৭)।

২০। নির্বাচনী নিয়ম প্রয়োগের আর্থিক মানদণ্ড উন্নীত ঃ

নির্বাচনী নিয়ম অনুসারে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে প্রাথমিক সমিতিসমূহের আর্থিক মানদণ্ডের পরিমাণ নতুন নিয়মে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কার্যকর মূলধন বা

বার্ষিক লেনদেনের পরিমাণ নতুন নিয়মে দশ লক্ষ টাকা নির্ধারিত করা হয়েছে। পুরানো নিয়মে ছিল মাত্র পাঁচ লক্ষ টাকা।

নতুন নিয়ম—৩৬ (১)/পুরানো নিয়ম—২৯ (১)।

২১। নির্বাচনী নিয়ম অনুসারে নির্বাচনী সূচি পরিবর্তিত ঃ

নতুন নিয়ম অনুসারে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়সূচিরও নিম্নলিখিত পরিবর্তন হয়েছে। এ বিষয়ে পুরানো নিয়মের সাথে তুলনামূলক অবস্থাটি দেওয়া হ'ল ঃ—

বিষয়	নতুন নিয়ম ৩৬	পুরানো নিয়ম ২৯
১। নোটিস	একুশ দিন আগে দিতে হবে। উপনিয়ম—৩	পরিষ্কার পনেরো দিন আগে দিতে হ'ত। উপনিয়ম—২
২। বৈধ ভোটারদের তালিকা প্রকাশ	নির্বাচনের জন্য নির্দিষ্ট তারিখ থেকে কমপক্ষে পনেরো দিন আগে। উপনিয়ম—৬	নির্বাচনের জন্য নির্দিষ্ট তারিখ থেকে কমপক্ষে দশ দিন আগে। উপনিয়ম—৪
৩। মনোনয়নপত্র দাখিল	নির্বাচনের জন্য নির্দিষ্ট তারিখ থেকে কমপক্ষে পরিষ্কার দশটি কাজের দিনের আগে। উপনিয়ম—৫ (দুই) ডি)	নির্বাচনের জন্য নির্দিষ্ট তারিখ থেকে কমপক্ষে পরিষ্কার চার দিন আগে। উপনিয়ম—৩ (দুই) (ডি)
৪। মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	মনোনয়নপত্র গ্রহণের শেষ তারিখের পরের দিন মনোনয়নপত্রগুলি পরীক্ষা করা হবে। উপনিয়ম—৮ (এক) (এ)	পুরানো নিয়মে একই ব্যবস্থার কথা বলা ছিল। উপনিয়ম—৬ (এক) (এ)

বিষয়	নতুন নিয়ম ৩৬	পুরানো নিয়ম ২৯
৫। বৈধ মনোনয়নের তালিকা	পরীক্ষার কাজ শেষ হওয়ার দিনে বৈধ মনোনয়ন পত্রগুলির তালিকা প্রকাশ করতে হবে। নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় থেকে কমপক্ষে ১৬৮ ঘণ্টা পূর্বে যেন এই তালিকা প্রকাশ করা হয়। উপনিয়ম—৯	পরীক্ষার কাজ শেষ হওয়ার দিনেই, তবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে। উপনিয়ম—৭
৬। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার	দাখিলের পর থেকে বৈধ মনোনয়নপত্র প্রকাশের পরের দিন বিকাল তিনটার মধ্যে। উপনিয়ম—১০	দাখিলের পর থেকে বৈধ মনোনয়নপত্র প্রকাশের পরের দিন বিকাল পাঁচটার মধ্যে। উপনিয়ম—৮
৭। ভোটপত্র ও অন্যান্য নথিপত্রের সংরক্ষণ	ভোটপত্র ও নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নথিপত্র নির্বাচনের তারিখ থেকে ছয় মাস পর্যন্ত একটি আধারে শীল করে রাখতে হবে। নির্বাচন সংক্রান্ত কোনরকম বিবাদ না থাকলে ও নিবন্ধক অন্যরূপ নির্দেশ না দিলে ছয়মাস পরে সেগুলি নষ্ট করে ফেলা হবে। উপনিয়ম—২০	সংশ্লিষ্ট নির্বাচন সংক্রান্ত কোন বিবাদ নিবন্ধকের কাছে দায়ের করা না হলে নির্বাচনের তারিখ থেকে মাত্র তিন মাস পর্যন্ত সংরক্ষণের কথা পুরানো নিয়মে বলা ছিল। উপনিয়ম—১৮

বিষয়	নতুন নিয়ম ৩৬	পুরানো নিয়ম ২৯
৮। পদাধিকারীদের নির্বাচনী সভা	সাধারণসভার পর থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে পদাধিকারীদের নির্বাচন হবে। অগ্রাধিকারিক বা নির্বাচন আধিকারিক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষদের মনোনয়ন দেওয়ার জন্য যে তারিখে পত্র দেবেন সেই তারিখ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে কোন মনোনয়ন না পেলে পদাধিকারীদের নির্বাচনের জন্য প্রাপ্তিস্বীকার পত্র সমেত নিবন্ধিত ডাকযোগে পরিষ্কার সাত দিনের নোটিস পরিচালকদের নিকট পাঠাবেন।	পুরানো ২৯ নিয়মের (২৩) (এক) উপনিয়মে একই বিধান ছিল।

২৯। নিয়োগপ্রাপ্ত প্রথম পরিচালন পর্ষদে পদরিক্তি পূরণ ঃ

নিবন্ধক কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত প্রথম পরিচালন পর্ষদে যদি কোন শূন্যতার সৃষ্টি হয় নতুন নিয়ম মোতাবেক সদস্যদের মধ্যে থেকেই নিয়োগের দ্বারা নিবন্ধককে সেই শূন্যপদ পূরণ করতে হবে। পুরানো নিয়মে নিবন্ধক এইরূপ পদরিক্তি, সদস্য বহির্ভূতদের দ্বারাও পূরণ করতে পারতেন।

নতুন নিয়ম—৩৭ (৪)/পুরানো নিয়ম—৬০ (৩) (৪)।

২৩। পরিচালক পদে নির্বাচনের জন্য সদস্য হিসাবে এক-বৎসরের স্থিতি আবশ্যিক ঃ

নতুন নিয়মে বলা হয়েছে মনোনয়নপত্র দাখিলের প্রথম তারিখের পূর্ববর্তী বারো মাস কাল সদস্য হিসাবে না থাকলে সমবায় সমিতির কোন সদস্য পরিচালক পদে নির্বাচনের যোগ্য হবেন না। এই বিধানটি সমস্ত সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হবে।

১৯৭৩ সালের সমবায় আইনের ২৩ (৪) ঈ ধারায় উল্লিখিত যোগ্যতার এই মাপকাঠি সম্পর্কে নতুন ১৯৮৩ সালের আইনে কিছু বলা নাই। নতুন ১৯৮৭ সালের ৩৮ (২) নিয়মে তা বলা আছে। আগের বিধানে ১২ মাস সময়কাল পূর্ণ না হলে পরিচালকপদে নিয়োগপ্রাপ্তও হওয়া যেত না। বর্তমান নিয়মে সেটি তুলে দেওয়া হয়েছে। আর আগের আইনে ১২ মাস সময় গণনা করা হ'ত পরিচালক হিসাবে নির্বাচন বা নিয়োগপ্রাপ্তির তারিখ নাগাত। নতুন নিয়মে গণনা করা হচ্ছে মনোনয়নপত্র দাখিলের প্রথম তারিখ নাগাত। আর একটি বিষয় হ'ল আগের আইনে পরিচালক হওয়ার এই মাপকাঠি থেকে কায়িক শ্রমের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত শ্রম সমবায় সমিতিকে ছাড় দেওয়া ছিল। নতুন নিয়মে এ ছাড়টি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।

নতুন নিয়ম—৩৮ (২)/পুরানো আইনের ধারা—২৩ (৪) (ঈ)।

২৪। পরিচালকের অপসারণ ঃ

নতুন নিয়ম অনুসারে কোন পরিচালককে অপসারণ করতে হলে সাধারণ সভার নোটিসের আলোচ্যসূচিতে অপসারণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে আহূত সাধারণ সভার সিদ্ধান্তই যথেষ্ট। **(By a resolution in a General Meeting with due agendum).**

পুরানো নিয়ম মোতাবেক অপসারণের জন্য বিশেষভাবে আহূত সাধারণসভার সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হত। **(By a resolution of a General Meeting specially convened for the purpose).**

নতুন নিয়ম—৪১ (১) (এ)/পুরানো নিয়ম—৩৬।

২৫। পদাধিকারীর অপসারণ ঃ

নতুন নিয়ম অনুসারে বিশেষভাবে আহূত পর্ষদের বৈঠকের সিদ্ধান্তক্রমে কোন পদাধিকারীকে অপসারণ করা যাবে। তবে রাজ্য সরকারের অগ্রিম অনুমোদন ব্যতিরেকে রাজ্য সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত সভাপতিকে অপসারণ করা যাবে না।

পুরানো নিয়ম মোতাবেক পদাধিকারীকে অপসারণের জন্য বিশেষভাবে আহূত সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হ'ত।

নতুন নিয়ম—৪১ (২)/পুরানো নিয়ম—৩৬।

২৬। সদস্যের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থায় ভোটের অনুপাত ঃ

নতুন নিয়মের ৪৮ (বি) অনুসারে পর্ষদের বৈঠকে উপস্থিত পরিচালকদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠতার ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্তের দ্বারা কোন সদস্যকে জরিমানা করা, সাময়িকভাবে পদচ্যুত করা বা বিতাড়িত করা যাবে।

এ বিষয়ে পুরানো নিয়মের ৪৩ (বি) অনুসারে কার্যনির্বাহক কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি ও ভোটাধিক্য প্রয়োজন হ'ত।

অবশ্য সমবায় আবাসন সমিতির সদস্যদের নির্দিষ্ট অযোগ্যতার কারণে নিবন্ধকের অনুমোদন সাপেক্ষে নতুন নিয়মের ১৩৭ অনুসারে, বোর্ডের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি ও ভোটাধিক্যে অপসারণের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আবাসন সমিতির ক্ষেত্রে পুরানো নিয়মের ২০৫ নং নিয়মে একই অনুপাতের কথা বলা ছিল। তবে এ বিষয়ে নিবন্ধকের অনুমোদনের কোন সুযোগ পুরানো ২০৫ নিয়মে ছিল না, নতুন ১৩৭ নিয়মে নিবন্ধককে সে কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে।

নতুন নিয়ম—৪৮ (বি)-১৩৭/ পুরানো নিয়ম—৪৩ (বি)-২০৫।

২৭। কর্মচারিদের কাজের পরিবর্তন সংক্রান্ত মুখ্য নির্বাহী আধিকারিকের ক্ষমতা সঙ্কুচিত ঃ

পর্ষদ কর্মচারিদের কর্তব্য নির্ধারণ ও দায়িত্ব ব্যাখ্যা করবে। তবে জরুরি পরিস্থিতিতে সমিতির মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে কর্মচারিদের ও আধিকারিকদের কর্তব্যসমূহ অস্থায়ীভাবে পুনর্বিন্যাস করতে পারবেন। তবে তা পুনর্বিন্যাসের তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদন

সাপেক্ষেই পারবেন। নতুন নিয়মের ৪৮ (ঈ) প্রকরণে এ বিষয়ে বলা আছে।

পুরানো নিয়মের ৪৩ (এফ) প্রকরণে বলা ছিল, দুটি কার্যনির্বাহক কমিটির মধ্যবর্তী সময়ে সমিতির মুখ্য নিবহী আধিকারিক, তাঁর পদের নাম যা-ই হ'ক না কেন, কর্মচারী ও আধিকারিকদের কর্তব্যসমূহের পুনর্বিন্যাস করতে পারবেন। এই পুনর্বিন্যাস ত্রিশ দিনের বেশি সময় ধরে চলতে থাকলে তিনি সভাপতির অনুমোদন নেবেন ও তা অব্যবহিত পরবর্তী কার্যনির্বাহক কমিটির বৈঠকে অনুমোদনের জন্য উপস্থিত করবেন। মুখ্য নিবহী আধিকারিক এককভাবে ত্রিশ দিনের মেয়াদি পুনর্বিন্যাস আগের নিয়ম অনুযায়ী করতে পারতেন। নতুন নিয়মে তিনি তা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

নতুন নিয়ম—৪৮ (ঈ) / পুরানো নিয়ম—৪৩ (এফ)।

২৮। সভাপতি ও সহ-সভাপতির ক্ষমতা ঃ

নতুন নিয়মে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে ঋণ, নিঃস্বার্থদান ও অধিবৃত্তি (বোনাস) প্রদান ছাড়া পর্ষদের আর সমস্ত ক্ষমতা ও কর্তব্য পালনের দায়িত্ব সভাপতিকে বা তাঁর অনুপস্থিতিতেসহ-সভাপতিকে দেওয়া হয়েছে। পুরানো নিয়মে বোনাসের কোন উল্লেখ ছিল না। তাছাড়া সমিতির ব্যবসা, প্রশাসন ও কাজকর্মের উপর সভাপতির বা তাঁর অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির ক্ষমতা নতুন নিয়মে রাখা হয়েছে। পুরানো নিয়মে সভাপতির ক্ষমতার এরূপ সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ উল্লেখ ছিল না।

নতুন নিয়ম—৫০/পুরানো নিয়ম—৪৫।

২৯। মুখ্য নিবহী আধিকারিক ঃ

(১) নতুন নিয়মে পদটির নাম নিবহী আধিকারিক থেকে পরিবর্তিত হয়ে মুখ্য নিবহী আধিকারিক হয়েছে।

(২) আগের নিয়মে বলা ছিল, নিবহী আধিকারিক কার্যনির্বাহক কমিটির "সাধারণ নিয়ন্ত্রণাধীনে কাজ করবেন"। নতুন নিয়মে ("Under general control") সংশ্লিষ্ট শব্দগুলি রাখা হয় নাই।

(৩) নতুন নিয়মে এ বিষয়ে একটি নতুন বিধান সংযোজিত করে বলা হয়েছে, মুখ্য নিবহী আধিকারিকের অনুপস্থিতিতে তাঁর দৈনন্দিন গতানুগতিক কর্তব্যসমূহ

তাঁর অব্যবহিত অধস্তন আধিকারিক পালন করবেন। পুরানো নিয়মে এরূপ কোন ব্যবস্থা ছিল না।

(৪) কার্যনির্বাহিক কমিটি আইন মাফিক কর্তব্য পালনে কোন কারণে অপারগ হলে সংশ্লিষ্ট ক্ষমতা ও কর্তব্য পালনের দায়িত্ব নতুন নিয়মে মুখ্য নির্বাহী আধিকারিকের উপর দেওয়া হয় নাই। পুরানো নিয়মে দেওয়া ছিল।

(৫) নতুন নিয়মে বোর্ডের সাথে মুখ্য নির্বাহী আধিকারিকের যে কোন বিষয়ে মত বিরোধের সুযোগ উন্মুক্ত রাখা আছে। পুরানো নিয়মে আইন, নিয়মাবলী ও উপবিধিতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয় নাই এমন কোন বিষয়ে মত বিরোধের সুযোগ রাখা ছিল।

(৬) মত বিরোধ দেখা দিলে নিবন্ধকের কাছে জানাতে হবে ও নিবন্ধকের নির্দেশমত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা পুরানো নিয়মে বলা ছিল। এদিক থেকে নতুন নিয়মে বলা হয়েছে, মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক নিবন্ধকের কাছে জানাতে পারেন। সভার কার্যবিবরণীতে তাঁর মতামত লিপিবদ্ধ করাতে পারেন, তবে পর্যদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাঁকে কাজ করতে হবে।

(৭) নতুন নিয়মে মুখ্য নির্বাহী আধিকারিকের কার্যকাল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, একজন মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক একটি সমিতিতে সাধারণভাবে দুই বৎসর ও সর্বোচ্চ চার বৎসর পর্যন্ত থাকতে পারেন। পুরানো নিয়মে এরূপ কোন সময়কালের উল্লেখ ছিল না। অবশ্য পুরানো আইনে সমিতির তরফ ও সরকার বা নিবন্ধকের তরফ উভয় দিক থেকে তিন মাসের নোটিসের ভিত্তিতে নির্বাহী আধিকারিকের প্রত্যাহারের একটি ব্যবস্থা ছিল। নতুন আইনে এরূপ প্রত্যাহারের কোন ব্যবস্থা না থাকলেও নতুন নিয়মে সে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

নতুন নিয়ম—৫২, ৫৩, ৫৫, ৫৮ / পুরানো নিয়ম—৪৭, ৪৮, ৪৯।

৩০। সরকারি মনোনীতকের কর্তব্য ঃ

সরকারি মনোনীতকের কর্তব্য সম্পর্কে নতুন নিয়মে বলা আছে। এ সম্পর্কে পুরানো আইন ও পুরানো নিয়মে কিছু বলা ছিল না। অবশ্য এ সম্পর্কে সমবায় বিভাগের ৮-৬-৭৩ তারিখে প্রদত্ত ২২০২ সংখ্যক পরিপত্রে যা বলা ছিল মোটামুটি তা-ই নতুন নিয়মে সন্নিবেশিত হয়েছে।

নতুন নিয়ম—৬০।

৩১। আত্মীয়-স্বজনের সংজ্ঞা :

বোর্ডের পরিচালক ও তাদের আত্মীয়-স্বজনদের যে ঋণ ও অগ্রিম দেওয়া হয় তা আদায়ের বিষয়ে বাৎসরিক সাধারণ সভা বিবেচনা করবে। পুরানো আইনেও এ বিধান ছিল কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের প্রাসঙ্গিক কোন সংজ্ঞা পুরানো আইন বা নিয়মাবলীতে ছিল না। নতুন নিয়মে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

নতুন নিয়ম—৬১।

৩২। সমবায় ইউনিয়নের সম্বন্ধন ও নবীকরণ ফি :

রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন ও জেলা সমবায় ইউনিয়নকে বিভিন্ন সমবায় সমিতি কর্তৃক দেয় ও প্রদত্ত চাঁদাকে পুরানো নিয়মে বলা হ'ত বার্ষিক ফি। নতুন নিয়মে দেয় ফি-কে দুইভাবে নামান্তরিত করা হয়েছে যথা, সম্বন্ধন ফি ও নবীকরণ ফি। তাছাড়া ফি-এর পরিমাণও পরিবর্তিত হয়েছে।

নতুন নিয়ম—৭১/পুরানো নিয়ম—৫৭।

৩৩। উদ্বর্তপত্রের পরিবর্তে নগদ টাকার হিসাব :

সমিতির বোর্ড নতুন নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক সমবায় বৎসরে, সমিতির সাধারণ সভায় ঐ সভার তারিখ থেকে অনধিক তিনমাস পূর্বের একটি নগদ টাকার হিসাব (ক্যাশ অ্যাকাউন্ট) দাখিল করবে। পুরানো নিয়মের বিধান অনুসারে সাধারণ সভার অগ্রবর্তী তিন মাসের বেশি পুরানো নয় এমন তারিখ নাগাদ বা অব্যবহিত তিন মাস যে তারিখে শেষ হয়েছে সেই তারিখ নাগাদ উদ্বর্ত পত্র পেশ করতে হত।

নতুন নিয়ম—৭৮ (২) / পুরানো নিয়ম—৬৫ (২)।

৩৪। কর্জ গ্রহণের বিধিনিষেধ :

কর্জ গ্রহণের উপর বিধি নিষেধের ক্ষেত্রে নতুন ও পুরানো নিয়মের মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে; পরের পৃষ্ঠার সারণি থেকে তা বোঝা যাবে। এ বিষয়ে নিবন্ধকের অনুমোদন সাপেক্ষে একাধিক ব্যতিক্রম আছে। ব্যতিক্রমগুলি বাদ দিয়ে শুধু মূল বিষয়ের পার্থক্যটুকু দেখানো হ'ল।

ধারা—৪৩

নতুন নিয়ম—৮১	পুরানো নিয়ম—৬৮
সীমাবদ্ধ দায়িত্ব বিশিষ্ট কোন সমিতি, আদায়ীকৃত অংশগত মূলধন ও তৎকালে সমিতির কারবারের বাইরে পৃথকভাবে যে সংরক্ষিত তহবিল বিনিয়োগ করা হয়েছে উভয়ের যোগফলের পঁচিশ গুণের বেশি দায়িতা আমানত বা কর্জ গ্রহণ বা অন্য কোন প্রকারে নিতে পারবে না।	কোন সীমাবদ্ধ দায়িত্ব বিশিষ্ট সমিতি আমানত বা কর্জ বা অন্য কোন উপায়ে তার আদায়ীকৃত অংশগত মূলধন ও সমিতির ব্যবসার বাইরে লগ্নিকৃত সংরক্ষিত তহবিলের মোট দশগুণের বেশি দায়িতা গ্রহণ করবে না।
২৫ (অংশগত মূলধন + পৃথক লগ্নিকৃত-সংরক্ষিত তহবিল)	১০ (অংশগত মূলধন + পৃথক লগ্নিকৃত সংরক্ষিত তহবিল)
ভূমি উন্নয়ন ব্যাংককে দাদনের উদ্দেশ্যে বা কোন ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক তার সদস্যদের দাদনের উদ্দেশ্যে নতুন নিয়ম অনুসারে নিম্নলিখিত কর্জ গ্রহণের সীমা মেনে চলবে-৩০ (অংশগত মূলধন + পৃথক লগ্নিকৃত সংরক্ষিত তহবিল)।	ভূমি উন্নয়ন ব্যাংককে দাদনের উদ্দেশ্যে বা কোন ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক তার সদস্যদের দাদনের উদেশ্যে পুরানো নিয়ম অনুসারে নিম্নলিখিত কর্জ গ্রহণের সীমা মেনে চলতো। ২০ (অংশগত মূলধন+পৃথক লগ্নিকৃত সংরক্ষিত তহবিল)।
নতুন নিয়ম—১৪৬	**পুরানো নিয়ম—২০৯**
আবাসন সমবায় সমিতি উপযুক্ত জামিনে আদায়ীকৃত অংশগত মূলধন ও সমিতির ব্যবসার বাইরে নিয়োজিত সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ নির্বিশেষে ঋণের আকারে যে কোন পরিমাণ দায়িতা নিতে পারবে।	পুরানো নিয়মেও আবাসন সমবায় সমিতির দায়িতা গ্রহণের কোন সীমারেখা ছিল না। প্রসঙ্গক্রমেই উল্লিখিত হ'ল।

৩৫। কর্জ দাদনের বিধিনিষেধ ঃ

কর্জ দাদনের ক্ষেত্রেও নতুন ও পুরানো নিয়মের মধ্যে কিছু তফাত আছে। এ

বিষয়েও নিবন্ধকের অনুমোদন সাপেক্ষে একাধিক ব্যতিক্রমের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ব্যতিক্রমগুলি বাদ দিয়ে শুধু মূল পার্থক্যটুকু দেখানো হ'ল।

ধারা—৪৭

নতুন নিয়ম—৯০	পুরানো নিয়ম—৭৬
শেয়ার দ্বারা সদস্যদের দায়িতা সীমিত এমন সীমাবদ্ধ দায়বিশিষ্ট সমিতির সদস্যকে তার ক্রীত অংশগত মূলধনের কুড়ি গুণের বেশি ঋণ দেওয়া যাবে না।	শেয়ার দ্বারা সদস্যদের দায়িতা সীমিত এমন সীমাবদ্ধ দায়িতাবিশিষ্ট সমিতির সদস্যদের ক্রীত অংশগত মূলধনের সর্বোচ্চ দশ গুণের বেশি ঋণ দেওয়া যেত না।
২০ X ক্রীত অংশগত মূলধন।	১০ X ক্রীত অংশগত মূলধন।
কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক, রাজ্য সমবায় ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক কোন সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংককে বা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংককে তার কেনা অংশগত মূলধনের ত্রিশ গুণ পর্যন্ত ঋণ মঞ্জুর করতে পারে।	কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক, রাজ্য সমবায় ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক কোন সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংককে তার ক্রীত শেয়ার বাবদ প্রদত্ত মূলধনের কুড়ি গুণ পর্যন্ত ঋণ দিতে পারতো।
৩০ X ক্রীত অংশগত মূলধন।	২০ X ক্রীত অংশগত মূলধন।
কোন ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক বা প্রাথমিক সমবায় ব্যাংক তার সদস্যকে ক্রীত অংশগত মূলধনের ত্রিশ গুণ পর্যন্ত ঋণ দিতে পারে।	সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক কোন সদস্যকে তার ক্রীত অংশগত মূলধনের কুড়ি গুণ পর্যন্ত ঋণ দিতে পারতো।
৩০ X ক্রীত অংশগত মূলধন।	২০ X ক্রীত অংশগত মূলধন।
সদস্যদের পণ্য সামগ্রী ক্রয়, উৎপাদন ও বিপণনে নিযুক্ত সমবায় সমিতিকে রাজ্য সমবায় ব্যাংক, সমিতি কর্তৃক ক্রীত অংশগত মূলধনের কুড়ি গুণের অধিক ঋণ দিতে পারে।	সদস্যদের পণ্য সামগ্রী ক্রয়, উৎপাদন ও বিক্রয়ের কাজে লিপ্ত সমবায় সমিতিকে রাজ্য সমবায় ব্যাংক, সমিতি কর্তৃক ক্রীত অংশগত মূলধনের দশগুণ অপেক্ষাও বেশি ঋণ দিতে পারতো।

নতুন নিয়ম—১৪৭	পুরানো নিয়ম—২১০
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় আবাসন ফেডারেশন বা কোন আবাসন সমিতি কোন সদস্যকে তার কেনা অংশের পঞ্চাশ গুণ পর্যন্ত ঋণ দিতে পারে। তবে দেখতে হবে সদস্যকে দেয় ঋণের পরিমাণ যেন সদস্য কর্তৃক সংগৃহীত বা অধিকৃত জমির মূল্যের বা উক্ত জমির উপর নির্মিত বা প্রস্তাবিত নির্মাণের বা জমি ও বাড়ি উভয়ের মূল্যের শতকরা ৯০ ভাগের বেশি না হয়।	আবাসন সমবায় সমিতির কর্জ্জ দাদন সম্পর্কে পুরানো নিয়মেও একই সীমা ও শর্ত ছিল। প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখার জন্যই বিষয়টি এখানে উল্লিখিত হ'ল।
৩৬। পরিশোধের কাল ঃ	

নতুন নিয়ম—৮৮	পুরানো নিয়ম—৭৬
উপবিধির বিধান অনুসারে কর্জ্জ পরিশোধের কাল ধার্য হবে। তবে—(১) বাড়ি মেরামতের জন্য দেওয়া ঋণ সর্বোচ্চ দশ বৎসরের মধ্যে (২) বাড়ি তৈরির জন্য দেওয়া ঋণ সর্বোচ্চ কুড়ি বৎসরের মধ্যে—(৩) শীর্ষ ব্যাংক ক্ষুদ্রায়তন শিল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে এক লক্ষ টাকার বেশি ঋণ দিলে তা সর্বোচ্চ দশ বৎসরের মধ্যে—(৪) নিবন্ধক কর্তৃক নিদিষ্ট শর্ত ছাড়া ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক ভিন্ন অন্য কোন প্রাথমিক ঋণদান সমিতির সদস্যকে দেওয়া ঋণ পাঁচ বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। তবে শেষোক্ত ক্ষেত্রে যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য কারণ দেখাতে পারলে নিবন্ধক পরিশোধের সর্বোচ্চ মেয়াদ মোট সাড়ে সাত বৎসর পর্যন্ত বাড়াতে পারেন।	পুরানো নিয়মেও কর্জ পরিশোধের কাল উপবিধির বিধান অনুসারে নির্ধারণের কথা বলা ছিল। তবে পুরানো নিয়মে একটি বিষয়েই শুধু বলা ছিল। তা হলো নিবন্ধক কর্তৃক নির্দিষ্ট শর্ত ছাড়া ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক ভিন্ন অন্য কোন প্রাথমিক ঋণদান সমিতির সদস্যকে পাঁচ বৎসরের অধিক মেয়াদে পরিশোধ্য ঋণ দেওয়া যেত না। আর এ বিষয়ে পরিশোধের মেয়াদ বাড়ানোরও কোন ক্ষমতা নিবন্ধকের ছিল না।

৩৭। কু-ঋণ তহবিলের সদ্ব্যবহার ঃ

পুরানো আইন বা নিয়মে কু-ঋণ তহবিলের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে কিছু বলা ছিল না। এ মর্মে কোন সরকারি প্রজ্ঞাপনও প্রকাশিত হয় নাই। তবে নতুন সমবায় আইনের ৬৪ ধারা মোতাবেক নিরীক্ষা প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে কু-ঋণ হিসাবে সমিতির বাইরে কোন দায়িত্ব না থাকলে সমিতি কু-ঋণ তহবিলের টাকা যে কোন ব্যবসায় খাটাতে পারে। তা না হলে ১১০ নিয়মে বর্ণিত এক বা একাধিক পদ্ধতিতে এই তহবিলের টাকা বিনিয়োগ করতে হবে।

নতুন নিয়ম—১১০।

৩৮। অন্যান্য কতকগুলি তহবিলসহ মজুত-পণ্য-ক্ষতি-তহবিলও ঐচ্ছিক ঃ

পুরানো আইনের ৫৬ (৩) ধারা অনুসারে প্রত্যেকটি ক্রেতা সমবায় সমিতিকে আবশ্যিকভাবে মজুত-পণ্য-ক্ষতি-তহবিলে নির্দিষ্ট দেয় জমা রাখতে হ'ত। এ সম্পর্কে নতুন আইনে কিছু বলা নেই। নতুন নিয়মে অন্যান্য কতকগুলি নতুন ঐচ্ছিক তহবিলের উল্লেখ করা হয়েছে। তার সাথে মজুত-পণ্য-ক্ষতি-তহবিলটি বাধ্যতামূলক থেকে অন্যতম ঐচ্ছিক তহবিলে পরিবর্তিত হয়েছে।

নতুন নিয়ম—১১১।

৩৯। সমবায় শিক্ষা তহবিলে দেয় চাঁদার নির্ধারণ পদ্ধতি, পরিমাণ ও প্রেরণ ঃ

পুরানো আইনের ৫৬ (৭) ও ৫৮ ধারার "সমবায় উন্নয়ন তহবিল" নতুন আইনের ৬৩ ধারায় শুধুই যে "সমবায় শিক্ষা তহবিল" হিসাবে নামান্তরিত হয়েছে তা নয়। নতুন নিয়মে এ সম্পর্কে আরও কিছু পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। পুরানো আইনের ৫৮ ধারা অনুসারে নিট লাভের শতকরা ৫ (পাঁচ) ভাগ টাকা বা সমিতির মোট আয়ের শতকরা $^1/_2$ (আধ) ভাগ টাকা বা ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা এই তিনটির মধ্যে যেটি কম হয় কমপক্ষে সেই পরিমাণ টাকা সমবায় উন্নয়ন তহবিলে দিতে হ'ত। পরিমাণ সম্পর্কে নতুন আইনে কিছু বলা না থাকলেও নতুন নিয়মে (১১৭) বলা হয়েছে, প্রত্যেক সমবায় বৎসরের শেষে প্রতিটি সমবায় সমিতি অনধিক সাত হাজার পাঁচশো টাকা সাপেক্ষে নিট লাভের শতকরা পাঁচ টাকা হারে সমবায় শিক্ষা তহবিলে দেবে। নিরীক্ষিত হিসাব পাওয়ার তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে এই টাকা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট এলাকার কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকে

পাঠাতে হবে। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক উক্ত টাকা পাওয়ার তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাংকে পাঠিয়ে দেবে। টাকা পাঠানো সম্পর্কে পুরানো নিয়মে (১০২) বলা ছিল, যে সাধারণ সভায় পরীক্ষিত উদ্বর্তপত্র বিবেচনা করা হবে সেই সাধারণ সভার তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে ঐ টাকা সমবায় উন্নয়ন তহবিলে জমা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাংকে বা এলাকার কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকে পাঠিয়ে দিতে হবে। জমার তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাংকের কাছে পাঠানোর বর্তমান বিধানটি পুরানো নিয়মেও ছিল।

নতুন নিয়ম—১১৫/পুরানো নিয়ম—১০২।

৪০। দাতব্য তহবিল থেকে জেলা সমবায় ইউনিয়নকে দান ঃ

সমবায় সমিতি নিট লাভ থেকে নতুন নিয়ম অনুসারে গঠিত দাতব্য তহবিল থেকে এলাকার জেলা সমবায় ইউনিয়নকে দান করতে পারবে। আগের নিয়ম দানের ব্যবস্থা থাকলেও জেলা সমবায় ইউনিয়নের কোন উল্লেখ ছিল না।

নতুন নিয়ম—১১৬/পুরানো নিয়ম—১০৩।

৪১। সদস্যের বহিষ্কার বা নিলম্বন নির্দেশের বিরুদ্ধে আপিল ঃ

সমবায় সমিতির বোর্ড কোন সদস্যকে বহিষ্কার বা নিলম্বন করলে সাধারণ সভার কাছে তার আপিল করার অধিকার থাকবে এবং এরূপ আপিলের ক্ষেত্রে সাধারণ সভার সিদ্ধান্তই চূড়ান্তভাবে বহাল থাকবে। পুরানো নিয়মে এ ধরনের আপিলের কোন ব্যবস্থা ছিল না।

নুতন নিয়ম—১২২।

৪২। সমবায় নিরীক্ষার ফি নির্ধারণ ঃ

সমবায় সমিতির নিরীক্ষার ফি সম্পর্কে নতুন নিয়মে সংশোধিত হার যেমন বর্ণিত হয়েছে তেমনি নিরীক্ষার ফি হিসাবের মাপকাঠিও নতুন নিয়মে পরিবর্তিত হয়েছে। নতুন নিয়মে বলা হয়েছে পণ্য দ্রব্যের ব্যবসাকারি সমবায় সমিতি ব্যতিরেকে অন্যান্য সমবায় সমিতি সমবায় বৎসরের শেষ দিনের কার্যকর মূলধনের উপর হিসাব করে সংশ্লিষ্ট সমবায় বৎসরের জন্য দেয় নিরীক্ষা ফি দেবে। পুরানো নিয়মের বিধান অনুযায়ী যে সমস্ত সমিতি পণ্য দ্রব্যের কেনা বেচা করে সেগুলি ছাড়া অন্যান্য সমস্ত ধরনের

সমবায় সমিতিকে প্রতি মাসের শেষ দিনের কার্যকর মূলধনের সমষ্টি থেকে বিগত সমবায় বৎসরের গড় কার্যকর মূলধনের উপর হিসাব করে সংশ্লিষ্ট সমবায় বৎসরের জন্য নিরীক্ষার ফি দিতে হ'ত।

নতুন নিয়ম—১৫৭ (১)/পুরানো নিয়ম—১১৫ (২)।

৪৩। আবাসন সমিতির সদস্যদের কুড়ি টাকা করে নিরীক্ষা ফি দিতে হবে ঃ

নতুন নিয়ম অনুসারে সমবায় আবাসন সমিতির ক্ষেত্রে নির্মাণ কাজ শুরুর আগে ও নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পর সদস্য পিছু কুড়ি টাকা হারে অডিট ফি ধার্য হবে। নির্মাণ কাজ চলাকালে সমিতি নিয়মাবলীতে নির্ধারিত হারে কার্যকর মূলধনের ভিত্তিতে অডিট ফি দেবে।

পুরানো নিয়ম অনুসারে নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ করার পর, বাড়ি বা ফ্ল্যাট সদস্যদের নামে ন্যস্ত করার পর বা ন্যস্ত করার ব্যবস্থা নিচ্ছে এমন সমবায় আবাসন সমিতিসমূহকে কোন রকম অডিট ফি দিতে হ'ত না। নতুন নিয়ম অনুসারে দিতে হবে ও তা সদস্যদের ওপর মাথাপিছু কুড়ি টাকা হারে ধার্য হবে।

নতুন নিয়ম—১৫৭ (৩) (ডি)/পুরানো নিয়ম—১১৭ (১)।

৪৪। নিরীক্ষার ফি ধার্য ঃ

নতুন নিয়ম অনুসারে নিরীক্ষার ফি ধার্যের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ছাড়াও জাতীয়কৃত বাণিজ্যিক ব্যাংক বা গ্রামীণ ব্যাংক অর্থ সরবরাহ করেছে এমন প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ওপর নিবন্ধক নিরীক্ষার ফি ধার্য করতে পারবেন। পুরানো নিয়মে সভ্যভুক্ত প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতির নিরীক্ষা ফি তার কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের উপরই ধার্যের কথা বলা ছিল।

নতুন নিয়ম—১৫৮ (১) (এ)/পুরানো নিয়ম—১১৬ (১) (এ)।

৪৫। বহিরাগত নিরীক্ষার ক্ষেত্রে আপত্তি ও অগ্রিম ঃ

বহিরাগত নিরীক্ষকের নিকট থেকে অডিট রিপোর্ট পাওয়ার তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে সরাসরি নিরীক্ষককে অডিট ফিয়ের টাকা দিয়ে দিতে হবে, যদি নিরীক্ষা সম্পর্কে নিবন্ধকের নিকট কোন আপত্তি ইতিমধ্যে জানানো না হয়। পুরানো নিয়মে

এরূপ আপত্তি জ্ঞাপন সম্পর্কে সরাসরি কিছু বলা ছিল না। আবার অডিট রিপোর্ট পাওয়ার সাথে সাথেই নিরীক্ষা ফিয়ের পঞ্চাশ শতাংশ অগ্রিম হিসাবে দেওয়ার কোন বিধানও আগের নিয়মে ছিল না। নতুন নিয়মে আছে।

নতুন নিয়ম—১৬০ (২), (৩) অনুবিধি/পুরানো নিয়ম—১১৮ (২)।

৪৬। নিরীক্ষা আধিকারিক কর্তৃক গোপনীয় প্রতিবেদন দাখিল ঃ

নিরীক্ষা আধিকারিক কর্তৃক গোপনীয় প্রতিবেদন দাখিল সম্পর্কিত বিধানটি নতুন নিয়মের একটি বিশেষ বিধান। পুরানো নিয়মে এ সম্পর্কে কিছু বলা ছিল না। নিয়মটি হ'ল নিম্নরূপ ঃ— নিরীক্ষাকালে নিরীক্ষা আধিকারিক যদি দেখে যে, গুরুতর নিয়ম বহির্ভূত ঘটনা, যেমন অন্যায়ভাবে তহবিল আত্মসাৎ বা তছরূপ বা মজুত পণ্যের চুরি, আইনের বিধান লঙ্ঘন প্রভৃতি ঘটে তাহলে উক্ত অনিয়ম বিষয়ে তিনি শীলমোহরাঙ্কিত খামে "গোপনীয়" শব্দটি লিখে নিবন্ধক কর্তৃক উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁর কাছে পাঠাবেন।

নতুন নিয়ম—১৬৭।

৪৭। বিবাদের ফি সংশোধিত ঃ

নতুন নিয়ম—১৭২	পুরানো নিয়ম—১৩০
সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে অর্থ-সংক্রান্ত বিবাদের ফি	অর্থসংক্রান্ত বিবাদের ফি
(১) ২০০ টাকা পর্যন্ত দাবির ক্ষেত্রে—৫ টাকা (২) ২০০ টাকার বেশি দাবির ক্ষেত্রে—১০ টাকা	(১) ২০০ টাকা পর্যন্ত দাবির ক্ষেত্রে-২ টাকা (২) দাবির পরিমাণ ২০০ টাকা অতিক্রম করলে প্রতি ১০০ টাকা বা অংশ পিছু এক টাকা হিসেবে সর্বোচ্চ—৫ টাকা।

নতুন নিয়ম—১৭২	পুরানো নিয়ম—১৩০
	(৩) প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতি ও প্রাথমিক কৃষি বিপণন সমিতির বিবাদে, দাবির পরিমাণ যা-ই হোক না কেন এবং সে বিবাদ সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক দায়ের করলেও, ফিয়ের পরিমাণ—২ টাকা।
অর্থ বহির্ভূত অন্যান্য বিবাদের ফি	**অর্থ বহির্ভূত অন্যান্য বিবাদের ফি**
(১) আবাসন সমিতি ও প্রাথমিক অকৃষি ঋণদান সমিতি ব্যতিরেকে সমস্ত প্রাথমিক সমিতি —১০ টাকা।	(১) প্রাথমিক অকৃষি ঋণদান সমবায় সমিতি ব্যতিরেকে সমস্ত প্রাথমিক সমিতি —১০ টাকা।
(২) শীর্ষ সমিতি, কেন্দ্রীয় সমিতি, আবাসন সমবায় সমিতি ও প্রাথমিক অকৃষি ঋণদান সমবায় সমিতি—৫০ টাকা।	(২) শীর্ষ সমিতি, কেন্দ্রীয় সমিতি ও প্রাথমিক অকৃষি ঋণদান সমবায় সমিতি —৫০ টাকা।

৪৮। মধ্যস্থ হওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিদের তালিকা সংশোধন ঃ

নতুন নিয়ম—১৭৪	পুরানো নিয়ম—১২৯
নিবন্ধক নিম্নলিখিতদের মধ্যে থেকে মধ্যস্থ বা মধ্যস্থগণকে নিয়োগ করতে পারেন—	নিবন্ধক পুরানো নিয়ম অনুসারে নিম্নলিখিতদের মধ্যে থেকে মধ্যস্থ বা মধ্যস্থগণকে নিয়োগ করতে পারতেন—
(এ) কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের কোন বিভাগের আধিকারিক বা অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক;	(এ) রাজ্য সরকারের কোন বিভাগের আধিকারিক;
(বি) শীর্ষ ও কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিসমূহের আধিকারিক;	(বি) সমবায় সমিতিসমূহের আধিকারিক, বেতনভুক্ত কর্মচারী বা সদস্যবর্গ;
(সি) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সদস্য;	(সি) ৮১ ধারা অনুসারে গঠিত কর্তৃপক্ষের সদস্য, আধিকারিক বা বেতনভুক্ত কর্মচারী;
(ডি) চ্যাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ও কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস, এবং	(ডি) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সদস্য; বা
(ই) উকিল।	(ই) চ্যাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট।

৪৯। মধ্যস্থদের ফিয়ে পরিমাণ বর্ধিত ঃ

পুরানো নিয়ম অনুসারে বিবাদ দায়ের করার সময় প্রাপ্ত ফিয়ের বেশি মধ্যস্থদের ফি বাবদ দেওয়া যেত না। নতুন নিয়মে বলা হয়েছে মধ্যস্থগণ কর্মরত সরকারি আধিকারিক না হলে অধিবেশন (মিটিং) পিছু নিবন্ধক কর্তৃক নির্ধারিত অনধিক পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত ফি পেতে পারেন। নিবন্ধক কর্তৃক মধ্যস্থদের কাছে বিচারের জন্য বিবাদটি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার তারিখ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে নিবন্ধকের কাছে সম্ভাব্য ফি অগ্রিম হিসাবে যদি বাদি জমা না দেন তাহলে সংশ্লিষ্ট আর্জি বাতিল হয়ে যাবে। অবশ্য বিবাদের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কোন মধ্যস্থকে কোন রকম ফি দেওয়া হবে না।

নতুন নিয়ম- -১৭৫/পুরানো নিয়ম - ১৩০(২)।

৫০। প্রমাণিত প্রতিলিপি প্রদানের পদ্ধতি ও ফি পরিবর্তিত ঃ

নতুন নিয়ম—১৮১	পুরানো নিয়ম--১৩৭
(১) নিবন্ধকের কাছে কোন পক্ষ আবেদন করলে কোন নির্দেশ, সিদ্ধান্ত বা বিনির্ণয়ের প্রমাণিত প্রতিলিপি নিবন্ধক যথাবিহিতভাবে প্রমাণিত করে দেবেন। এজন্যে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে ডবল স্পেসে টাইপ করা, ফুলস্কেপ কাগজের পুরো পৃষ্ঠা ও তার অংশের জন্য এক টাকা হিসাবে ফি আবেদনের সাথে কোর্ট ফি স্ট্যাম্পসের আকারে দিতে হবে।	(১) নিবন্ধকের কাছে আবেদনক্রমে যে কোন পক্ষ অ্যাওয়ার্ড বা রায়ের প্রমাণপত্র নিতে পারতেন। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে নির্দিষ্ট ফি দিতে হ'ত। ফি হিসাবে ডবল স্পেসে টাইপ করা ফুলস্কেপ সাইজ কাগজের পুরো পৃষ্ঠা ও তার অংশের জন্য ৪০ (চল্লিশ) পয়সা হিসাবে কোর্ট ফি স্ট্যাম্পস দিতে হ'ত।
(২) নির্দেশ, সিদ্ধান্ত বা বিনির্ণয়ের প্রমাণিত প্রতিলিপির আবেদন পাওয়ার পর, কি কি দাখিল করতে হবে তা আবেদনকারীকে সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হবে বা করে জানানো হবে তা তখনই বলে দেওয়া হবে।	(২) নিবন্ধকের কাছে আবেদন করার তারিখ থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে রায়ের প্রমাণপত্র সরবরাহ করতে হ'ত। এ জন্যে প্রয়োজনবোধে নিবন্ধক স্বল্পকালীন মেয়াদে টাইপিস্ট বা অনুলেখক নিয়োগ করতে পারতেন, পারিশ্রমিক হিসাবে ডবল স্পেসে টাইপ করা ফুলস্কেপ সাইজের পুরো পৃষ্ঠা বা তার অংশের জন্য ২৫
(৩) খবর দেওয়ার তারিখ থেকে সাত দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ	

(যেমন কণ্ড্কোয়েস্ট পেপার বা ডেমি পেপার বা কার্টিজ পেপার, কোর্ট ফি স্টাম্পস) দাখিল করা না হলে প্রমাণিত প্রতিলিপির জন্য আবেদন বাতিল হয়ে যাবে এবং তারপর নতুন করে আবেদন দাখিলের পর সংশ্লিষ্ট পক্ষ প্রমাণিত প্রতিলিপি পেতে পারেন।	(পঁচিশ) পয়সা হিসাবে নিবন্ধক তাকে দিতে পারবেন।
(৪) প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ দাখিলের তারিখ থেকে, যতদূর সম্ভব দুই সপ্তাহের মধ্যে প্রমাণিত প্রতিলিপি সরবরাহ করতে হবে।	
(৫) প্রমাণিত প্রতিলিপি আবেদনকারীকেই সংগ্রহ করতে হবে। তিনি ডাক মারফত পেতে চাইলে যে তারিখে প্রমাণিত প্রতিলিপি ডাকে পাঠানো হচ্ছে সেই তারিখেই তাঁকে সরবরাহ করা হ'ল বলে বিবেচিত হবে।	
(প্রমাণিত প্রতিলিপি সংগ্রহের তারিখ থেকেই আপিলের সময় গণনা করা হবে)।	

৫১। অবসায়ক নিয়োগের প্রক্রিয়া সংশোধিত ঃ

নতুন নিয়ম—১৮৪	পুরানো নিয়ম—১৪০
(১) চাটার্ড আকাউন্টান্ট, উকিল, কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিক, শীর্ষ সমবায় সমিতি সমূহ ও কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক সমূহের আধিকারিকদের মধ্য থেকে অবসায়ক নিয়োগ করতে হবে।	(১) যে সমস্ত সমবায় সমিতির বার্ষিক লেনদেন পাঁচ লক্ষ টাকা বা তার বেশি সেই সমস্ত সমিতির ক্ষেত্রে চাটার্ড আকাউন্টান্ট বা কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিকদের মধ্য থেকে অবসায়ক নিয়োগ করতে হ'ত।

(২) যে সমস্ত সমিতির বার্ষিক লেনদেন দু লক্ষ টাকার বেশি কিন্তু পাঁচ লক্ষ টাকার কম সে সমস্ত সমিতির ক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্ত বা কর্মরত বিভাগীয় আধিকারিকদের মধ্যে থেকে নিয়োগ করা হ'ত।

(৩) অন্যান্য সমিতির ক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্ত বা কর্মরত বিভাগীয় অফিসার বা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের সুপারভাইজারদের মধ্য থেকে নিয়োগ করা হ'ত।

৫২। তত্ত্বাবধায়কের ব্যর্থতা থানায় জানাতে হবে ঃ

তত্ত্বাবধায়ক নির্দিষ্ট তারিখে ফসল দেখাতে না পারলে ক্রোককারি থানায় খবর দেবেন। সরকারি তহবিল আত্মসাৎ করার সমতুল্য অপরাধে তার বিচার হবে। আগের নিয়মে এরূপ কোন সুস্পষ্ট ব্যবস্থা ছিল না।

নতুন নিয়ম—২০১ (৬)।

৫৩। ক্রোককৃত ফসল বিক্রির খরচের সীমা বর্ধিত ঃ

ক্রোককৃত ফসলের বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে বিক্রয়ের খরচা বাবদ প্রতি টাকায় অনধিক দশ পয়সা হিসাবে কেটে রাখা যাবে। আগের নিয়মে অনধিক ছয় পয়সা হিসাবে কেটে রাখা যেত।

নতুন নিয়ম—২০২ (৬)/পুরানো নিয়ম—১৬০ (৬)।

৫৪। দাবিপত্রের সাথে দশটি টাকা দেওয়া থেকে অব্যাহতি ঃ

বাকিদার ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি ক্রোক করা ফসলে তাঁর কোন স্বার্থ আছে বলে লিখিতভাবে দাবি করলে দাবির সাথে সাথে পুরানো নিয়ম অনুসারে দশটি টাকা দিতে হ'ত। নতুন নিয়মে টাকা প্রদানের কোন উল্লেখ নাই।

নতুন নিয়ম—২০৩ (১)/পুরানো নিয়ম—১৬১ (১)।

৫৫। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ শতকরা ৫ টাকা থেকে শতকরা ১০ টাকা ঃ

বন্ধকদাতা বা কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বিক্রির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সম্পত্তি বিক্রয় নাকচ করার জন্য আবেদন জানালে বিক্রয়ের ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত অর্থ ছাড়াও ক্রেতাকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়ার জন্য ক্রয়মূল্যের শতকরা দশভাগের

সমপরিমাণ টাকা নতুন নিয়ম অনুসারে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা সমিতির বোর্ডের কাছে জমা দিতে হবে। পুরানো সমবায় আইনে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ছিল ক্রয় মূল্যের শতকরা পাঁচ টাকা।

নতুন নিয়ম—২১২ (বি) / পুরানো আইনের ধারা—১০৫ (বি)।

৫৬। পাওনা প্রদানে নির্দেশের সীমা সম্প্রসারিত ঃ

নতুন নিয়ম—২২৩ দাবির পরিমাণ—	পুরানো নিয়ম—১৮২ দাবির পরিমাণ—
(১) সাত হাজার টাকা অতিক্রম না করলে সমবায় সমিতিসমূহের জেলা নিরীক্ষক ও সমবায় উন্নয়ন আধিকারিকগণ। (২) পাঁচ হাজার টাকা অতিক্রম না করলে সমবায় সমিতিসমূহের পরিদর্শকগণ।	(২) পাঁচহাজার টাকা অতিক্রম না করলে সমবায় সমিতিসমূহের জেলা নিরীক্ষক ও সমবায় উন্নয়ন আধিকারিকগণ। (২) তিন হাজার টাকা অতিক্রম না করলে সমবায় সমিতিসমূহের পরিদর্শকগণ।

৫৭। ওকালতনামার ফি বর্ধিত ঃ

অধিবক্তা (অ্যাডভোকেট) বা উকিল বা প্রতিনিধি মারফত আপিলের স্মারকলিপি বা পুনর্বিলোকনের আবেদনপত্র দাখিল করলে তার সাথে নতুন নিয়ম অনুসারে দুই টাকার কোর্ট ফি স্ট্যাম্পসহ ওকালতনামা বা স্থলবিশেষে প্রতিনিধি নিযুক্তির কর্তৃত্ব অর্পণসূচক পত্র যথাবিহিতভাবে আপিলকারী বা স্থলবিশেষে আবেদনকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত করে দাখিল করতে হবে। পুরানো নিয়মে ওকালতনামার ফি ছিল মাত্র এক টাকা।

নতুন নিয়ম—২২৭ (৪) (বি)/পুরানো নিয়ম—১৮৭ (৪) (বি)।

৫৮। আপিলের ফি বর্ধিত ঃ

নতুন নিয়ম অনুসারে আপিলের স্মারকলিপির সাথে দশ টাকার ও পুনর্বিলোকনের আবেদনপত্রের সাথে পাঁচ টাকার কোর্ট ফি স্ট্যাম্প থাকা চাই;

পুরানো নিয়ম অনুসারে এই আপিলের ফিয়ের পরিমাণ ছিল মাত্র দুই টাকা আর পুনর্বিলোকনের ফি পাঁচ টাকাই ছিল।

নতুন নিয়ম—২২৭ (৪) (সি) (ছয়) / পুরানো নিয়ম—১৮৭ (৪) (সি) (ছয়)।

৫৯। আপিল বা পুনর্বিলোকনের ত্রুটি সংশোধনের সময়সীমা সম্প্রসারিত ঃ

ন্যায়পীঠের সম্পাদক যদি দেখেন যে, তার কাছে দাখিলীকৃত আপিলের স্মারকলিপি বা আবেদনপত্র আইনসম্মত হয়নি তাহলে তিনি ঐ মর্মে মন্তব্য লিখবেন এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষ বা তাঁর অধিবক্তা বা উকিল বা এজেন্টকে নোটিস প্রাপ্তির তারিখ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে ত্রুটিগুলি সংশোধন করার জন্য আহ্বান জানাবেন। পুরানো নিয়মে নোটিস প্রাপ্তির তারিখ থেকে সাত দিনের মধ্যে ত্রুটি সংশোধনের কথা বলা ছিল।

নতুন নিয়ম— ২২৭ (৪) (ঈ) (তিন) অনুবিধি।

পুরানো নিয়ম— ১৮৭ (৪) (এক) (তিন) অনুবিধি।

৬০। নিবন্ধকের কার্যালয়ে দলিল পত্রের পরিদর্শন ঃ

নিবন্ধকের বা তাঁর অধীন কোন ব্যক্তির কার্যালয়ে প্রতিক্ষেত্রে বাৎসরিক দুই টাকা হারে ফি দিয়ে যে কোন ব্যক্তি কয়েকটি নির্দিষ্ট দলিলপত্র পরিদর্শন করতে পারেন। এরূপ কোন সুযোগ পুরানো সমবায় আইন বা নিয়মাবলীতে ছিল না।

নতুন নিয়ম— ২৩৪।

৬১। নিবন্ধিত ডাকযোগে পাঠানোর অনুমান ঃ

কোন পত্র (কমিউনিকেশন) যথাযথভাবে ঠিকানা লিখে, নির্দিষ্ট দেয় অগ্রিম দিয়ে পোস্ট করলে তা নিবন্ধিত ডাকযোগে পাঠানো হয়েছে বলে ধরা হবে এবং প্রতিকূল কিছু প্রমাণিত না হলে, সাধারণ ডাক ব্যবস্থায় বিলি করার সময়ে পত্রটি (কমিউনিকেশন) দেওয়া (সার্ভিস) হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। এরূপ কোন বিধান পুরানো সমবায় আইন বা নিয়মাবলীতে ছিল না।

নতুন নিয়ম— ২৩৫।

৬২। তফসিল ও নিদর্শসংক্রান্ত পরিবর্তন ঃ

পুরানো নিয়মের শেষাংশে একটি মাত্র তফসিলের মধ্যেই বিভিন্ন নিদর্শ ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় দেওয়া ছিল। নিদর্শগুলির পরিচয়জ্ঞাপক বর্ণনা থাকলেও কোন সংখ্যা ছিল না। নতুন নিয়মের শেষাংশে মোট তিনটি তফসিল আছে। তার মধ্যে প্রথম তফসিলের আওতায় নির্দিষ্ট সংখ্যা সম্বলিত বিভিন্ন নিদর্শ দ্বিতীয় তফসিলে সমিতির হিসাব, খাতাপত্র, নিবন্ধ পুস্তক ইত্যাদির সংরক্ষণ ও অবলোপন এবং তৃতীয় তফসিলে সমবায় সমিতির নির্বাচনে ব্যবহারযোগ্য মোট ২৮টি প্রতীক চিহ্ন সম্পর্কে বলা আছে। পুরানো নিয়মে প্রতীক চিহ্নের কোন তালিকা দেওয়া ছিল না। নিদর্শসমূহের মধ্যে বার্ষিক (আনুয়াল) রিটার্নসংক্রান্ত ১৫নং নিদর্শটি নতুন নিয়মে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে। নতুন নিয়মে সর্বমোট ৪৬টি নিদর্শের মধ্যে অনেকগুলিই নতুন।

পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় নিয়মাবলী—১৯৮৭

প্রথম অধ্যায়

উপক্রমণিকা (Preliminary)

১। সংক্ষিপ্ত নাম ও কার্যকরকাল (Short title and Commencement):

(১) এই নিয়মাবলীকে ১৯৮৭ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় নিয়মাবলী বলা যেতে পারে।

(২) রাজ্য সরকার সরকারি ঘোষপত্রে প্রজ্ঞাপনের দ্বারা যে দিন বা বিভিন্ন নিয়ম কার্যকর করার জন্য যে ভিন্ন ভিন্ন দিন স্থির করবেন সেই এক বা একাধিক দিন থেকে এই নিয়মাবলী কার্যকর হবে।

২। সংজ্ঞা (Definition):

(১) এই নিয়মাবলীতে, বিষয়ে বা প্রসঙ্গে বিরোধী কিছু বলা না হলে---

(এ) আইন বলতে ১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনকে বোঝাবে, (১৯৮৩ সালের ৪৫ সংখ্যক পশ্চিমবঙ্গীয় আইন)।

(বি) সমবায় সমিতিসমূহের 'অতিরিক্ত নিবন্ধক', 'যুগ্ম নিবন্ধক', 'উপনিবন্ধক', 'সহকারি নিবন্ধক', 'মুখ্য নিরীক্ষক', 'জেলা নিরীক্ষক' ও 'সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক' বলতে যথাক্রমে নিবন্ধককে সাহায্য করার জন্য সরকার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট পদে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বোঝাবে।

ধারা—২(৩৭)

(সি) 'আবেদনকারী' বা 'মুখ্য উদ্যোক্তা' (Applicant or Chief Promoter) বলতে নিবন্ধনের আবেদন পত্রে প্রথম স্বাক্ষরকারীকে বোঝাবে।

(ডি) 'ধার করা মূলধন' (Borrowed Capital) সমবায় সমিতির ঋণ, আমানত ও অন্যান্য কর্জের সমষ্টিই 'ধার করা মূলধন'।

(ঈ) 'সমাহর্তা (Collector) বলতে কলকাতার জন্য কলকাতার সমাহর্তা ও জেলার রাজস্ব প্রশাসনের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিককে বোঝাবে।

(এফ) 'ক্রোককারি' (Distrainer) বলতে বোঝায় এমন একজন ব্যক্তি যিনি দণ্ডায়মান ফসল সমেত বন্ধকি জমির ফসল ১১০ ধারা অনুসারে ক্রোক ও বিক্রয়ের জন্য নিবন্ধক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন।

(জি) 'নিদর্শ' (Form) বলতে এই নিয়মাবলী সংলগ্ন নিদর্শকে বোঝাবে।

(এইচ) 'সদস্য' (Member) বলতে ২৪ ধারার ১ নম্বর উপধারার অনুবিধিতে বর্ণিত সদস্যদের ডেলিগেট বা প্রতিনিধিদেরও বোঝাবে।

নিয়ম — ২৭

(আই) 'নিজস্ব মূলধন' (Owned Capital)- বলতে আদায়ীকৃত অংশগত মূলধন, সঞ্চিত সংরক্ষিত তহবিল ও সমবায় সমিতির লাভ থেকে বা অন্যভাবে সৃষ্ট তহবিলসমূহের মোট সমষ্টিকে বোঝাবে।

(জে) কার্যকর মূলধন (Working Capital)- ধার করা মূলধন ও নিজস্ব মূলধন সমেত সমবায় সমিতির মোট মূলধনকে কার্যকর মূলধন বলে।

(কে) 'সম্পাদক (Secretary)' বলতে যে ব্যক্তি বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীনে সমবায় সমিতির কাজকর্মসংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ন্যস্ত সেই ব্যক্তিকে এবং যে ব্যক্তি সম্পাদকের কর্তব্য সম্পাদন করেন, তা তিনি যে নামেই অভিহিত হ'ন না কেন, তাঁকেও বোঝাবে।

(এল) 'ধারা' (Section) বলতে আইনের ধারাকে বোঝাবে।

(২) যে সমস্ত শব্দ ও শব্দসমষ্টি এই নিয়মাবলীতে ব্যবহৃত হয়েছে, অথচ ব্যাখ্যাত হয় নাই তবে আইনে ব্যাখ্যাত হয়েছে, সেগুলির অর্থ যথাক্রমে উক্ত আইনে বর্ণিত মর্ম অনুযায়ীই হবে।

(৩) এই নিয়মাবলী ও সমবায় সমিতির উপবিধিতে অন্য কিছু বলা না থাকলে—

(এ) পুংলিঙ্গবাচক শব্দ দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ ও বোঝাবে।

(বি) বহুবচনান্ত শব্দ দ্বারা একবচনান্ত শব্দ ও একবচনান্ত শব্দ দ্বারা বহুবচনান্ত শব্দও বোঝাবে।

(সি) 'ব্যক্তি' শব্দদ্বারা নিগমবদ্ধ বা অন্যবিধ ব্যক্তি গোষ্ঠীকেও বোঝাবে।

(ডি) যে সমস্ত শব্দে লিখিত বিষয়ের উল্লেখ করা হয় সেগুলির দ্বারা ছাপানো, টাইপ-করা, লিথো-করা, ফটো লওয়া ও চোখে দেখা যায় সে ভাবে শব্দ প্রকাশ বা পুনঃপ্রকাশের অন্যান্য পদ্ধতিকেও বোঝাবে।

(ই) যিনি নিজের নাম সই করতে পারেন না এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে 'স্বাক্ষর' শব্দের মাধ্যমে তাঁর টিপসই বা যথাযথভাবে প্রত্যায়িত অপর যে চিহ্নে তাঁর স্বাক্ষর প্রকাশিত হবে তাকে স্বাক্ষর বলা হবে।

৩। অর্ধাংশ, এক-তৃতীয়াংশ প্রভৃতি নির্ধারণ (Determination of one-half, one-third etc.) :

কোন নিয়মমতে কোন সংখ্যার অর্ধাংশ, এক-তৃতীয়াংশ অথবা অপর কোন

ভগ্নাংশ নির্ণয় করা দরকার হলে যদি ঐ সংখ্যাকে ২, ৩ বা দরকার মত অন্য কোন রাশি দিয়ে সমানভাবে ভাগ করা না যায় তাহলে ঐ সংখ্যার নিকটতম উপরের সংখ্যার মধ্যে যেটি ২, ৩ বা দরকারমত অন্য কোন রাশি দিয়ে সমানভাবে বিভাজ্য সেই সংখ্যাটিকে মূলসংখ্যা হিসাবে ধরতে হবে।

৪। নিদর্শ (Forms) :

এই নিয়মাবলী সংলগ্ন নিদর্শ বা অবস্থা অনুসারে সংশ্লিষ্ট নিদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সমস্ত ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নিদর্শ ব্যবহার করা হবে :

প্রকাশ থাকে যে, নিবন্ধক অবস্থা অনুসারে প্রয়োজন এমন সংশোধিত নিদর্শ ব্যবহারের অনুমতি দিতে পারেন।

৫। নিট লাভ (Net Profit) :

২ ধারার ২৯ নং প্রকরণে উল্লিখিত খরচ ও নিম্নবর্ণিত ব্যয়গুলি নির্বাহ করার পর যে লাভ অবশিষ্ট থাকে এই সমবায় সমিতির নিট লাভ; যেমন—

এ) কাজ চালানোর ব্যয় যেমন মেরামতি খরচ, খাজনা, অভিকর ও কর, গৃহীত অনুদান বা সহায়ক, অবচিতি ও খাতাপত্রে উল্লিখিত আদায়ের অযোগ্য যে ঋণ অবলোপন করা হয়েছে;

(বি) মূলধনী যে ব্যয় সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অবলোপন করা হয়েছে;

(সি) মূলধনী ক্ষতি যা প্রকৃতই হয়েছে অথচ লাভ থেকে সৃষ্ট কোন তহবিলের দ্বারা সমন্বয়িত হয় নাই;

(ডি) কু-ঋণ থাকলে হিসাব মত কু-ঋণের জন্য রক্ষিত সংস্থান; এবং

(ঈ) নিবন্ধক কর্তৃক নির্দেশিত অন্য কোনরূপ ব্যয়।

ধারা—২ (২৯)

৬। রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন ও জেলা সমবায় ইউনিয়ন সমূহের কার্যবিলী (Functions of the State Co-operative Union and the District Co-operative Unions) :

(১) রাজ্য সরকার কর্তৃক দেয় তহবিলের সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বা অন্যান্য বিষয়ে রাজ্য সরকার সময়ে সময়ে, যেমন নির্দেশ দেবেন সেগুলি মেনে নিয়ে রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করবে; যেমন—

(এক) রাজ্যের সমবায় আন্দোলনের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন করা। সমবায় উদ্যোগ গঠন ও সম্প্রসারণ প্রয়াসী জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া, পরিচালনা করা ও সাহায্য করা এবং সমবায় নীতি ও ভাবধারার প্রদর্শক হিসাবে কাজ করা;

(দুই) সমবায় শিক্ষণ কার্যক্রম সংগঠিত করা ও শিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ পরিচালনা করা;

(তিন) বিভিন্ন সমবায় সমিতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন ও বিভিন্ন উদ্যোগে কর্মরত সমবায় আন্দোলনের কাজকর্মে সমন্বয় সাধন;

(চার) সমবায় আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির উপর গবেষণা ও তথ্য অনুসন্ধানের ব্যবস্থাদি সংগঠন ও পরিচালনা করা এবং এ বিষয়ে সহযোগিতা ও সাহায্য করা;

(পাঁচ) একটি তথ্যকেন্দ্র ও গ্রন্থাগার পরিচালনা করা;

(ছয়) সমবায় নীতিসংক্রান্ত মতামত প্রকাশ ও জনমত গঠন করা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এই রাজ্যের সমবায় আন্দোলনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করা;

(সাত) সমবায় আলোচনাচক্র, সভা, অধিবেশন এবং প্রদর্শনী আহ্বান, সংগঠন ও পরিচালনা করা। এই রাজ্যে সমবায়ের বাণী ও আদর্শের বিস্তার করা ও এই সম্পর্কে জনমত প্রভাবিত করা;

(আট) সমবায় সমিতিসমূহের ক্রমোন্নতির ক্ষেত্রে সহায়তা দেওয়া ও সভাভুক্ত সমবায় সমিতিসমূহের সমস্যা ও অসুবিধা দূরীকরণে সাহায্য করা;

(নয়) অধিবেশনসমূহের অংশগ্রহণের জন্য রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের পক্ষে ডেলিগেট, প্রতিনিধি বা পর্যবেক্ষক মনোনীত করা;

(দশ) ইউনিয়নের উদ্দেশ্যসমূহ রূপায়ণের জন্য সংশ্লিষ্ট উপবিধি মোতাবেক আর যে সমস্ত কাজকর্ম করা প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর বিবেচিত হবে সেই সমস্ত অন্যান্য কাজকর্ম ও উদ্যোগসমূহের সংগঠন, সম্প্রসারণ ও রূপায়ণের ব্যবস্থা করা;

(এগারো) জেলা সমবায় ইউনিয়নের পর্ষদে তিনজন প্রতিনিধি মনোনীত করা।

ধারা— ২ (৪২), ৪১/নিয়ম— ৭১

(২) জেলা সমবায় ইউনিয়ন নিম্নলিখিত কাজগুলি করবে—

(এক) জেলার সমবায় আন্দোলনের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন করা;

(দুই) রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সমবায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলি জেলায় পরিচালনা করা;

(তিন) জেলায় সমবায়ের বাণী ও আদর্শের বিস্তারের উদ্দেশ্যে সমবায় আলোচনাচক্র, সভা, অধিবেশন এবং প্রদর্শনী আহ্বান, সংগঠন ও পরিচালনা করা এবং এই সম্পর্কে জনমত প্রভাবিত করা;

(চার) সমবায় সমিতিসমূহের ক্রমোন্নতির ক্ষেত্রে সহায়তা দেওয়া ও সভ্যভুক্ত সমবায় সমিতিসমূহের সমস্যা ও অসুবিধা দূরীকরণে সাহায্য করা;

(পাঁচ) জেলা, রাজ্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অধিবেশন ও সভায় জেলা সমবায় ইউনিয়নের পক্ষে ডেলিগেট, প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষক মনোনীত করা;

(ছয়) রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের উদ্দেশ্যসমূহ সাধনের জন্য সংশ্লিষ্ট উপবিধি মোতাবেক আর যে সমস্ত কাজকর্ম করা প্রয়োজন ও কল্যাণকর বিবেচিত হবে সেই সমস্ত অন্যান্য কাজকর্ম ও উদ্যোগসমূহের সংগঠন, সম্প্রসারণ ও রূপায়ণের ব্যবস্থা করা।

ধারা—২(২১), ৪১/নিয়ম - ৭১

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিবন্ধন (Registration) :

৭। কয়েক প্রকার সমবায় সমিতি গঠনে বিধিনিষেধ (Restriction to formation of certain Co-operative Societies) :

(১) কোন প্রাথমিক সমবায় ঋণদান সমিতি নিবন্ধিত হবে না যদি আবেদনকারিরা—

(এক) একই শহর বা গ্রাম বা একই গ্রামগোষ্ঠীতে বসবাস না করে বা জমিজমা না থাকে; বা

(দুই) একই শ্রেণী বা পেশার সামিল না হয়;

(২) আবেদনকারিদের মধ্যে কমপক্ষে ছয়টি সমবায় সমিতি না থাকলে কোন শীর্ষ বা কেন্দ্রীয় সমিতি নিবন্ধিত হবে না।

ধারা—১১, ১২

৮। নিবন্ধনের আবেদন (Application for Registration) :

(১) ১ নম্বর নিদর্শ অনুসারে কোন সমবায় সমিতির আবেদনপত্র আবেদনকারিদের দ্বারা স্বাক্ষরিত হবে ও নিবন্ধকের নিকট দাখিল করতে হবে।

(২) কোন সমবায় সমিতি আবেদনকারি হলে সমিতির পক্ষে দলিলপত্রে সই করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন আধিকারিক সমিতির পক্ষে সই করবেন।

(৩) সমিতির গৃহীত উপবিধির দুটি কপি এবং যদি সমিতিটি কোন কেন্দ্রীয় সমিতি বা শীর্ষ সমিতির সদস্য হতে ইচ্ছুক হয় তাহলে উপবিধির তিনটি কপি প্রতিটি আবেদনপত্রের সাথে দিতে হবে।

ধারা ১৩

৯। সমিতির নিবন্ধন (Registration of Society) :

(১) আবেদনপত্র পাওয়ার পর নিবন্ধক সন্তুষ্ট হবেন যে, আবেদনপত্র ও উপবিধি সমবায় আইন ও নিয়মাবলী অনুযায়ী হয়েছে এবং উপবিধির বিধান...

(এ) সমিতির উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক, এবং

(বি) সমিতির কাজকর্ম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার পক্ষে যথেষ্ট।

(২) কোন সমিতি নিবন্ধিত হলে দুই নম্বর নিদর্শ অনুসারে নিবন্ধক নিবন্ধনের প্রমাণপত্র (রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট) দেবেন।

(৩) কোন সমিতির নিবন্ধনের পর অনুমোদিত উপবিধির দুটি প্রতিলিপিতে নিবন্ধকের সরকারি সীলমোহর দ্বারা মোহরাঙ্কিত করতে হবে। একটি প্রতিলিপি নিবন্ধকের দপ্তরে রাখতে হবে এবং অন্য প্রতিলিপিটি নিবন্ধনের প্রমাণপত্রসহ সমিতির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

(৪) সমিতি যদি কেন্দ্রীয় বা শীর্ষ সমিতির সদস্য হতে চায় তাহলে অনুমোদিত উপবিধির অন্য আর একটি প্রতিলিপি অনুরূপভাবে প্রত্যায়িত করার পর সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় বা শীর্ষ সমিতির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

ধারা—১৫

১০। সমবায় নিবন্ধন পরিষদ (Co-operative Registration Council):

(১) ১৩ ধারার ৫, ৬ ও ৭ উপধারায় নির্দেশিত সমবায় নিবন্ধন পরিষদের একজন সম্পাদক থাকবেন। রাজ্য সরকার সরকারি ঘোষপত্রে (অফিসিয়াল গেজেটে)

প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাঁকে এ পদে নিয়োগ করবেন। পশ্চিমবঙ্গ নিম্নবর্গীয় সমবায় কৃত্যকের সদস্য নন এবং ঐভাবে কমপক্ষে পাঁচ বৎসর কাজ করেন নাই এমন কেউ সম্পাদক পদে নিয়োগের পক্ষে যোগ্য বিবেচিত হবেন না। সম্পাদক পরিষদ কর্তৃক আরোপিত কর্তব্যসমূহ পালন করবেন।

(২) সমবায় নিবন্ধন পরিষদ, (অতঃপর পরিষদ বলা হবে) নিম্নলিখিতভাবে তার কার্যাবলী সম্পাদন করবে—

(এ) ১৫ ধারার (৩) উপধারা অনুসারে নিবন্ধকের পাঠানো স্মারকলিপির সাথে নিবন্ধন প্রস্তাবের কাগজপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১০ দিনের মধ্যে পরিষদের সম্পাদক লিখিত নোটিসের দ্বারা পরিষদের সভা আহ্বান করবেন। সংশ্লিষ্ট নোটিসের সাথে নিম্নলিখিত তথ্য সম্বলিত বিবরণ থাকবে—

(এক) প্রস্তাবিত সমিতির নাম ও তার প্রস্তাবিত ঠিকানা;

(দুই) সমিতির সদস্য এলাকা ও তার শ্রেণী;

(তিন) কোন্ কোন্ বিষয়ে বা কী কী কারণে নিবন্ধক সমিতি নিবন্ধনে অস্বীকৃত হয়েছেন বা ১৩ ধারার ৪ উপধারার (এ) বা (বি) প্রকরণে বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে আবেদনপত্র নিষ্পত্তি করেন নাই বা করতে পারেন নাই

(বি) পরিষদের সামনে বক্তব্য রাখবার সুযোগ দেওয়ার জন্য অনুরূপ নোটিসের প্রতিলিপি আবেদনকারী বা মুখ্য উদ্যোক্তার কাছে পাঠানো হবে।

(সি) পরিষদের দুইজন সদস্য তার সভার অপেক্ষাসংখ্যা পূরণ করবে। সভাপতি অনুপস্থিত হলে উপস্থিত সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে সভার সভাপতি নির্বাচন করে নেবেন।

(ডি) পরিষদের সভা বিষয়বস্তুর সত্যতা যাচাই করবে ও সিদ্ধান্ত নেবে। অনুরূপ সভার সিদ্ধান্তসহ কার্যবিবরণী ঐ উদ্দেশ্যে পরিষদ কর্তৃক রক্ষিত একটি মিনিট বুকে লিপিবদ্ধ থাকবে।

(ঈ) প্রস্তাবিত সমিতি নিবন্ধিত হবে না বলে পরিষদ সিদ্ধান্ত নিলে পরিষদের সম্পাদক সংশ্লিষ্ট সকলকে তা নিবন্ধিত ডাকযোগে জানিয়ে দেবেন এবং প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র আবেদনকারী বা মুখ্য উদ্যোক্তার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

(এফ) প্রস্তাবিত সমিতি নিবন্ধিত হবে বলে পরিষদ সিদ্ধান্ত নিলে পরিষদের সম্পাদক

১৭ ধারার ১ উপধারা মতে সমিতি নিবন্ধনের জন্য কাগজপত্র নিবন্ধকের কাছে ফেরত পাঠাবেন। সম্পাদক বিষয়টি আবেদনকারী বা মুখ্য উদ্যোক্তাকেও জানিয়ে দেবেন।

(জি) সমবায় সমিতি এবং তার উপবিধি নিবন্ধনের আবেদনকারী বা মুখ্য উদ্যোক্তা ১৩ ধারার ৬ উপধারা মতে বা কোন সমবায় সমিতি ১৭ ধারার ৫ উপধারা মতে পরিষদের কাছে আপিল করতে চাইলে আপিলের একটি স্মারকলিপি নিম্নলিখিতভাবে প্রস্তুত করবে—

(এক) যেটি হয় টাইপ করা, না হয় স্পষ্টাক্ষরে হাতে লেখা হবে;

(দুই) আপিলকারির নাম ও ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লেখা হবে;

(তিন) নিবন্ধকের আবেদন পত্র নিবন্ধকের কাছে পাঠানো বা দাখিলের তারিখ ও ধরন,

(চার) সমিতির নাম এবং তার ঠিকানা, সদস্য এলাকা ও উদ্দেশ্যসহ সমস্ত বিবরণ।

(৩) সম্পাদক নিম্নলিখিত রেজিস্টারগুলি রাখবেন·

(এক) ১৩ ধারার ৫ উপধারা অনুসারে নিবন্ধকের কাছ থেকে পাওয়া আবেদন সংক্রান্ত রেজিস্টার তিন নং নিদর্শ অনুযায়ী রাখতে হবে।

(দুই) আবেদনকারিদের বা মুখ্য উদ্যোক্তাদের (যখন যেমন হবে) কাছ থেকে ১৩ ধারার (৬) উপধারা অনুসারে প্রাপ্ত আপিলের রেজিস্টার চার নং নিদর্শ অনুযায়ী রাখতে হবে;

(তিন) ১৭ ধারার ৫ উপধারা অনুসারে পাঠিত আপিলের রেজিস্টার পাঁচ নং নিদর্শ অনুসারে রাখতে হবে।

(চার) বিবিধ চিঠিপত্র প্রাপ্তির রেজিস্টার ছয় নং নিদর্শ অনুসারে রাখতে হবে।

(পাঁচ) পাঠানো চিঠিপত্রের রেজিস্টার সাত নং নিদর্শ অনুযায়ী রাখতে হবে;

(ছয়) পরিষদের বিভিন্ন সভার জন্য মিনিট বুক।

ধারা—১৩(৫), (৬), (৭)/নিয়ম—২(১) সি, ২৩৫।

১১। উপবিধি প্রণয়ন (Making of Bye-laws) :

(১) নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রত্যেকটি সমবায় সমিতি, আইন ও নিয়মাবলীর সাথে সামঞ্জস্যহীন না হয় এমনভাবে অবশ্যই উপবিধি প্রণয়ন করবে, যেমন—

(এ) সমিতির নাম ও নিবন্ধিত ঠিকানা;

(বি) সমিতির সদস্যপদের জন্য আবেদনের উপযুক্ত অধিবাসীদের বা ব্যবসা, পেশা বা জীবিকা নির্বাহীদের এলাকাগত সীমানা;

(সি) যে লক্ষ্য সাধনের জন্য সমিতি গঠিত হয়েছে ও যে উদ্দেশ্যে সমিতির তহবিল ব্যবহার করা যেতে পারে;

(ডি) সদস্যপদের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতাবলী ও সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তির শর্তাদি;

(ঈ) সদস্যদের অধিকার ও দায়িত্বসমূহ,

(এফ) কিভাবে সমিতির তহবিল সংগ্রহ করা যেতে পারে;

(জি) সমিতির পরিচালক ও আধিকারিকদের নিয়োগ ও বহিষ্কার পদ্ধতি এবং বোর্ডের কর্তব্য ও ক্ষমতা;

(এইচ) সভা আহ্বান ও পরিচালনা পদ্ধতি এবং ভোটাধিকার;

(আই) সমিতির কারবার পরিচালনার সাধারণ পদ্ধতি;

(জে) লাভের বিলি ব্যবস্থা;

(কে) সদস্যদের প্রত্যাহরণ, অপসারণ ও বহিষ্করণ;

(এল) কোন সদস্যের অংশ বা স্বার্থের হস্তান্তরণ;

(এম) সাধারণ সভার প্রক্রিয়া এবং ক্ষমতাবলী;

(এন) সভাপতি, সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ ও সম্পাদকের (সম্পাদক মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক না হলে) এবং মুখ্য নির্বাহী আধিকারিকের, পদটি যে নামেই পরিচিত হোক না কেন, ক্ষমতা ও কর্তব্যসমূহ;

(ও) সমবায় সমিতির পক্ষে দলিলপত্রে স্বাক্ষর করার জন্য আধিকারিক বা আধিকারিকদের ক্ষমতা প্রদান;

(পি) সমবায় সমিতির খাতাপত্র পরিদর্শন এবং প্রমাণিত প্রতিলিপিসমূহ প্রদানের শর্তাবলী;

(কিউ) তহবিল হেপাজতে রাখার ও বিনিয়োগের প্রণালী;

(আর) হিসাব রাখার পদ্ধতি;

(এস) বিবাদের নিষ্পত্তি;

(টি) সংরক্ষিত তহবিল গঠন ও তার সদ্ব্যবহার এবং লভ্যাংশের সর্বোচ্চ হার;

(ইউ) উপবিধির সংশোধন;

(ভি) নোটিস পাঠানোর প্রণালী।

(২) সমবায় সমিতির উপবিধিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও থাকবে,

(এ) কোন ঋণদান সমিতি হলে—

(এক) কর্জমঞ্জুরের পথনির্দেশাবলী, সদস্যদের সর্বোচ্চ ও স্বাভাবিক ঋণ নির্ধারণ পদ্ধতি এবং কোন সদস্যকে উর্ধ্বপক্ষে যে পরিমাণ কর্জ দেওয়া হবে তা স্থিরিকরণ;

(দুই) যে সমস্ত উদ্দেশ্যে কর্জ দেওয়া যেতে পারে,

(তিন) কর্জ পরিশোধের মেয়াদ বাড়ানো ও কর্জের নবীকরণ;

(বি) ক্রেতা সমবায় সমিতি হলে উপযুক্ত ক্ষেত্রে সমিতি থেকে সদস্যের ক্রয়ের উপরে নিয়মিত ব্যবধানে অবহ্রাসক (পিরিয়ডিক্যাল রিবেট) ঘোষিত অবহ্রাসকের (রিবেট) বিনিময়ে শেয়ার বিক্রয়ের ব্যবস্থা।

(৩) সমবায় সমিতি তার কারবার পরিচালনার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কেও উপবিধিতে বিধান রাখতে পারে

(এ) সদস্যদের জরিমানা ও শাস্তি এবং পাওনা টাকা পরিশোধ না করার পরিণতি বিধান;

(বি) অভ্যন্তরীণ পর্যবেক্ষণ ও হিসাব নিরীক্ষা,

(সি) সদস্যদের উপবিধি ও বার্ষিক উদ্বর্তপত্রের প্রতিলিপি সরবরাহ। নিয়মাবলীর সাথে উপবিধির অসঙ্গতি দেখা দিলে নিয়মাবলীর বিধানই বহাল থাকবে।

ধারা ২ (৩)

১২। সীমাহীন দায়বিশিষ্ট সমবায় সমিতিকে সীমাবদ্ধ দায়বিশিষ্ট সমবায় সমিতিতে রূপান্তর (Conversion of Co-operative Society with unlimited liability into a Co-operative Society with limited liability) :

আইন কার্যকর হওয়ার ঠিক আগের কোন সীমাহীন দায়িত্ব বিশিষ্ট সমবায় সমিতি আইন কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে দুই বৎসরের মধ্যে ইচ্ছা করলে সাধারণ

সমিতির কাছে পাঠাবেন। সমিতি যদি কোন কেন্দ্রীয় বা শীর্ষ সমিতির সদস্য হয় তাহলে তৃতীয় এক প্রস্থ অনুরূপ প্রতিলিপি নিবন্ধক কর্তৃক প্রত্যায়িত করার পর সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় বা শীর্ষ সমিতির কাছে, যেমনটি প্রাসঙ্গিক হবে, পাঠানো হবে।

(৪) ১৭ ধারার ৩ উপধারা মতে কোন সংশোধনীর নিবন্ধন অস্বীকার করার আপাতগ্রাহ্য কোন কারণ আছে বলে নিবন্ধকের মনে হলে অস্বীকারের নির্দেশ দেওয়ার আগে স্মারকলিপির মাধ্যমে তার কারণ জানিয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট সমিতিকে বক্তব্য বলার সুযোগ দেবেন।

ধারা—১৭

১৪। নিবন্ধকের আগ্রহে উপবিধি সংশোধন (Amendment of Bye-laws at the instance of the Registrar) :

(১) উপবিধি সংশোধনের জন্য বিশেষ সাধারণসভা আহ্বানের উদ্দেশ্যে নিবন্ধক সমবায় সমিতির সভাপতি বা সম্পাদক বা মুখ্য নির্বাহী আধিকারিকের কাছে নোটিস পাঠাবেন যা ১৮ ধারার ১ উপধারা ১ মতে নির্দেশ বলে গণ্য হবে।

(২) এইরূপ সভার ক্ষেত্রে এই নিয়মাবলীর চতুর্থ অধ্যায়ের নিয়মগুলি প্রযুক্ত হবে।

ধারা—১৮

তৃতীয় অধ্যায়

সমবায় সমিতিসমূহের পরিসম্পৎ ও দায়িতার হস্তান্তর, বিভাজন এবং সংযোজন (Transfer of Assets and Liabilities and Division and Amalgamation of Co-operative Societies) :

১৫। শীর্ষ সমিতির সাথে পরামর্শ (Consultation with Apex Society):

২০ ধারার ১ উপধারার মর্ম অনুযায়ী পরামর্শের উদ্দেশ্যে নিবন্ধক সংযোজন বা পুনর্গঠনের নির্দেশদানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানাবেন ও জ্ঞাপনের তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে মতামত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করবেন।

ধারা—২০

১৬। সংযোজন বা পুনর্গঠনের নির্দেশ জ্ঞাপন (Issue of Order for Amalgamation or Reorganisation) :

(১) সমবায় সমিতিকে দেয় নির্দেশের খসড়া প্রাপ্তি-স্বীকার-পত্র সমেত নিবন্ধিত ডাকযোগে পাঠাতে হবে। প্রতিলিপি সরকারি ঘোষপত্রেও প্রকাশিত হবে।

(২) ২০ ধারার ২ উপধারার (বি) প্রকরণ মোতাবেক প্রস্তাব বা আপত্তি বিবেচনা করার পর নিবন্ধক ২০ ধারার ১ উপধারা মতে চূড়ান্ত নির্দেশ দেবেন ও তা সরকারি ঘোষপত্রে প্রকাশ করবেন এবং তার প্রতিলিপি সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতিসমূহ ও সংশ্লিষ্ট শীর্ষ সমিতিসমূহের কাছে পাঠাবেন। সমবায় সমিতিগুলি কৃষি ঋণ নিয়ে কারবার করলে প্রতিলিপি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক এবং জাতীয় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাংকের (ন্যাবার্ড) কাছে পাঠাতে হবে।

(৩) ২ উপ-নিয়ম অনুযায়ী প্রতিলিপি প্রাপক সমবায় সমিতিগুলি, প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে, তার সারমর্ম লিখিতভাবে তার সদস্যদের ও ঋণদাতাদের উপযুক্ত রসিদ নিয়ে লোক মারফত বা প্রাপ্তিস্বীকার পত্র সমেত নিবন্ধিত ডাকযোগে, পাঠাবে।

ধারা—২০/নিয়ম—২৩৫

চতুর্থ অধ্যায়

সমবায় সমিতিসমূহের ব্যবস্থাপনা (Management of Co-operative Societies) :

১৭। সাধারণ সভার প্রাক্‌কালে সদস্য গ্রহণে ও শেয়ার হস্তান্তরের উপর নিষেধাজ্ঞা (Prohibition of admission of members and transfer of shares on the eve of General Meeting) :

বোর্ডের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এমন বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ থেকে অগ্রবর্তী

করবেন।

(দুই) প্রতিনিধি (রিপ্রেজেন্টেটিভ)-দের দ্বারা অনুষ্ঠেয় বাৎসরিক সাধারণ সভার ক্ষেত্রে এক প্রকরণে বর্ণিত দুই মাসের সময়সীমার মধ্যে প্রতিনিধিদের নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বেশ আগে থেকেই ব্যবস্থা নিতে বা নির্দেশ দিতে বোর্ড ব্যর্থ হলে সভাপতি বা তার অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি বা উভয়ের অনুপস্থিতিতে মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক বা পরিচালন অধিকর্তা বোর্ডের পক্ষে প্রাসঙ্গিক কর্তব্য পালন করবেন ঃ

আরো প্রকাশ থাকে যে, নিবন্ধকের ডাকা বার্ষিক সাধারণ সভার ক্ষেত্রে বোর্ড যদি নিবন্ধক বা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত আধিকারিক বা ব্যক্তি কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ডেলিগেটদের নির্বাচন অনুষ্ঠানে ব্যর্থ হয় তাহলে নিবন্ধক নিজে ব্যবস্থা নেবেন বা তার কোন আধিকারিককে ডেলিগেট নির্বাচনের ব্যবস্থা নিতে ক্ষমতা দেবেন।

(তিন) শীর্ষ সমিতি বা কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্য না হলে বা তাদের সভ্যভুক্ত কোন সাধারণ সমিতির সদস্য না হলে কোন ব্যক্তি শীর্ষ সমিতি বা কেন্দ্রীয় সমিতির সাধারণ সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি হিসাবে মনোনীত বা ডেলিগেট হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য হবে না।

ধারা—২৫

২০। বিশেষ সাধারণ সভা (Special General Meeting) :

(১) বাৎসরিক সাধারণ সভার নিয়মাবলী আনুষঙ্গিক পরিবর্তন সাপেক্ষে ২৬ ধারা মতে আহূত বিশেষ সাধারণ সভার ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হবে।

(২) প্রাসঙ্গিক নোটিসে উল্লেখ না থাকলে বিশেষ সাধারণ সভায় সেই বিষয়ে আলোচনা করা যাবে না।

ধারা—২৬

২১। বিশেষ সাধারণ সভার জন্য তলব (Requisition of Special General Meeting) :

২৬ ধারার ১ উপধারার (এ) প্রকরণ অনুসারে তলবের ভিত্তিতে অনুষ্ঠেয় বিশেষ

সাধারণ সভার তলবি পত্রে সভার উদ্দেশ্য লেখা থাকবে, যারা তলব করছে সেই সদস্যগণ স্বাক্ষর করবে এবং তা সমিতির নিবন্ধিত ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

ধারা—২৬

২২। সাধারণ সভার ক্ষমতা (Power of General Meeting) :

(১) ২৫ ধারায় উল্লিখিত ক্ষমতাসহ সমবায় সমিতির সাধারণ সভা, সমিতির কাজকর্ম সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন, বিশেষ করে বোর্ডের কাজকর্ম পরীক্ষা করবে এবং সমিতির স্বার্থের তাগিদে প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণেও সাধারণ সভার এক্তিয়ার থাকবে।

ধারা—২৫/নিয়ম—৭৯

(২) সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের ভিত্তিতে সভার প্রতিটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবং উভয় পক্ষে সমান সংখ্যক ভোট পড়লে বিষয়টি সভাপতির দ্বিতীয় (কাস্টি) ভোটের সাহায্যে নিষ্পত্তি করা হবে।

২৩। সাধারণ সভার সভাপতি (Chairman of General Meeting) :

(১) (এ) সমিতির সভাপতি বা তার অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি বাৎসরিক বা বিশেষ সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং উভয়ের অনুপস্থিতিতে ৩২ নিয়মের ১ উপনিয়ম অনুসারে নামের ক্রম অনুসারে প্যানেলে বর্ণিত একজন পরিচালক সভায় সভাপতিত্ব করবেন। প্যানেলে বর্ণিত সকলেই অনুপস্থিত থাকলে উপস্থিত সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে ঐ সভার সভাপতি নির্বাচন করবেন।

(বি) যেখানে কোন বোর্ড নাই বা বোর্ড কোন কারণে কাজ করতে পারছে না সেক্ষেত্রে সভার সভাপতির কাজ পরিচালনার জন্য সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে সভাপতি নির্বাচন করবেন।

(সি) সভার সভাপতি নির্বাচন প্রার্থী হলে নির্বাচনী বিষয়টির জন্য (এ) প্রকরণে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী সভা পরিচালিত হবে, ধরে নেওয়া হবে সভাপতি অনুপস্থিত।

(ডি) সভা শেষে সভাপতি—সভাপতিগণ সভার কার্যাবলীতে স্বাক্ষর করবেন।

(২) সভাপতি সভার শৃংখলা বজায় রাখবেন। সভার কার্যাবলীর কার্যকর ও

দ্রুত নিষ্পত্তির পক্ষে উপযোগী পদ্ধতিতে তিনি সভা পরিচালনা করবেন এবং সভায় আইনগত ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে সভাপতিই তা করবেন ও সে বিষয়ে তার সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করতে হবে। অস্বাভাবিক আচরণের জন্য সভাপতি যে কোন সদস্যকে সভা থেকে বহিষ্কার করতে পারবেন ও অনুরূপ নির্দেশিত সদস্য সঙ্গে সঙ্গে সভাকক্ষ ত্যাগ করবেন এবং সভাপতির অনুমতি না নিয়ে তিনি সভার আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে ও ভোট দিতে পারবেন না। সভায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে সভাপতি সভাটি মুলতুবি করতে পারেন। মুলতুবি করার তারিখ থেকে সর্বোচ্চ এক মাসের মধ্যে সভাটি আবার অনুষ্ঠিত হবে। সভা দ্বিতীয় বারের জন্য মুলতুবি হবে না।

(৩) একটি বৈঠকে যদি সাধারণ সভার সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ না হয় তাহলে সভাপতি সভাটি পরের সপ্তাহে, একই বারে, একই জায়গা ও সময়ে অনুষ্ঠানের জন্য মুলতুবি করবেন। একটি সভা দুই বার মুলতুবি হবে না।

(৪) কোন বিশেষজ্ঞের মতামত সমিতির স্বার্থে কল্যাণকর বিবেচিত হলে কোন সভায় সভাপতির আহ্বানে মতামত দেওয়ার উদ্দেশ্যে, উপস্থিত থাকার জন্য বোর্ড সিদ্ধান্তের আকারে যে কোন ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানাতে পারে।

ধারা—২৫, ২৬

২৪। বাৎসরিক বা বিশেষ সাধারণ সভার অপেক্ষ সংখ্যা (Quorum of Annual or Special General Meetings) :

(১) উপবিধিতে যদি উর্দ্ধতন সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতির বিধান না থাকে তাহলে সভার নোটিস প্রদানের তারিখে স্থিত মোট সদস্য সংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম পূর্ণ হবে। কোরাম না হলে সভার কোন কাজই হবে না ও সভাটি মুলতুবি হয়ে যাবে।

(২) সভার জন্য নির্দিষ্ট সময় থেকে আধঘণ্টার মধ্যে যদি কোরাম সংখ্যক সদস্য উপস্থিত না হয় তাহলে সভাটি মুলতুবি হয়ে যাবে। সাধারণত মুলতুবি সভাটি পরের সপ্তাহে ঐ দিন একই স্থান ও সময়ে পুনরায় অনুষ্ঠিত হবে।

(৩) মূল সভার জন্য নির্দিষ্ট আলোচ্যসূচি অনুযায়ী মুলতুবি সভার কাজ চলবে আর ঐ মুলতুবি সভার জন্য নতুন করে কোন নোটিস দিতে হবে না :

প্রকাশ থাকে যে, ২ উপনিয়ম অনুসারে মুলতুবি বাৎসরিক বা বিশেষ সাধারণ সভায় কোন কোরামের প্রয়োজন হবে না :

(দুই) সদস্যভুক্ত প্রতিটি শীর্ষ সমিতি থেকে একজন ডেলিগেট;

(তিন) সদস্যভুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর সমবায় সমিতির প্রতিটি শ্রেণী থেকে একজন করে ডেলিগেট। অবশ্য কোন শ্রেণীভুক্ত সদস্য- সমিতির সংখ্যা ৫০ অতিক্রম করলে প্রতি ৫০ বা তার অংশের জন্য একজন করে ডেলিগেট; এবং

(চার) রাজ্য সরকারের একজন প্রতিনিধি;

(বি) পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক লিমিটেডের ক্ষেত্রে—

(এক) সভ্যভুক্ত প্রতিটি প্রাথমিক ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক থেকে একজন ডেলিগেট;

(দুই) কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক লিমিটেডের প্রত্যেক শাখা কেন্দ্রের কার্যকর এলাকা থেকে এলাকার সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত একজন ডেলিগেট;

(তিন) অন্যান্য সদস্যদের প্রতিটি শ্রেণী থেকে একজন ডেলিগেট; এবং

(চার) রাজ্য সরকারের একজন প্রতিনিধি;

(সি) কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের ক্ষেত্রে—

(এক) সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে সদস্যভুক্ত হয়েছে এমন প্রতিটি সমবায় সমিতি থেকে একজন করে ডেলিগেট;

(দুই) একক ব্যক্তিকে সদস্য করার বিধান থাকলে প্রতি ১০০ জন সদস্য বা তার অংশ বিশেষের জন্য একজন করে ডেলিগেট;

(তিন) রাজ্য সরকার অংশীদার হলে রাজ্য সরকারের একজন প্রতিনিধি।

(৩) সমিতির বা সংশ্লিষ্ট সভ্যভুক্ত সমিতির সদস্য না হলে এবং সমবায় সমিতির পরিচালক হওয়ার যোগ্যতা না থাকলে কোন ব্যক্তি ডেলিগেট পদে নির্বাচনের পক্ষে উপযুক্ত বিবেচিত হবে না।

(৪) নতুন ডেলিগেট নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত ডেলিগেটরা পদে বহাল থাকবেন ও সাধারণ সভায় যোগদান করবেন :

প্রকাশ থাকে যে, ২৫ ধারার (১) উপধারা অনুসারে পরিচালকদের নির্বাচন হবে এমন বাৎসরিক সাধারণ সভার আগে নতুন ডেলিগেটদের নির্বাচন করা হবে।

(৫) প্রত্যেক ডেলিগেটের একটি মাত্র ভোট দেওয়ার অধিকার থাকবে।

(৬) একজন সদস্যের ডেলিগেট পদ চলে যাবে, যদি তিনি—

(এ) সমিতির বা সভ্যভুক্ত সমিতির সদস্য না থাকেন, বা

(বি) ডেলিগেটের পদত্যাগ করেন।

(৭) কোন এলাকা, বিভাগ, নির্বাচন ক্ষেত্র বা শ্রেণীর ক্ষেত্রে ডেলিগেটের সাময়িক পদরিক্তি ঘটলে সংশ্লিষ্ট এলাকা, বিভাগ, নির্বাচন ক্ষেত্র বা শ্রেণীভুক্ত সদস্যগণ শূন্যতার তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে পদটি নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করে দেবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, কোন সভ্যভুক্ত সমিতির ডেলিগেটের সাময়িক পদরিক্তি ঘটলে যে ভাবে পদটিতে নির্বাচন হয়েছিল সেই ভাবেই শূন্য পদটি পূরণ করা হবে ঃ

আরও প্রকাশ থাকে যে, সাময়িক পদরিক্তি পূরণের ব্যর্থতা সাধারণ সভার কার্যবিবরণীকে ব্যাহত করবে না।

ধারা—২৪

২৮। ডেলিগেট নির্বাচনের জন্য সমিতির এলাকা বিভাজন (Division of area of a Society for election of Delegates) :

(১) ডেলিগেট নির্বাচনের উদ্দেশ্যে বোর্ড সমিতির সদস্য এলাকাকে সুবিধামত এলাকা, বিভাগ, নির্বাচন ক্ষেত্র বা শ্রেণীতে ভাগ করবে।

(২) এক উপনিয়ম অনুসারে সমিতির সদস্য এলাকা বিভাজনের বিষয়টি সমস্ত সদস্যদের মধ্যে বিজ্ঞাপিত হবে এবং কোন নির্দিষ্ট এলাকা, বিভাগ, নির্বাচনক্ষেত্র বা শ্রেণীর জন্য ডেলিগেট নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট এলাকা, বিভাগ, নির্বাচনক্ষেত্র বা শ্রেণীভুক্ত সদস্যরাই কেবল ভোটদানের অধিকারী হবে।

ধারা—২৪

২৯। বোর্ড কর্তৃক প্রনিয়ম প্রণয়ন (Framing of regulation by Board):

নিম্নলিখিত বিষয়ে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণে বোর্ড প্রনিয়ম রচনা করবে—

(এ) ডেলিগেটদের মনোনয়ন ও নির্বাচন পদ্ধতি;

(বি) নির্বাচিত হবে এমন ডেলিগেটদের মোট সংখ্যা এবং ২৮ নিয়ম অনুসারে এলাকা, বিভাগ, নির্বাচনক্ষেত্র বা শ্রেণী।

ধারা—২৪

(৪) ১ উপনিয়ম অনুসারে নতুন কর্মকর্তা নির্বাচিত হলে বা ২৫ ধারায় ১ উপধারার (এ) প্রকরণের অনুবিধি অনুযায়ী নিবন্ধক ব্যবস্থা নিলে বিদায়ী বোর্ড বাতিল হয়ে যাবে।

(৫) বিদায়ী বোর্ডের সম্পাদক বা নির্বাচন আধিকারিক বা অগ্রাধিকারিক (প্রিজাইডিং অফিসার), যিনি প্রাসঙ্গিক হবেন, তিনি ৩ উপনিয়ম অনুসারে বৈঠকটি সাধারণ সভার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে আহ্বান করবেন।

ধারা—২৭

৩৩। নৈমিত্তিক পদরিক্তি পূরণ (Filling up of Casual Vacancy) :

২৭ ধারার ১ উপধারা মতে নির্বাচিত পরিচালকদের পদে নৈমিত্তিক পদরিক্তি ঘটলে তা ঘটার তারিখ থেকে একমাসের মধ্যে অবশিষ্ট পরিচালকগণ সহযোজনের (কো-অপশন) মাধ্যমে তা পূরণ করবেন। যদি তারা করতে ব্যর্থ হন তাহলে নিবন্ধক নিয়োগের দ্বারা শূন্যপদ পূরণ করে দেবেন এবং সংশ্লিষ্ট সহযোজিত বা নিয়োগপ্রাপ্ত পরিচালক পরের যে বাৎসরিক সাধারণ সভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সে সভাতে অবসর গ্রহণ করবেন :

প্রকাশ থাকে যে, নৈমিত্তিক পদরিক্তি যদি পূরণ করা না হয় তাহলে পদ শূন্য রেখে বোর্ড কোন কাজ করলে বা কোন ক্ষতি হলে বা কোন ব্যবস্থা নিলে, শুধু সংশ্লিষ্ট শূন্যপদ পূরণ না করার কারণে তা বেআইনী হবে না।

ধারা - ২৭

৩৪। অযোগ্যতা বা অন্য কারণে প্রয়োজন সংখ্যক পরিচালকদের নির্বাচন করা না গেলে বোর্ডের শূন্যপদ পূরণ (Filling up of vacancy in the board where requisite number of directors can not be elected due to disqualification or otherwise) :

অযোগ্যতা, প্রয়োজন মাফিক মনোনয়নপত্র না পাওয়া বা অন্য কোন কারণে কোন বাৎসরিক সাধারণ সভায় যদি উপবিধি নির্দিষ্ট সংখ্যক পরিচালকদের নির্বাচন করা না যায় তাহলে বোর্ডের গঠন সম্পূর্ণ করার জন্য নিবন্ধকনিয়োগ দ্বারা ঐ শূন্যপদ পূরণ করবেন। এইভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত পরিচালকগণ নতুন নির্বাচন, যা সাধারণত নিবন্ধক কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্তির তারিখ থেকে এক বৎসরের মধ্যেই হবে, না হওয়া পর্যন্ত পরিচালক থাকবেন।

ধারা—২৭

৩৫। বোর্ডে আসন সংরক্ষণ (Reservation of Seats on the Board):

৩৪ ধারা মতে রাজ্য সরকার কোন সমবায় সমিতির বোর্ডে আসন সংরক্ষণ করলে, আসনগুলি সঠিক সম্প্রদায়, শ্রেণী বা গোষ্ঠীর নির্বাচিত প্রার্থিদের দ্বারা পুরণ করতে হবে। এই ভাবে যদি আসনগুলি পূরণ না হয় তাহলে ৩৪ নিয়ম অনুসারে সাধারণত ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্যদের মধ্যে থেকে সেগুলি পূরণ করা হবে।

ধারা —৩৪/নিয়ম—৩৪

৩৬। কতকগুলি ক্ষেত্রে সাধারণ সভায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের পদ্ধতি (Procedure for holding election in a General Meeting in some Cases):

(১) প্রত্যেকটি শীর্ষ ও কেন্দ্রীয় সমিতি এবং যে সমস্ত প্রাথমিক সমিতির কার্যকর মূলধন বা বার্ষিক লেনদেন দশ লক্ষ টাকা বা তার বেশি সে সমস্ত ক্ষেত্রে এই নিয়মে বর্ণিত পদ্ধতিতে পরিচালক ও পদাধিকারিদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

(২) পরিচালকদের নির্বাচনের উদ্দেশ্যে প্রতিটি সমিতি সদস্য পদকে বিভিন্ন সুবিধামত বিভাগে বিভক্ত করবে। প্রতিটি বিভাগ থেকে কতসংখ্যক বা কী অনুপাতে পরিচালক নির্বাচিত হবে উপবিধিতে তার উল্লেখ থাকবে, আরও উল্লেখ থাকবে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিরা সমিতির (এ) সমস্ত সদস্যদের দ্বারা অথবা (বি) বিদায়ী সদস্যের সুনির্দিষ্ট বিভাগভুক্ত সদস্যদের দ্বারা, নির্বাচিত হবে।

(৩) বোর্ডের সদস্যদের নির্বাচন সদস্যদের বা ডেলিগেটদের দ্বারা অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় হবে যার জন্যে প্রত্যেক সদস্যের কাছে কমপক্ষে ২১ দিনের নোটিস পাঠাতে হবে।

(৪) পূর্বোক্ত সভার সভাপতি (এই নিয়মে অতঃপর তাকে অগ্রাধিকারিক বা প্রিজাইডিং অফিসার বলা হবে) নির্বাচন পরিচালনা করবেন। নির্বাচন প্রার্থী কোন সদস্য নির্বাচন পরিচালনার জন্য অগ্রাধিকার হিসাবে কাজ করতে পারবেন না।

(৫) (এক) সাধারণ সভার নোটিস সমিতির নোটিস বোর্ডে এঁটে দিতে হবে ও বোর্ডের বিবেচনামত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রকাশ করতে হবে। সাধারণ সভার নোটিস সদস্যদের বা ডেলিগেটদের কাছে পরের পৃষ্ঠার যে কোন এক বা একাধিক পদ্ধতিতে পাঠাতে হবে, যেমন—

(এ) উপযুক্ত রসিদের বিনিময়ে স্থানীয়ভাবে বিলি; বা

(বি) ডাক মারফত পাঠানোর প্রমাণপত্রের বিনিময়ে ডাকে পাঠানো (আণ্ডার সার্টিফিকেট অফ পোস্টিং); বা

(সি) খবরের কাগজের মাধ্যমে বিজ্ঞাপিত করে।

(দুই) নোটিসে নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে বিবরণ থাকবে—

(এ) নির্বাচনের দ্বারা কয়টি শূন্যপদ পূরণ করা হবে;

(বি) উপবিধিতে নির্দিষ্ট এলাকা বা নির্বাচন ক্ষেত্র যেখান থেকে সদস্য নির্বাচিত হবে;

(সি) পর্ষদের সদস্যপদে নির্বাচনের জন্য সমবায় নিয়মাবলী ও উপবিধিতে যোগ্যতাবলী সম্পর্কে বলা থাকলে সেই যোগ্যতাবলী;

(ডি) সদস্য কর্তৃক মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ, স্থান ও সময়; এই তারিখটি যেন নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট তারিখ থেকে কমপক্ষে পরিষ্কার দশটি কাজের দিনের ব্যবধানে স্থিরীকৃত হয়।

(ই) মনোনয়নপত্র পরীক্ষার তারিখ, স্থান এবং সময়; এবং

(এফ) ভোট গ্রহণের তারিখ, স্থান এবং সময়।

(৬) ৩ উপনিয়মে বর্ণিত নোটিস দেওয়ার তারিখ নাগাদ সমবায় আইন, নিয়মাবলী ও সমিতির উপবিধি অনুসারে ভোটদানে যোগ্য সদস্যদের বা ডেলিগেটদের একটি তালিকা পর্ষদ তৈরি করবে এবং তার প্রতিলিপি নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট তারিখ থেকে কমপক্ষে পনেরো দিন আগে সমিতির প্রধান ও শাখা কার্যালয়সমূহে প্রকাশ করবে। এই তালিকায় থাকবে—যোগ্য সদস্য বা ডেলিগেটদের নাম, পিতার নাম (বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে স্বামীর), প্রাসঙ্গিকক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বকারী সমিতির নাম সহ অনুরূপ সদস্য বা ডেলিগেটদের নাম এবং সদস্য বহিতে তার ক্রমিক সংখ্যা।

(৭) (এক) নির্বাচনের জন্যে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যতখানি সম্ভব দশম নিদর্শ অনুযায়ী দাখিল করতে হবে।

(দুই) প্রত্যেকটি মনোনয়নপত্র যে কোন ২ জন সদস্যকে সই করতে হবে যাদের নাম

(৬) উপনিয়মে বর্ণিত তালিকায় আছে। এই দুই জন সদস্যের মধ্যে একজন মনোনয়নের প্রস্তাবক অপরজন সমর্থক হিসাবে সই করবেন। নির্বাচন প্রার্থী যে মনোনয়নের বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ সেই মর্মে তার একটি স্বাক্ষরযুক্ত ঘোষণা ঐ মনোনয়ন পত্রে থাকবে।

(তিন) প্রত্যেকটি মনোনয়নপত্র নির্বাচনপ্রার্থী নিজে অথবা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি বা নিবন্ধিত ডাকযোগে সংশ্লিষ্ট সমিতির সভাপতির কাছে বা পর্ষদ কর্তৃক এই মর্মে যথাবিহিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন আধিকারিকের কাছে দাখিল করতে হবে। সভাপতি নিজেই যদি প্রার্থী হন তাহলে সমিতির পর্ষদ মনোনয়নপত্র গ্রহণের জন্য অন্য কোন আধিকারিককে ক্ষমতা দেবেন যিনি প্রার্থী নন।

(চার) (এ) যিনি মনোনয়নপত্র গ্রহণ করবেন তিনি ঐ পত্রের উপরে মনোনয়নপত্রের ক্রমিক সংখ্যা এবং এটি পাওয়ার তারিখ ও সময় লিখে রাখবেন ও সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাপ্তি স্বীকার করবেন।

(বি) ৫ উপনিয়মের (দুই) প্রকরণের (ডি) উপপ্রকরণ অনুসারে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের পরে পাওয়া মনোনয়নপত্রগুলি বিবেচিত হবে না।

(৮) (এক) (এ) মনোনয়নপত্র দাখিলের জন্য নির্দিষ্ট শেষ তারিখের পরের দিন কেবলমাত্র সেগুলি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে পর্ষদ কর্তৃক আহূত একটি বিশেষ সভায় পর্ষদ মনোনয়নগুলি পরীক্ষা করবে। এই বৈঠকে কোন কোরামের প্রয়োজন নেই। পরীক্ষার সময় প্রার্থী ছাড়াও প্রস্তাবক ও সমর্থক উপস্থিত থাকতে পারেন।

(বি) বোর্ড মনোনয়পত্রগুলি পরীক্ষা করবে ও পর্যালোচনার সময় উত্থাপিত সমস্ত আপত্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে এবং আপত্তির ভিত্তিতে বা নিজ উদ্যোগে প্রয়োজন বোধে পর্ষদ কর্তৃক বিবেচিত সংক্ষিপ্ত তদন্তের পর উপযুক্ত কারণে কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করতে পারবে;

তবে (৬) উপনিয়মে বর্ণিত তালিকায় সদস্যদের বা ডেলিগেটদের যে বিবরণ দেওয়া আছে তার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন প্রার্থী বা তার প্রস্তাবক বা সমর্থকের নাম বা অন্য কোন বিবরণের সামান্য পার্থক্য বা ইতর বিশেষ যদি লক্ষ্য করা যায় তাহলে শুধু ঐ কারণেই কোন নির্বাচন প্রার্থী সদস্যের মনোনয়ন বাতিল করা যাবে না, যদি প্রার্থী, প্রস্তাবক বা সমর্থকের যেমন প্রাসঙ্গিক হবে, প্রকৃত পরিচয় প্রমাণিত হয়।

(দুই) পর্ষদ সমস্ত প্রতিযোগী প্রার্থিদের বা তাদের প্রতিনিধিদের সমস্ত মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করার যথাসম্ভব সুযোগ দেবে যাতে তারা পর্ষদের পরীক্ষা কাজের নির্ভুলতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হতে পারে।

(তিন) প্রতিটি মনোনয়নপত্রের পিছনে পর্ষদ তার সিদ্ধান্ত লিখে রাখবে এবং কোন মনোনয়নপত্র বাতিল হলে তার কারণ লিপিবদ্ধ করবে।

(৯) মনোনয়নপত্রগুলি পরীক্ষার কাজ যেদিন শেষ হবে সেই দিনই সমিতির নোটিস বোর্ডে পর্ষদ কর্তৃক বিবেচিত বৈধ মনোনয়নপত্রগুলির তালিকা প্রকাশ করতে হবে। নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় থেকে কমপক্ষে ১৬৮ ঘণ্টা পূর্বে যেন এই তালিকা প্রকাশ করা হয়।

(১০) লিখিত নোটিসে সই করে যে কোন প্রার্থী তার মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে পারবে। প্রার্থী নিজে বা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি মাধ্যমে এই নোটিসটি সমিতির সভাপতি বা (৭) উপনিয়মের (তিন) প্রকরণ অনুসারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট, মনোনয়নপত্র দাখিলের পর থেকে (৯) উপনিয়ম অনুসারে বৈধ মনোনয়নপত্র প্রকাশের পরের দিন বিকাল ৩টার মধ্যে, যে কোন সময়ে জমা দেওয়া যাবে। প্রত্যাহারের নোটিস একবার দাখিল করলে তা চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

(১১) কোন এলাকা বা নির্বাচন ক্ষেত্রের প্রার্থিদের সংখ্যা যদি মোট আসন সংখ্যাকে অতিক্রম না করে এবং প্রার্থিদের মধ্যে যাদের মনোনয়নপত্র বৈধ বলে বিবেচিত হয়েছে তাদের সংশ্লিষ্ট এলাকা বা নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে, যেটি প্রাসঙ্গিক হবে, বৈধভাবে নির্বাচিত বলে বিবেচনা করা হবে। নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য আহূত সভার প্রারম্ভে অগ্রাধিকারিক এই মর্মে নির্বাচিতদের নাম ঘোষণা করে দেবেন। সংশ্লিষ্ট প্রার্থিদের নাম তারপর সঙ্গে সঙ্গে সমিতির নোটিস বোর্ডে প্রকাশ করা হবে।

(১২) কোন এলাকা বা নির্বাচন ক্ষেত্রের প্রার্থিদের সংখ্যা যদি মোট আসন সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যায় তাহলে খোলাখুলিভাবে বা গোপন প্রথায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সাধারণ সভার জন্য নির্দিষ্ট তারিখে বা মুলতুবি সভায় দরকার হলে অগ্রাধিকারিক ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করবেন, এবং এক বা একাধিক পোলিং অফিসার নিয়োগ করতে পারেন বা নিজেও পোলিং অফিসারের কাজ করতে পারেন। নির্বাচন গোপন প্রথায় হলে (১৩) থেকে (২১) উপনিয়মসমূহের বিধান প্রযোজ্য হবে।

(১৩) অগ্রাধিকারিক নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ভোটপত্র, (৪) উপনিয়ম অনুসারে সদস্য বা ডেলিগেটদের তালিকা ও নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাগজ পত্র ও দ্রব্যাদি পোলিং অফিসারকে সরবরাহ করবেন।

(১৪) ভোট পত্রে প্রার্থিদের নাম, পর্যদের বিবেচনামত প্রার্থিদের জন্য প্রতীক চিহ্ন ও সমিতির শীলমোহর থাকবে।

দ্রষ্টব্য ঃ সাধারণত তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত প্রতীক চিহ্নগুলি ব্যবহৃত হবে। প্রার্থি সংখ্যা, বর্ণিত প্রতীক সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেলে পর্ষদ, ভারতীয় নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত প্রতীক চিহ্ন ব্যতিরেকে অন্য প্রতীক চিহ্ন, তালিকায় সংযোজন করতে পারবে।

(১৫) সংশ্লিষ্ট ভোটদাতাদের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত না হলে পোলিং অফিসার ভোটদাতাকে কোন ভোটপত্র দেবে না।

(১৬) অন্ধত্ব বা অন্যান্যভাবে শারীরিক পঙ্গুত্ব বা নিরক্ষরতার দরুণ কোন ভোটদাতা ভোটপত্র চিহ্নিত করতে অপারগ হলে, তিনি কোন প্রার্থিকে বা প্রার্থিদের ভোট দিতে চান তা জেনে নিয়ে পোলিং অফিসার নিজে তার পক্ষে সেইমত ভোটপত্র চিহ্নিত করবেন।

(১৭) অগ্রাধিকারিক কর্তৃক ভোটগ্রহণের সমাপ্তি ঘোষণার পরপরই ভোট গণনা শুরু হবে। অগ্রাধিকারিকের দ্বারা বা তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ভোট গণনা হবে। প্রত্যেক প্রার্থী ও তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির গণনার সময় উপস্থিত থাকার অধিকার থাকবে।

(১৮) (এক) ভোটপত্র বাতিল হয়ে যাবে-

(এ) যদি তাতে ভোটদাতা সদস্যের পরিচয়জ্ঞাপক কোন চিহ্ন থাকে; বা

(বি) যদি তাতে সমিতির শীলমোহর না থাকে; বা

(সি) যদি ভোটজ্ঞাপক চিহ্ন সঠিক কোন্ প্রার্থীর অনুকূলে পড়েছে তা, বুঝতে অসুবিধা হয়।

(দুই) ভোটপত্র বাতিলের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব অগ্রাধিকারির উপর ন্যস্ত থাকবে।

(১৯) (এক) ভোগ গণনার কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে অগ্রাধিকারী (প্রিজাইডিং অফিসার) একটি বিবরণ প্রস্তুত করবেন যা নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে প্রামাণিক বিবরণ হিসাবে বিবেচিত হবে—

(এ) মোট কতগুলি ভোটপত্র দেওয়া হয়েছে;

(বি) প্রতিটি প্রার্থী কত সংখ্যক বৈধ ভোট পেয়েছে; এবং

(সি) কতগুলি ভোটপত্র অবৈধ বা পরিত্যক্ত ঘোষিত হয়েছে;

(দুই) এই রিটার্নের ভিত্তিতে যে সব প্রার্থী সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বৈধ ভোট পাবেন তারা সাধারণ সভায় নিবার্চিত হয়েছেন বলে ঘোষিত হবেন। সঙ্গে সঙ্গে অগ্রাধিকারী (প্রিজাইডিং অফিসার) কর্তৃক স্বাক্ষরিত হওয়ার পর তা নোটিস বোর্ডে প্রকাশিত হবে। দুই বা ততোধিক প্রার্থী যদি সমান সংখ্যক ভোট পান তাহলে প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে লটারির সাহায্যে বিজয়ী প্রার্থিদের স্থির করা হবে।

(২০) ভোট গণনা কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমিতির সভাপতি বা তাঁর অনুপস্থিতিতে বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন অফিসার ভোট পত্রগুলি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নেবেন এবং ভোট গ্রহণের দিন থেকে ছয় মাস সময় পর্যন্ত ঐগুলি তিনি সংরক্ষণ করবেন। ভোটপত্র এবং নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজপত্র প্রার্থিগণ বা তাদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি যারা সেখানে উপস্থিত থাকবে তাদের সামনে একটি আধারে রেখে সমিতির ও শীলপ্রদানেচ্ছু প্রার্থিদের শীলমোহর দিয়ে আধারটি শীল করা হবে। নির্বাচন সংক্রান্ত কোন রকম বিবাদ চলতে না থাকলে ও নিবন্ধক অন্যরূপ নির্দেশ না দিলে ছয়মাস পরে সেগুলি নষ্ট করে ফেলা হবে।

(২১) নির্বাচনের ফলাফল সঙ্গে সঙ্গে সমিতির মিনিট বুকে লিখতে হবে এবং (অগ্রাধিকারিকে) প্রিজাইডিং অফিসারকে তা প্রত্যায়ন করতে হবে।

(২২) সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলীর আওতাভুক্ত কোন প্রাথমিক সমবায় সমিতিতে, হয় উক্ত সমিতির বোর্ডের আবেদনক্রমে বা মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ বা পঞ্চাশ এই দুয়ের মধ্যে যেটি কম হয় সেই সংখ্যক সদস্যের আবেদনক্রমে আর না হয় ৯২ ধারা মতে পরিদর্শন বা ৯৩ ধারা মতে তদন্তের পরে নিজ আগ্রহে, নির্বাচনী কাজ যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য একজন নির্বাচন আধিকারিক দেওয়া প্রয়োজন মনে করলে, নিবন্ধক কারণ লিপিবদ্ধ রেখে কোন ব্যক্তিকে নির্বাচন আধিকারিক (ইলেকসন্ অফিসার) হিসাবে নিয়োগ করতে পারেন।

(২৩) যে কোন শীর্ষ বা কেন্দ্রীয় সমিতির নির্বাচন পরিচালনার জন্য নিবন্ধক লিখিত নির্দেশ বলে কোন ব্যক্তিকে নির্বাচন আধিকারিক হিসাবে নিয়োগ করতে পারেন।

(২৪) যেখানে (২২) বা (২৩) উপনিয়ম অনুযায়ী কোন নির্বাচন আধিকারিক নিযুক্ত হবেন সেই সমিতির নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই অধ্যায়ে বর্ণিত সভাপতি, অগ্রাধিকারিক (প্রিজাইডিং অফিসার) বা বোর্ডের প্রসঙ্গে বর্ণিত বিষয়গুলি নির্বাচন আধিকারিকের উপর ন্যস্ত বলে ধরা হবে।

(২৫) (এক) বোর্ডের সভাপতি, সহ-সভাপতি ও অন্যান্য পদাধিকারীদের নির্বাচনী সভা অগ্রাধিকারি (প্রিজাইডিং অফিসার) বা নির্বাচন আধিকারিক (ইলেকশন অফিসার) কর্তৃক, যিনি প্রাসঙ্গিক হবেন, ত্রিশদিনের মধ্যে আহূত হবে ও উপবিধি বর্ণিত পদ্ধতিতে বা অগ্রাধিকারি বা নির্বাচন আধিকারিক কর্তৃক স্থিরীকৃত পদ্ধতিতে তাঁরাই পরিচালনা করবেন :

প্রকাশ থাকে যে, অগ্রাধিকারি বা নির্বাচন আধিকারিক, যিনি প্রাসঙ্গিক হবেন, সভা ডাকার আগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জেনে নেবেন তারা সমিতির বোর্ডে কোন মনোনয়ন দেবেন কি না। অগ্রাধিকারি বা নির্বাচন আধিকারিকযদি প্রস্তাব পাঠানোর তারিখ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে পূর্বোক্ত প্রস্তাবের কোন জবাব না পান তাহলে তিনি নিয়মাবলী অনুসারে নির্বাচনী কাজে হাত দেবেন :

আরও প্রকাশ থাকে যে, নব গঠিত বোর্ডের সদস্যদের কাছে প্রাপ্তিস্বীকার-পত্র সমেত নিবন্ধিত ডাকযোগে বা উপযুক্ত রসিদের ভিত্তিতে হাতযোগে কমপক্ষে পরিষ্কার সাতদিন আগে, এইরূপ সভার নোটিস পাঠাতে হবে :

এটিও উল্লিখিত হল যে, বোর্ডের সরকার মনোনীত কোন পরিচালককে সভাপতিপদে নিয়োগের বিধান যদি কোন সমবায় সমিতির উপবিধিতে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকারই একজন মনোনীত পরিচালককে সভাপতি পদে নিয়োগ করে দেবেন।

(দুই) নির্বাচন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রাধিকারিকের বা নির্বাচন আধিকারিকের যিনি প্রাসঙ্গিক হবেন, প্রত্যায়নের পর তার ফলাফল সঙ্গে সঙ্গে সভাতে ঘোষিত হবে, নোটিস বোর্ডে প্রকাশিত হবে এবং বোর্ডের মিনিট বুকে লিপিবদ্ধ হবে।

ধারা—২৫, ২৭

৩৭। পরিচালকদের প্রথম পর্ষদ (First Board of Directors):

(১) সমিতির উপবিধি বা নিবন্ধনের আবেদনপত্রে প্রথম পরিচালকবর্গের নামোল্লেখ না থাকলে সভাপতি ও সহ-সভাপতি সমেত প্রথম পরিচালকগণ নিবন্ধক কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।

(২) উপনিয়ম (১) অনুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত পরিচালকগণ সমিতির সদস্য নাও হতে পারেন।

(৩) ত্রিশ নিয়মের (১) উপনিয়ম অনুযায়ী নতুন পর্ষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত প্রথম পর্ষদ ক্ষমতায় থাকবে ;

প্রকাশ থাকে যে, যদি মনে হয় সমিতির স্বার্থে কোন পরিচালকের পদে বহাল থাকা ক্ষতিকর, তাহলে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই কারণ লিপিবদ্ধ রেখে নিবন্ধক কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত পরিচালককে তিনি অপসারণ করতে পারবেন।

(৪) নিয়োগপ্রাপ্ত পরিচালকের পদ খালি হলে নিবন্ধক একজন সদস্যের দ্বারা শূন্যতা পূরণ করবে।

(৫) প্রথম পরিচলকদেব নাম সমিতির উপবিধি বা নিবন্ধনের আবেদন পত্রে উল্লিখিত থাকলে যদি অনুরূপ পরিচালকের ক্ষেত্রে নৈমিত্তিক পদরিক্তি ঘটে তাহলে অবশিষ্ট পরিচালকগণ মনোনয়নের দ্বারা সেই শূন্যতা পূরণ করবেন।

ধারা—২৭

৩৮। পর্ষদের সদস্য পদের যোগ্যতা (Qualification for Membership of a Board) :

(১) মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার প্রথম তারিখে ২১ বৎসর পূর্ণ না হলে ছাত্র সমবায় সমিতি ছাড়া অন্য কোন সমবায় সমিতির সদস্য পরিচালক পদে নির্বাচিত বা নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবেন না।

(২) মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার প্রথম তারিখে সদস্য হিসাবে অবস্থিতিত নিরবচ্ছিন্নভাবে ১২ মাস অতিক্রম না করলে সমবায় সমিতির কোন সদস্য পরিচলকপদে নির্বাচন প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবেন না।

ধারা—২৭

৩৯। একটি সমবায় সমিতি কর্তৃক অন্য সমবায় সমিতিতে মনোনয়ন (Nomination by a Co-operative Society to another Co-operative Society) :

সুনির্দিষ্ট আলোচ্যসূচির ভিত্তিতে আহূত পর্ষদের সভার সিদ্ধান্তক্রমে একটি সমবায়

সমিতি, তার একজন সদস্যকে, সদস্য হয়েছে এমন অন্য সমবায় সমিতিতে তার প্রতিনিধি মনোনয়ন করতে পারে এবং অনুরূপ পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিকে প্রত্যাহারও করে নিতে পারে :

প্রকাশ থাকে যে, (এক) অনুরূপ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত যে সভায় নেওয়া হচ্ছে আলোচ্যসূচির ভিত্তিতে সেই সভাতেই অন্য প্রতিনিধি মনোনীত করা যাবে, (দুই) অপর সমিতির ব্যক্তি-সদস্য হয়ে আছে এমন কাউকে সেই সমিতিতে প্রতিনিধি মনোনীত করা যাবে না এবং (তিন) এক সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন ক্ষেত্রে সভাভুক্ত সমবায় সমিতি কর্তৃক অনুরূপ প্রত্যাহার ও মনোনয়নের পর নতুন মনোনীত প্রতিনিধি স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে অপর সমিতির পরিচালক হয়ে যাবেন।

ধারা—২৪, ২৭

৪০। পর্ষদের সদস্য পদের অবসান (Cessation of Membership of a Board) :

(১) একজন পরিচালকের পদের অবসান হবে যদি, তিনি—

(এ) মারা যান, বা

(বি) পদত্যাগ করেন, বা

(সি) পরিচালকপদের পদ থেকে সাধারণসভা কর্তৃক বহিষ্কৃত হন, বা

(ডি) পর্ষদে যে সমিতির প্রতিনিধিত্ব করছেন সেই সমিতির সদস্যপদ হারান বা যে সমিতির তিনি প্রতিনিধি সেই সমিতি যদি অপর সমিতির সদস্য পদ হারায়, বা

(ই) পরিচালকপদে নির্বাচনের পক্ষে নির্ধারিত অযোগ্যতাসমূহের যে কোনটির কবলে পড়েন, বা

(এফ) পর্ষদের পর পর ছয়টি সভায় যোগদানে ব্যর্থ হন।

(২) উপনিয়ম (১) বর্ণিত সংশ্লিষ্ট অযোগ্যতা কার্যকর হওয়ার সময় থেকেই পরিচালক পদের অবসান ঘটেছে বলে ধরা হবে।

ধারা—২৭

৪১। পর্ষদের সদস্য ও পদাধিকারির বহিষ্কার ও প্রত্যাহার (Removal and recall of a Member of a Board and an Office-bearer) :

(১) (এ) যথাবিহিত আলোচ্যসূচির ভিত্তিতে আহূত সাধারণ সভার সিদ্ধান্তক্রমে বোর্ডের নির্বাচিত সদস্যকে পদ থেকে বহিষ্কার করা যেতে পারে।

(বি) বোর্ডের মনোনীত সদস্যকে মনোনয়নকারী কর্তৃপক্ষ প্রত্যাহার করতে পারেন।

ব্যাখ্যা : মনোনীত সদস্য বলতে ২৭ ধারার (৩) উপধারার আওতাভুক্ত পরিচালকদের ও বোঝাবে।

(২) সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে আহূত সভায় গৃহীত বোর্ডের সিদ্ধান্তক্রমে কোন পদাধিকারিকে পদ থেকে অপসারণ করা যেতে পারে :

প্রকাশ থাকে যে, রাজ্য সরকারের পূর্বে অনুমোদন ব্যতিরেকে রাজ্য সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত সভাপতিকে অপসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না।

ধারা—২৭

৪২। পর্ষদের সভার নোটিস (Notice of Board Meeting) :

কোন সমিতি বা শ্রেণীভুক্ত সমবায় সমিতিসমূহের বোর্ডের বৈঠকের নোটিস ৩২ ধারার (১) উপধারা মতে সম্পাদক বা সম্পাদকের কর্তব্য সম্পাদনকারী আধিকারিক বৈঠকের তারিখ থেকে কমপক্ষে ৭ দিন আগে প্রতিটি পরিচালকের নিকট পাঠাবেন। আলোচ্যসূচিসহ বৈঠকের স্থান, তারিখ ও সময় নোটিসে নির্দিষ্ট থাকবে। জরুরি পরিস্থিতিতে পরিষ্কার তিন দিনের নোটিসে সভাপতি বোর্ডের বৈঠক ডাকতে পারেন। ২৮ ধারা অনুসারে বা ম্যানেজার হিসাবে, কোন আধিকারিককে পাঠানো হলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিক সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে বোর্ডের সমস্ত বৈঠক আহ্বান করবেন :

প্রকাশ থাকে যে, কোন জরুরি বিষয় নোটিসের আলোচ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত না থাকলেও বৈঠকে উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ পরিচালকদের সম্মতিক্রমে সভায় উপস্থাপিত ও বিবেচিত হতে পারবে।

ধারা—২৭

৪৩। পর্ষদের বৈঠক (Meeting of Board) :

সমিতির কাজকর্ম পরিচালনার জন্য প্রতি দুই মাসে বোর্ডের একটি করে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে এবং সভার কার্যবিবরণী যদি সাথে সাথে লিখে সভাপতিকে দিয়ে স্বাক্ষর না করানো হয় তাহলে বৈঠক শেষ হওয়ার সময় থেকে ৭২ ঘন্টার মধ্যে কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করে সভাপতিকে দিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে নিতে হবে।

ধারা—২৭

৪৪। পর্ষদের বৈঠকে ভোটদান (Voting at the Meeting of Board):

বোর্ডের বৈঠকে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবং সমসংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে বিষয়টি সভাপতির দ্বিতীয় (কাস্টিং) ভোটের সাহায্যে নিষ্পত্তি হবে।

ধারা—২৭

৪৫। বৈঠকের সভাপতি (Chairman of Meeting) :

সভাপতি উপস্থিত আছেন বোর্ডের এমন সমস্ত বৈঠকে সভাপতিই সভা পরিচালনা করবেন। সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি আসন গ্রহণ করবেন এবং সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে প্যানেলভুক্ত পরিচালকদের নামের ক্রম অনুযায়ী একজন বৈঠক পরিচালনা করবেন।

নিয়ম—৩২/ধারা—২৭

৪৬। বৈঠকের অপেক্ষ সংখ্যা (Quorum of Meeting) :

(১) উপবিধিতে অধিকতর অনুপাতের কথা বলা না থাকলে বোর্ডের বৈঠকের অপেক্ষ সংখ্যা হবে বৈঠকের নোটিস দেওয়ার তারিখের মোট পরিচালক সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ।

(২) মুলতুবি বৈঠক সমেত পর্ষদের সমস্ত বৈঠক শুরুর নির্দিষ্ট সময়ে বা নিধারিত সময়ের আধঘন্টার মধ্যে যদি অপেক্ষ সংখ্যা পূর্ণ না থাকে তাহলে বৈঠকের কোন কাজই হবে না।

ধারা—২৭

৪৭। তলবি বৈঠক (Requisition Meeting) :

(১) পরিচালকদের এক-তৃতীয়াংশ পরিষ্কার সাত দিনের মধ্যে নোটিস দিয়ে

বোর্ডের বিশেষ বৈঠক তলব (অধিযাচন) করতে পারে।

(২) অধিযাচন পত্রটিতে বৈঠকের উদ্দেশ্যের বর্ণনাসহ অধিযাচনকারিদের স্বাক্ষর থাকবে এবং পত্রটি সমিতির কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে।

(৩) অধিযাচনপত্রটি পাওয়ার তারিখ থেকে সাত দিনের মধ্যে সমিতির সম্পাদক বা সম্পাদকের দায়িত্ব পালনকারী কোন ব্যক্তি যদি বৈঠক আহ্বান না করেন তাহলে অধিযাচনকারিগণ সভা আহ্বানের উদ্দেশ্য, সভার তারিখ, সময় এবং স্থান সম্বলিত তাদের স্বাক্ষরিত নোটিস সমস্ত পরিচালকদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন এবং তদনুসারে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

(৪) অনুরূপ তলবি বৈঠকে অধিযাচনপত্রে উল্লিখিত বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা করা যাবে না এবং নির্দিষ্ট সময়ের আধঘন্টার মধ্যে কোরাম না হলে বৈঠকটি বাতিল হয়ে যাবে।

ধারা—৩৭

৪৮। পর্ষদের ক্ষমতা (Powers of the Board) :

সমিতির প্রশাসন ও ব্যবসায় সমবায় সমিতির পর্ষদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে এবং উপবিধি মোতাবেক—

নিম্নলিখিত ক্ষমতাসমূহের সব বা যে কোনটি প্রয়োগ করতে পারবে :

(এ) নতুন সদস্য গ্রহণ করা;

(বি) সদস্যদের জরিমানা করা, সাময়িকভাবে পদচ্যুত করা বা বিতাড়িত করা :

প্রকাশ থাকে যে, সংশ্লিষ্ট সদস্যকে বক্তব্য বলার সুযোগ না দিয়ে এবং সিদ্ধান্তটি বোর্ডের উপস্থিত সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ দ্বারা গৃহীত না হলে এরূপ কোন ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না;

নিয়ম—১২২

(সি) তহবিল সংগ্রহ করা;

(ডি) তহবিল বিনিয়োগ করা;

(ঈ) কর্মচারিদের কর্তব্য নির্ধারণ ও দায়িত্ব ব্যাখ্যা করে দেওয়া :

প্রকাশ থাকে যে, জরুরি পরিস্থিতিতে সমিতির মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে কর্মচারিদের ও আধিকারিকদের কর্তব্যসমূহ অস্থায়ীভাবে পুনর্বিন্যাস করতে পারবেন। তবে তা পুনর্বিন্যাসের তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষেই পারবেন।

(এফ) সমিতির কর্মচারিদের নিয়োগ, পদচ্যুত বা বিতাড়িত করা :

প্রকাশ থাকে যে, সমবায় সমিতির কোন কর্মচারিকে চাকরি থেকে কর্মচ্যুত বা বহিষ্কার করতে হলে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ জানিয়ে ও সে সম্পর্কে বক্তব্য বলার উপযুক্ত সুযোগ দিয়ে তদন্ত করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট তদন্তের পর কর্মচ্যুতি বা বহিষ্কার সাব্যস্ত হলে প্রস্তাবিত শাস্তি সম্পর্কে আত্মপক্ষ সমর্থনের যথোপযুক্ত সুযোগ তাকে দিতে হবে।

(জি) আধিকারিকদের (অফিসার) কর্তব্য ও দায়িত্ব স্থির করে দেওয়া;

(এইচ) আধিকারিক ও অন্যান্য কর্মচারিগণ কর্তৃক দেয় জমানত স্থির করা;

(আই) নিবন্ধকের পূর্ব অনুমোদন নিয়ে সমিতির কোন ঋণ বা দাবি আপসে মিটিয়ে ফেলা, পরিত্যাগ করা অথবা বলবৎকরণে বিলম্ব করা;

(জে) বৈধিক কার্যবাহ দায়ের করা, তাতে আত্মপক্ষ সমর্থন করা বা আপস করা;

(কে) অংশের জন্য দরখাস্তসমূহের নিষ্পত্তি করা;

(এল) ঋণের আবেদনপত্রসমূহের নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা ও যে জামিন নেওয়া হবে তা স্থির করা;

(এম) সময়ে সময়ে যে রকম কমিটি দরকার মনে হয় সেই রকম কমিটি নিযুক্ত করা ও তার ক্ষমতা ও কর্তব্য নির্ধারণ করা; এবং

(এন) সময়ে সময়ে সাধারণ সভার নির্দেশ সাপেক্ষে বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত রিবেটের বিনিময়ে শেয়ার বিলি করা।

ধারা—২৭

৪৯। পর্ষদের কর্তব্যসমূহ (Duties of the Board)

(১) বোর্ড সমস্ত কাজকর্মে আইন, নিয়মাবলী ও উপবিধির বিধানসমূহ মেনে চলবেন এবং নিম্নলিখিত কর্তব্যগুলি সম্পাদনের ব্যবস্থা করবেন, যেমন—

(এ) টাকা পয়সা গ্রহণ ও ব্যয় করা;

(বি) প্রাপ্ত ও ব্যয়িত অর্থের এবং পরিসম্পৎ ও দায়িতার হিসাব রাখা;

(সি) বার্ষিক সাধারণ সভায় দাখিল করার জন্য নিম্নলিখিত কাগজপত্র প্রস্তুত করা—

(এক) সমিতির কার্যাবলীর একটি বার্ষিক হিসাব প্রতিবেদন;

(দুই) উদ্বর্তপত্র সমেত একটি বার্ষিক হিসাব বিবরণী;

(তিন) ২৫ ধারার (১) উপধারার (এফ) প্রকরণ অনুসারে ঋণ ও কিস্তিখেলাপ এবং নিয়োগসংক্রান্ত বিবরণ;

(ডি) নিরীক্ষার সময় আবশ্যক হিসাবের বিবরণ প্রস্তুত করা, এবং সেগুলি আনুষঙ্গিক প্রমাণক (ভাউচার) ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাগজ পত্রসহ নিরীক্ষকদের সম্মুখে উপস্থাপিত করা;

(ই) নির্দিষ্ট নিদর্শ ও নিবন্ধক কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য নিদর্শ অনুসারে সমস্ত বিবরণ ও রিটার্ণ প্রস্তুত ও দাখিল করা;

(এফ) সমিতির হিসাবাদি নিয়মিতভাবে উপযুক্ত খাতাপত্রে লেখার ব্যবস্থা করা;

(জি) সদস্যদের বহি হাল নাগাদ রাখা;

(এইচ) খাতাপত্র পরিদর্শনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পরিদর্শনের কাজে সহায়তা করা;

(আই) যে উদ্দেশ্যে ঋণ ও অগ্রিম দেওয়া হয়েছে সেই উদ্দেশ্যে তা ব্যয়িত হয়েছে কি না এবং সেই ঋণ ও অগ্রিম যথাসময়ে পরিশোধিত হচ্ছে কি না সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা;

(জে) ঋণ ও অগ্রিম আদায়ের জন্য প্রয়োজন মাফিক দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া; এবং

(কে) সাধারণসভা কর্তৃক ন্যস্ত অন্যান্য কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করা।

ধারা—২৭

৫০। সমিতির সভাপতি ও সহ-সভাপতির ক্ষমতা ও কর্তব্যসমূহ (Powers and duties of the Chairman and the Vice-chairman of the Society) :

সমবায় আইন, নিয়মাবলী বা উপবিধি অনুসারে বোর্ডের উপর প্রদত্ত ক্ষমতা ও কর্তব্যসমূহের মধ্যে ঋণ মঞ্জুর, বোনাস বা নিঃস্বার্থ দান ব্যতিরেকে বাকি সবই, আপদকালীন পরিস্থিতিতে সমিতির কাজকর্ম চালু রাখার জন্য সভাপতি বা তাঁর অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি প্রয়োগ করতে পারবেন। সভাপতির বা তাঁর অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতির সমিতির ব্যবসা ও প্রশাসনের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে এবং পর্ষদের পক্ষে সমিতির কাজকর্ম তদারক করবেন। সমিতির কাজকর্ম সঠিকভাবে বোর্ডের সিদ্ধান্তমত যে চলছে সেই মর্মে নিশ্চিত হওয়ার জন্য সভাপতির বা তার অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতির সমিতির যে কোন নথিপত্র বা মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক বা সম্পাদকের কাছ থেকে যে কোন প্রতিবেদন চেয়ে পাঠানোর ক্ষমতা থাকবে :

প্রকাশ থাকে যে, সভাপতি বা সহ-সভাপতি, যিনি প্রাসঙ্গিক হবেন, বোর্ড কর্তৃক ইতিপূর্বে প্রদত্ত নির্দেশ বা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত লংঘন করে কোন কাজ করবেন না।

ধারা—২৭

৫১। সভাপতি এবং সহ-সভাপতির নির্দেশ বৈঠকে উপস্থাপিত করতে হবে (Orders of the Chairman and the Vice-Chairman to be placed before the Meeting) :

৫০ নিয়ম অনুসারে ক্ষমতা ও কর্তব্য সম্পাদন প্রসঙ্গে সভাপতি বা তাঁর অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত নির্দেশ ও সম্পাদিত সমস্ত কর্ম অনুমোদনের জন্য বোর্ডের পরবর্তী বৈঠকে উপস্থাপিত করতে হবে।

ধারা—২৭

৫২। সরকার প্রেরিত আধিকারিকের পদের নাম ও ক্ষমতা (Designation and Power of the Government Officer on deputation) :

(১) ২৮ ধারা মতে সমবায় সমিতির কাজকর্মে প্রেরিত সরকারি আধিকারিক কে মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক বলা হবে।

(২) রাজ্য সরকার কর্তৃক আরোপিত শর্ত সাপেক্ষে মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক সমিতির কাজকর্ম পরিচালনায় নিম্নলিখিত ক্ষমতাগুলি প্রয়োগ করবেন, যেমন—

(এক) সমিতির কর্মচারিদের নিয়ন্ত্রণ করবেন, ছুটি মঞ্জুর করবেন, যে কোন শাস্তি দেবেন বা সাময়িকভাবে বরখাস্ত (সাসপেণ্ড) করবেন :

প্রকাশ থাকে যে, বোর্ডের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন শাস্তি বা নিলম্বন (সাসপেন্‌সন্‌) আরোপ করা যাবে না।

(দুই) আইনগত কার্যবাহ দায়ের করা, তাতে আত্মপক্ষ সমর্থন করা ও পরিচালনা এবং সমিতির পাওনাদার ও দেনাদারদের সাথে আপস করা বা মধ্যস্থতা মেনে নেওয়া।

৫৩। মুখ্য নির্বাহী আধিকারিকের কর্তব্যসমূহ (Duties of the Chief Executive Officer) :

মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক নিম্নবর্ণিত কর্তব্যগুলি সম্পাদন করবেন বা করাবেন, যেমন—

(এক) (এ)—সমিতির পক্ষে সমস্ত অর্থ গ্রহণ করবেন ও রসিদ দেবেন, তবে অর্থ গ্রহণ করে প্রাপ্তি স্বীকার বিষয়ে এমন রসিদ দেবেন না যার দ্বারা সমিতির পক্ষে নতুন বাধ্যবাধকতার সৃষ্টি হয়;

(বি) উপবিধিতে উল্লেখিত শর্তাধীনে বা তার অবর্তমানে বোর্ড কর্তৃক নির্দিষ্ট শর্তাধীনে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করবেন;

(সি) সমিতির নামে বা আয়ত্তেস্থিত সমস্ত বিনিময়পত্র (বিল অফ্ এক্সচেঞ্জ), প্রনোট, ঋণপত্র, প্রতিভূমিসমূহ (সিকিউরিটিজ) এবং অন্যান্য দলিলপত্রাদি প্রদান করবেন, গ্রহণ করবেন, তৈরি করাবেন, পিছুসই বা হস্তান্তর করবেন;

(দুই) সমিতির তহবিল থেকে সমিতি পরিচালনার সমস্ত খরচ ও চলতি ব্যয় নির্বাহ করবেন;

(তিন) সমিতির পক্ষে প্রতিভূতিসমূহ এবং অন্যান্য খাতে গৃহীত যাবতীয় অর্থ জমা রাখবেন;

(চার) সমিতির হিসাবপত্রের যথাযথ ও নিখুঁত বিবরণী রাখবেন;

(পাঁচ) সমিতির মজুত মালপত্রের যথাযথ তত্ত্বাবধান ও হিসাব রাখার ব্যবস্থা করবেন,

(ছয়) সম্পাদকের কোন পদ না থাকলে সমিতির সাধারণসভা ও পর্যদের বৈঠক আহ্বান করবেন;

(সাত) কমিটির বৈঠকসহ বোর্ডের বিভিন্ন বৈঠকে সাধারণত তিনি উপস্থিত থাকবেন ও বৈঠকসমূহে প্রয়োজনীয় সমস্ত নথিপত্রাদি সরবরাহ করবেন এবং সভাপতির সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট বৈঠকসমূহের কার্যবৃত্তে তিনি স্বাক্ষর করবেন;

(আট) সভাপতির কাছে বা বোর্ড কর্তৃক নির্দিষ্ট কোন কর্তৃপক্ষের কাছে, সময়ে সময়ে যখন যেটি প্রয়োজন হবে, সমিতির জমা খরচের বিবরণী—পরিদর্শন, পরীক্ষা বা অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করবেন ঃ

প্রকাশ থাকে যে, মুখ্য নির্বাহী আধিকারিকের অনুপস্থিতিতে তাঁর দৈনন্দিনের গতানুগতিক কর্তব্যসমূহ তাঁর অব্যবহিত অধস্তন আধিকারিক পালন করবেন।

ধারা—২৮

৫৪। প্রশাসক (Administrator) :

(১) ৩০ ধারা অনুসারে একাধিক প্রশাসক নিযুক্ত হলে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রশাসকদের বলা হবে প্রশাসক পর্ষদ এবং পর্ষদের সভাপতি কে হবেন তা যদি নিবন্ধক বা রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট করে না দেন তাহলে প্রশাসকগণ নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে পর্ষদের সভাপতি নির্বাচন করবেন।

(২) প্রশাসক পর্ষদের সভাপতি প্রশাসকদের সমস্ত বৈঠক পরিচালনা করবেন।

(৩) সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের ভিত্তিতে প্রশাসক পর্ষদের বৈঠকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে এবং ভোটের সংখ্যা সমান সমান হলে, সভাপতি দ্বিতীয় আর একটি ভোট বা কাস্টিং ভোট দেবেন।

ধারা—৩০

৫৫। মত পার্থক্যের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা (Procedure in case of difference of opinion) :

সমিতির কাজকর্ম সংক্রান্ত কোন বিষয়ে বোর্ডের সাথে মুখ্য নির্বাহী আধিকারিকের মত পার্থক্য দেখা দিলে তিনি কার্যবাহে তাঁর মতামত লিপিবদ্ধ করাতে পারেন, ও নিবন্ধককে বিষয়টি জানাতে পারেন, কিন্তু বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ও তাঁর ক্ষেত্রে তা অবশ্য পালনীয় বলে বিবেচিত হবে।

ধারা—২৮/নিয়ম—৪৮, ৪৯

৫৬। মুখ্য নির্বাহী আধিকারিকের নির্বাহিত ব্যয় পূরণ (Indemnification of the Chief Executive Officer) :

(১) মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক সমিতির কাজকর্ম পরিচালনায় বা আপন কর্তব্য সম্পাদনে যা খরচ করেন, যে সমস্ত মূল্য ও পাথেয় প্রদান করেন এবং অন্যান্য যে সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করেন সেগুলি সমিতির তহবিল থেকে পূরণ করা হবে।

(২) আধিকারিক পাঠানোর খরচা বাবদ রাজ্য সরকার যে রকম নির্দেশ দেবেন সেইরূপ অর্থ সমিতি প্রদান করবে।

ধারা—২৮

৫৭। শীর্ষ বা কেন্দ্রীয় সমিতির মুখ্য প্রশাসনিক আধিকারিক (Chief Administrative Officer of Apex Society or Central Society) :

(১) শীর্ষ সমিতির বোর্ড সমিতির পরিচালন অধিকর্তা (ম্যানেজিং ডাইরেক্টর) বা সম্পাদককে তার মুখ্য প্রশাসনিক আধিকারিক হিসাবে নিয়োগ করবে এবং কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক বা সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক ম্যানেজারকে তার মুখ্য প্রশাসনিক আধিকারিক নিয়োগ করবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যে সমস্ত শীর্ষ সমিতি কৃষি ঋণ বা কৃষি বিপণনের কাজ করবে তাদের মুখ্য প্রশাসনিক আধিকারিককে সব ক্ষেত্রেই পরিচালন অধিকর্তা (ম্যানেজিং ডাইরেক্টর) বলা হবে।

(২) ১ উপনিয়মে বর্ণিত মুখ্য প্রশাসনিক আধিকারিক বোর্ডের সাধারণ নিয়ন্ত্রণাধীনে নিম্নলিখিত ক্ষমতাগুলি ভোগ করবেন—

(এ) বৈধিক কার্যবাহ দায়ের করা বা তাতে আত্মপক্ষ সমর্থন করা;

(বি) আপোষ আলোচনায় অংশগ্রহণ করা বা কোন বিবাদ সালিশীতে পাঠানো;

(সি) (এক) ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করা,

(দুই) বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে সমিতির নামে বা আয়ত্তে স্থিত প্রমিসরি নোট, প্রতিভূতিসমূহ ক্রয়, বিক্রয়, বন্ধক, অর্পণ বা হস্তান্তর করা, এবং

(তিন) জমা গ্রহণ করা ও গৃহীত জমার রসিদ দেওয়া;

(ডি) বোর্ডের অনুমোদনক্রমে বা জরুরি পরিস্থিতিতে সভাপতির সম্মতি নিয়ে তাঁর কোন ক্ষমতা সমিতির কোন আধিকারিকের উপর অর্পণ করা;

(ঈ) কোন নির্বাচিত সম্পাদক না থাকলে সংশ্লিষ্ট সমিতির সাধারণসভা ও বোর্ডের বৈঠক আহ্বান করা এবং ভোটাধিকার ব্যতিরেকে সভাসমূহে যোগদান করা;

(এফ) সমিতির কর্মচারিদের উপর নজর রাখা ও তাদের নিয়ন্ত্রণ করা এবং ছুটি মঞ্জুর করা;

(জি) সভাপতির অনুমোদন নিয়ে কর্মচারিদের বদলি করা ও তাদের কর্তব্য-কর্ম নির্ধারণ করা;

(এইচ) কোন কর্মচারির কৃত ফৌজদারি অপরাধ সম্পর্কে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাদি বা বিভাগীয় তদন্তের অভিপ্রায় থাকলে বা তা আসন্ন হলে বা তার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারি অপরাধ অনুসন্ধানের পর্যায়ে থাকলে বা তার বিচার চলতে থাকলে বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট কর্মচারিকে নিলম্বনে (সাসপেনসনে) রাখা,

(আই) সমিতির কর্মচারিকে নিম্নলিখিত শাস্তিগুলি দেওয়া, যেমন—

(এক) জরিমানা;

(দুই) তিরস্কার;

(তিন) পদোন্নতি বা মূল বেতনের বার্ষিক বৃদ্ধি স্থগিত রাখা;

(চার) নির্দেশ লংঘন বা অবহেলার জন্য সমিতির আর্থিক ক্ষতির সবটাই বা অংশ বিশেষ বেতন থেকে কেটে নেওয়া;

(পাঁচ) কোন নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য বেতনের টাইম স্কেলের নিচের স্তরে নামিয়ে দেওয়া, অবনমনের সময়কালে কর্মীর মূল বেতনের বার্ষিক বৃদ্ধি স্থগিত থাকবে কি না সেরূপ নির্দেশও এই সাথে থাকতে পারে;

(ছয়) বেতনক্রমের নিচের পর্যায়ের টাইম স্কেলে, পদে বা চাকরিতে নামিয়ে দেওয়া ঃ

প্রকাশ থাকে যে, কোন কর্মচারিকে এইরূপ কোন শাস্তি দিতে হলে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ জানিয়ে ও সে সম্পর্কে বক্তব্য বলার উপযুক্ত সুযোগ দিয়ে তদন্ত করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট তদন্তের পর উপরোক্ত কোন শাস্তি সাব্যস্ত হলে প্রস্তাবিত শাস্তি সম্পর্কে আত্মপক্ষ সমর্থনের যথোপযুক্ত সুযোগ তাকে দিতে হবে।

(৩) সময়ে সময়ে অন্যান্য আর যে ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট সমিতির বোর্ড আরোপ করবে এক উপনিয়মে বর্ণিত মুখ্য প্রশাসনিক আধিকারিক সেগুলিও প্রয়োগ করবেন;

(৪) দুই বা তিন উপনিয়ম অনুসারে মুখ্য প্রশাসনিক আধিকারিকের উপর প্রদত্ত ক্ষমতা ও আর্পিত দায়িত্ব সমিতির অন্য কোন আধিকারিকের উপরও দেওয়া যেতে পারে—

(এ) মুখ্য প্রশাসনিক আধিকারিক অনুপস্থিত থাকাকালে, এবং

(বি) অন্য কোন সময়ে নিবন্ধকের পূর্ব অনুমতি পাওয়া গেলে।

(৫) উপনিয়ম (২) (৩) বা (৪) উপনিয়মে যা-ই বলা থাকুক না কেন, ২৮ ধারা অনুসারে কোন সরকারি আধিকারিককে কোন শীর্ষ বা কেন্দ্রীয় সমিতিতে পাঠানো হলে তাঁর অবস্থানের সময়কালে এই নিয়মাবলী অনুসারে তাঁর প্রয়োগের উপযোগী ক্ষমতাসমূহ ও পালনীয় কর্তব্যসমূহের কোনটিই, সংশ্লিষ্ট সমিতির ম্যানেজার বা অন্য কোন আধিকারিক প্রয়োগ বা পালন করবেন না।

ধারা— ২৭, ২৮, / নিয়ম—৪৮, ৪৯, ৫২, ৫৩

৫৮। ২৮ ধারা মতে প্রাতিনিধ্যের শর্তাবলী (Conditions of Deputation under Section—28) :

সমবায় সমিতির কাজে সরকারি আধিকারিক পাঠানোর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত শর্তাবলী অনুসৃত হবে—

(এক) সমবায় সমিতির কাজে কোন সরকারি আধিকারিক সাধারণত অনধিক দুই বৎসরের জন্য থাকবেন, তবে রাজ্য সরকার বা নিবন্ধক প্রয়োজনমত এই সময়সীমা বাড়াতে পারেন; তবে প্রাতিনিধ্যের মোট সময়কাল চার বৎসর অতিক্রম করবে না।

(দুই) রাজ্য সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রাতিনিধ্য সম্পর্কে প্রণীত নিয়ম অনুসারে তারা নিয়ন্ত্রিত হবেন।

(তিন) কোন সমবায় সমিতির কাজকর্মে রাজ্য সরকার বা নিবন্ধক কর্তৃক সরকারি আধিকারিক পাঠানো হলে রাজ্য সরকার বা নিবন্ধক যিনি পাঠাবেন, তিনি সমিতির কাছে প্রদত্ত তিন মাসের নোটিসের ভিত্তিতে তাকে প্রত্যাহার করে নিতে পারেন। আবার রাজ্য সরকার বা নিবন্ধক যিনি পাঠাবেন, তাঁর কাছে সমিতি কর্তৃক প্রত্যাহারের অনুরোধক্রমেও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকগণ প্রত্যাহৃত হবেন।

(চার) রাজ্য সরকার অন্যরূপ নির্দেশ না দিলে প্রেরিত আধিকারিকের বেতন বাবদ অর্থ রাজ্য সরকারের কাছে সংশ্লিষ্ট সমিতি ব্যয়পূরণ (রিইম্‌বার্স) করে দেবেন।

ধারা—২৮

৫৯। পরিভৃতি, ভাতা বা সম্মানদক্ষিণার সীমা (Limit of Emoluments, Allowances or Honorarium) :

(১) ২৭ ধারার (১১) উপধারা মতে পরিচালকদের প্রাপ্তিযোগ্য ভাতা ও ফিয়ের পরিমাণ নিম্নলিখিত হারের সীমা অতিক্রম করবে না—

(এক) সমিতির কোন পরিচালক রেল, স্টিমার বা বাসে ভ্রমণ করলে প্রথম শ্রেণীর প্রকৃত ভাড়ার দেড় গুণ পেতে পারেন। রাজধানী এক্‌সপ্রেসে ভ্রমণ করলে বাতানুকূল চেয়ারকারের জন্য দেয় ভাড়ার দেড়গুণ পেতে পারেন ঃ

প্রকাশ থাকে যে, শীর্ষ সমিতির সভাপতি বা সহ-সভাপতি বায়ুযান সংযুক্ত দুটি স্থানের মধ্যে বায়ুপথে ভ্রমণের অধিকারী হবেন ও বিলের ওপর প্লেনের টিকিট নম্বর উল্লেখ করে প্লেনের টিকিটে লিখিত ভাড়া পেতে পারেন।

ব্যাখ্যা ঃ "বাস" বলতে বোঝাবে মিনি বাস, ল্যাণ্ডরোভার বা ভাড়া খাটে ঐ ধরনের কোন সাধারণ গাড়ি।

(দুই) এক প্রকরণে বর্ণিত ভ্রমণ ভাতা ছাড়াও বাসস্থান বা কার্যালয় থেকে বিমানবন্দর বা রেল, বাস বা স্টিমার স্টেশন পর্যন্ত ও বিপরীতমুখী ভ্রমণের জন্য একজন পরিচালক গাড়ি ভাড়া করার জন্য যে ব্যয় করবেন তাও পেতে পারবেন।

(তিন) কোন পরিচালক নিজের গাড়িতে গেলে প্রকৃত ভ্রমণের প্রতি কিলোমিটারের জন্য এক টাকা হিসাবে পাবেন।

(২) বোর্ডের বৈঠকে যোগদান করার জন্য কোন পরিচালক প্রতিদিন নিচের সারণি অনুসারে সিটিং ফি পাবেন—ঃ

সারণি

পরিচালকের সমিতির শ্রেণী	সিটিং ফি (টাকায়)
১। শীর্ষ সমিতিসমূহ—	৪০
২। কেন্দ্রীয় সমিতি এবং পাঁচ কোটি ও ততোধিক কার্যকর মূলধনবিশিষ্ট সমবায় সমিতিসমূহ—	২৫
৩। তিন কোটি ও ততোধিক কিন্তু পাঁচ কোটির কম কার্যকর মূলধনবিশিষ্ট সমবায় সমিতিসমূহ—	২০
৪। এক কোটি ও ততোধিক কিন্তু তিন কোটির কম কার্যকর মূলধনবিশিষ্ট সমবায় সমিতিসমূহ—	১৫
৫। এক কোটির কম কার্যকর মূলধনবিশিষ্ট সমবায় সমিতিসমূহ—	১০

(৩) সমিতির স্বার্থে গৃহীত ভ্রমণের ক্ষেত্রে পরিচালকদের প্রাত্যহিক ভাতা প্রদানের বিষয়টি সাধারণসভা অনুমোদন করলে তার হার নীচের সারণিতে বর্ণিত সীমা অতিক্রম করবে না ঃ—

	সাধারণ হার	বিশেষ হার	
		দার্জিলিং জেলার পাহাড়ী মহকুমাগুলি	নিউ দিল্লি ও অন্যান্য রাজ্যের রাজধানী
পরিচালকের সমিতির শ্রেণী	টাকা	টাকা	টাকা
১। শীর্ষ সমিতিসমূহ, কেন্দ্রীয় সমিতিসমূহ এবং পাঁচ কোটি ও তত্তোধিক কার্যকর মূলধনবিশিষ্ট সমবায় সমিতিসমূহ—	৫০.০০	৭৫.০০	১০০.০০
২। তিন কোটি বা তত্তোধিক কিন্তু পাঁচ কোটির কম কার্যকর মূলধনবিশিষ্ট সমবায় সমিতিসমূহ—	৩০.০০	৫০.০০	৭৫.০০
৩। এক কোটি বা তত্তোধিক কিন্তু তিন কোটির কম কার্যকর মূলধনবিশিষ্ট সমবায় সমিতিসমূহ—	২৫.০০	৪০.০০	৬০.০০
৪। এক কোটির কম কার্যকর মূলধন বিশিষ্ট সমবায় সমিতিসমূহ—	১৫.০০	৩০.০০	৫০.০০

(৪) কোন পরিচালক হোটেল চার্জ পাবেন না।

(৫) বোর্ডের সিদ্ধান্তক্রমে কোন শ্রমসাধ্য কাজ করলে ২৭ ধারার (১১) উপধারা অনুসারে সাধারণসভা কর্তৃক অনুমোদিত সম্মানদক্ষিণার পরিমাণ শীর্ষ বা কেন্দ্রীয় সমিতির ক্ষেত্রে একশত টাকা ও অন্যানা সমিতির ক্ষেত্রে পঞ্চাশ টাকা অতিক্রম করবে না।

(৬) সমিতির উদ্দেশ্য সাধনে বোর্ডের সিদ্ধান্তক্রমে কোন পরিচালক বিদেশে গেলে নিবন্ধকের পূর্ব অনুমোদন নিয়ে বোর্ডের সিদ্ধান্তমত ভাতা বা ব্যয় পূরণে অর্থ দেওয়া যেতে পারে।

ধারা—২৭

৬০। সরকারি মনোনীতকের কর্তব্যসমূহ (Duties of the State Nominee) :

৩৩ ধারা অনুসারে রাজ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত মনোনীতকদের কর্তব্যসমূহ নিম্নরূপ—

(এ) বোর্ডের বৈঠকগুলিতে যোগদান করা;

(বি) সরকারের নীতিসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না দেখা;

(সি) বোর্ডের বৈঠকসমূহে বিবেচিত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে যেগুলি তাদের সুবিবেচনার প্রেক্ষাপটে সমিতির বা সমবায় আন্দোলনের স্বার্থসম্মত নয় বলে বিবেচিত হবে বা সমিতির বা সমবায় আন্দোলনের স্বার্থের পরিপন্থী হতে পারে বলে মনে হবে সেইরূপ সমস্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আপত্তিসূচক ভোটদান করা;

(ডি) সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের ভিত্তিতে এইরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে সে সম্পর্কে নিবন্ধক ও রাজ্য সরকারকে অবহিত রাখা; এবং

(ঈ) রাজ্য সরকার বা নিবন্ধকের সুস্পষ্ট নির্দেশ যা আইন বা নিয়মাবলী বা সমিতির উপবিধির বিধান লঙ্ঘন করে বোর্ডের বৈঠক কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্যত হলে তার উপর আপত্তিসূচক ভোট দান করা।

৬১। "আত্মীয়ের" তাৎপর্য (Meaning of "Relative") :

২৫ ধারার (১) উপধারার (এফ) প্রকরণের উদ্দেশ্যে "আত্মীয়" বলতে নিম্নলিখিতদের বোঝাবে ঃ—

পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, শ্বশুর, শাশুড়ি, শ্যালক, ভগ্নিপতি, শ্যালিকা, ননদ, ভ্রাতৃবধূ, ভাইপো-ভাগিনেয়, ভাইঝি-বোনঝি, মামা, মেসো, পিসে, জ্যাঠা, কাকা, পুত্রবধূ, পৌত্র, পৌত্রী।

ধারা—২(৩৮), ২৫

পঞ্চম অধ্যায়

নির্বাচন কর্তৃপক্ষ, কৃত্যকসমূহের পদালি এবং সমবায় কৃত্য নিয়োগাধিকার (Election authority, Cadre of Services and Co-operative Service Commission) :

৬২। সমবায় নির্বাচন কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী (Functions of Co-operative Election Authority) :

(১) আইনের পঞ্চম তফসিলে বর্ণিত সমবায় সমিতিসমূহের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় নথিপত্র সমবায় নির্বাচন কর্তৃপক্ষ রাখবে এবং সংশ্লিষ্ট সমিতিসমূহের যে বাৎসরিক সাধারণ সভায় পরিচালকদের নির্বাচন হওয়ার কথা সেই বাৎসরিক সাধারণ সভা ২৫ ধারা অনুসারে ঠিক সময়মত অনুষ্ঠিত হচ্ছে কি না তা দেখবে।

(২) পঞ্চম তফসিলে বর্ণিত সমবায় সমিতিসমূহের বোর্ডগুলি সমবায় নির্বাচন কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করবে এবং বিভিন্ন সময়ে কর্তৃপক্ষের চাহিদামত কাগজপত্র সরবরাহ করবে।

(৩) পঞ্চম তফসিলে বর্ণিত সমবায় সমিতিসমূহের নির্বাচন তত্ত্বাবধান, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সমবায় নির্বাচন কর্তৃপক্ষ তার প্রয়োজনীয় খবরাখবর বা তথ্য সংক্রান্ত বিস্তৃত ঘটনাবলী সংগ্রহ বা যোগাড়ের উদ্দেশ্যে যে কোন সময়ে সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতিসমূহে গমন ও পরিদর্শনের ক্ষমতা ভোগ করবে, উক্ত সমিতিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ বা উপদেশ দেবে যেগুলি সমিতি কার্যকর করবে এবং পরিচালকদের বা পদাধিকারীদের জন্য নির্ধারিত নির্বাচনী সভায় পর্যবেক্ষক হিসাবে উপস্থিত থাকার জন্য একজন মনোনীতক পাঠাবে।

(৪) ৩ উপনিয়ম অনুসারে কোন সভায় পর্যবেক্ষক পাঠানো হলে সংশ্লিষ্ট সমিতি পর্যবেক্ষককে সভায় উপস্থিত থাকতে দেবে ও তাকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও কাগজপত্র সরবরাহ করবে। তার গোচরীভূত অনিয়ম কিছু থাকলে সেগুলি বিশেষভাবে বর্ণনা করে সমবায় নির্বাচন কর্তৃপক্ষের কাছে পর্যবেক্ষক একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন পাঠাবে।

(৫) সমবায় নির্বাচন কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী সম্পাদনে সাহায্য করার জন্য রাজ্য সরকার প্রাতিনিধ্যের (ডেপুটেশন) ভিত্তিতে কর্মচারী নিয়োগ করবেন এবং এইরূপ

কর্মচারী প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলী অনুসারে রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত প্রেষণ ভাতা (ডেপুটেশন অ্যালাউন্স) বা বিশেষ বেতন পাবেন।

(৬) রাজ্যের সমবায় আন্দোলনের স্বার্থে সমবায় নির্বাচন কর্তৃপক্ষের সুষ্ঠু কাজকর্মের তাগিদে সময়ে সময়ে নির্দেশ জারি করার ক্ষমতা রাজ্য সরকারের থাকবে এবং এরূপ নির্দেশ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উপর বাধ্যতামূলকভাবে প্রযোজ্য হবে।

ধারা— ৩৫

৬৩। পরিচালকদের নির্বাচন (Election of Directors) :

চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত বিধান অনুসারে সমবায় সমিতির বোর্ডে পরিচালকদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ধারা — ২৭/নিয়ম — ৩১, ৩৬

৬৪। সমস্ত সমবায় সমিতি বা শ্রেণীভুক্ত সমবায় সমিতিসমূহের ম্যানেজার, সহকারী ম্যানেজার বা অন্যান্য কর্মিদের পদালি গঠন (Constitution of Cadres of Managers, Assistant Managers or other employees for all Co-operative Societies or Class of Co-operative Societies) :

রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করে সমস্ত সমবায় সমিতি বা শ্রেণীভুক্ত সমবায় সমিতিসমূহের ম্যানেজার বা অন্যান্য কর্মিদের জন্য পদালি (ক্যাডার) গঠন করতে পারেন ঃ

প্রকাশ থাকে যে, এরূপ বিজ্ঞপ্তিতে অন্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট করে দেবেন, যেমন—

(এ) পদালিসমূহ ব্যবস্থাপনার ধরন;

(বি) পদালি কর্তৃপক্ষসমূহের গঠন পদ্ধতি;

(সি) পদালি কর্তৃপক্ষসমূহের ক্ষমতা ও কার্যাবলী;

(ডি) পদালি সদস্যদের বেতনক্রম ও ভাতাদি নির্ধারণের পদ্ধতি;

(ঈ) পদালিসমূহের জন্য তহবিল গঠন;

(এফ) পদালি কর্তৃপক্ষসমূহ কর্তৃক তহবিল সদ্ব্যবহার;

(জি) পদালি কর্তৃপক্ষসমূহের সদস্যদের নির্বাচনী পদ্ধতি; এবং

(এইচ) পদালি কর্তৃপক্ষসমূহের অফিসের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা।

ধারা—৩৭/নিয়ম—১৭০

৬৫। প্রাথমিক কৃষি সমবায় ঋণদান সমিতিসমূহের ম্যানেজারদের পদালি এবং পদালি কর্তৃপক্ষ গঠন (Constitution of a Cadre of managers of Primary Agricultural Co-operative Credit Societies and a Cadre Authority) :

(১) রাজ্য সরকার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের কাছে ছেড়ে দেওয়া প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতিসমূহের ম্যানেজারগণসহ প্রতিটি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক বা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাংকের ইউনিটের এলাকায় কর্মরত সমস্ত প্রাথমিক কৃষি সমবায় ঋণদান সমিতিসমূহের ম্যানেজারদের নিয়ে পদালি গঠন করতে পারেন (অতঃপর পদালি বলা হবে)।

(২) রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা আছে এমন সমস্ত ম্যানেজার প্রজ্ঞাপনের তারিখ থেকে পদালিভুক্ত হয়েছেন বলে বিবেচিত হবেন।

(৩) পদালি ব্যবস্থাপনার জন্য রাজ্য সরকার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক বা রাজ্য সমবায় ব্যাংকের ইউনিট পর্যায়ে পদালি কর্তৃপক্ষ গঠন করতে পারেন।

(৪) (এ) সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের সভাপতি যিনি পদাধিকার বলে এই পদালি কর্তৃপক্ষের সভাপতি হবেন, তিনি সমেত মোট নয়জনকে নিয়ে পদালি কর্তৃপক্ষ গঠিত হবে। বাকি আটজনের এক-চতুর্থাংশ নিবন্ধক কর্তৃক মনোনীত হবেন ও তিন-চতুর্থাংশ, সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক বা রাজ্য সমবায় ব্যাংকের ইউনিটের এলাকাস্থ বাণিজ্যিক ব্যাংকের দত্তকসহ প্রাথমিক কৃষি সমবায় ঋণদান সমিতিগুলি কর্তৃক নির্বাচিত হবেন ঃ

প্রকাশ থাকে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের বোর্ড যদি বাতিল হয়ে যায় তাহলে ৩১ ধারার (১) ও (২) উপধারা মতে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রশাসক (অথবা একাধিক প্রশাসক থাকলে নিবন্ধক বা রাজ্য সরকার যেমনটি প্রাসঙ্গিক হবে, যাকে স্থির করবেন) বা ৩১ ধারার (সি) প্রকরণ অনুসারে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রাধিকারিক, পদাধিকার বলে পদালি কর্তৃপক্ষের সভাপতি হবেন ঃ

আরো প্রকাশ থাকে যে, আদালতের কোন নির্দেশ বা অন্য কোন কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের সভাপতি যদি সমবায় আইন বা নিয়মাবলী কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে সাময়িকভাবে অপারগ হ'ন তাহলে পদালি সদস্যগণ (উক্ত ব্যাংকের সভাপতি ব্যতিরেকে) নিজেদের মধ্য থেকে অন্য একজন সদস্যকে ঐ অল্পস্থায়ী অক্ষমতার

সময়কালের জন্য সভাপতি নির্বাচন করবেন।

(বি) সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক বা তাব অনুপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ম্যানেজার পদালি কর্তৃপক্ষের সম্পাদক হবেন।

(৫) পদালি কর্তৃপক্ষের কার্যকালের মেয়াদ হবে পাঁচ বৎসর। এই সময়কালের শেষে কর্তৃপক্ষ পুনর্গঠিত হবে।

(৬) ৪ ও ৫ উপনিয়মে যা-ই বলা থাকুক না কেন, প্রথম পদালি কর্তৃপক্ষের সদস্যগণ অনধিক তিন বৎসরের জন্য নিবন্ধক কর্তৃক মনোনীত হবেন, ঐ সময়কালের মধ্যেই (৪) উপনিয়ম অনুসারে পদালি কর্তৃপক্ষ পুনর্গঠিত হবে।

(৭) পদালি কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলী হবে নিম্নরূপ—

(এক) পদালি কর্তৃপক্ষ পদালিভুক্ত সমস্ত সদস্যদের নিয়োগ কর্তৃপক্ষ ও শৃংখলা (ডিসিপ্লিনারি) কর্তৃপক্ষের কাজ করবে। এই কর্তৃপক্ষের অধিকার ক্ষেত্রের মধ্যে একটি সমিতি থেকে অন্য সমিতিতে সদস্যদের বদলি করার পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে;

(দুই) রাজ্য সরকার সময়ে সময়ে যে রকম নির্দেশ দেবেন সেই ভাবে পদালিভুক্ত সদস্যদের নিয়োগ করা এবং তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

(তিন) তার সদস্যদের চাকরি সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় দেখাশুনা করা ও সেই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় খাতাপত্র রাখা এবং নিবন্ধকের পূর্ব অনুমতি নিয়ে সদস্যদের চাকরির শর্তাদি স্থির করা;

(চার) পদালিভুক্ত সদস্যদের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ করা;

(পাঁচ) তার কাজকর্ম পরিচালনার পদ্ধতি নির্ধারণ করা;

(ছয়) বিবেচনামত তার ক্ষমতা ও কার্যাবলী তার এক বা একাধিক সদস্যের উপর অর্পণ করা।

(৮) বিভিন্ন পদালি কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত পদালি সদস্যদের বেতনক্রম ও অন্যান্য ভাতাদি নিবন্ধক স্থির করবেন এবং বিভিন্ন সময়ে তা সংশোধন করবেন।

(৯) (এক) পদালি কর্তৃপক্ষের অধীনে কিছু তহবিল থাকবে এবং ঐ উদ্দেশ্যে তাকে একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে।

(দুই) ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যুগ্মভাবে পরিচালনা করবেন পদালি কর্তৃপক্ষের সভাপতি

ও সম্পাদক এবং দুইজনের মধ্যে একজন অনুপস্থিত থাকলে উপস্থিত ব্যক্তি পদালি কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মত অন্য কোন সদস্যের সাথে যুগ্মভাবে পরিচালনা করবেন।

(তিন) সমবায় সংস্থাসমূহ, রাজ্য সরকার বা রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত অন্যান্য সংস্থাসমূহের দানের মাধ্যমে এবং অন্যান্য উৎস থেকে গ্রহণ করা দানেও এই তহবিল সৃষ্ট ও স্ফীত হবে।

(চার) নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলিসহ দায়িত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্য যে কোন উদ্দেশ্যে পদালি কর্তৃপক্ষ এই তহবিল সদ্ব্যবহার করবে ঃ---

(এ) পদালি সদস্যদের বেতন ও অন্যান্য ভাতাদি প্রদান;

(বি) পদালি কর্তৃপক্ষের বৈঠক ও নিজস্ব কর্মচারিদের বেতন ও ভাতাসহ কর্তৃপক্ষের সংস্থা ব্যয় (এস্ট্যাব্লিসমেন্ট কস্ট) নির্বাহ।

(১০) সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক বা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাংকের অফিসের বাড়িতে বা তার যত কাছাকাছি সম্ভব জায়গায় পদালি কর্তৃপক্ষের অফিস প্রতিষ্ঠিত হবে।

(১১) এই নিয়মাবলীতে যা-ই বলা থাকুক না কেন, রাজ্যের সমবায় আন্দোলনের স্বার্থে পদালি কর্তৃপক্ষের গঠন ও সঠিক কাজকর্ম নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা রাজ্য সরকারের থাকবে।

(১২) নিয়মাবলীতে অন্য কিছু বলা না থাকলে---

(এক) পদালি কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে রাজ্য সরকারের কাছে সমস্ত আদান-প্রদান নিবন্ধকের মাধ্যমে হবে,

(দুই) পদালি কর্তৃপক্ষের সমস্ত নির্দেশ যাবে পদালি কর্তৃপক্ষের সম্পাদকের স্বাক্ষরে,

(তিন) পদালি কর্তৃপক্ষের সদস্যদের নির্বাচনের বিষয়ে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসৃত হবে---ঃ

(এ) ব্লকের প্রতিটি প্রাথমিক কৃষি সমবায় ঋণদান সমিতি বোর্ডের বৈঠকে একজন প্রতিনিধি স্থির করবে এবং তার নাম সাথে সাথে পদালি কর্তৃপক্ষের কাছে

পাঠাবে। ব্লকের প্রাথমিক কৃষি সমবায় ঋণদান সমিতিসমূহের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিগণ ডেলিগেটদের একটি নির্বাচকমণ্ডলী (ইলেক্টোরাল কলেজ) গঠন করবে। প্রতিটি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক বা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাংকের এলাকাগত অধিকার ক্ষেত্রের মধ্যে পদালি কর্তৃপক্ষের ছয়জন সদস্য নির্বাচনে ডেলিগেটদের এই নির্বাচকমণ্ডলী অংশগ্রহণ করবে। সংশিষ্ট ডেলিগেট ও পদালি কর্তৃপক্ষের নির্বাচনের ব্যবস্থা পদালি কর্তৃপক্ষের সম্পাদক করবেন; তিনিই সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথিপত্র রক্ষণাবেক্ষণ করবেন;

(বি) কর্মরত পদালি কর্তৃপক্ষের কাজের মেয়াদ শেষ হওয়ার ১৫ দিন আগেই পদালি কর্তৃপক্ষের সদস্যদের নির্বাচন শেষ করতে হবে;

(সি) পদালি কর্তৃপক্ষের নির্বাচিত সদস্যপদে কোন আকস্মিক পদরিক্তি ঘটলে পদালি কর্তৃপক্ষ ডেলিগেটদের মধ্যে থেকে একজনকে ঐ শূন্যপদে সহযোজন করবে। যে সদস্যের শূন্যস্থানে সহযোজিত করা হবে তার মেয়াদের বাকি কার্যকাল পর্যন্তই তিনি পদে থাকবেন;

(ডি) পদালি কর্তৃপক্ষের সম্পাদক বা তাঁর অনুপস্থিতিতে সম্পাদক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত পদালি কর্তৃপক্ষের কোন আধিকারিক—

(এক) প্রত্যেক ব্লকের ডেলিগেট নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সভা আহ্বানের বেশ আগে পদালি কর্তৃপক্ষের এলাকাগত অধিকার ক্ষেত্রের সমস্ত প্রাথমিক ঋণদান সমিতিসমূহের প্রতিনিধিদের নাম চেয়ে পাঠাবেন;

(দুই) ডেলিগেটদের নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সভার কমপক্ষে ২১ দিন পূর্বে প্রাথমিক কৃষি সমবায় ঋণদান সমিতিসমূহের প্রতিনিধিদের কাছে সভার নোটিস পাঠাবেন;

(তিন) পদালি কর্তৃপক্ষের সদস্যদের নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নির্বাচনের কমপক্ষে ২১ দিন আগে পদালি কর্তৃপক্ষের ডেলিগেটদের কাছে নোটিস পাঠাবেন।

(ই) প্রতিনিধি পছন্দের উদ্দেশ্যে বোর্ডের বৈঠক আহ্বানের নোটিস দেওয়ার তারিখে প্রাথমিক কৃষি সমবায় ঋণদান সমিতির কোন সদস্যের সমিতিতে খেলাপি ঋণ থাকলে তিনি প্রতিনিধি নির্ধারিত হতে পারবেন না।

(চার) ৫ উপনিয়মে বর্ণিত পাঁচ বৎসরের সময়কাল অতিক্রম করে গেলে নিবন্ধক কর্তৃক পদালি কর্তৃপক্ষের মনোনীত সদস্যগণ আর পদে থাকবেন না।

(পাঁচ) (এ) পদালি কর্তৃপক্ষের বৈঠক তার সম্পাদক প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি

আহ্বান করবেন এবং সংশ্লিষ্ট বৈঠকের কমপক্ষে সাতদিন আগে নোটিস পাঠাতে হবে।

(বি) সংশ্লিষ্ট বৈঠকের কার্যবৃত্ত নথিভুক্ত হবে এবং বৈঠক শেষ হওয়ার সময় থেকে ৭০ ঘণ্টার মধ্যে পদালি কর্তৃপক্ষের সভাপতি ও সম্পাদক দ্বারা তা স্বাক্ষরিত হবে;

(সি) সভাপতি অনুপস্থিত থাকলে উপস্থিত সদস্যগণ বৈঠক পরিচালনার জন্য নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে সভাপতি নির্বাচন করবেন;

(ডি) তিনজন সদস্য উপস্থিত থাকলে বৈঠকে অপেক্ষ সংখ্যা পূর্ণ হবে;

(ঈ) বৈঠকের সমস্ত সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে নেওয়া হবে। সমান সংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে লটারির সাহায্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে;

(ছয়) পদালি কর্তৃপক্ষের নথিপত্র রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তার সম্পাদক দায়ী থাকবেন;

(সাত) প্রত্যেক পদালি কর্তৃপক্ষের তহবিল অন্যান্য উৎসসমেত নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে সৃষ্ট ও স্ফীত হবে :—

(এ) কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক বা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাংকে সভ্যভুক্ত বা বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক দত্তক হিসাবে গৃহীত এবং ম্যানেজার আছে এমন প্রতিটি প্রাথমিক কৃষি সমবায় ঋণদান সমিতি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক থেকে গৃহীত মোট বার্ষিক স্বল্পমেয়াদি দাদনের শতকরা এক টাকা হারে সংশ্লিষ্ট পদালি কর্তৃপক্ষের তহবিলে দেবে এবং ঐ অর্থ সংশ্লিষ্ট অর্থ প্রদায়ী ব্যাংক ঋণদাদনের পনেরো দিনের মধ্যে আদায় করে উক্ত পদালি কর্তৃপক্ষের তহবিলে জমা দেবে।

ব্যাখ্যা :—বাণিজ্যিক ব্যাংক বলতে গ্রামীণ ব্যাংককেও বোঝাবে।

(বি) সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রত্যেকেই প্রাথমিক কৃষি সমবায় ঋণদান সমিতি সমূহকে প্রদত্ত মোট বার্ষিক দাদনের শতকরা আধ ভাগ (১/২) টাকা সংশ্লিষ্ট পদালি কর্তৃপক্ষের তহবিলে দেবে। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে তাদের দেয় টাকা পদালি কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাবে।

(সি) রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এবং সুযোগ থাকলে অন্যান্য উৎস থেকেও তার তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহের বিষয়ে পদালি কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নেবে।

(ডি) গৃহীত সমস্ত অর্থ তহবিলে জমা হবে এবং ঐ তহবিল থেকেই সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

(আট) নিবন্ধক কর্তৃক নির্দেশিত নিদর্শ অনুসারে পদালি কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সময়ে রিপোর্ট (প্রতিবেদন) ও রিটার্ণ (বিবরণ) নিবন্ধকের কাছে পাঠাবে।

(নয়) পদালি কর্তৃপক্ষের গঠনতন্ত্র, কার্যাবলী ও অর্থনৈতিক অবস্থাদি নিবন্ধক বা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত আধিকারিকের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

ধারা—৩৭/নিয়ম—১৭০

৬৬। সমবায় কৃত্য নিয়োগাধিকার (Co-operative Service Commission) :

(১) ৩৮ ধারার (১) উপধারা মতে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি সমবায় কৃত্য নিয়োগাধিকারের (অতঃপর কমিশন বলা হবে) সভাপতি হবেন।

(২) কমিশনের সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক হলে প্রকৃত কর্মে ব্যয়িত সময়ের ভিত্তিতে সর্বশেষ গৃহীত বেতন ও ভাতাদি এবং কর্মরত থাকলে প্রচলিত বেতন ও ভাতাদি তাকে দেওয়া হবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, কমিশনের সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত ব্যক্তি যদি পেনশন (অক্ষমতা বা আঘাতজনিত পেনশন ব্যতিরেকে) পান তাহলে বেতন থেকে পেনশনলব্ধ অর্থ বাদ যাবে এবং নিয়োগের পুর্বে তিনি যদি পেনশনের কোন অংশের বিনিময়ে অর্থ নিয়ে থাকেন তাহলে আনুতোষিকসহ পেনশনের সেই অংশ বেতন থেকে বাদ যাবে।

(৩) কমিশনের নিম্নলিখিত কর্মচারী থাকবে ঃ—

(এ) একজন সচিব,

(বি) একজন উপসচিব,

(সি) একজন সহসচিব,

(ডি) একজন প্রধান সহায়ক,

(ঈ) তিনজন লঘুলিপিক (স্টেনোগ্রাফার),

(এফ) তিনজন মুদ্র লেখক (টাইপিস্ট),

(জি) দুইজন উচ্চবর্গীয় সহায়ক,

(এইচ) দুইজন নিম্নবর্গীয় সহায়ক,

(আই) দুইজন চাপরাসী (পিওন),

(জে) চারজন আরদালী (অর্ডারলী পিওন) ঃ

প্রকাশ থাকে যে, কমিশনের সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে কমিশনের আধিকারিকদের ও অন্যান্য কর্মিদের ক্ষমতা বাড়ানো বা কমানোর ক্ষমতা রাজ্য সরকারের থাকবে।

(৪) পশ্চিমবঙ্গের কৃত্য নিয়োগাধিকারের আধিকারিক ও কর্মিদের মতই কমিশনের আধিকারিক ও অন্যান্য কর্মীরা বেতন ও ভাতাদি পাবেন।

(৫) (এ) পশ্চিমবঙ্গের সমবায় বিভাগীয় সচিবের নিকট স্বহস্তে লিখিত পত্র মারফত কমিশনের সভাপতি তার পদত্যাগ করতে পারেন, এবং

(বি) পশ্চিমবঙ্গের কৃত্য নিয়োগাধিকারের সভাপতিকে যে ভাবে অপসারণ করা যায় সেইভাবে কমিশনের সভাপতিকে রাজ্য সরকার অপসারণ করতে পারবেন।

(৬) 'ডি' শ্রেণীভুক্ত কর্মী ব্যতিরেকে এবং মূল বেতন দুইশত টাকা ও তার অধিক এমন পদগুলির ক্ষেত্রে কমিশন ৩৮ ধারার (৫) উপধারা মতে ব্যক্তিদের নির্বাচন করবেন।

ধারা—৩৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

সমবায় সমিতিসমূহের কর্তব্য ও দায়িত্ব (Duties and Obligations of Co-operative Societies) :

৬৭। সমবায় সমিতির ঠিকানা (Address of Co-operative Society):

(১) প্রত্যেক সমবায় সমিতি উপবিধিতে কারবারের স্থান, ডাকঘর, থানা ও জেলা উল্লেখ করে নিজস্ব ঠিকানা লিপিবদ্ধ করবে যেটি সমিতির নিবন্ধিত ঠিকানা বলে বিবেচিত হবে।

(২) বোর্ডের সিদ্ধান্তক্রমে সেই ঠিকানার পরিবর্তন করা যাবে এবং একাদশ নির্দশ অনুসারে এইরূপ পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি নিম্নলিখিতদের জানাতে হবে ঃ—

(এক) নিবন্ধক;

(দুই) যে সমিতিতে সংশ্লিষ্ট সমিতি সম্বন্ধীকৃত (এ্যাফিলিয়েটেড়) হয়েছে সেই সমিতি;

(তিন) অর্থপ্রদায়ী ব্যাংক, যদি থাকে; এবং

(চার) ব্যাংকিং-এর কাজ করে এমন সমিতির ক্ষেত্রে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক।

ধারা—৩৯

৬৮। সদসদের পরিদর্শনের জন্য খাতাপত্র ও দস্তাবেজ উন্মুক্ত রাখা হবে (Books and Documents to be kept open for inspection by Members) :

(১) ৪০ ধারা অনুসারে প্রত্যেক সমবায় সমিতি সদস্যদের পরিদর্শনের জন্য নিম্নলিখিত খাতাপত্র ও দস্তাবেজ উন্মুক্ত রাখবে, যেমন—

(এক) আইনের একটি প্রতিলিপি;

(দুই) নিয়মাবলীর একটি প্রতিলিপি;

(তিন) উপবিধির একটি প্রতিলিপি;

(চার) সদস্যদের ও তাদের মনোনীত ব্যক্তিদের নিবন্ধ পুস্তক;

(পাঁচ) সম্বন্ধীকৃত (এ্যাফিলিয়েটেড) সমিতিসমূহ থাকলে তাদের নিবন্ধ পুস্তক;

(ছয়) পরিচালকদের নিবন্ধ পুস্তক;

(সাত) অংশের খতিয়ান (শেয়ার লেজার);

(আট) আমানত ও অন্যান্য কর্জ থাকলে তাদের খতিয়ান;

(নয়) নগদান বহি (ক্যাশ বুক);

(দশ) কার্জের খতিয়ান, যদি থাকে;

(এগারো) সদস্যদের সম্পত্তি ও কর্জ বৃত্তান্তের নিবন্ধ পুস্তক, যদি থাকে;

(বারো) সাধারণ খতিয়ান, যদি থাকে;

(তের) পণ্য সামগ্রী বিক্রয় ও ক্রয়ের নিবন্ধ পুস্তক, যদি থাকে;

(চোদ্দো) বোর্ডের বৈঠক ও সাধারণ সভাসমূহের কার্যবিবরণ বহি (মিনিট বুক);

(পনেরো) সর্বশেষ নিরীক্ষিত উদ্বর্তপত্র (ব্যালেন্স সিট)।

(২) ১ উপনিয়মে বর্ণিত বহি ও দলিলপত্রাদির প্রমাণিত প্রতিলিপির জন্য

সদস্যদের ডবল স্পেসে টাইপ করা প্রভৃতি ফুল্‌স্‌ক্যাপ পৃষ্ঠার জন্য দুই টাকা হারে ফি দিতে হবে।

ধারা—৪০/নিয়ম—২৩১, ২৩৩

৬৯। সমবায় সমিতি নিম্নপক্ষে যে বেতনভোগী কর্মচারিবৃন্দ রাখবে—প্রত্যেকের আবশ্যকীয় যোগ্যতাবলী ও তাদের নিয়োগপদ্ধতি এবং চাকরির শর্তাদি (Minimum paid staff to be employed by a Co-operative Society, their respective essential qualifications and procedure of their employment and the conditions of their service):

(১) প্রত্যেক সমবায় সমিতি তার কারবার পরিচালনার জন্য কমপক্ষে কতজন বেতনভোগী কর্মচারী আবশ্যক তা সময়ে সময়ে বোর্ডের বৈঠকে স্থির করবেন এবং তাদের এই অধ্যায়ের পরিশিষ্টে বর্ণিত বেতনক্রমের ধাঁচে সুবিধামত বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করবেন এবং ৩৮ ধারার (৫) উপধারা ও ৪২ ধারার (১) উপধারায় উল্লিখিত পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে পদ পূরণ করতে পারেন ঃ

প্রকাশ থাকে যে, শেয়ার মূলধনে অংশগ্রহণ, ঋণ, সরকারি প্রত্যাভূতি প্রভৃতি আকারে যে সমস্ত সমিতি সরকারি সাহায্য পেয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে দুই হাজার বা ততোধিক বেতনক্রম বিশিষ্ট পদ রাজ্য সরকারের পূর্ব অনুমতি না নিয়ে সৃষ্টি করা যাবে না।

(২) পদগুলি নিম্নলিখিতভাবে পূরণ করা হবে ঃ—

(এ) সমবায় সমিতিতে বোর্ডকর্তৃক নির্ধারিত উচ্চপদগুলি প্রথমত প্রাতিষ্ঠানিক প্রার্থিদের দ্বারা, দ্বিতীয়ত প্রত্যক্ষ নিয়োগের মাধ্যমে তারপরে সরকারি আধিকারিকদের দিয়ে পূরণ করা হবে;

(বি) শীর্ষ বা কেন্দ্রীয় সমিতির অনুমোদিত পদগুলির অনধিক শতকরা ২৫ ভাগ পদ সম্বন্ধীকৃত সমিতিসমূহের দক্ষ ও উপযুক্ত কর্মচারিদের পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করতে হবে;

(সি) প্রকরণ (এ) ও প্রকরণ (বি)তে বর্ণিত পদসমূহ বাদ দিয়ে 'এ' ও 'বি' গ্রুপের পদগুলির বাকি ৫০ শতাংশ এবং 'সি' গ্রুপের বাকি পদগুলির ১০ শতাংশ সমিতির নিম্নতর পদগুলির যোগ্যতাসম্পন্ন ও উপযুক্ত কর্মচারিদের পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা যেতে পারে;

(ডি) 'এ', 'বি' এবং 'সি' গ্রুপের বাকি পদগুলি ৬৬ নিয়মের (৬) উপনিয়ম সাপেক্ষে প্রত্যক্ষ নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা যেতে পারে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, সমবায় সমিতির পূর্ণকালের কর্মচারী চাকরি করতে করতে মারা গেলে বা স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়ে পড়লে বা অন্য কোন কারণে চাকরি করতে অপরাগ হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট মৃত বা অন্য কোন কারণে চাকরি করতে অপরাগ হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট মৃত বা অক্ষম বা অপারগ কর্মীর উপর নির্ভরশীলদের জীবন ধারণের জন্য কোন বিকল্প না থাকলে প্রত্যেক সমবায় সমিতি, শূন্যপদ সাপেক্ষে সহানুভূতিসম্পন্ন কারণে সংশ্লিষ্ট পূর্ণকালের কর্মচারির সাধারণত স্ত্রী, পুত্র বা কন্যাকে যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরি দেবে।

(ঈ) ৬৬ নিয়মের (৬) উপনিয়ম ও (ডি) প্রকরণের অনুবিধি সাপেক্ষে রাজ্য সরকার কর্তৃক বর্ণিত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট সমিতি কর্তৃক তার 'ডি' শ্রেণীভুক্ত কর্মচারিরা নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।

(৩) সমবায় সমিতিসমূহের কর্মচারিদের চাকরির শর্তাদি এই অধ্যায়ের পরিশিষ্টে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে হবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, এই অধ্যায়ের পরিশিষ্টে বর্ণিত শর্তাদি ছাড়াও বোর্ড মূলত দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে অন্যান্য শর্তাদি নির্ধারণ করতে পারে।

ধারা—৪২/নিয়ম—১০৬, ১০৭, ১০৮

৭০। খাতাপত্র ও নিবন্ধ পুস্তক (Books and Registers) :

প্র ত্যাক সমবায় সমিতি কাজকর্ম যথাযথভাবে পরিচালনের জন্য যেমন প্রয়োজন সেইভ বে খাতাপত্র ও নিবন্ধ পুস্তক (রেজিস্টার) রাখবে। বিশেষভাবে নিম্নলিখিত খাতাপত্র ও নিবন্ধ পুস্তক হালনাগাদ সংশোধন করে রাখবে ঃ—

(এক) সাধারণসভা ও বোর্ডের বৈঠকের কার্যবৃত্ত (মিনিট) লিপিবদ্ধ করার জন্য ামানঢ বুক;

(দুই) দ্বাদশ নিদর্শ অনুসারে সদস্যদের ও তাদের মনোনীত ব্যক্তিদের নিবন্ধ পুস্তক;

(তিন) সম্বন্ধীকৃত সমিতি থাকলে ত্রয়োদশ নিদর্শ অনুসারে তাদের নিবন্ধ পুস্তক;

(চার) চতুর্দশ নিদর্শ অনুসারে পরিচালকদের নিবন্ধ পুস্তক;

(পাঁচ) শেয়ার খতিয়ান;

(ছয়) আমানত ও অন্যান্য কর্জ থাকলে তাদের খতিয়ান;

(সাত) দিন শেষের নগদ তহবিল দেখিয়ে ক্যাশবুক;

(আট) কার্বন প্রক্রিয়ায় দেয় নিদর্শযুক্ত রসিদের রসিদ বই;

(নয়) সমিতি কর্তৃক নির্বাহিত উপনিমিত্ত (কন্‌টিনজেন্ট) ও অন্যান্য ব্যয়ের প্রমাণক সম্বলিত প্রমাণক (ভাউচার) ফাইল;

(দশ) সদস্যদের কাছে ঋণের দাদন সম্বলিত কর্জ খতিয়ান। এই খতিয়ানে থাকবে—ঋণের পরিমাণ, যে উদ্দেশ্যে ঋণ দেওয়া হয়েছে সেই উদ্দেশ্য, পরিশোধের এক বা একাধিক তারিখ, আসল ও সুদের পৃথক বিবরণ;

(এগারো) সীমাহীন দায়বিশিষ্ট সমিতির ক্ষেত্রে সদস্যদের সম্পত্তি ও কর্জের বিবরণ সম্বলিত নিবন্ধ পুস্তক। এতে থাকবে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তির তারিখে চিহ্নিত করার উপযোগী সম্পত্তির পূর্ণ বিবরণসহ প্রতি ব্যক্তি সদস্যের পরিসম্পৎ ও দায়িতার বিবরণ (প্রতি তিন বৎসর অন্তর তা সংশোধিত হবে);

(বারো) একলক্ষ টাকার অধিক কার্যকর মূলধন বিশিষ্ট সমিতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন খাতে সমিতির প্রাত্যহিক জমা, খরচ ও অনাদায়ী টাকার বিবরণ সম্বলিত সাধারণ খতিয়ান;

(তের) ক্রয়-বিক্রয়কারী সমিতির ক্ষেত্রে সমিতি কর্তৃক ক্রীত ও বিক্রিত পণ্য সামগ্রীর সম্ভারবহি (স্টক বুক) ও নিবন্ধ পুস্তক;

(চোদ্দো) নিবন্ধক অন্য যে সমস্ত খাতাপত্র ও নিবন্ধ পুস্তক যে নিদর্শ অনুযায়ী রাখতে বলবেন সেইভাবে সেই খাতাপত্র ও নিবন্ধ পুস্তকগুলি।

ধারা—৪২

৭১। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন বা জেলা সমবায় ইউনিয়নসমূহের সাথে সমিতিসমূহের সম্বদ্ধন (Affilication of Societies with the West Bengal State Co-operative Union or the District Co-operative Unions):

(১) নীচের 'এ' চিহ্নিত সারণির দ্বিতীয়স্তম্ভে বর্ণিত সম্বদ্ধন ফি দিয়ে সমস্ত শীর্ষ সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, পৌর সমবায় ব্যাংক, জেলা সমবায় ইউনিয়ন, একাধিক জেলায় কার্যকর এলাকাবিস্তৃত এমন সমবায় সমিতি পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক কার্যকর মূলধন বিশিষ্ট কর্মচারী ঋণদান সমবায় সমিতি এবং ১৯৮৪ সালের বহু রাজ্যভিত্তিক সমবায় সমিতিসমূহের আইনের (১৯৮৪ সালের ৫১) আওতাভুক্ত সমস্ত সমবায় সমিতি রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সদস্য হবে। প্রতি সমবায় বৎসর শেষ হওয়ার আগে পূর্বোক্ত সারণির তৃতীয়স্তম্ভে বর্ণিত হারে নবীকরণ ফি দিয়ে সংশ্লিষ্ট সদস্যপদ বার্ষিক ভিত্তিতে নবীকৃত করতে হবে।

(২) অন্য সমস্ত সমবায় সমিতি নীচের 'বি' চিহ্নিত সারণির দ্বিতীয়স্তম্ভে বর্ণিত হারে সম্বদ্ধন ফি দিয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা সমবায় ইউনিয়নসমূহের সদস্য হবে। প্রতি সমবায় বৎসর শেষ হওয়ার আগে পূর্বোক্ত সারণির তৃতীয়স্তম্ভে বর্ণিত হারে নবীকরণ ফি দিয়ে সংশ্লিষ্ট সদস্যপদ বার্ষিক ভিত্তিতে নবীকৃত করতে হবে।

(৩) ১ উপনিয়মে উল্লিখিত বিধান যদি উক্ত উপনিয়মে বর্ণিত কোন সমবায় সমিতি লংঘন করে তাহলে প্রথমবারের খেলাপের জন্য তিনশো টাকা আর তার পরের প্রতিটি খেলাপের জন্য পাঁচশো টাকা করে জরিমানা ধার্য হবে।

(৪) ২ উপনিয়মে উল্লিখিত বিধান যদি উক্ত উপনিয়মে বর্ণিত কোন সমবায় সমিতি লংঘন করে তাহলে প্রথমবারের খেলাপের জন্য একশো টাকা আর তার পরের প্রতিটি খেলাপের জন্য দুশো টাকা করে জরিমানা ধার্য হবে।

সারণি—'এ'

রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সদস্যপদের জন্য দেয় ফি

ইউনিয়ন বা সমিতির নাম	সম্বন্ধন ফি	নবীকরণ ফি
(১)	(২)	(৩)
(এ) ব্যবসায় নিয়োজিত শীর্ষ সমিতি	১০০০.০০	১০০০.০০
(বি) অন্য কোন শীর্ষ সমিতি	২৫০.০০	২৫০.০০
(সি) কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক	৫০০.০০	৫০০.০০
(ডি) পৌর সমবায় ব্যাংক	৫০০.০০	৫০০.০০
(ঈ) জেলা সমবায় ইউনিয়ন	২৫০.০০	২৫০.০০
(এফ) একাধিক জেলায় বিস্তৃত কার্যকর এলাকা বিশিষ্ট সমবায় সমিতি	২৫০.০০	২৫০.০০
(জি) পাঁচ লক্ষাধিক টাকা কার্যকর মূলধন বিশিষ্ট কর্মচারী ঋণদান সমিতি	২৫০.০০	২৫০.০০
(এইচ) ১৯৮৪ সালের বহু রাজ্যভিত্তিক সমবায় সমিতিসমূহ আইনের আওতাভুক্ত সমবায় সমিতি—		
(এক) পাঁচ লক্ষ টাকার বেশি কিন্তু দশ লক্ষ টাকার কম কার্যকর মূলধন বিশিষ্ট—	২৫০.০০	২৫০.০০
(দুই) দশ লক্ষ টাকার অধিক কার্যকর মূলধন বিশিষ্ট—	৫০০.০০	৫০০.০০

সারণি—'বি'

জেলা সমবায় ইউনিয়নের সদস্যপদের জন্য দেয় ফি

সমিতির নাম	সম্বন্ধন ফি	নবীকরণ ফি
(১)	(২)	(৩)
(এ) কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ছাড়া অন্য কোন কেন্দ্রীয় সমিতি—	২৫০.০০	২৫০.০০
(বি) কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক—	১০০০.০০	১০০০.০০

সমিতির নাম	সম্বন্ধন ফি	নবীকরণ ফি
(১)	(২)	(৩)
(সি) প্রথমিক ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক—	২৫০.০০	২৫০.০০
(ডি) প্রাথমিক বিপণন সমিতি—	১০০.০০	১০০.০০
(ঈ) সেবা বা কর্মচারী ঋণদান, হস্তচালিত তন্তুবায়, শিল্প, পরিবহণ ও হিমঘর সমিতিসমূহ ঃ—		
(এক) এক লক্ষ ও ততোধিক টাকার কার্যকর মূলধন বিশিষ্ট—	৫০.০০	৫০.০০
(দুই) এক লক্ষ টাকার কম কার্যকর মূলধন বিশিষ্ট—	২৫.০০	২৫.০০
(এফ) পৌর সমবায় ব্যাংক—	১০০.০০	১০০.০০
(জি) উপরের (এ) থেকে (এফ) স্তম্ভে বর্ণিত ব্যতিরেকে অন্যান্য সমিতিসমূহ—	২৫.০০	২৫.০০

ধারা—২(২১), ২(৪২), ৪১/নিয়ম—৬

৭২। বার্ষিক রিটার্ণ (Annual Return):

নিবন্ধক সময়ে সময়ে যেরূপ নিদর্শে যেরূপ বিবরণ ও রিটার্ণ দাখিলের নির্দেশ দেবেন, প্রত্যেক সমবায় সমিতিকে সেইরূপ নিদর্শে সংশ্লিষ্ট বিবরণ ও রিটার্ণ নিবন্ধকের কাছে পাঠাতে হবে এবং প্রত্যেক সমবায় বৎসর শেষ হওয়ার তারিখ থেকে চার মাসের মধ্যে বা নিবন্ধক যে সময়ের নির্দেশ দেবেন সেইরূপ সময়ের মধ্যে পঞ্চদশ নিদর্শ অনুসারে প্রত্যেক সমিতি একটি বার্ষিক রিটার্ণ পাঠাবে।

ধারা—৯০ (৩)/নিয়ম—৭৭, ১৫৬

৭৩। অতিরিক্ত রিটার্ণসমূহ (Additional Returns) :

(১) ৭২ নিয়মে বর্ণিত বার্ষিক রিটার্ণ ছাড়াও শীর্ষ সমিতি, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক এবং নিবন্ধক অপর যে সমস্ত সমিতিকে নির্দেশ দেবেন সেই সমস্ত সমিতি তাদের কার্যাবলী ও লেনদেনের পরিচয় ষোড়শ নিদর্শ অনুসারে দিয়ে একটি ত্রৈমাসিক রিটার্ণ এবং নিবন্ধক সময়ে সময়ে অপর যেরূপ রিটার্ণ চাইবেন সেইরূপ রিটার্ণ দাখিল করবে।

(২) ১ উপনিয়ম অনুসারে দেয় রিটার্ণসমূহ ও বিবরণাদি সংশ্লিষ্ট সময়কাল

অতিক্রম করার তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে বা নিবন্ধক আরও সময় দিলে সেই সময়ের মধ্যে দাখিল করতে হবে।

নিয়ম—৭৭

৭৪। যে সকল ব্যক্তি হিসাব, খাতাপত্রাদি রাখবেন (Persons who will maintain Accounts, Books, etc.) :

বোর্ড নির্দিষ্ট করে দেবে সমিতির কোন্ কোন্ আধিকারিক ও কর্মচারী—

(এ) হিসাবের খাতাপত্র রাখবেন;

(বি) অন্যান্য খাতাপত্র ও নিবন্ধপুস্তক রাখবেন; এবং

(সি) রিটার্ণ ও বিবরণসমূহ প্রস্তুত করবেন ঃ

কিন্তু, যে ব্যক্তিকে হিসাব রাখার ভার দেওয়া হবে তাঁকে যেন নগদ টাকা পয়সা রাখার ভার দেওয়া না হয়।

ধারা— ৪২

৭৫। হিসাব, খাতা ও নথিপত্রের জিম্মা (Custody of Accounts, Books and Records):

(১) সমিতির খাতা ও নথিপত্র সম্পাদকের জিম্মায় বা সম্পাদকের ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালনকারী অন্য কোন ব্যক্তির জিম্মায় থাকবে।

(২) সম্পাদককে বা সম্পাদকের ক্ষমতা প্রয়োগকারী বা কর্তব্য পালনকারী কোন ব্যক্তিকে সমিতির খাতা ও নথিপত্রের জিম্মা থেকে সমিতির কোন সদস্য বা কর্মচারী বঞ্চিত করতে পারবে না।

(৩) সমিতির কোন সদস্য বা কর্মচারী দুই উপনিয়মের বিধান লংঘন করলে আদালত কর্তৃক দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়ে ৫০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা দেবে এবং এ লংঘন চলতে থাকলে যতদিন তা চলবে ততদিন, দিন প্রতি সর্বোচ্চ দশ টাকা হিসাবে আরও জরিমানা ধার্য করা যাবে।

(৪) নিবন্ধক বা তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির চাহিদা মত কোন ব্যক্তি খাতাপত্র ও নিবন্ধপুস্তকসমূহ উপস্থিত করতে ব্যর্থ হলে বা অস্বীকার করলে তার পাঁচশো টাকা পর্যন্ত জরিমানা হবে এবং তার পরও ব্যর্থ হলে বা অস্বীকৃতি চলতে থাকলে দিন প্রতি পঞ্চাশ টাকা হিসাবে আরও জরিমানা ধার্য করা যাবে।

ধারা—৪২

৭৬। খাতাপত্র, নথিপত্র ইত্যাদি সংরক্ষণ ও বিলোপণ (Preservation and Destruction of Books, Records, etc.):

নিবন্ধক অন্যরূপ নির্দেশ না দিলে দ্বিতীয় তফসিলে যে সময়কাল নির্দিষ্ট আছে সেই সময়কাল পর্যন্ত সমিতির খাতাপত্র এবং নথিপত্র সংরক্ষণ করতে হবে।

ধারা—৪২

৭৭। সমিতির খরচে বিবরণ ইত্যাদি প্রস্তুত ও সেই খরচ আদায় (Preparation of Statements, etc., at the cost of Society and recovery of such cost):

(১) কোন সমবায় সমিতি নিবন্ধকের নিকট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আইন বা নিয়মাবলীতে আবশ্যক কোন বিবরণ বা রিটার্ণ পাঠাতে ব্যর্থ হলে নিবন্ধক যেমন কর্মচারী নিযুক্ত করা প্রয়োজন মনে করেন সেইরূপ কর্মচারি নিযুক্ত করে ঐরূপ বিবরণ বা রিটার্ণ প্রস্তুত করাবেন এবং সে বাবদ খরচ সমিতির উপর ধার্য করবেন।

(২) ১ উপনিয়ম অনুসারে ধার্য খরচ নিবন্ধকের অধিযাচনক্রমে সমাহর্তা সমিতির নিকট হতে সরকারি পাওনা রূপে আদায় করতে পারবেন আর ঐ ত্রুটির জন্য যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ দায়ী তাঁর বা তাঁদের কাছ হতে সমিতি ঐরূপ খরচা আদায় করতে পারবে।

নিয়ম—৭২, ৭৩

৭৮। উদ্বর্ত পত্র প্রকাশ (Publication of Balance Sheet):

(১) প্রত্যেক সমবায় সমিতি তার নিরীক্ষিত উদ্বর্তপত্র সাধারণ সভায় গৃহীত হওয়ার তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে তার নিবন্ধীকৃত অফিসে এবং যে সকল শাখা অফিসে তার কারবার পরিচালিত হয় সেগুলির প্রত্যেকটিতে কোন প্রকাশ্য স্থানে প্রদর্শনপূর্বক প্রকাশ করবে।

(২) সমিতির বোর্ড প্রত্যেক সমবায় বৎসরে সমিতির সাধারণ সভায় ঐ সভার তারিখ থেকে অনধিক তিন মাস পূর্বের একটি আয়-ব্যয়ের হিসাব (ক্যাশ অ্যাকাউন্ট) দাখিল করবে।

৭৯। ঋণ গ্রহণ (Borrowings) :

(১) কোন সমিতি ঊর্ধ্বপক্ষে কত ঋণ গ্রহণ করতে পারবে তা প্রতি বৎসর সমিতির একটি সাধারণ সভায় স্থির করতে হবে এবং কোন সমিতি ঐরূপে স্থিরীকৃত পরিমাণের বেশি ঋণ গ্রহণ করতে পারবে না :

কিন্তু, সাধারণ সভায় স্থিরীকৃত সীমা নিবন্ধক যে কোন সময়ে সংশোধন করতে পারবেন।

(২) ৮০ নিয়মে যেমন বিহিত আছে সেরকম ছাড়া, সাধারণ সভায় সময়ে সময়ে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ স্থির করা হবে ও নিবন্ধক কর্তৃক অনুমোদিত হবে তার বেশি দায়িতা কোন সমিতি সদস্য নয় এমন ব্যক্তিদের নিকট সৃষ্টি করতে পারবে না।

ধারা—৪৩

৮০। প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতির ঋণ গ্রহণের উপর বিধি নিষেধ (Restriction on Borrowings of Primary Agricultural Credit Society):

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সদস্য হয়েছে এমন প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিনা মঞ্জুরিতে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সদস্য না হলে নিবন্ধকের মঞ্জুরি ছাড়া সমিতির সদস্য নয় এমন ব্যক্তিদের কাছ থেকে কর্জ বা আমানত হিসাবে কোন টাকা নেবে না।

ধারা—৪৩

৮১। সীমাবদ্ধ দায়বিশিষ্ট সমিতির ঋণগ্রহণের উপর বিধিনিষেধ (Restriction on borrowings of limited liability Society) :

সীমাবদ্ধ দায়িত্ববিশিষ্ট কোন সমিতি, আদায়ীকৃত অংশগত মূলধন ও তৎকালে সমিতির কারবারের বাইরে পৃথকভাবে যে সংরক্ষিত তহবিল বিনিয়োগ করা হয়েছে উভয়ের যোগফলের পঁচিশ গুণের বেশি দায়িতা, আমানত বা কর্জ গ্রহণ বা অন্য কোন প্রকারে নিতে পারবে না ঃ

প্রকাশ থাকে যে—

(এ) কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক বা রাজ্য সমবায় ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক যদি কোন ভূমি উন্নয়ন ব্যাংককে কর্জ দাদন করে বা কোন ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক যদি তার সদস্যদের কর্জ দাদন করে তাহলে আদায়ীকৃত অংশগত মূলধন ও তৎকালে সমিতির কারবারের বাইরে পৃথকভাবে যে সংরক্ষিত তহবিল বিনিয়োগ করা আছে উভয়ের যোগফলের ত্রিশগুণ পর্যন্ত দায়িতা নিতে পারবে।

(বি) নিবন্ধকের অনুমতিক্রমে ও তাঁর শর্তাধীনে কোন কৃষি সমিতি বা অর্থপ্রদায়ী ব্যাংক, সদস্যদের শস্য উৎপাদন ও শস্যের বিলিব্যবস্থার জন্য পনেরো মাসের মধ্যে পরিশোধ করার শর্তে কর্জ দেওয়ার উদ্দেশ্যে, তার আদায়ীকৃত অংশগত মূলধন বা কারবারের বাইরে পৃথকভাবে বিনিয়োগকৃত সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ নির্বিশেষে দায়িতা নিতে পারবে।

(সি) নিবন্ধকের অনুমিতক্রমে ও তাঁর শর্তাধীনে কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক বা রাজ্য সমবায় ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক বা কোন কেন্দ্রীয় বা প্রাথমিক সমিতি তার সদস্যদের কৃষি পণ্য বা শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন, বিপণন ও প্রকরণের জন্য ঋণ দাদনের উদ্দেশ্যে, তার আদায়ীকৃত অংশগত মূলধন বা কারবারের বাইরে পৃথকভাবে বিনিয়োগকৃত সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ নির্বিশেষে দায়িতা গ্রহণ করতে পারবে।

(ডি) নিবন্ধকের অনুমতিক্রমে ও তাঁর আরোপিত শর্তাধীনে কোন সমবায় সমিতি, তার আদায়ীকৃত অংশগত মূলধন ও পৃথকভাবে বিনিয়োজিত সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ নির্বিশেষে, অন্য কোন সমবায় সমিতির কাছ থেকে পনেরো মাস কালের মধ্যে পরিশোধনীয় কর্জ বা আমানত হিসাবে দায়িতা নিতে পারবেন, যদি এইরূপ দায়িতা বিক্রয়যোগ্য লগ্নিপত্র বা দ্রব্যাদি বা উভয়ই আধেয় (প্লেজ) বা দায়বন্ধনের (হাইপথিকেশন) মাধ্যমে বর্তায় এবং যদি এইরূপ দায়িতার পরিমাণ বন্ধক বা দায়বন্ধনে আবদ্ধ বিক্রয়যোগ্য জামিন বা দ্রব্যাদি বা উভয়েরই বাজার মূল্যের শতকরা ৮০ ভাগের বেশি না হয়।

(ঈ) কৃষির ও কৃষি নির্ভরশীল ব্যক্তিদের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত জেলা বা জেলার অংশবিশেষে সংস্থা (এজেন্সি) গড়ে উঠেছে কেবলমাত্র সেখানকার সমবায় সমিতি, নিবন্ধকের অনুমতিক্রমে ও তাঁর আরোপিত শর্তাধীনে, তাঁর সদস্যদের অর্থ সরবরাহের উদ্দেশ্যে তার আদায়ীকৃত অংশগত মূলধন ও তৎকালে সমিতির কারবারের বাইরে পৃথকভাবে যে সংরক্ষিত তহবিল বিনিয়োগ করা হয়েছে উভয়ের যোগফলের ত্রিশগুণ পর্যন্ত দায়িতা নিতে পারে।

(এফ) কেবলমাত্র উদ্বাস্তুদের নিয়ে গঠিত সমবায় সমিতি, সরকারের উদ্বাস্তুবিষয়ক বিভাগের সুপারিশ ভিত্তিতে এবং নিবন্ধকের অনুমতিক্রমে ও তাঁর আরোপিত শর্তাধীনে, আদায়ীকৃত অংশগত মূলধন ও পৃথকভাবে বিনিয়োগকৃত সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ নির্বিশেষে দায়িতা গ্রহণ করতে পারবে।

ধারা—৪৩/নিয়ম—১৪৬

৮২। সহজে নগদ টাকায় পরিবর্তনীয় সম্পত্তি (Fluid resources or liquid cover):

(১) ১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং নিয়ন্ত্রণ আইনের (১৯৪৯ সালের ১০) আওতাভুক্ত সমবায় ব্যাংক ব্যতিরেকে অন্য ঋণদান সমিতি আমানত গ্রহণ করার জন্য নিবন্ধকের

নির্দেশক্রমে নিম্নলিখিত মাত্রায় সহজে নগদ টাকায় পরিবর্তনীয় ন্যূনতম সম্পত্তি (লিক্যুইড কভার) রাখবে ঃ—

(এক) চাহিবা মাত্র পরিশোধ্য (কল ডিপোজিট) বা চলতি হিসাবে গৃহীত আমানতের এবং যে রোক ঋণ (ক্যাশ ক্রেডিট) ও জমাতিরিক্ত গ্রহণ (ওভারড্রাফ্‌ট্) মঞ্জুর করা হয়েছে কিন্তু তুলে নেওয়া হয় নাই তার শতকরা ৪০ ভাগ।

(দুই) সঞ্চয়ী আমানতের শতকরা ২৫ ভাগ;

(তিন) পরবর্তী তিন মাস সময়ের মধ্যে মেয়াদ পূর্ণ হবে এমন স্থায়ী আমানতের শতকরা ২৫ ভাগ; এবং

(চার) পরবর্তী তিন মাসের পরে কিন্তু ছয় মাসের মধ্যে মেয়াদ পূর্ণ হবে এমন স্থায়ী আমানতের শতকরা ১২১/২ ভাগ ঃ

প্রকাশ থাকে যে, ১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং নিয়ন্ত্রণ আইনের (১৯৪৯ সালের ১০) বিধান সাপেক্ষে সমবায় ব্যাংকে জমাকৃত সংরক্ষিত তহবিলের টাকা যা নিবন্ধকের অনুমতি ছাড়া তোলা যাবে না তার জন্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কোন লিক্যুইড কভার রাখবে না।

ব্যাখ্যা—(১) সহজে নগদ টাকায় পরিবর্তনীয় সম্পত্তি বা 'লিক্যুইড কভার' বলতে বোঝাবে যে পরিসম্পৎ অবিলম্বে নগদ টাকায় রূপান্তরিত করা যায় এবং যা নিম্নলিখিত কোন এক বা একাধিক প্রকারে রক্ষিত হয়—

(এক) হাতে মজুত টাকা বা নিবন্ধক কর্তৃক অনুমোদিত ব্যাংকে গচ্ছিত টাকা;

(দুই) ডাকঘরে সেভিংস ব্যাংকে গচ্ছিত টাকা;

(তিন) ডাকঘরের ক্যাশ সার্টিফিকেট বা ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট, বা ন্যাশনাল প্ল্যান সার্টিফিকেট; এবং

(চার) নিবন্ধক কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য বিনিয়োগ;

ব্যাখ্যা—(২) সহজে নগদ টাকায় পরিবর্তনীয় সম্পত্তি হিসাব করার উদ্দেশ্যে উপরিউক্ত পরিসম্পৎসমূহের কতখানি পর্যন্ত ধরা হবে তা নিম্নে দেওয়া হ'ল—

(এক) পোস্টাল ক্যাশ সার্টিফিকেট বা ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট বা ন্যাশনাল প্লান সার্টিফিকেটসহ সরকারি প্রতিভূতিসমূহের বাজার মূল্যের শতকরা ৯০ ভাগ।

(দুই) হাতে মজুত, ব্যাংকে ও ডাকঘরের সেভিংস ব্যাংকে রক্ষিত টাকার শতকরা ১০০ ভাগ;

(তিন) ভূমি উন্নয়ন ব্যাংকের ঋণপত্রের (ডিবেঞ্চার) এবং অন্যান্য অছি প্রতিভূতিসমূহের আসলের বাজার মূল্যের শতকরা ৮০ ভাগ; এবং

(চার) নিবন্ধক কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য ব্যাংকে রক্ষিত স্থায়ী আমানতের শতকরা ৮০ ভাগ।

(২) বিশেষ পরিস্থিতিতে নিবন্ধকের অনুমোদনক্রমে বোর্ড এক উপনিয়মে বর্ণিত লিক্যুইড কভারের অনুপাত কমিয়ে দিতে পারে।

ধারা—৪৩

৮৩। ঋণপত্র বিক্রয় (Issue of Debentures) :

(১) ২৫ বৎসরের মেয়াদে পরিশোধযোগ্য এমন এক বা ততোধিক শ্রেণীভুক্ত ঋণপত্র বিক্রয় বা পুনর্বিক্রয়ের মাধ্যমে কোন সমবায় সমিতি গ্রহণ করতে পারে।

(২) ঋণপত্রের বিক্রয় বা পুনর্বিক্রয় হবে নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে ঃ—

(এ) সংশ্লিষ্ট ঋণপত্র সমিতির অনুকূলে স্থিত বন্ধকি দ্বারা সুরক্ষিত ও অছির উপর ন্যস্ত বা ৫৩ ধারা মতে গেহাণের দ্বারা সুরক্ষিত হবে, এবং

(বি) ঋণপত্র বাবদ দেয় মোট অর্থ সমিতির অনুকূলে স্থিত ও অছির উপর ন্যস্ত বন্ধকি সম্পত্তির মোট মূল্যের তিন-চতুর্থাংশ অতিক্রম করবে না।

ধারা—৪৪, ৪৫, ৫৩/নিয়ম—১০০

৮৪। রাজ্য সরকার কর্তৃক আর্থিক সহায়তা (Financial Assistance by the State Government):

(১) কোন সমবায় সমিতি সাহায্যের জন্য আবেদন করলে রাজ্য সরকার নিম্নলিখিত যে কোন উদ্দেশ্যে, সংশ্লিষ্ট সমিতিকে ঋণ দিতে, তার শেয়ার কিনতে বা অন্য কোন আর্থিক সহায়তা দিতে পারেন, উদ্দেশ্যগুলি হ'ল ঃ—

(এ) সদস্যগণ কর্তৃক পণ্য উৎপাদন বা পণ্যের বিলি ব্যবস্থায় সুবিধাদান;

(বি) কোন সমিতি যে কৃষিকার্য বা শিল্পকর্ম শুরু করেছে তার পরিচালন ও উন্নয়ন;

(সি) সদস্যদের পূর্বঋণ পরিশোধ, সদস্যগণ কর্তৃক জমি ক্রয় ও তার উন্নতি সাধন বা সদস্যদের কল্যাণার্থে সেচের সুবিধার জন্য পরিকল্পনানুসারে কোন কিছু নির্মাণ;

(ডি) সমিতি বা তার সদস্যগণ কর্তৃক বসতবাটি নির্মাণ;

(ঈ) উপবিধি অনুসারে সমিতি কর্তৃক ইতিপূর্বে গৃহীত কর্জের অর্থ পরিশোধ;

(এফ) সমিতির দক্ষ পরিচালনার উদ্দেশ্যে কর্মচারী রক্ষণ;

(জি) সমিতির নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে কোন ক্ষতি হলে তার আংশিক বা সম্পূর্ণ পূরণ; বা

(এইচ) রাজ্য সরকারের মতে সঙ্গত এমন অন্য কোন উদ্দেশ্য পূরণ;

(২) এক উপনিয়ম মতে আর্থিকসহায়তা রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কড়ার ও শর্ত সাপেক্ষে মঞ্জুর করা হবে।

ধারা—৪৮

৮৫। ঋণের জন্য দরখাস্ত (Application for Loan):

(১) বোর্ড কর্তৃক প্রস্তাবিত নিদর্শে ঋণের জন্য দরখাস্ত করতে হবে ও যে উদ্দেশ্যে ঋণ প্রয়োজন তা ঐ দরখাস্তে উল্লেখ করতে হবে।

(২) প্রাথমিক সমিতির কোন সদস্য ঋণের জন্য দরখাস্ত করলে নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত সম্পূর্ণ বিবরণ দাখিল করতে হবে—

(এক) সম্পত্তি ও ঋণ;

(দুই) বার্ষিক আয় এবং মধ্য মেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত বিনিয়োগ থেকে প্রত্যাশিত বাৎসরিক আয়;

(তিন) আসলের কিস্তিসহ নির্বাহিত ও প্রস্তাবিত বাৎসরিক ব্যয়; এবং

(চার) আবেদনকৃত ঋণ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তিযোগ্য উদ্বৃত্ত।

ধারা—৪৭

৮৬। ঋণের জন্য জামিন (Security for Loan):

উপবিধি মতে যেমন জামিন দেওয়া আবশ্যক কিংবা বোর্ড যেমন জামিন দিতে আদেশ দেবে কোন সদস্য প্রতিবার ঋণের জন্য সেইরূপ জামিন দেবেন।

ধারা—৪৭

৮৭। প্রাথমিক সমবায় ঋণদান সমিতি কর্তৃক দেয় আর্থিক সহায়তার জন্য জামিন (Security for Financial Assistance to be granted by a

Primary Co-operative Credit Society):

নিম্ন বর্ণিত জামিন দাখিল না করলে কোন প্রাথমিক সমবায় ঋণদান সমিতি তার সদস্যকে কোন রকম আর্থিক সহায়তা দেবে না ঃ—

(এ) উপবিধিতে বর্ণিত রকম অনুসারে জামিনদার;

(বি) কোন সুস্পষ্ট পরিসম্পৎ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আর্থিক সহায়তার আবেদন জানালে সেই পরিসম্পদের দায়বন্ধন (হাইপথিকেশন); বা

(সি) নিবন্ধক কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য মূল্যবান পরিসম্পদের জামিন

ধারা—৪৭

৮৮। পরিশোধের কাল (Period of Repayment):

(১) দুই উপনিয়ম বজায় রেখে উপবিধির বিধান অনুসারে কর্জ পরিশোধের কাল ধার্য হবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, বাড়ি মেরামতের জন্য দেওয়া ঋণ পরিশোধের কাল হবে সর্ব্বোচ্চ দশ বৎসর ও বাড়ি তৈরির জন্য ঋণ পরিশোধের কাল হবে সর্বোচ্চ কুড়ি বৎসর, এবং কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকসমূহের শীর্ষ ব্যাংক ক্ষুদ্রায়তন শিল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে এক লক্ষ টাকার অধিক ঋণ দিলে তা সর্বোচ্চ দশ বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

(২) নিবন্ধক কর্তৃক নির্দিষ্ট শর্ত ছাড়া ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক ভিন্ন অন্য কোন প্রাথমিক ঋণদান সমিতির সদস্যকে যে ঋণ দেওয়া হয় তা পাঁচ বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, উপযুক্ত ক্ষেত্রে যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য কারণ দেখাতে পারলে নিবন্ধক পরিশোধের সর্বোচ্চ মেয়াদ মোট সাড়ে সাত বৎসর পর্যন্ত বাড়াতে পারেন।

(৩) কোন ঋণ পরিশোধের জন্য দেয় কিস্তি, বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত আবেদনকারীর বার্ষিক উদ্‌বৃত্ত আয়ের বেশি হবে না।

(৪) জামিনদারের লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বাড়ানো যাবে না।

ধারা—৪৭, ৫০

৮৯। সর্ব্বোচ্চ ঋণ (Maximum Credit) :

বোর্ড যেমন ভাল বিবেচনা করবে সেই ভাবে সদস্যদের দেয় সর্বোচ্চ ঋণ স্থির করবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে,

(এ) কোন প্রাথমিক অকৃষি ঋণদান সমিতির ক্ষেত্রে সদস্যের পরিসম্পৎ, দায়িতা এবং ব্যয়ের উপরে উদ্‌বৃত্ত আয় বিবেচনার পর সদস্যের সর্বোচ্চ ঋণ নির্ধারিত হবে, এবং

(বি) নিবন্ধক অন্যরকম নির্দেশ না দিলে, সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক ব্যতিরেকে কোন প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতির ক্ষেত্রে সদস্যের উৎপাদন পরিকল্পনা অনুসারে তার মোট জমিতে চাষের খরচ ও চাষের মরশুমে সদস্যের পরিবার প্রতিপালনের খরচের পরিমাণ এবং মধ্যমেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে জমির উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত ব্যয়ের মোট যোগফলই হবে সদস্যের সর্বোচ্চ ঋণ।

ধারা—৪৭

৯০। ঋণপ্রদান সম্পর্কে বিধিনিষেধ (Restriction on Issue of Loan):

(১) শেয়ারের দ্বারা সদস্যদের দায়িতা সীমিত এমন সীমাবদ্ধ দায়বিশিষ্ট সমিতির সদস্যকে তার ক্রীত অংশগত মূলধনের কুড়িগুণের বেশি ঋণ দেওয়া যাবে না ঃ

প্রকাশ থাকে যে—

(এ) কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক, রাজ্য সমবায় ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক কোন সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংককে বা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংককে তার কেনা অংশগত মূলধনের ত্রিশগুণ পর্যন্ত ঋণ মঞ্জুর করতে পারে;

(বি) কোন ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক বা প্রাথমিক সমবায় ব্যাংক তার সদস্যকে ক্রীত অংশগত মূলধনের ত্রিশগুণ পর্যন্ত ঋণ দিতে পারে;

(সি) সদস্যদের পণ্য সামগ্রী ক্রয়, উৎপাদন ও বিপণনে নিযুক্ত সমবায় সমিতিকে রাজ্য সমবায় ব্যাংক, সমিতি কর্তৃক ক্রীত অংশগত মূলধনের কুড়িগুণের অধিক ঋণ দিতে পারে;

(ডি) নিবন্ধকের অনুমতি নিয়ে এবং তাঁর প্রদত্ত শর্তাধীনে রাজ্য সমবায় ব্যাংক বা অন্য কোন অর্থ প্রদায়ী ব্যাংক তার সদস্য সমিতিসমূহকে ক্রীত অংশগত মূলধনের ত্রিশগুণ পর্যন্ত ঋণ দিতে পারে;

(ঈ) নিবন্ধকের অনুমতি নিয়ে ও তাঁর আরোপিত শর্তাধীনে কোন কৃষি সমিতি, শস্যের উৎপাদন বা বিপণনের সুবিধার্থে আঠারো মাসের মধ্যে পরিশোধের মেয়াদে তার সদস্যকে ক্রীত অংশগত মূলধনের পরিমাণ নির্বিশেষে ঋণ দিতে পারে;

(এফ) নিবন্ধকের অনুমতি নিয়ে ও তাঁর আরোপিত শর্তাধীনে কোন কৃষি সমিতি, সেচ সুবিধার বিস্তার ও তাঁর দ্বারা সময়ে সময়ে স্থিরীকৃত অন্যান্য উদ্দেশ্যে আঠারো মাসের অধিক কিন্তু যাট মাসের অনধিক মেয়াদে, ক্রীত অংশগত মূলধনের পরিমাণ নির্বিশেষে সদস্যকে ঋণ দিতে পারে;

(জি) ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক সেচ সুবিধার বিস্তার ও তাঁর দ্বারা সময়ে সময়ে স্থিরীকৃত অন্যান্য উদ্দেশ্যে তার সদস্যকে তাঁর ক্রীত অংশগত মূলধনের পরিমাণ নির্বিশেষে ঋণ দিতে পারে;

(এইচ) রাজ্য সমবায় ব্যাংক বা অন্য কোন সমবায় ব্যাংক আধেয় (প্লেজ) বা দায়বন্ধনে রক্ষিত বিক্রয়যোগ্য লগ্নিপত্র বা দ্রব্যাদি বা উভয়ের বাজার মূল্যের সর্বোচ্চ শতকরা ৮০ ভাগ পর্যন্ত বা সমিতির সদস্যের সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তার প্রত্যাভূতিতে, তার সদস্যকে ক্রীত অংশগত মূলধনের পরিমাণ নির্বিশেষে ঋণ দিতে পারে;

(আই) কেবলমাত্র উদ্বাস্তুদের নিয়ে গঠিত সমবায় সমিতি, সরকারের উদ্বাস্তু বিষয়ক বিভাগের সুপারিশের ভিত্তিতে এবং নিবন্ধকের অনুমতিক্রমে ও তাঁর শর্তাধীনে কোন সদস্যকে তার ক্রীত অংশগত মূলধনের পরিমাণ নির্বিশেষে ঋণ দিতে পারে;

(জে) রাজ্য সমবায় ব্যাংক বা অন্য কোন সমবায় ব্যাংক, স্থাবর সম্পত্তির বন্ধকের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বাজার মূল্যের শতকরা ৮০ ভাগ পর্যন্ত ঋণ তার সদস্যের ক্রীত অংশগত মূলধনের পরিমাণ নির্বিশেষে দিতে পারে;

(কে) কৃষির ও কৃষি নির্ভরশীল ব্যক্তিদের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সংস্থা (এজেন্সি) গড়ে উঠেছে কেবলমাত্র সেই সমস্ত জেলার সমবায় সমিতি, নিবন্ধকের অনুমোদন ও তাঁর আরোপিত শর্তাধীনে সদস্যকে তাঁর ক্রীত অংশগত মূলধনের ত্রিশগুণ পর্যন্ত ঋণ দিতে পারে।

(২) কোন সমবায় সমিতি নিবন্ধকের অনুমতি নিয়ে ৪৭ ধারায় বর্ণিত বিধান অনুসারে, সংশ্লিষ্ট জামিনের যথেষ্টতা বিবেচনা করার পর সদস্য নয় এমন সমবায় সমিতিকে ঋণ মঞ্জুর করতে পারে।

(৩) কোন সমবায় সমিতি ৪৭ ধারায় বর্ণিত বিধান অনুসারে অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বলতর সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের, উদাহরণস্বরূপ, সেই সমস্ত ব্যক্তিদের (তফসিলভুক্ত আদিবাসী, প্রান্তিক চাষি, আধিয়ার বর্গাদার বা ভাগচাষি বা যে কোন

স্থানীয় নামে অভিহিত শেয়ার ক্রপার, কৃষিশ্রমিক এবং শারীরিক বা মানসিক দিক থেকে প্রতিবন্ধী মানুষসহ) যাদের পারিবারিকমোট বার্ষিক আয় অনধিক আট হাজার টাকা তাদের সুবিধাজনক সুদের হারে এবং ক্রীত অংশগত মূলধনের পরিমাণ নির্বিশেষে কম মাত্রার জামিনের ঋণ দিতে পারে।

ব্যাখ্যাসমূহ—(১) অনধিক এক হেক্টর বিশিষ্ট জমির মালিককে প্রান্তিক চাষি বলা হবে।

(২) এই উপনিয়মের উদ্দেশ্য সাধনে পরিবার বলতে ১৩ ধারার (২) উপধারায় বর্ণিত ব্যাখ্যাই প্রযুক্ত হবে।

(৩) ক্রীত অংশগত মূলধনের পরিমাণ নির্বিশেষে কোন সমবায় সমিতি তার আমানতকারিকে আমানতের গচ্ছিত অর্থের শতকরা অনধিক পঁচাশি ভাগ পর্যন্ত ঋণ দিতে পারে।

ধারা—৪৭

৯১। সদস্যদের স্থাবর সম্পত্তির উপর প্রভার সৃষ্টিকারী ঘোষণার নিদর্শ (Form of declaration creating charge on Immovable Property of Members) :

(১) ৫২ ধারা মতে ঘোষণা সপ্তদশ নিদর্শ অনুসারে করতে হবে।

(২) অষ্টাদশ নিদর্শ অনুসারে সমিতি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ঘোষণার নিবন্ধপুস্তক রক্ষিত হবে।

ধারা—৫২

৯২। জমি বা অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি বা তৎসংক্রান্ত স্বার্থের উপর গেহাণ সৃষ্টিকারী ঘোষণার নিদর্শ (Form of declaration for creating GEHAN on land or other immovable property or interest therein) :

(১) ৫৩ ধারার (১) উপধারা মতে ঘোষণা উনবিংশ নিদর্শ অনুসারে করতে হবে।

(২) বিংশ নিদর্শ অনুসারে সমিতি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ঘোষণার নিবন্ধপুস্তক রক্ষিত হবে।

ধারা—৫৩

৯৩। সদস্য নন এমন ব্যক্তিদের উপর জলঅভিকর ও বাঁধ সুরক্ষার অভিকর ধার্যকরণ (Levy of water rate and embankment protection rate on non-members) :

(১) যে সমবায় সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য হ'ল সদস্যদের কর্ষণযোগ্য জমিতে সেচের সুবিধাদান সেই সমিতি ১৯৩৯ সালের পুষ্করিণী উন্নয়ন আইনের (১৯৩৯ সালের পঞ্চদশ বঙ্গীয় আইন) চার ধারা অনুসারে পরিত্যক্ত পুষ্করিণী ব্যতিরেকে সেচের অন্য যে কোন উৎস থেকে জল সেচের এলাকার সীমারেখা স্থির করার জন্য সমাহর্তার নিকট ২১ নিদর্শ অনুসারে আবেদন জানাতে পারে।

(২) সংশ্লিষ্ট এলাকাকে 'সেচ সেবিত এলাকা' বলা হবে।

(৩) অনুরূপ আবেদন পাওয়ার পর সমাহর্তা সেচের উৎস সংলগ্ন স্থানে টাঙিয়ে দিয়ে এবং সমাহর্তার অফিসের, অঞ্চল পঞ্চায়েতের ও সমবায় সমিতির নিবন্ধিত অফিসের নোটিস বোর্ডে লাগিয়ে দিয়ে ২২ নিদর্শ অনুসারে নোটিস প্রকাশ করার পর সেচসেবিত এলাকার মানচিত্র তৈরি করাবেন এবং একইভাবে চাষযোগ্য জমিসহ একটি বিবরণ ২৩ নিদর্শ অনুসারে প্রকাশ করাবেন।

(৪) সেচ এলাকায় অন্তর্ভুক্ত চাষযোগ্য জমির কমপক্ষে শতকরা চল্লিশ ভাগ যদি সদস্য নন এমন ব্যক্তিদের মালিকানাধীনে থাকে তাহলে সংশ্লিষ্ট এলাকার মধ্যে অবস্থিত সদস্য বহির্ভূত ব্যক্তির চাষযোগ্য জমি সেচ সুবিধার দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য উক্ত সমিতি নিবন্ধকের অনুমোদিত হারে জল অভিকর ধার্য করতে পারে।

(৫) যে সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য সদস্যদের জমিকে বাঁধ সুরক্ষার দ্বারা সুবিধা দেওয়া সেই সমিতি বাঁধদ্বারা সুরক্ষার উদ্দেশ্যে কোন এলাকার সীমা নির্দেশের জন্য ২৪ নিদর্শ অনুসারে সমাহর্তার নিকট আবেদন জানাতে পারে।

(৬) সংশ্লিষ্ট এলাকাকে 'সংরক্ষিত এলাকা' বলা হবে।

(৭) অনুরূপ আবেদন পেলে (৩) উপ-নিয়মে বর্ণিত নিদর্শ ও পদ্ধতিতে নোটিস প্রকাশ করার পর একই উপনিয়মে বর্ণিত নিদর্শ ও পদ্ধতিতে সমাহর্তা একটি মানচিত্র ও সংরক্ষিত এলাকার অন্তর্ভুক্ত জমির বিবরণ প্রস্তুত ও প্রকাশ করাবেন।

(৮) সংরক্ষিত এলাকার অন্তর্ভুক্ত জমির মধ্যে কমপক্ষে শতকরা চল্লিশ ভাগ

জমি যদি সদস্য নন এমন ব্যক্তিদের মালিকানাধীনে থাকে তাহলে সংশ্লিষ্ট এলাকার মধ্যে অবস্থিত সদস্য বহির্ভূত ব্যক্তির জমি উক্ত পরিকল্প বা কার্যক্রম দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য উক্ত সমিতি নিবন্ধক কর্তৃক অনুমোদিত হারে যে কোন ব্যক্তির উপর বাঁধ সুরক্ষা অভিকর ধার্য করতে পারেন।

(৯) জল ও বাঁধ সুরক্ষা অভিকর ১৯১৩ সালের বঙ্গদেশীয় সরকারি পাওনা আদায় আইন (১৯১৩ সালের তৃতীয় বঙ্গীয় আইন) অনুসারে আদায় করা যাবে।

(১০) (এ) যে সমবায় সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য হ'ল জমি একত্রীকরণের মাধ্যমে সমবায় ভিত্তিতে কৃষি খামার করা সেই সমিতি জমি একীকরণ কার্যক্রমের আওতাভুক্তির উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত এলাকার সীমা নির্দেশের জন্য ২৫ নিদর্শ অনুসারে সমাহর্তার নিকট আবেদন জানাতে পারে।

(বি) সংশ্লিষ্ট এলাকা 'কো-অপারেটিভ ফার্মিং এরিয়া' বা সমবায় কৃষি ক্ষেত্র বলে চিহ্নিত হবে।

(সি) অনুরূপ আবেদন পেলে (৩) উপনিয়মে বর্ণিত নিদর্শ ও পদ্ধতিতে নোটিস প্রকাশ করার পর একই উপনিয়মে বর্ণিত নিদর্শ ও পদ্ধতিতে সমাহর্তা একটি মানচিত্র ও সমবায় কৃষি ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত জমির বিবরণ প্রস্তুত ও প্রকাশ করাবেন।

(ডি) 'সমবায় কৃষি ক্ষেত্রের' অন্তর্ভুক্ত চাষযোগ্য জমির কমপক্ষে শতকরা চল্লিশভাগ যদি সদস্য নন এমন ব্যক্তিদের মালিকানাধীনে থাকে তাহলে ২৬ নিদর্শ অনুসারে সদস্য নন এমন ব্যক্তিদের সমিতির উপবিধি অনুসারে নির্ধারিত ভর্তি ফি ও এক বা একাধিক শেয়ার বাবদ অর্থ দিয়ে সমিতিতে যোগ দিতে নির্দেশ দিতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট নির্দেশপ্রাপ্তির তারিখ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে উক্ত ব্যক্তি সমিতিতে অবশ্যই যোগ দেবেন।

(ঈ) প্রকরণ (ডি)তে বর্ণিত সদস্য বহির্ভূত ব্যক্তি সদস্য হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সমিতি কর্তৃক আহূত হওয়ার পর উক্ত সমিতিতে যোগ দিতে অস্বীকার করলে ঐ সমিতি, সমবায় কৃষি ক্ষেত্রের এলাকাধীন জমির মালিক বা দখলকারিদের জমি অধিগ্রহণ করার জন্য সমাহর্তার কাছে আবেদন জানাতে পারেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও বোর্ডের বক্তব্য শোনার পর সমাহর্তা বিবেচনামত তদন্ত করার পরে যদি সন্তুষ্ট হন—

(এক) যে উক্ত ব্যক্তির মালিকানায় বা দখলে স্থিত জমি বা তার অংশ বিশেষ সংশ্লিষ্ট সমবায় খামার কার্যক্রম ও সাধারণভাবে সমবায় আন্দোলনের স্বার্থে একান্তই প্রয়োজন;

(দুই) যে উক্ত জমি বা তার অংশবিশেষ পাওয়া না গেলে সমবায় খামার কার্যক্রম ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে; এবং

(তিন) যে ১৮৯৪ সালের জমি অধিগ্রহণ আইন (১৮৯৪ সালের প্রথম) অনুসারে অধিগ্রহণের জন্য নির্দেশিত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট সমিতির আছে তখন তিনি সমিতির জন্য উক্ত জমি বা তার অংশ বিশেষ প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ জমা দিয়ে অধিগ্রহণ করবেন ও তার দখল সমিতিকে দেবেন।

(এফ) পূর্বোক্ত প্রকরণে বর্ণিত সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে, বসতবাটি ছাড়া সদস্যদের মালিকানাভুক্ত ও সমবায় কৃষি ক্ষেত্রের অর্ন্তভুক্ত সমস্ত জমিই, তা সদস্য হওয়ার সময়ে বা পরবর্তীকালে যখনই সদস্যদের মালিকানায় আসুক না কেন, সমিতির সম্পত্তি বলে বিবেচিত হবে এবং সমবায় কৃষি ক্ষেত্রের কোন চাষযোগ্য বা চাষযোগ্য করা যেতে পারে এমন জমি কোন সদস্য ব্যক্তিগতভাবে রাখতে পারবে না।

ধারা—৫৬

৯৪। মানচিত্রের নির্দশ (Form of Map) :

সেচ সেবিত এলাকা, সংরক্ষিত এলাকা বা সমবায় কৃষি ক্ষেত্রের মানচিত্র এমনভাবে আঁকতে হবে যার মধ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহের সীমানা ও জমির জরিপ দাগের নম্বর থাকবে।

ধারা—৫৬

৯৫। জল অভিকর ও বাঁধ সুরক্ষার অভিকর ধার্য (Levy of water rate and embankment protection rate) :

নিবন্ধকের অনুমোদন সাপেক্ষে সমবায় সমিতি প্রতি বছর উপকৃত জমির মোট নির্ণীত ফসলের অনধিক শতকরা দুই টাকা হারে জল অভিকর ও হেক্টর প্রতি জমির অনধিক শতকরা পাঁচ টাকা হারে বাঁধ সুরক্ষা অভিকর ধার্য করতে পারে।

ধারা—৫৬

৯৬। কতদিনের মধ্যে ও কিভাবে নিবন্ধন অফিসে বন্ধকি দলিল পাঠাতে হবে (The period within which and the manner in which mortgage deed is to be sent to the registering office) :

৫৯ ধারার (২) উপধারায় বর্ণিত বন্ধকি দলিলের প্রতিলিপি, ম্যানেজার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার বা ২৮ ধারা মতে প্রেরিত সরকারি আধিকারিক কর্তৃক যথাবিহিতভাবে প্রমাণিত করার পর দলিলটি সম্পাদনের তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে লোক মারফত বা প্রাপ্তি স্বীকারপত্র সমেত নিবন্ধিত ডাকযোগে নিবন্ধন অফিসে পাঠাতে হবে।

ধারা—৫৯

৯৭। ৬০ ধারার (৩) উপধারা মতে রাজ্য সরকার কর্তৃক অগ্রাধিকার ও অব্যাহতি দান (Grant of preference and exemption by the State Government under Sub-section (3) of Section 60) :

রাজ্যের সমবায় আন্দোলনের স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে কোন সমবায় সমিতি বা শ্রেণীভুক্ত সমবায় সমিতিসমূহকে সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশ বলে রাজ্য সরকার—

(এক) রাজ্য সরকারের মালিকানাধীন জমি ও জলা বন্দোবস্তের ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিতে পারেন;

(দুই) ক্রয় ও তদ্‌সংক্রান্ত মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে পারেন;

(তিন) সরকারি কাজের ক্ষেত্রে খোলাখুলি দরপত্র আহ্বান না করে ঠিকাদার নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে পারেন;

(চার) সরকারি ঠিকাদারি কাজে দরপত্রের সম্মতির সাথে দেয় অগ্রিম মূল্য (আরনেস্ট মানি) জমার ব্যাপারে অব্যাহতি দিতে পারেন;

(পাঁচ) সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সরকারি ঠিকাদারি কাজ গ্রহণের অনুমোদনের পূর্বে দেয় জামিনী অর্থ (সিকিউরিটি মানি) জমার বিষয়ে অব্যাহতি দিতে পারেন;

(ছয়) কোন পণ্য সামগ্রীর ব্যবসার ক্ষেত্রে লাইসেন্স ফি দেয় হলে তা দেওয়ার হাত থেকে অব্যাহতি দিতে পারেন; এবং

(সাত) ন্যায্য ও সঙ্গত মনে হবে এমন অন্য কোন বিষয়ে অগ্রাধিকার, অব্যাহতি বা সুবিধা দিতে পারেন।

ধারা—৬০/নিয়ম—২৩৩

৯৮। সমবায় সমিতি ও তার পাওনাদারের মধ্যে আপস বা বন্দোবস্ত (Compromise or Arrangement between Co-operative Society and its Creditor) :

(১) সমবায় সমিতি ও তার পাওনাদারের বা পাওনাদারদের বা পাওনাদার শ্রেণীর কারও মধ্যে ৬১ ধারায় বর্ণিত আপস বা বন্দোবস্ত প্রস্তাবিত হলে, উপ-নিয়ম (৩) অনুসারে সমিতি বা কোন পাওনাদার বা কারবার গোটানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এমন সমিতির অবসায়ক কর্তৃক আবেদনের ভিত্তিতে, নিবন্ধক পাওনাদারদের বা শ্রেণীভুক্ত পাওনাদারদের যেমনটি প্রাসঙ্গিক হবে, একটি সভা আহ্বানের নির্দেশ দিতে পারেন, যা উপনিয়ম (৪) থেকে (৭) বর্ণিত পদ্ধতিতে ডাকা হবে, অনুষ্ঠিত হবে এবং পরিচালিত হবে।

(২) পাওনাদারদের বা শ্রেণীভুক্ত পাওনাদারদের কাছে সমিতির মোট দেনার তিন-চতুর্থাংশের প্রতিনিধিত্বকারী এমন সংখ্যাগরিষ্ঠ পাওনাদারগণ বা শ্রেণীভুক্ত পাওনাদারগণ যেমনটি প্রাসঙ্গিক হবে, ব্যক্তিগতভাবে বা লোক মারফত (প্রক্সি) সভায় উপস্থিত হয়ে কোন আপস বা বন্দোবস্তে সম্মত হলে তা নিবন্ধক কর্তৃক অনুমোদিত এবং উপনিয়ম (৯) মোতাবেক প্রকাশিত হওয়ার পরে, সমস্ত পাওনাদারদের বা শ্রেণীভুক্ত পাওনাদারদের, যেমনটি প্রাসঙ্গিক হবে, উপর বাধ্যতামূলকভাবে প্রযোজ্য হবে। অনুরূপভাবে আপস বা বন্দোবস্ত আরও প্রযোজ্য হবে সমিতির উপর, যে সমিতিতে কারবার গোটানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেই সমিতির অবসায়কের উপর এবং অন্য সমস্ত ব্যক্তিদের উপর যাদের কাছে অবসায়ক ১০১ ধারা অনুসারে সমিতির পরিসম্পদে দেয় দাবি করেছেন বা করতে পারেন।

(৩) (এক) ৬১ ধারা মতে নিবন্ধকের কাছে পাঠানো দরখাস্তে আপস বা বন্দোবস্তের প্রস্তাবিত কড়ার বা শর্তাদি থাকবে এবং কোন সমিতি দরখাস্তকারি হলে, আপস বা বন্দোবস্তের প্রস্তাব সম্বলিত সাধারণ সভার একটি সংকল্প ঐ দরখাস্তের সাথে দিতে হবে।

(দুই) সংশ্লিষ্ট দরখাস্ত পাওয়ার পর নিবন্ধক যদি মনে করেন যে, আপস বা বন্দোবস্তের প্রস্তাবিত কড়ার ও শর্তগুলির দ্বারা পক্ষগণের উপকার হবে, তবে তিনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে নির্দেশ দেবেন, যথা :—

(এ) আপস বা বন্দোবস্তের পরিকল্পনা পাওনাদারদের সমানে উপস্থিত করার তারিখ বা তারিখসমূহ;

(বি) পাওনাদারদের সভা অনুষ্ঠানের সময় ও স্থান;

(সি) যে সমস্ত পাওনাদারদের ক্ষতিবৃদ্ধিহতে পারে তাঁদের নাম ও তাঁদের প্রত্যেকের নিকট সমিতি যত টাকা ধারে তার একটি বিবরণ নিবন্ধকের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রস্তুত; এবং

(ডি) যে সময়ের মধ্যে সভার সভাপতি তাঁর রিপোর্ট নিবন্ধকের কাছে পাঠাবেন।

(তিন) নিবন্ধক দুই প্রকরণ মতে দেয় নির্দেশের সাথে আপস বা বন্দোবস্ত সম্পর্কে যে কোন সমস্যা সভার বিবেচনা ও নিষ্পত্তির জন্য জানাতে পারেন এবং সভাপতি ঐরূপ সমস্যা সভার সমক্ষে উপস্থাপিত করবেন।

(৪) (এক) নিবন্ধকের আদেশ পাওয়ার পর সমিতি বা অবসায়ক সভার জন ধার্য তারিখের পরিষ্কার ত্রিশ দিন আগে, ঐ সভা দ্বারা সে সমস্ত পাওনাদ রের ক্ষতিবৃদ্ধি হতে পারে তাদের প্রত্যেকের কাছে সভার তারিখ, সময় ও স্থান এবং আপস বা বন্দোবস্তের প্রস্তাব সম্পর্কে নোটিস জারি করবেন।

(দুই) উক্ত নোটিস নিবন্ধিত ডাকযোগে বা কোন সংবাদবাহক মারফত পাঠাতে হবে। সংবাদবাহক মারফত পাঠানো হলে নোটিস জারির প্রমাণস্বরূপ নোটিস গ্রহণকারীর স্বাক্ষর নিতে হবে।

(তিন) কোন পাওনাদার, প্রস্তাবিত আপস কিংবা বন্দোবস্ত সম্পর্কে কোন সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত করতে ইচ্ছুক হলে তার প্রতিলিপি সমিতির কাছে বা অবসায়কের কাছে সভার ধার্য তারিখের কমপক্ষে পনেরো দিন আগে পাঠাবেন এবং সম্পাদক বা স্থান বিশেষে অবসায়ক, সংশোধনের প্রতিলিপি, যে সমস্ত পাওনাদারদের কাছে (১) প্রকরণ অনুযায়ী নোটিস পাঠানো হয়েছে তাঁদের প্রত্যেকের কাছে পাঠাবেন।

(চার) নিধারিত নোটিস পাওয়ার হকদার কোন ব্যক্তি ঐ নোটিস পান নাই শুধু এই কারণে এই নিয়ম মতে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবাহ অসিদ্ধ হবে না।

(পাঁচ) সমিতির কোন আধিকারিক বা অবসায়ক কিংবা নিবন্ধক কর্তৃক এতৎপক্ষে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন এবং সভার সভাপতির অনুরোধক্রমে সভার আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন কিন্তু ভোট দিতে পারবেন না।

(৫) (এক) কোন পাওনাদার নিজে সভায় উপস্থিত থাকতে অসমর্থ হলে ২৭ নিদর্শ অনুসারে লিখিতভাবে অপর একজনকে তাঁর প্রতিনিধি (প্রক্সি) নিয়োগ করতে পারেন।

(দুই) যে অফিস থেকে সভার নোটিস দেওয়া হয়েছে সেই অফিসে, সভানুষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের কমপক্ষে আটচল্লিশ ঘণ্টা পূর্বে নিদর্শটি যথাযথভাবে পূরণ করে পেশ না করলে প্রতিনিধির নিয়োগ সিদ্ধ হবে না।

(৬) (এক) সভার জন্য নির্দিষ্ট তারিখে, সময়ে ও স্থানে উপস্থিত পাওনাদারগণ সভার সভাপতি হিসাবে একজন ব্যক্তিকে নির্বাচন করবেন।

(দুই) নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই সভাপতি নিবন্ধকের কাছ থেকে এতৎপক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন আধিকারিক কর্তৃক যথাযথভাবে প্রমাণীকৃত এমন একটি বিবরণ পড়ে শোনাবেন যাতে, ৪ উপনিয়মের (এক) প্রকরণ অনুসারে যে সমস্ত পাওনাদারদের কাছে নোটিস পাঠানো হয়েছে তাঁদের নাম ও সমিতি কর্তৃক তাঁদের প্রত্যেককে দেয় টাকার পরিমাণ উল্লিখিত থাকবে।

(তিন) ২ উপধারায় বর্ণিত চাহিদা মাফিক পাওনাদার উপস্থিত থাকলে সভাপতি প্রস্তাবিত আপস বা বন্দোবস্তের শর্তগুলি পড়ে শোনাবেন এবং প্রস্তাবিত আপস বা বন্দোবস্ত মেনে নেওয়া যায় কি না তা সভাকে জিজ্ঞাসা করবেন।

(চার) উপস্থিত কোন পাওনাদার প্রস্তাবিত আপস বা বন্দোবস্ত সম্পর্কে (৪) উপনিয়মের (দুই) প্রকরণ, অনুসারে কোন সংশোধনী প্রস্তাবের নোটিস দিয়ে থাকলে, তিনি ঐরূপ সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন;

কিন্তু কোন পাওনাদার কোন সংশোধনী প্রস্তাব সম্পর্কে নোটিস দিয়ে না থাকলেও উপস্থিত পাওনাদারদের অধিকাংশ যদি ঐরূপ সংশোধনী প্রস্তাব সভায় বিবেচনা করতে সম্মত হন তবে সভাপতি ঐরূপ সংশোধনী প্রস্তাব সভায় উপস্থাপিত করতে পারবেন।

(পাঁচ) সভাপতি আলোচনার জন্য যেরূপ ক্রম, সুবিধাজনক মনে করেন সেইরূপ ক্রমানুসারে প্রত্যেক সংশোধনী প্রস্তাব সভায় উত্থাপিত হবে।

(ছয়) সভাপতি যেরূপ ক্রমের নির্দেশ দেন সেইরূপ ক্রমানুসারে সভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণ সভাপতি কর্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাব কিংবা তৎসম্পর্কিত কোন সংশোধনী প্রস্তাব সম্বন্ধে তাঁদের বক্তব্য বলতে পারবেন। সভাপতি বক্তব্য বলার জন্য সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দিতে পারবেন।

(৭) (এক) সভাপতি কার্যবাহের একটি বিবরণ পেশ করাবেন ও সভা ত্যাগ করার পূর্বে তাতে স্বাক্ষর করবেন।

(দুই) উক্ত কার্যবাহে সভায় উপস্থিত সমস্ত পাওনাদারদের নাম ও কোন ভোটদান দাবি করা হলে, সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব বা তার কোন সংশোধনের পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটদানকারি পাওনাদারদের সংখ্যা ও তৎসংক্রান্ত ফলাফল থাকবে।

(তিন) সভাপতি অবিলম্বে সভার কার্যবাহ—বিবরণের এক প্রস্থ নকল এবং আপস বা বন্দোবস্ত সম্পর্কে কোন কড়ার থাকলে তার এক প্রস্থ নকল যথাযথভাবে স্বাক্ষর করে নিবন্ধকের কাছে পাঠাবেন।

(৮) ২ উপ-নিয়ম অনুসারে যতজন পাওনাদারদের উপস্থিত থাকা আবশ্যক ততজন পাওনাদার উপস্থিত না থাকলে সভাপতি সভা ভেঙ্গে দেবেন এবং নিবন্ধককে তা জানাবেন।

(৯) ৪ উপনিয়মের (এক) প্রকরণ অনুসারে সে সমস্ত পাওনাদারদের কাছে নোটিস পাঠানো হয়েছে তাদের প্রত্যেকের কাছে নিবন্ধক কর্তৃক অনুমোদিত আপস বা বন্দোবস্তের প্রতিলিপি পাঠাতে হবে এবং তা সমিতি তার নিবন্ধিত কার্যালিযের প্রকাশ্যস্থানে প্রদর্শনের জন্য টাঙ্গিয়ে দেবে।

ধারা—৬১

৯৯। বিক্রয় আধিকারিক কর্তৃক বিক্রয় পরিচালনা (Conduct of Sale by the Sale Officer) :

৫৪ ধারায় বর্ণিত বিক্রয় আধিকারিক আইনের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের বিধান অনুসারে বিক্রয়ের কাজ পরিচালনা করবেন।

ধারা—১০৪ থেকে ১২৩

১০০। প্রত্যাভূতিদানে রাজ্য সরকারের ক্ষমতা (Power of State Government to Guarantee) :

(১) এই আইন অনুসারে বিক্রিত কোন ঋণপত্র বা ঋণপত্রসমূহের কোন শ্রেণী বা গুচ্ছ বা সংখ্যার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার—

(এ) তৎকর্তৃক বিবেচিত সর্বোচ্চ আসল টাকা বা তার সুদের হার ও অন্যান্য শর্তাধীনে তৎসংক্রান্ত আসল টাকা পরিশোধ ও সুদ প্রদান সম্পর্কে প্রত্যাভূতি দেবেন;

(বি) ১৮৮২ সালের ভারতীয় অছি আইনে যা-ই বলা থাকুক না কেন, সংশ্লিষ্ট ঋণপত্রগুলি উক্ত আইনের ২০ ধারায় বর্ণিত লগ্নিপত্রগুলির অন্যতম হিসাবে বিবেচিত হওয়ার ঘোষণা করবেন।

(২) রাজ্য সরকারের সুস্পষ্ট কর্তৃত্ব ছাড়া কোন সমবায় সমিতি এরূপ ঋণপত্র বিক্রি করবেন না।

ধারা—৪৪, ৪৫

১০১। তথ্য সরবরাহের দায়িতা (Liability to furnish Information):

নিবন্ধক, নিরীক্ষা আধিকারিক, মধ্যস্থ, অবসায়ক বা আইনের দশম অধ্যায় অনুসারে পরিদর্শন বা তদন্ত কার্য পরিচালনক্ষম কোন ব্যক্তি যেমনটি চাইবেন সেইভাবে সমবায় সমিতির প্রত্যেক আধিকারিক ও প্রত্যেক সদস্য সমিতির লেনদেন বা কাজকর্ম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট তথ্য সরবরাহ করবেন।

১০২। দায়িতা পরিবর্তন (Change of Liability) :

(১) কোন সমবায় সমিতি তার উপবিধি সংশোধন করে তার দায়িতার আকার বা পরিমাণের পরিবর্তন করতে পারে।

(২) কোন সমবায় সমিতি তার দায়িতার আকার বা পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর তার সদস্যদের ও পাওনাদারদের এই মর্মে লিখিতভাবে নোটিস দেবে এবং উপবিধি বা চুক্তিতে পক্ষান্তরে যা-ই বলা থাকুক না কেন, কোন সদস্য বা পাওনাদার তাঁর কাছে নোটিস জারির তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে অংশগত মূলধন, আমানত বা ঋণ বাবদ অর্থ প্রত্যাহারের ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারে। কোন সদস্য বা পাওনাদার, যিনি পূর্বোক্ত সময়কালের মধ্যে কোন ইচ্ছা প্রকাশ করবেন না, ধরে নেওয়া হবে

পরিবর্তনের অনুকূলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন।

(৩) পরিবর্তন কার্যকর হবে না যতদিন না—

(এ) পূর্বোক্তভাবে সমস্ত সদস্যদের ও পাওনাদারদের সম্মতি পাওয়া যাচ্ছে; বা,

(বি) ২ উপ-নিয়ম অনুসারে প্রকাশিত ইচ্ছা অনুসারে সদস্যদের ও পাওনাদারদের সমস্ত দাবি সম্পূর্ণভাবে মেটানো হচ্ছে।

ধারা—১১/নিয়ম—১২

১০৩। দাবির বিবরণ তলব সংক্রান্ত সমবায় সমিতির ক্ষমতা (Co-operative Society's Power to call for Statement of claims) :

(১) সদস্যদের কর্জদাদন করা অন্যতম উদ্দেশ্য এমন সমবায় সমিতির সদস্য ঋণের জন্য আবেদন করলে যে কোন ব্যক্তি উক্ত সমিতির সদস্যপদের জন্য দরখাস্ত করলে, সমিতি আবেদনে উল্লিখিত বা তদন্তের ভিত্তিতে নির্ধারিত পাওনাদারদের কাছে নোটিস জারি করে এবং এমন কি সমস্ত পাওনাদারের উদ্দেশ্যে ২৮ নিদর্শ অনুসারে সাধারণ নোটিস জারি করে, নোটিসে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, দাবির লিখিত বিবরণ ২৮-এ নিদর্শে দাখিলের আহ্বান জানাতে পারেন।

(২) সদস্যদের কর্জদাদন করা অন্যতম উদ্দেশ্য এমন সমবায় সমিতির সদস্য, সমিতি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির কাছে ঋণের জন্য আবেদনের মনস্থ করলে, সংশ্লিষ্ট সদস্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানিয়ে লিখিতভাবে নোটিস দেবে—

(এ) সংশ্লিষ্ট ঋণের জন্য তাঁর আবেদনের অভিপ্রায়;

(বি) যে ঋণের জন্য তিনি আবেদনে অভিপ্রায়ী তার পরিমাণ;

(সি) ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য।

ধারা—৪৭

১০৪। সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলা বা কার্যবাহের নোটিস তলব সংক্রান্ত সমবায় সমিতির ক্ষমতা (Co-operative Society's Power to call for notice of suits or Proceedings against members) :

সদস্যদের কর্জদাদন করা অন্যতম উদ্দেশ্য এমন সমবায় সমিতি এবং সমিতিটি সদস্যভুক্ত হয়ে থাকলে তার অর্থপ্রদায়ী ব্যাংক, সমাহর্তার উপর নোটিস জারি করে সংশ্লিষ্ট সমিতির কোন সদস্যের কাছ থেকে সরকারি পাওনা হিসাবে রাজ্য সরকারের

ভূমি রাজস্ব বা ঋণ বা অগ্রিম বাবদ পাওনা আদায়ের জন্য মামলা দায়ের বা কার্যবাহ শুরুর নোটিস সংশ্লিষ্ট সমিতি বা অর্থপ্রদায়ী ব্যাংক বা উভয়ের কাছে দাখিল করার জন্য সংশ্লিষ্ট সমিতি ও অর্থপ্রদায়ী ব্যাংক সমাহর্তাকে জানাতে পারে।

ধারা—৪৭

১০৫। সদস্য বহির্ভূতদের সাথে লেনদেনের বিধিনিষেধ (Restrictions on transactions with non-members) :

কোন সমিতির সদস্যের আবেদনক্রমে বা নিবন্ধকের নিজ আগ্রহে যদি মনে হয় যে, কোন বিশেষ সমিতির কাজকর্মের স্বার্থে সদস্য বহির্ভূতদের সাথে সংশ্লিষ্ট সমিতির লেনদেনে নিয়ন্ত্রণ বা বাধা আরোপ করা প্রয়োজন তাহলে সমিতিকে বক্তব্য বলবার সুযোগ দিয়ে তাঁর বিবেচনামত সংশ্লিষ্ট লেনদেনে আনুষঙ্গিক নিয়ন্ত্রণ বা বাধা আরোপ করে নিবন্ধক প্রয়োজনমত নির্দেশ দেবেন।

ধারা—৪৩-৪৭

১০৬। সমবায় সমিতিসমূহ কর্তৃক কর্মচারিদের প্রত্যক্ষ নিয়োগের পদ্ধতি (Procedure for direct recruitment of Staff by Co-operative Societies) :

(১) প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে রাজ্য সরকার অন্যরূপ নির্দেশ না দিলেও ৬৯ নিয়মের (১) উপনিয়মের বিধান সাপেক্ষে সমস্ত সমবায় সমিতি, সমবায় কৃত্য নিয়োগাধিকার গঠিত হলে সেখানে জ্ঞাপনযোগ্য শূন্যপদ ব্যতিরেকে, তাদের অন্যান্য শূন্যপদগুলি স্থানীয় কর্মনিয়োগকেন্দ্রে বা স্থলবিশেষে জাতীয় কর্ম নিয়োগ কৃত্যকের অধিকর্তার কাছে বিজ্ঞাপিত করবেন এবং সংশ্লিষ্ট প্রার্থিদের যোগ্যতা অনুসারে উপযুক্ত প্রার্থিদের নাম চেয়ে পাঠাবেন।

(২) রাজ্য সরকার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অন্যরূপ নিদর্শ না দিলে এবং ৬৯ নিয়মের (১) উপনিয়মের বিধান সাপেক্ষে, গ্রুপ—'সি' ও গ্রুপ—'ডি' পদের সমস্ত নিয়োগ যতদূর সম্ভব স্থানীয় কর্ম নিয়োগকেন্দ্র থেকেই করতে হবে।

(৩) যে সমস্ত শীর্ষ সমিতি, কেন্দ্রীয় সমিতি বা প্রাথমিক সমিতি অংশগত মূলধন, ঋণ, সরকারি প্রত্যাভুতি প্রভৃতি আকারে সরকারি সহায়তা পেয়েছে তাদের ক্ষেত্রে "গ্রুপ-ডি" শ্রেণীভুক্ত কর্মী ব্যতিরেকে অন্যান্য কর্মিদের নির্বাচন করার জন্য ১০৭ নিয়মে বর্ণিত পদ্ধতিতে নির্বাচক কমিটি গঠিত হবে।

(৪) কর্মনিয়োগ কেন্দ্র প্রেরিত প্রার্থিদের মধ্যে থেকে "গ্রুপ-ডি" ব্যতিরেকে অন্যান্য প্রার্থিদের নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নির্বাচক কমিটি তার বিবেচনামত প্রয়োজনীয় পরীক্ষা, সাক্ষাৎকার বা মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করবে।

(৫) যে সমস্ত ক্ষেত্রে, বিশেষ করে উচ্চতর পদে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ প্রযুক্তিবিদ কর্মীর প্রয়োজন হলে স্থানীয় কর্মনিয়োগ কেন্দ্র বা জাতীয় কর্মনিয়োগ কৃত্যক চাহিদা মাফিক প্রার্থীতালিকা সরবরাহ করতে ব্যর্থ হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট সমিতি এই মর্মে স্থানীয় কর্মনিয়োগ কেন্দ্র বা স্থল বিশেষে জাতীয় কর্মনিয়োগ কৃত্যক থেকে প্রমাণপত্র সংগ্রহ করার পর সংশ্লিষ্ট পদগুলি পূরণের জন্য শীর্ষ সমিতির ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রচার বিশিষ্ট দুটি দৈনিক খবরের কাগজে ও কেন্দ্রীয় বা প্রাথমিক সমিতির ক্ষেত্রে অনুরূপ একটি দৈনিক খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেবে। শূন্য পদগুলির বিজ্ঞপ্তি স্থানীয় পঞ্চায়েত কার্যালয়, পৌরসভা কার্যালয়, ব্লক উন্নয়ন ও জেলার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অফিসেও পাঠাতে হবে।

(৬) তফসিলভুক্ত জাতি ও তফসিলভুক্ত উপজাতিদের জন্য শূন্য পদ সংরক্ষণের জন্য রাজ্য সরকার সময়ে সময়ে সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশের মাধ্যমে যা স্থির করে দেবেন সেই একই শতকরা হারে প্রত্যেক সমবায় সমিতি শূন্যপদ সংরক্ষণ করবে।

(৭) নিয়োগের উদ্দেশ্যে শূন্যপদসমূহের হিসাবের সময়, শ্রমদপ্তর কর্তৃক নৈমিত্তিক ও মরসুমি কর্মিদের অন্তর্ভুক্তির নির্ধারিত নীতিগুলি সমস্ত সমবায় সমিতি উপযুক্তভাবে বিবেচনা করবে।

(৮) প্রত্যক্ষ নিয়োগের ভিত্তিতে শূন্যস্থানগুলি পূরণের পূর্বে সরকারি সাহায্যপুষ্ট সমবায় সমিতিগুলি, পুঞ্জিত লোকসান থাকলে নিবন্ধকের বা নিবন্ধকের নির্দেশক্রমে মনোনীত কোন আধিকারিকের অগ্রিম অনুমোদন নেবে।

ধারা—৩৮, ৪২/নিয়ম—৬৯

১০৭। নির্বাচন কমিটির গঠন (Constitution of Selection Committee) :

নিয়োগাধিকার গঠিত না হওয়া পর্যন্ত (১৯৯৪ সালের ২১শে অক্টোবর তারিখের ৩৯৪৮ সংখ্যক সরকারি নির্দেশ অনুসারে নিয়োগাধিকার গঠিত হয়েছে) সমবায় সমিতিগুলিকে কর্মী নির্বাচনে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ১০৬ নিয়মের (৩) উপনিয়ম অনুসারে নির্বাচন কমিটি নিম্নলিখিতভাবে গঠিত হবে ঃ—

(এ) শীর্ষ সমিতিসমূহ—

(এক) সংশ্লিষ্ট সমিতির সভাপতি ও সহ-সভাপতি বা তাদের অনুপস্থিতিতে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত দুইজন পরিচালক;

(দুই) সমিতির মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক;

(তিন) নিবন্ধক বা তাঁর মনোনীতক;

(চার) সর্বোচ্চ দুই হাজার বা তদুর্ধ্ব টাকার বেতনক্রম-বিশিষ্ট পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার নির্বাচিত একজন বিশেষজ্ঞ;

(পাঁচ) রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি বা তাঁর মনোনীতক।

সমবায় সমিতির মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক বা ম্যানেজার কমিটির আহ্বায়ক এবং সমিতির সভাপতি বা সহ-সভাপতি বা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সংশ্লিষ্ট সমিতির দুইজন মনোনীতকের মধ্যে একজন নির্বাচক কমিটির সভাপতি হবেন।

(বি) কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, সমবায় পাইকারি সমিতিসমূহ, চালকল সমিতিসমূহ, হিমঘর সমিতিসমূহ ও অন্যান্য প্রকরণ সমিতিসমূহ—

(এক) সংশ্লিষ্ট সমিতির সভাপতি ও সহ-সভাপতি বা তাঁদের অনুপস্থিতিতে বোর্ড কর্তৃক নিধারিত সংশ্লিষ্ট সমিতির দুইজন পরিচালক;

(দুই) নিবন্ধকের একজন মনোনীতক;

(তিন) সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির ম্যানেজার বা মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক যাঁকে সমিতির বোর্ড স্থির করে দেবেন;

(চার) সংশ্লিষ্ট শীর্ষ সমিতির একজন প্রতিনিধি।

সমবায় সমিতির মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক বা ম্যানেজার কমিটির আহ্বায়ক এবং সংশ্লিষ্ট সমিতির সভাপতি বা সহ-সভাপতি বা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত দুইজন মনোনীতকের মধ্যে একজন নির্বাচক কমিটির সভাপতি হবেন।

(সি) প্রাথমিক সমিতিসমূহ—

(এক) সংশ্লিষ্ট সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক বা তাঁদের অনুপস্থিতিতে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সংশ্লিষ্ট সমিতির দুইজন পরিচালক;

(দুই) ম্যানেজার বা মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক, যাঁকে বোর্ড স্থির করে দেবেন;

(তিন) নিবন্ধকের একজন মনোনীতক;

সম্পাদক বা তাঁর অনুপস্থিতিতে হয় মুখ্য নিবাহী আধিকারিক আর না হয় ম্যানেজার, বৈঠকের আহ্বায়ক এবং সমিতির সভাপতি বা তাঁর অনুপস্থিতিতে সম্পাদক নির্বাচক কমিটির সভাপতি হবেন।

ধারা—৩৮, ৪২/নিয়ম—৬৯

১০৮। সমবায় সমিতিসমূহের কর্মচারিদের চাকরির শর্তাদি (Conditions of Service of the Employees of Co-operative Societies) :

আইনের দ্বারা বলবৎযোগ্য বিশেষ চুক্তির কড়ার এবং তৎকালে প্রচলিত যে কোন আইনের বিধান সাপেক্ষে সমবায় সমিতিসমূহের কর্মচারিদের চাকরির শর্তাদি এই অধ্যায়ের পরিশিষ্ট অনুসারে হবে।

ধারা—৪২

ষষ্ঠ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট

(Appendix to Chapter VI)

চাকরির শর্তাদি (Conditions of Service) :

১। বিভাগসমূহ (Groupings) :

সমবায় সমিতিসমূহেব কর্মচারিদের নিম্নলিখিত বিভাগে ভাগ করা হবে—

গ্রুপ (এ)—সমস্ত কর্মচারী যাদের সর্বোচ্চ বেতন বা বেতনক্রম ১২০০ টাকার কম নয়।

গ্রুপ (বি)—সমস্ত কর্মচারী যাদের সর্বোচ্চ বেতন বা বেতনক্রম ৭০০ টাকার কম নয় কিন্তু ১২০০ টাকার কম।

গ্রুপ (সি)—সমস্ত কর্মচারী যাদের সর্বোচ্চ বেতন বা বেতনক্রম ৪০০ টাকার বেশি কিন্তু ৭০০ টাকার কম।

গ্রুপ (ডি)—সমস্ত কর্মচারী যাদের সর্বোচ্চ বেতন বা বেতনক্রম ৪০০ টাকার বেশি নয়।

২। কর্মচারিদের স্থিতি (Status of Employees) :

কর্মচারিগণ অস্থায়ী, শিক্ষানবিসি ও স্থায়ী হবেন।

হয় তাহলে তার বেতনের বৃদ্ধি [illegible] হবে না, তবে তাকে চাকরিতে সন্নিযুক্ত করা হবে না।

(৪) যারা সমিতিতে ইতিমধ্যে চাকরি করছেন তাদের কাউকে এই নিয়মাবলীতে বর্ণিত যোগ্যতা বা প্রশিক্ষণের অভাবে চাকরি থেকে কার্যমুক্ত (ডিসচার্জ) বা বহিষ্কার করা বা তার পদাবনতি ঘটানো যাবে না। তবে সংশ্লিষ্ট কর্মচারিগণ যদি প্রশিক্ষণ নেন বা পরীক্ষায় পাস করেন [illegible] যোগ্যতা অর্জন করার তারিখের পরের মাসের প্রথম দিন থেকে বেতনের একটি অগ্রিম বৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) লাভের দাবিদার হবেন। তবে তার বেতন বৃদ্ধির তারিখটি [illegible] থাকবে।

৪। নিয়োগের বয়স ([illegible] Age for Recruitment) :

(১) যে বৎসর শূন্যপদের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবে সেই বৎসরের জানুয়ারি মাসের প্রথম তারিখে ১৮ বৎসর বয়স [illegible] সমিতির কোন পদে প্রত্যক্ষ নিয়োগের ন্যূনতম বয়স।

(২) যে বৎসর শূন্যপদের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবে সেই বৎসরের জানুয়ারি মাসের প্রথম তারিখে—

গ্রুপ— 'এ' ও 'বি' ভুক্ত পদগুলির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স হবে ৪০ বৎসর এবং 'সি' ও 'ডি' ভুক্ত পদগুলির [illegible] সর্বোচ্চ বয়স হবে ৩৫ বৎসর ঃ

প্রকাশ থাকে যে, তফসিলভুক্ত সম্প্রদায় ও তফসিলভুক্ত উপজাতিদের ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতর বয়স পাঁচ বৎসর পর্যন্ত শিথিল করা যেতে পারে।

(৩) সরকার বা নিবন্ধক [illegible] ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ও অন্য সমবায় সমিতিতে যারা ইতিমধ্যে কর্মরত আছেন তাদের ক্ষেত্রে, সামরিক চাকরি থেকে অবসরপ্রাপ্ত বা শারীরিক দিক থেকে প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন বয়স-সীমা প্রযোজ্য হবে না।

(৪) সমবায় সমিতির স্বার্থ [illegible] হতে পারে এমন কোন বিষয়ে অভিজ্ঞতা বা বিশেষ জ্ঞান বিশিষ্ট ব্যক্তিদের [illegible] নিবন্ধকের অগ্রিম অনুমোদন নিয়ে ঊর্ধ্বতর বয়সসীমা শিথিল করা যেতে পারে।

(৫) কোন ব্যক্তির বয়স নিম্নলিখিত যে কোন দলিলের দ্বারা প্রমাণিত হবে—

(এক) মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক বা কোন সংবিধিবদ্ধ (স্ট্যাটুটরি) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত অনুরূপ কোন পরীক্ষার শংসাপত্র (সার্টিফিকেট) বা প্রবেশপত্র (অ্যাডমিট কার্ড)

(দুই) ব্যক্তি সর্বশেষ যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছিল তার প্রধানের শংসাপত্র বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ভর্তির নিবন্ধপুস্তকে অন্তর্ভুক্তির প্রামাণিক প্রতিলিপি ঃ

প্রকাশ থাকে যে, চাকরির নথিপত্রে বয়স একবার নথিভুক্ত হলে তাই হবে চূড়ান্ত ও নিবন্ধকের অনুমোদন ছাড়া তা থেকে কোনরূপ পরিবর্তন করা যাবে না।

৫। স্বাস্থ্য সক্ষমতা (Medical Fitness) :

অন্য সমবায় সমিতি থেকে প্রাতিনিধ্য (ডেপুটেশন) ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিকে সমবায় সমিতির কোন পদে, বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত মানের নিবন্ধিত চিকিৎসকের দেওয়া স্বাস্থ্য সক্ষমতার প্রমাণপত্র ব্যতিরেকে, নিয়োগ করা যাবে না।

৬। নিয়োগ কর্তৃপক্ষ (Appointing Authority) :

বোর্ডই তার কর্মচারিদের নিয়োগকর্তা হবে এবং বোর্ড সময়ে সময়ে তার এ ক্ষমতা বৈঠকের সিদ্ধান্তমত অন্য কোন কর্তৃপক্ষের উপর অর্পণ করতে পারে।

৭। নিয়োগ (Appointment) :

(১) প্রাতিনিধ্য ব্যতিরেকে প্রত্যক্ষ তালিকাভুক্তির মাধ্যমে অন্য সমস্ত নিয়োগ হবে মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে।

(২) গ্রুপ 'ডি' ভুক্ত পদে নিয়োগ হবে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্বাচনের (সিলেকশন) মাধ্যমে।

(৩) পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ হবে জ্যেষ্ঠ্যতা—সহ-যোগ্যতার ভিত্তিতে বা বোর্ড কর্তৃক নিধারিত পদ্ধতিতে।

(৪) দুই বৎসরের জন্য সমস্ত নিয়োগই হবে অস্থায়ী। তারপর যদি কোন স্থায়ীপদ থাকে তাহলে এক বৎসর থাকবে অবেক্ষাধীন (অন প্রোবেশন)। এই শিক্ষানবিসির কালের সন্তোষজনক সমাপনের পরে এবং প্রশিক্ষণ বা কোন পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকলে সেগুলি সম্পূর্ণ করার পর একজন কর্মচারীকে কোন স্থায়ীপদে সন্নিযুক্ত (কনফার্ম) করা যাবে।

৮। চাকরি কাল আরম্ভ (Commencement of Service) :

চাকরিতে যোগদানের দিন থেকে চাকরি কাল শুরু হবে। তবে যদি কোন ব্যক্তি অপরাহ্নে যোগ দেন তাহলে তার পরের দিন পূর্বাহ্ন তার চাকরি শুরু হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।

৯। জ্যেষ্ঠতা (Seniority) :

কর্মচারিদের কোন পদশ্রেণিতে যোগদান করার তারিখ থেকে সেই নির্দিষ্ট পদশ্রেণিতে কর্মচারিদের জ্যেষ্ঠতা বিবেচনা করা হবে। যদি কোন ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক কর্মচারী একই দিনে যোগদান করে তাহলে বয়সের ভিত্তিতে তাঁদের জ্যেষ্ঠতা বিবেচনা করা হবে। যদি কোন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারিদের জন্ম তারিখও এক হয় তাহলে তাঁদের মধ্যেকার জ্যেষ্ঠতা লটারির সাহায্যে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হবে। কোন পদে সমষ্টিগত ভাবে কর্মচারিদের নিয়োগ বা পদোন্নতি করা হলে পরীক্ষার ভিত্তিতে নিয়োগ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট জ্যেষ্ঠতার ক্রমঅনুসারে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হবে। যদি এক বা একাধিক উন্নীতক (প্রোমোটি) ও এক বা একাধিক প্রত্যক্ষ প্রবেশি (রিক্রুট) একই তারিখে যোগদান করে তাহলে প্রত্যক্ষ প্রবেশিদের উপরে উন্নীতকদের রাখা হবে।

১০। বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি (Pay, Allowances and other Concessions) :

(এ) সমিতির প্রত্যেক শ্রেণীর কর্মচারিদের বেতনক্রম, মাগগি ভাতা ও ভাতাদি নির্ধারণ সম্পর্কে বোর্ডই হবেন ক্ষমতাবান প্রাধিকারী। পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজন হলে সময়ে সময়ে সেগুলি সংশোধনের বিষয়েও বোর্ডই হবেন ক্ষমতাবান প্রাধিকারী;

তবে কোন সমবায় সমিতিতে আগের বৎসর লোকসান হলে বা তার হিসাবে পুঞ্জিভূত লোকসান থাকলে নিবন্ধকের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন শ্রেণীর কর্মচারিদের বেতনক্রম বা ভাতাদি বাড়াবেন না।

(বি) যদি কোন কর্মচারী কোন পদ থেকে উচ্চতর পদে উন্নীত হন বা সম্পূর্ণভাবে অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে এক মাসের বেশি সময় উচ্চতর পদে উক্তপদে কর্মচারি রূপে কাজ করার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হন তাহলে উচ্চতর পদে নতুন বেতনক্রমে তার প্রারম্ভিক বেতন, তিনি যে পদ থেকে পদোন্নতি পাচ্ছেন সেই নিম্নতর পদের বেতনক্রমের ঠিক পরবর্তী অগ্রবর্তী স্তরে যেন স্থিরীকৃত হয়।

(সি) অসন্তোষজনক কর্তব্য পালনের কারণে ধরে রাখা না হলে বিরামহীন এক বৎসর চাকরি করার পর বেতনক্রমের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটবে।

(ডি) সমস্ত শ্রেণীর কর্মচারিদের কর্তব্য পালন প্রসঙ্গে ভ্রমণ ও রাত্রিযাপন এবং বদলির

(ছয়) অ-সাধারণ ছুটি—বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন কর্মচারিকে এই ছুটি দেওয়া যেতে পারে যদি নিয়ম অনুসারে তার অন্য কোন ছুটি পাওনা না থাকে। এই ধরনের ছুটি বিনা বেতনে মঞ্জুর করা হবে। প্রতি ক্ষেত্রে কত দিনের অসাধারণ ছুটি দেওয়া হবে তা মঞ্জুরি কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাধীন থাকবে।

(বি) কোন প্রকার ছুটি অধিকার হিসাবে দাবি করা যাবে না এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে চাকুরি ও কাজের অত্যাবশ্যকতা এবং পরিস্থিতি সাপেক্ষে ছুটি মঞ্জুর করা হবে।

(সি) কাজের অত্যাবশ্যকতার তাগিদে কোন কর্মচারিকে চিকিৎসা/প্রসূতি ছুটি ব্যতিরেকে অন্যান্য ছুটি থেকে প্রত্যাহরণ (রিকল) করা যাবে। তবে প্রত্যাহরণের সময়ে প্রত্যাহৃত কর্মচারী যদি প্রধান কার্যালয় ছাড়া অন্যত্র ছুটি উপভোগ করেন তাহলে সমিতি তার ভ্রমণের আসল খরচটুকু বহন করবেন।

(ডি) ছুটিতে থাকাকালীন ঠিকানার কোন পরিবর্তন হলে ছুটিতে যাওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী তা লিখিতভাবে জানাবেন এবং ছুটিতে থাকাকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট ঠিকানার পরিবর্তী কোন পরিবর্তন ঘটলে সে সম্পর্কে সমিতিকে অবহিত রাখবেন।

(ঈ) সমিতি প্রত্যেক কর্মচারির ছুটির হিসাব রাখবে এবং তাঁর কতদিন ছুটি পাওনা আছে তা তাঁর অনুরোধক্রমে জানানো যেতে পারে।

(এফ) একসাথে সাতদিনের বেশি নৈমিত্তিক ও পূরক ছুটি দেওয়া যাবে না ও পরবর্ত্তী বৎসরে এই ছুটিগুলির জেরও টানা যাবে না এবং সংশ্লিষ্ট বৎসরের মধ্যে ছুটিগুলি না নিলে নষ্ট হয়ে যাবে।

পাওনা অর্জ্জিত ছুটি ও চিকিৎসা ছুটির জের যথাক্রমে ১৮০ দিন ও ৪৫০ দিন পর্যন্ত টানা যাবে।

১৩। আচরণ ও নিয়মানুবর্তিতা (Conduct and Discipline) :

(এ) সমবায় সমিতির প্রত্যেক কর্মচারী সব সময়ের জন্য—

(এক) পরিপূর্ণ সাধুতা (ইন্টেগ্রিটি) বজায় রাখবেন,

(দুই) কর্ত্তব্য পরায়ণতা বজায় রাখবেন;

(তিন) সমিতির নিয়মাবলী এবং উচ্চ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ও উপদেশ মেনে চলবেন ও সেই অনুযায়ী কাজ করবেন;

(চার) সামর্থ্যের শ্রেষ্ঠতা দিয়ে সমিতির স্বার্থে কর্তব্য পালন করবেন।

(বি) প্রত্যেক কর্মচারী এমনভাবে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন পরিচালনা করবেন যাতে অভ্যস্ত ঋণিতা বা শোধাক্ষমতা এড়াতে পারেন; এবং কোন কর্মচারির কাছ থেকে পাওনা টাকা আদায় করা বা তাঁকে শোধাক্ষম সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্যে বৈধ কার্যবাহ দায়ের করলে তিনি সত্বর সেই বৈধ কার্যবাহের পূর্ণ বিবরণ (সমিতিকে) জানাবেন।

(সি) বোর্ড বা কর্মচারির উপরওয়ালার সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশ মত ছাড়া বা সরল বিশ্বাসে তাঁর প্রতি আরোপিত কর্তব্যের সম্পাদন ব্যতিরেকে কোন কর্মচারী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অফিসের কোন দলিল পত্রের বিষয়বস্তু বা তার অংশবিশেষ বা কোন সংবাদ যা তিনি অন্য কোন কর্মচারী বা ব্যক্তির কাছে জানানোর ব্যাপারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন নাই তা জানাবেন না।

তবে কোন কর্মচারী তাঁর পদাধিকার বলে বা আরোপিত কর্তব্যের যথা বিহিত সম্পাদনে কোন বিবরণ দিলে বা মতামত প্রকাশ করলে সে ক্ষেত্রে এই নিয়মে যা বলা আছে তা প্রযুক্ত হবে না।

(ডি) সমিতির সাথে কারবার আছে বা হতে পারে এমন কোন ব্যক্তির বা নিযুক্তকের কাছ থেকে কোন কর্মচারী নিজে কোন প্রকার উৎকোচ বা আর্থিক সুবিধা বা দান ইত্যাদি নেবেন না বা তাঁর পরিবারের কোন সদস্য বা তাঁর পক্ষে কর্মরত কোন ব্যক্তিকে ঐগুলি গ্রহণে সম্মতি দেবেন না।

(ই) অনিবার্য কারণে ছুটি অগ্রিম মঞ্জুর না হলে বা অনুমোদিত ছুটির অতিরিক্ত কাল কোন কর্মচারী তাঁর কাজে অনুপস্থিত থাকবেন না।

১৪। অসদাচরণ ও শাস্তিমূলকব্যবস্থা (Misconduct and Disciplinary Action) :

(এ) নিম্নলিখিত কাজগুলি কোন কর্মচারির অসদাচরণ হিসাবে ধরা হবে, যেমন—

(এক) সহকর্মী বা অন্য কারও সহযোগে উর্ধতন কর্মচারির কোন আইনসঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত নির্দেশ পালনে ইচ্ছাকৃত অবাধ্যতা বা আজ্ঞালংঘন;

(দুই) ইচ্ছাকৃতভাবে কর্ম পরিহার বা কুকর্মে সহায়তা বা তৎসংক্রান্ত প্ররোচনা;

বৃত্তান্ত থাকবে। প্রার্থিত ছাড় (রেহাই) সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বলতে হবে। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আপিলপত্র দাখিল করতে হবে। সাধারণ সভা ব্যতিরেকে অন্যান্য আপিল কর্তৃপক্ষ আপিলপত্র প্রাপ্তির তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করবেন।

১৬। নিলম্বন **(Suspension) :**

(এ) চতুর্দশ অনুচ্ছেদের (এ) প্রকরণে বর্ণিত অসদাচরণের অভিযোগে কোন কর্মচারির আচরণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করার প্রয়োজন হলে তাঁকে তদন্ত সাপেক্ষে নিলম্বনে রাখা হবে যদি শৃংখলা সম্বন্ধীয় কর্তৃপক্ষের মনে হয় উক্ত অভিযোগের অনুসন্ধান চলাকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট কর্তব্যরত কর্মীর উপস্থিতি কার্যবাহকে প্রভাবদুষ্ট করতে পারে।

(বি) কোন কর্মচারির দণ্ডনীয় (ক্রিমিনাল) অপরাধের অনুসন্ধান বা বিচার চলাকালে তাঁকে নিলম্বনে রাখা যাবে।

(সি) নিলম্বিত কর্মচারী যে কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিলম্বিত হয়েছেন তাঁর অনুমতি ছাড়া নিলম্বনের সময়কালে সাধারণ বাসস্থানে অনুপস্থিত থাকতে পারবে না।

(ডি) নিলম্বনের সময়কালে একজন কর্মচারী খোরাকি হিসাবে নিলম্বনের তারিখের বেতনের পঞ্চাশ শতাংশ এবং ঐ তারিখে যে হারে মাগগি ভাতা পেতেন তাই পাবেন ঃ

প্রকাশ থাকে যে, নিলম্বনের সময়কাল যদি এক বৎসর অতিক্রম করে তাহলে বোর্ড খোরাকি বাবদ পঞ্চাশ শতাংশ বাড়িয়ে দিতে পারেন, যদি নিলম্বন কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে নিলম্বনকাল দীর্ঘ হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারিকে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করা চলে না;

আরও প্রকাশ থাকে যে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংশোধিত বা প্রত্যাহৃত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত নির্দেশ বলবৎ থাকবে।

(ই) নিলম্বিত কর্মচারির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ যদি প্রমাণিত না হয় বা সমর্থনের অযোগ্য সাব্যস্ত হয় বা সম্পূর্ণভাবে সমর্থিত না হয় এবং তিনি যদি পুনর্বহাল হন তাহলে তিনি নিলম্বিত না হলে যে বেতন ও ভাতাদি পেতেন তাই পুরোপুরি পাবেন; এবং নিলম্বন কালকে কর্তব্য সম্পাদনের কাল হিসাবে বিবেচনা

করা হবে।

১৭। ফৌজদারি দণ্ডাজ্ঞার ভিত্তিতে চাকরি থেকে অপসারণ (Removal from Service on Criminal Conviction) :

উপযুক্ত আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ফৌজদারি দণ্ডাজ্ঞার ভিত্তিতে সমবায় সমিতির কর্মচারিকে চাকরি থেকে অপসারণ করা হবে।

১৮। পদত্যাগ (Resignation) :

(এ) (এক) একজন স্থায়ী কর্মচারী সমিতির চাকরি থেকে তিন মাসের লিখিত নোটিসে পদত্যাগ করতে পারেন, তা না হলে তিন মাসের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ দিতে বাধ্য থাকবেন।

(দুই) একজন শিক্ষানবিস বা অস্থায়ী কর্মচারী সমিতির চাকরি থেকে এক মাসের লিখিত নোটিসে পদত্যাগ করতে পারেন, তা না দিলে এক মাসের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ দিতে বাধ্য থাকবেন ঃ

বিশেষ পরিস্থিতিতে বোর্ড নোটিস দেওয়া থেকে অব্যাহতি দিতে পারে বা সংশ্লিষ্ট নোটিসের সময়কাল কমিয়ে দিতে পারে।

(বি) (এক) কোন কর্মচারির আচরণ সম্পর্কে অনুসন্ধান চলতে থাকলে বোর্ডের অনুমোদন ছাড়া বা তাঁর বিরুদ্ধে সমস্ত দাবি দাওয়ার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাঁর পদত্যাগ গৃহীত হবে না। বোর্ডের কাছে পদত্যাগপত্র উপস্থিত করার সময়, আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোন প্রতিকূল অভিযোগ আছে কি না বা তাঁর কাছ থেকে সমিতির কোন পাওনা আছে কি না তা জানতে হবে।

(দুই) পদত্যাগপত্র গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ সাথে সাথে আবেদনকারীর কাছ থেকে সমিতির সমস্ত দাবি দাওয়ার সমন্বয় সাধন করবে এবং তাঁর হিসাব পুরোপুরি সমন্বয়িত না হওয়া পর্যন্ত এবং তাঁর পদের দায়িত্ব প্রথাসিদ্ধভাবে হস্তান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর পদত্যাগ অনুমোদিত হবে না।

(তিন) প্রথাসিদ্ধভাবে পদত্যাগ না করে বা পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে তা অনুমোদনের খবর পাওয়ার আগে বা আবশ্যক নোটিসের সময়কাল উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি কোন কর্মচারী তাঁর পদত্যাগ করে চলে যায় তাহলে বোর্ড কর্তৃক স্থল বিশেষে স্থিরীকৃত তিন বা এক মাসের বেতন তাঁর প্রাপ্য পাওনা থেকে আদায় করা হবে।

১১১। মজুত পণ্য ক্ষতি তহবিল, মূল্য অস্থির তহবিল, প্রতিপূরক তহবিল, উন্নয়ন তহবিল, কর্মী কল্যাণ তহবিল, সদস্য কল্যাণ তহবিল ও লভ্যাংশ সমতা তহবিল গঠন ও রক্ষণ (Creation and Maintenance of Inventory Loss Fund, Price-fluctuation Fund, Sinking Fund, Development Fund, Staff Welfare Fund, Members' Welfare Fund and Dividend Equalisation Fund) :

কোন সমবায় সমিতি প্রয়োজন মনে করলে নিম্নলিখিত তহবিলগুলি গঠন ও রক্ষণ করতে পারে :

(এ) মজুত পণ্য ক্ষতি তহবিল,

(বি) মূল্য অস্থির তহবিল,

(সি) প্রতিপূরক তহবিল,

(ডি) উন্নয়ন তহবিল,

(ই) কর্মী কল্যাণ তহবিল,

(এফ) সদস্য কল্যাণ তহবিল,

(জি) লভ্যাংশ সমতা তহবিল,

এবং সমিতির সাধারণ স্বার্থের পক্ষে কল্যাণকর মনে হতে পারে এমন অন্যান্য তহবিল বা সঞ্চিতি গঠন ও রক্ষণ করতে পারে ও সংশ্লিষ্ট তহবিলগুলি ব্যবস্থাপনার জন্য অনুবিধি তৈরি করতে পারে।

ধারা ৬৮(২)বি

১১২. সংরক্ষিত তহবিল ও অন্যান্য তহবিলের টাকা সমিতির ব্যবসায় ব্যবহার (Use of Reserve Fund and other Funds in the Business of a Society) :

রেজিস্ট্রারের পূর্ব অনুমতি নিয়ে এবং তিনি যে সমস্ত শর্ত আরোপ করবেন সেগুলি মেনে নিয়ে সমবায় সমিতি তার ব্যবসায় ব্যবহার করতে পারে :

(এক) নিজস্ব মূলধন ধার করা মূলধনের কম হলে সংরক্ষিত তহবিলের এক চতুর্থাংশ পর্যন্ত,

(দুই) নিজস্ব মূলধন ধার করা মূলধনের সমান সমান হলে বা বেশি হলে অর্ধেক পর্যন্ত;

(তিন) ধার করা মূলধন না থাকলে সম্পূর্ণ সংরক্ষিত তহবিল।

ধারা - ৬৫

১১৩। কর্মচারিদের ভবিষ্যনিধি (Employees' Provident Fund) :

৬৬ ধারা অনুসারে কর্মচারিদের জন্য অংশপ্রদায়ী (কনট্রিবিউটরি) ভবিষ্যনিধি গঠনকারী সমবায় সমিতি নিধি পরিচালনার জন্য প্রনিয়ম তৈরি করবে, বিশেষ করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে—

(এক) নিধি পরিচালন কর্তৃপক্ষ;

(দুই) কর্মচারিদের দেয় অংশের পরিমাণ কর্মচারিদের বেতন থেকে আদায়;

(তিন) কর্মচারির মৃত্যু হলে নিধির টাকা প্রদানের জন্য মনোনয়ন পদ্ধতি;

(চার) কি উদ্দেশ্যে, কি পরিমাণে ও কতদিন পরে উক্ত নিধি থেকে অগ্রিম দেওয়া যেতে পারে এবং মাসিক কিস্তির সংখ্যা যার মধ্যে অগ্রিমের টাকা পরিশোধ করতে হবে;

(পাঁচ) কর্মচারির অবসর গ্রহণ, পদত্যাগ বা অন্য কোন কারণে নিধিতে সঞ্চিত টাকা সম্পূর্ণভাবে প্রদান;

(ছয়) উক্ত নিধির হিসাব রক্ষণ;

(২) নিধিতে প্রতিমাসে কর্মচারির দেয় অংশের পরিমাণ হবে তাঁর মূল বেতনের শতকরা ৮½ টাকা;

(৩) কর্মচারিদের অংশ প্রদায়ী ভবিষ্যনিধিতে সমবায় সমিতি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত অংশ প্রতি বৎসর জমা দেবে তবে উক্ত অংশের পরিমাণ সংশ্লিষ্ট কর্মিদের দেয় বার্ষিক অংশের কম হবে না।

(৪) উক্ত ভবিষ্যনিধির টাকা সমিতির ব্যবসায় ব্যবহার করা যাবে না, তবে নিম্নলিখিত এক বা একাধিক উপায়ে বিনিয়োগ বা আমানত করা যাবে—

(এ) সরকারি সঞ্চয় ব্যাংকে;

(বি) ১৮৮২ সালের ভারতীয় অছি আইনের ২০ ধারায় বর্ণিত (ঈ) প্রকরণ ব্যতিরেকে ঐ ধারার অন্য যে কোন লগ্নিপত্রে; বা

(সি) যে কোন সমবায় ব্যাংকে বা নিবন্ধক কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন ব্যাংকে।

ধারা—৬৬

১১৪। লাভাংশ, অধিবৃত্তি, অবহৃতক প্রভৃতি ঘোষণা (Declaration of Dividend, Bonus, Rebate, etc.) :

এমন প্রত্যেক সমবায় সমিতিতে ৬৮ ধারার (২)

উপধারার (এ) প্রকরণ অনুসারে আদায়িকৃত অংশগত মূলধনের উপর বার্ষিক সর্বোচ্চ শতকরা ১২ টাকা হারে লাভাংশ দেওয়া যাবে।

(২) (এ) পণ্য সম্ভার নিয়ে কারবার করে এমন যে কোন সমিতি, একটি সমবায় বৎসরে সমিতি থেকে মোট ক্রীত দ্রব্যসামগ্রীর জন্য সদস্য যে মূল্য ঐ বৎসর দিয়েছেন তার ভিত্তিতে অবহৃতক (রিবেট) দিতে পারে।

(বি) ঋণদান সমিতিসমূহে সময়মত পরিশোধের জন্য সুদের ক্ষেত্রে সদস্যদের অবহৃতক দেওয়া যেতে পারে।

(৩) (এ) শেয়ার ব্যবস্থা আছে এমন সীমাহীন দায়বিশিষ্ট সমবায় সমিতি নিবন্ধকের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন লাভাংশ দিতে পারবে না।

(বি) কোন লাভাংশ দেওয়া যাবে না—

(এ) লাভ প্রকৃত আদায়ীকৃত হয়েছে এই মর্মে নিরীক্ষা আধিকারিক কর্তৃক প্রমাণিত না হলে; বা

(বি) কোন পরিসম্পৎ উদ্ধারের অযোগ্য (ব্যাড) বা সন্দেহজনক (ডাউটফুল) হয়ে গেছে এবং তা পূরণের জন্য উপযুক্তভাবে ব্যবস্থা নেওয়া নাই বলে নিরীক্ষা আধিকারিক অভিমত পেশ করলে নিবন্ধকের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে।

(৪) বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত ও সাধারণ সভা কর্তৃক অনুমোদিত না হলে কোন সমবায় সমিতি লাভাংশ দিতে পারবে না এবং বোর্ডের বৈঠকের অনুমোদন ছাড়া কোন বোনাস বা রিবেট দেওয়া যাবে না।

(৫) কোন সমিতি, ক্ষতিতে চলতে থাকলে বা হিসেবে ক্ষতি স্তূপিকৃত হলে নিবন্ধকের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন প্রকার নিঃস্বার্থ দান বা ১৯৬৫ সালের বোনাস প্রদান আইনে (১৯৬৫ সালের ২১) বর্ণিত নিম্নতন হার অপেক্ষা অধিক হারে বোনাস দিতে পারবে না।

ধারা—৬৮

১১৫। সমবায় শিক্ষা তহবিল (Co-operative Education Fund) :

(১) প্রত্যেক সমবায় বৎসরের শেষে প্রতিটি সমবায় সমিতি অনধিক সাত হাজার পাঁচশো টাকা সাপেক্ষে নিট লাভের শতকরা পাঁচ টাকা হারে সমবায় শিক্ষা তহবিলে দেবে। নিরীক্ষিত হিসাব পাওয়ার তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে এই টাকা

(জি) সমবায় আন্দোলনের ক্ষেত্রে গবেষণা, অবস্থা সমীক্ষা (কেস স্টাডি) এবং মূল্যায়ন পরিচালনা;

(এইচ) রাজ্যের সমবায় আন্দোলনের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য পুরস্কার বা সম্মানদক্ষিণা প্রদান।

(৪) প্রতি সমবায় বৎসর শেষ হওয়ার তারিখ থেকে ছয়মাসের মধ্যে এই তহবিল বার্ষিক ভিত্তিতে নিবন্ধক দ্বারা বা নিবন্ধক কর্তৃক এই মর্মে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নিরীক্ষা আধিকারিক দ্বারা পরীক্ষা হবে এবং তার প্রতিলিপি উক্ত কমিটি ও রাজ্য সরকারের কাছে দাখিল করতে হবে।

ধারা—৬৩

১১৬। দাতব্য ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে প্রদান (Contribution for Charitable and other Purposes) :

৬৮ ধারার (২) উপধারার (সি) প্রকরণ অনুসারে একটি সমবায় সমিতি—সমবায় কর্মী কল্যাণ তহবিল, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় শিক্ষা তহবিল বা রাজ্য সরকার কর্তৃক এই মর্মে সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশ বলে অনুমোদিত অন্য কোন তহবিলে বা সংশ্লিষ্ট এলাকায় কর্মরত কোন জেলা সমবায় ইউনিয়নে দান করতে পারবে।

ধারা—৬৮

অষ্টম অধ্যায়

সদস্যপদের যোগ্যতা এবং সদস্যদের বিশেষাধিকার, দায়িতা ও বাধ্যবাধকতা (Eligibility for Membership and Privileges, Liabilities and Obligations of Members) :

১১৭। সদস্যপদের যোগ্যতা (Eligibility for Membership) :

আইন বা নিয়মাবলী বা উপবিধি অনুযায়ী যোগ্যতা সম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে সদস্যপদ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না ঃ

প্রকাশ থাকে যে, নিবন্ধকের অনুমতি ব্যতিরেকে—

(এক) কোন ব্যক্তি কোন সীমাহীন দায়বিশিষ্ট সমিতির সদস্য হলে বা বিগত দুই বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে সদস্য থাকলে তিনি সীমাহীন দায়বিশিষ্ট অন্য কোন সমিতির সদস্য হতে পারবেন না;

(দুই) কোন ব্যক্তি সীমাবদ্ধ দায়বিশিষ্ট কোন ঋণদান সমিতিরও সদস্য হতে পারবেন না, যদি তিনি ইতিপূর্বে অনুরূপ কোন সমিতির সদস্য হয়ে থাকেন বা ঋণ নিয়ে থাকেন; তবে ইতিপূর্বে সদস্যভুক্ত হয়েছেন এমন সমিতির লিখিত অনুমতি নিলে সদস্য হতে পারা যাবে।

ধারা—৬৯

১১৮। সদস্যপদ গ্রহণের পদ্ধতি নিদর্শ (Form and Manner of Admission to Membership) :

কোন ব্যক্তি সমবায় সমিতির সদস্য হতে চাইলে তিনি উনত্রিশ (২৯) নিদর্শ অনুসারে সংশ্লিষ্ট সমিতির কাছে আবেদন করবেন এবং উক্ত আবেদনপত্র, পদের নাম যা-ই হোক না কেন মুখ্য নিবাহী আধিকারিকের কাছে পাঠাতে হবে।

ধারা—৭০

১১৯। আপত্তির নিষ্পত্তি (Disposal of Objection) :

সদস্যপদের সংশ্লিষ্ট আবেদনের বিরোধী কোন আপত্তি পাওয়া গেলে তা সিদ্ধান্তের জন্য বোর্ডের পরবর্তী বৈঠকে উপস্থাপিত করা হবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, বোর্ড কোন সিদ্ধান্তে আসার আগে আবেদনকারী ও আপত্তিকারীকে বক্তব্য বলার সুযোগ দেবেন।

ধারা—৭০(২)

১২০। সমিতির সদস্যপদের আবেদন প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে আপিল (Appeal against refusal to admit any Applicant as Member of a Society) :

(১) ৭০ ধারার (৪) উপধারা মতে আপিল পাওয়ার পর নিবন্ধক আপিলকারিকে, সংশ্লিষ্ট সমিতিকে এবং আপত্তিকারী থাকলে তাঁকে শুনানীর তারিখ, সময় ও স্থান জানিয়ে পরিষ্কার সাত দিনের নোটিস দেবেন এবং পক্ষগণকে বক্তব্য বলবার সুযোগ দিয়ে নিবন্ধক উপযুক্ত নির্দেশ দেবেন এবং নির্দেশটি পাওয়ার তারিখ থেকে তা সমিতির উপর বাধ্যতামূলকভাবে প্রযোজ্য হবে। নিবন্ধক অনুকূল সিদ্ধান্ত নিলে, আপিলকারীকে সদস্য হিসাবে গ্রহণের জন্য বোর্ডের কোন সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হবে না।

(২) সিদ্ধান্ত জ্ঞাপনের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বা সিদ্ধান্ত জানানো না হলে আবেদনের তারিখ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে আপিল করতে হবে।

ধারা—৭০(৪)/নিয়ম—২৩০(১)

১২১। সদস্যপদের অধিকার প্রয়োগ (Exercise of Rights of Membership) :

সদস্যপদের আধিকার প্রয়োগের আগে কোন সদস্যকে—

(এক) বোর্ড কর্তৃক নির্দেশিত নিদর্শে ঘোষণা করতে হবে যে তিনি সমিতির উপবিধি মেনে চলবেন;

(দুই) সদস্যদের নিবন্ধপুস্তকে স্বাক্ষর করতে হবে; এবং

(তিন) যেখানে যেমন প্রয়োজন শেয়ারের টাকা ও ভর্তি ফি দিতে হবে, তবে এই প্রকরণের বিধান মান্য করার জন্য সদস্যপদে অন্তর্ভুক্তির তারিখ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে জানাতে হবে।

ধারা—৭২

১২২। বহিষ্কার বা নিলম্বন নির্দেশের বিরুদ্ধে আপিল (Appeal against Order of Expulsion or Suspension) :

সমবায় সমিতির বোর্ড কোন সদস্যকে বহিষ্কার বা নিলম্বন করলে সাধারণ সভার কাছে তার আপিল করার অধিকার থাকবে এবং এরূপ আপিলের ক্ষেত্রে সাধারণ সভার সিদ্ধান্তই চূড়ান্তভাবে বহাল থাকবে।

নিয়ম—৪৮ (বি)

১২৩। সমবায় সমিতির সদস্যপদের অবসান (Cessation of Membership of a Co-operative Society) :

সমবায় সমিতির কোন সদস্য আর সদস্য থাকবেন না, যদি তিনি—

(এক) মারা যান;

(দুই) আইন, নিয়মাবলী ও উপবিধি অনুযায়ী পদত্যাগ করেন;

(তিন) অন্য কোন ব্যক্তির নামে তাঁর শেয়ারের সম্পূর্ণ টাকা হস্তান্তর করেন;

(চার) শোধাক্ষম সাব্যস্ত হন;

(পাঁচ) দেউলিয়া সাব্যস্ত হন;

(ছয়) পাগল হয়ে যান।

ধারা— ৭০(৮)

১২৪। সমবায় সমিতির সদস্য হিসাবে সংঘ বা দলবদ্ধ ব্যক্তি (An association or body of persons as a member of a Co-operative Society) :

কোন সংঘ বা দলবদ্ধ ব্যক্তি সমিতির সদস্য হিসাবে গৃহীত হলে উক্ত সদস্য লিখিতভাবে সম্পাদিত দলিলের মাধ্যমে তার কর্মকর্তা বা আধিকারিকদের মধ্য থেকে

একজনকে নিয়োগ করবেন, যিনি সংশ্লিষ্ট সমিতি প্রসঙ্গে সদস্য পদের অধিকার প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করবেন।

ধারা—৬৯ (১) ডি

১২৫। সঠিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় নাই এমন ঋণ প্রত্যাহারের ধরন (Manner of recalling a loan not utilised for the proper purpose) :

(১) যে ক্ষেত্রে কোন সমবায় সমিতির বোর্ডের বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকবে যে, কোন সদস্যকে যে উদ্দেশ্যে টাকা কর্জ দেওয়া হয়েছিল সেই উদ্দেশ্যে তিনি ঐ টাকা ব্যবহার করেন নাই, সেক্ষেত্রে সমিতি নোটিস দিয়ে ঐ সদস্যকে নোটিসে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কর্জের টাকা কেন ফেরত কেন চাওয়া হবে না তার কারণ দেখানোর জন্য নির্দেশ দিতে পারবেন এবং যে ক্ষেত্রে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে সমিতির মতে সন্তোষজনক কোন কারণে দেখানো হবে না সেক্ষেত্রে সমিতি—

(এ) কর্জের টাকা ফেরত চাইতে পারবে; এবং—

(বি) ফেরত চাওয়া মাত্র কর্জের টাকা ফেরত দেওয়া না হলে তা আদায়ের জন্য ১২৮ ধারা মতে বিনির্ণয় (অ্যাওয়ার্ড) দেওয়ার জন্য নিবন্ধকের কাছে দরখাস্ত করবেন।

(২) কারণ দেখানো হলে তদন্ত করে ও সংশ্লিষ্ট সদস্যকে বক্তব্য বলবার সুযোগ দিয়ে সমিতি বিবেচনামত প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেবেন।

ধারা—৭৩, ১২৮

১২৬। সীমাবদ্ধ দায়িতা ও অংশবিশিষ্ট সমিতির সদস্যের স্বার্থ সম্পর্কে বিধিনিষেধ (Restriction on interest of a Member of a Society with limited liability and shares) :

যে ক্ষেত্রে কোন সমবায় সমিতির সদস্যগণের দায়িতা অংশ দ্বারা সীমাবদ্ধ সে স্থলে রাজ্য সরকার বা অপর কোন সমবায় সমিতি ভিন্ন অন্য কোন সদস্য সমিতির (আদায়ীকৃত) অংশগত মূলধনের এক-পঞ্চমাংশের বেশি অংশ রাখতে পারবেন না।

ধারা—৭৭

১২৭। হস্তান্তর গ্রহীতার মনোনয়ন (Nomination of transferee) :

(১) সমবায় সমিতির কোন সদস্যের মৃত্যুর পরে তাঁর অংশ বা স্বার্থ বা ঐ অংশের বা স্বার্থের মূল্য উক্ত আইনের বিধান অনুসারে তাঁর পরিবারের যে কোন ব্যক্তিকে প্রদত্ত বা হস্তান্তরিত হবে যদি সেই ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট সদস্য ৭৯ ধারা অনুসারে লিখিতভাবে মনোনীত করে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, যদি কোন সদস্যের কোন পরিবার না থাকে তাহলে তিনি যে কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করতে পারেন যার নামে সংশ্লিষ্ট অংশ বা স্বার্থ বা ঐ অংশের বা স্বার্থের মূল্য প্রদত্ত বা হস্তান্তরিত হবে ঃ

আরও প্রকাশ থাকে যে, এরূপ সদস্য সময়ে সময়ে উক্ত মনোনয়ন বাতিল করতে পারেন ও নতুন মনোনয়ন করতে পারেন।

(২) প্রত্যেক সমবায় সমিতি ঐরূপ মনোনীত সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য নিবন্ধ পুস্তক রাখবেন।

(৩) কোন সদস্যের মনোনীতকের মৃত্যু হলে মৃত্যুর খবর সমিতিকে জানাবে এবং তাঁর ইচ্ছা অনুসারে নতুন করে মনোনয়ন দেবে।

ব্যাখ্যা—১৩ ধারার (২) উপধারায় পরিবারের যে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে এই নিয়মের প্রয়োজনে সেই ব্যাখ্যাই প্রযোজ্য হবে, তবে তার সাথে সাবালক পুত্র ও কন্যাদের সামিল করতে হবে।

ধারা—১৩ (২), ৭৯

১২৮। মৃত সদস্যের অংশ বা স্বার্থের বিলিব্যবস্থা এবং অংশের মূল্য হিসাবের প্রক্রিয়া (Disposal of deceased Member's Share or interest and procedure for calculation of value of shares) :

(১) সমবায় সমিতির কোন সদস্যের মৃত্যু হলে তার অংশ হস্তান্তর বা স্বার্থ প্রদানের প্রশ্ন দেখা দেয়, এবং সংশ্লিষ্ট সমিতির বোর্ড যদি দেখেন যে, মৃত সদস্য ৭৯ ধারা মতে কাউকে মনোনীত করেন নাই বা মনোনীতকের অস্তিত্ব বা বাসস্থানের ঠিকানা বের করা না যায় বা অন্য কোন উপযুক্ত কারণে সংশ্লিষ্ট হস্তান্তর বা প্রদান সুদীর্ঘ কালক্ষেপ না করে সম্ভব হবে না, তাহলে যে ব্যক্তি লিখিতভাবে উক্ত অংশ বা স্বার্থ দাবি করবেন বোর্ড তাঁর অনুকূলে ঐ অংশ বা স্বার্থ হস্তান্তর করবেন বা প্রদান করবেন। দাবির সমর্থনে ক্ষেত্রাধিকার আছে এমন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ইচ্ছাপত্র প্রমাণক (প্রবেট), পরিপালনাদেশ (লেটার অফ্ এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন) বা উত্তরাধিকার (সাক্‌সেসন্ সার্টিফিকেট) দাখিল করতে হবে এবং মৃতব্যক্তির আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারী বা প্রতিনিধি হিসাবে তিনিই যে সঠিক দাবিদার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে শপথপত্রের (অ্যাফিডেফিট) মাধ্যমে লিখিতভাবে সেই মর্মে ঘোষণা করতে হবে।

(২) (এ) যে ক্ষেত্রে কোন সমবায় সমিতিকে কোন অংশের মূল্য ফেরত দিতে হবে সেক্ষেত্রে ফেরতযোগ্য অংশের মূল্যকে উক্ত অংশ বাবদ আদায় করা টাকার সমপরিমাণ বলে গণ্য করতে হবে ঃ

তবে যে ক্ষেত্রে সমিতির পরিসম্পদের কোন অংশ নিরীক্ষিত সর্বশেষ উদ্বৃত্তপত্রে কু-পরিসম্পৎ বা সংশয়ান্বিত পরিসম্পৎ হিসাবে দেখানো হয়েছে যা লাভ থেকে সৃষ্ট তহবিল দ্বারা পরিপূরিত নয়, সেক্ষেত্রে বোর্ড, ঐরূপ টাকা দেওয়ার সময় সমিতির যে পরিসম্পৎ কু বা সংশয়ান্বিত নয় তার সমস্ত পরিমাণ থেকে বাইরের দায়িতাগুলির পরিমাণ বাদ দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকে তার সাথে আদায়ীকৃত অংশগত মূলধনের যে অনুপাত দাঁড়ায় সেই অনুপাতে অংশের মূল্য কমিয়ে দিতে পারবেন।

(বি) যখন কোন অংশ বা স্বার্থ হস্তান্তর করা হয় তখন সংশ্লিষ্ট সদস্য প্রকৃতপক্ষে যে টাকা দিয়েছে সেই টাকাই উক্ত অংশ বা স্বার্থের মূল্য ধরা হবে।

ধারা—৮০

১২৯। অংশের মূল্য ফেরত (Refund of Share Value) :

কোন কারণে সমবায় সমিতির কোন সদস্য আর সদস্য না থাকলে সমিতিতে তাঁর স্থিত অংশ ১২৮ নিয়মের (২) উপনিয়ম অনুসারে ফেরত দেওয়া যাবে।

ধারা—৮০, ৮১, ৮৩, ৮৪

নবম অধ্যায়

সমবায় আবাসন সমিতিসমূহের জন্য বিশেষ বিধান (Special provisions for Co-operative Housing Societies) :

১৩০। উদ্যোক্তাদের কার্যাবলী (Functions of Promoters) :

সমবায় আবাসন সমিতি নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে নিবন্ধনের আবেদনে যোগদানের সমস্ত উদ্যোক্তাগণ নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে সভা করবেন—

(এ) প্রস্তাবিত সমিতির নাম ও তার উপবিধি গ্রহণ;

(বি) উদ্যোক্তাদের মধ্যে থেকে মুখ্য উদ্যোক্তা, সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং কোষাধ্যক্ষসহ প্রথম বোর্ডের নির্বাচন;

(সি) এই নিয়মাবলীতে যেমন বলা আছে সেই ভাবে মুখ্য উদ্যোক্তা, সভাপতি, সহ-সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষকে কাজকর্ম ও ক্ষমতা প্রদান করা;

(ডি) প্রস্তাবিত সমিতি কর্তৃক গ্রহণীয় পরিকল্পের কার্যসূচি বিবেচনা ও গ্রহণ;

(ঈ) স্থলবিশেষে জমি, বাড়ি বা কামরায় বিভক্ত বাড়ির (টেনিমেন্ট) বিক্রেতা বা পাট্টাদাতার সাথে সম্পাদ্য কড়ার বিবেচনা ও অনুমোদন।

ধারা—৮৫

১৩১। মুখ্য উদ্যোক্তা, সভাপতি, সহ-সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষের কাজ (Function of the Chief Promoter, the Chairman, the Vice-chairman and the Treasurer) :

সমিতির নিবন্ধনের জন্য যে ব্যবস্থাদি নেওয়া প্রয়োজন সমবায় আবাসন সমিতির মুখ্য উদ্যোক্তা আইন ও এই নিয়মাবলীর দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী সে ব্যবস্থাদি নেবেন; এবং

(এ) ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলবেন এবং তা সভাপতির সাথে যুগ্মভাবে পরিচালনা করবেন বা তাদের যে কোন একজনের অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ উপস্থিত অপরজনের সাথে যৌথভাবে অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করবেন;

(বি) সভাপতির অনুমোদন নিয়ে জমি, বাড়ি বা কামরায় বিভক্ত বাড়ি (টেনিমেন্ট) কেনা বা পাওয়ার বিষয়ে কথাবার্তা চালাবেন।

ধারা—৮৫

১৩২। সমবায় আবাসন সমিতির বোর্ডের প্রথম বৈঠক (Holding of the first meeting of the board of a Co-operative Housing Society):

সমবায় আবাসন সমিতি নিবন্ধনের পর সভাপতি বা তাঁর অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে, সভাপতি, সহ-সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ ছাড়া অন্যান্য পদাধিকারীদের নির্বাচনের উদ্দেশ্যে এবং মুখ্য উদ্যোক্তা সভাপতির অনুমতি নিয়ে যদি অন্য কোন বিষয় স্থির করেন তাহলে তা-ও আলোচনার উদ্দেশ্যে বোর্ডের প্রথম বৈঠক আহ্বান করবেন।

ধারা—৮৬

১৩৩। প্রথম সাধারণ সভার কাছে প্রতিবেদন ও কাজ শুরু (Report to the first General Meeting and commencement of work):

(১) কাজের অগ্রগতির বিবরণ ছাড়াও ৮৬ ধারার (১) উপধারার (বি) প্রকরণে বর্ণিত প্রতিবেদনের মধ্যে নিম্নলিখিত বিবরণগুলিও থাকবে—(এ) সদস্যদের কাছ থেকে সংগৃহীত তহবিল, (বি) নিবন্ধনের আগে ও পরে বিভিন্ন খাতে নির্বাহিত ব্যয়, (সি) নিবন্ধনের পরে কতজন সদস্য পদত্যাগ করেছে ও কতজন সদস্যভুক্ত হয়েছে এবং (ডি) পরিকল্প ব্যয় সংক্রান্ত সাম্প্রতিকালের প্রাককলন (এস্টিমেট)।

(২) সমিতি যদি স্থপতি ও ঠিকাদারদের দিয়ে কাজ করানোর সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে ব্যাপক প্রচার বিশিষ্ট কমপক্ষে একটি দৈনিক পত্রিকায় নোটিসের যথাবিহিত বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রথম সভায় অনধিক তিনজন করে স্থপতি ও ঠিকাদারদের একটি তালিকা তৈরি করতে হবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, কোন সমবায় আবাসন সমিতির পরিকল্পের মোট ব্যয় ১২ লক্ষ টাকা অতিক্রম করলে স্থপতি ও ঠিকাদারদের দিয়ে পরিকল্প রূপায়ণের সিদ্ধান্ত সমিতিকে সভায় নিতে হবে।

(৩) ২ উপনিয়মে বর্ণিত পদ্ধতিতে পাঁচজন মূল্য নির্ধারকের একটি তালিকা তৈরি করতে হবে।

(৪) যিনি স্থপতি হিসাবে কাজ করবেন তিনিই আবার ঠিকাদার হিসাবে এবং পাল্টাভাবে ঠিকাদার স্থপতি হিসাবে কাজ করতে পারবেন না।

ধারা—৮৬

১৩৪। প্লট বা বাড়ি বা ফ্ল্যাটের বণ্টন (Allotment of Plots or Houses or Apartments) :

(১) প্রথম সভায় গৃহীত নীতি ও কার্যধারা কঠোরভাবে মেনে নিয়ে প্লট, বাড়ি বা ফ্ল্যাটের বন্দোবস্ত বোর্ড করবেন এবং বণ্টন বা অন্যবিধ বিষয়ে বোর্ডের সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিন থেকে সাতদিনের মধ্যে সমস্ত সদস্যকে জানাবেন। বোর্ডের সিদ্ধান্তে কোন সদস্য অসন্তুষ্ট হলে সাধারণ সভার কাছে আপিল করতে পারবেন আর তার সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত।

(২) বোর্ডের সিদ্ধান্ত অবগতির তারিখ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে আপিল

প্রার্থনাকামী সদস্য ইচ্ছা প্রকাশ করে বোর্ডের কাছে লিখিতভাবে জানাবেন এবং বোর্ড সংশ্লিষ্ট সংবাদ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে সাধারণসভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবেন।

ধারা—৮৭

১৩৫। সদস্যপদ (Membership) :

(১) সমবায় আবাসন সমিতির সদস্যপদের প্রত্যেক আবেদনকারী সদস্যপদের আবেদনপত্রের সাথে, স্থলবিশেষে নিম্নলিখিতগুলি দাখিল করবে—

(এক) পাসপোর্ট সাইজের সাম্প্রতিককালের ফটো দুই কপি;

(দুই) আয়কর সংক্রান্ত অনুমোদনপত্র (ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট) বা বৃত্তিকর বিষয়ক প্রমাণপত্র; এবং

(তিন) বেতন বিষয়ক প্রমাণপত্র (অন্যের দ্বারা নিযুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে)।

(২) কোন সমবায় আবাসন সমিতির সদস্য সংখ্যা, সংশ্লিষ্ট সমিতির কার্যক্রম বা পরিকল্প অনুসারে সদস্যদের মধ্যে বণ্টনযোগ্য সমিতির প্রস্তাবিত প্লট, বাড়ি বা ফ্ল্যাটের মোট সংখ্যাকে অতিক্রম করবে না ঃ

প্রকাশ থাকে যে, একজন সদস্য একটি আবাসন সমবায় সমিতি থেকে কেবলমাত্র একটি প্লট, বাড়ি বা ফ্ল্যাট লাভের অধিকারী হবেন।

(৩) (এ) কোন জমি বা বাড়ি ফ্ল্যাট বা হস্তান্তর করতে হলে সদস্যকে সমিতির লিখিত অনুমোদন নিতে হবে এবং সম্মতি দেওয়ার আগে সমিতিকে নিশ্চিত হতে হবে যে—

(এক) হস্তান্তর গ্রহীতা সমিতির সদস্য হওয়ার যোগ্য;

(দুই) হস্তান্তর গ্রহীতার প্রকৃতই বাসস্থানের প্রয়োজন আছে;

(তিন) হস্তান্তরকারী সমিতির সমস্ত পাওনা মিটিয়ে দিয়েছেন বা হস্তান্তর গ্রহীতা হস্তান্তকারীর সংশ্লিষ্ট দায়িতা গ্রহণে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন;

(চার) হস্তান্তর গ্রহীতা সমিতির সদস্যপদের জন্য প্রথানুসারে আবেদন করেছেন;

(বি) প্রকরণ (এ) বর্ণিত হস্তান্তরে সম্মতি দিতে সমিতি অস্বীকার করলে বা ব্যর্থ হলে সমিতির অনুরূপ অস্বীকার বা ব্যর্থতার জন্য সদস্য নিবন্ধকের কাছে আপিল করতে চাইলে অস্বীকৃতির খবর পাঠানোর তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে বা সমিতি কর্তৃক প্রস্তাব প্রাপ্তির তারিখ থেকে ষাট দিনের মধ্যে আপিল করা যাবে।

(৪) কোন ব্যক্তির নিজের নামে বা তার পরিবারের কোন সদস্যের নামে বাড়ি

বা ফ্ল্যাট না থাকলে যদি নিজের নামে জমির প্লট থাকে তাহলে, তিনি সমিতির সাহায্যে তার উপর বাড়ি করতে চাইলে এবং সমিতির অধিকার ক্ষেত্রের সংলগ্ন এলাকায় প্লট অবস্থিত হলে, প্লটের মালিকদের নিয়ে গঠিত সমবায় আবাসন সমিতির তিনি সদস্য হতে পারবেন।

(৫) সমিতির কাছ থেকে বাড়ি বা অতিরিক্ত বাসস্থান সংগ্রহের সত্যিই খুব প্রয়োজন আছে এই মর্মে সমিতিব বোর্ড কাউকে বিবেচনা না করলে তিনি কোন সমবায় আবাসন সমিতির সদস্যপদে গৃহীত হবেন না।

ধারা—৮৫

(৬) কোন ব্যক্তি সমিতির পরিকল্প সংক্রান্ত কোন কাজের ব্যাপারে, তা নির্মাণ সংক্রান্তই হোক বা অন্য কোন কাজ হোক, যদি সমবায় আবাসন সমিতির সাথে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে থাকেন বা হতে ইচ্ছুক থাকেন তাহলে তিনি সদস্য হতে পারবেন না ঃ

প্রকাশ থাকে যে, সমবায় আবাসন সমিতিতে ভূমিখণ্ড হস্তান্তরকারী ব্যক্তি যেখানে অতিরিক্ত কোন সুবিধা ছাড়াই উক্ত সমিতির সদস্য হতে ইচ্ছুক ও সব দিক থেকে ঐরূপ সদস্যতা প্রাপ্তির যোগ্যতা সম্পন্ন, সেখানে উক্ত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট সমিতির সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

ধারা—৮৫

১৩৬। সদস্যপদের অবসান (Cessation of Membership) :

(১) কোন ব্যক্তির সদস্যপদ চলে যাবে, যদি—

(এক) সদস্য পদের কোন অযোগ্যতা তাঁর এসে যায়:

(দুই) জমি বা বাড়ি বা ফ্ল্যাট বণ্টন করার তারিখ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে তিনি তা গ্রহণে অসম্মত হন; বা

(তিন) নিবন্ধকের অন্যরূপ নির্দেশ ব্যতিরেকে তিনি বা তাঁর পরিবারের কোন সদস্য সমিতির সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করেন বা সমিতির বিরুদ্ধে উকিল বা সলিসিটর হিসাবে কাজ করেন।

(২) সদস্যপদ অবসানের উপরিউক্ত কারণ প্রথম ঘটার দিন থেকেই সদস্যপদের অবসান কার্যকর হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

(৩) ১ উপনিয়মের এক প্রকরণে যা-ই যাই বলা থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তির সদস্যপদের অবসান হবে না, যদি তিনি বা তাঁর পরিবারের কোন সদস্য উত্তরাধিকার সূত্রে জমি বা বাড়ি বা ফ্ল্যাটের মালিক হওয়ার পর ও সমিতির পরিকল্পে বাসস্থান সংগ্রহের প্রয়োজন প্রকৃতই অনুভব করেন।

ধারা—৮৫

১৩৭। সদস্যদের বহিষ্কার (Expulsion of Members) :

(১) কোন সদস্য তাঁর উপর ন্যস্ত জমি বা বাড়ি বা ফ্ল্যাটের দাম বাবদ দেয় অর্থ একটানা ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে পরিশোধে খেলাপ করতে থাকলে তাঁর আচরণ ব্যাখ্যা করার একটা সুযোগ দিয়ে বোর্ডের বৈঠকের দুই - তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি ও ভোটের দ্বারা সেই সদস্যকে বহিষ্কার করা যাবে এবং নিবন্ধকের নিকট বোর্ডের সিদ্ধান্ত দাখিল করে অনুমোদন না করানো পর্যন্ত তা কার্যকর হবে না :

প্রকাশ থাকে যে, বোর্ডের অপসারণের সিদ্ধান্তটি নিবন্ধক পূর্বোক্তভাবে অনুমোদন করলে তা সংশ্লিষ্ট সদস্যকে জ্ঞাপনের তারিখ থেকেই কেবল কার্যকর হবে :

আরও প্রকাশ থাকে যে, নিবন্ধক কর্তৃক অনুমোদন বা অননুমোদনের বিষয়টি ছয় সপ্তাহের মধ্যে সমিতিকে জানাতে হবে, তা না জানালে বোর্ডের সিদ্ধান্তই কার্যকর হবে।

ব্যাখ্যা—উপরিউক্ত অনুমোদনের ক্ষমতা নিবন্ধকের উপরই অনন্যভাবে ন্যস্ত থাকবে, অন্য কোন আধিকারিকের উপর ন্যস্ত করা যাবে না।

(২) কোন সদস্য সমিতির স্বার্থবিরোধী কোন কাজ করেছে বলে বা সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও বোর্ডের আইনানুগ সিদ্ধান্ত লংঘন করেছে বলে বোর্ডের মনে হলে সেই সদস্যকে (১) উপনিয়ম অনুসারে বহিষ্কার করা যাবে;

(৩) এই ভাবে বহিষ্কৃত সদস্যের রাজ্য সরকারের কাছে আপিল করার অধিকার থাকবে। এই উদ্দেশ্যে বহিষ্কারের নির্দেশ জ্ঞাপনের তারিখ থেকে এক পক্ষকালের মধ্যে বহিষ্কৃত সদস্য রাজ্য সরকারের কাছে লিখিত আবেদন দাখিল করবেন।

ধারা—৮৫

১৩৮। জমি বা বাড়ি বা ফ্ল্যাটের মালিকানা বা স্বার্থ লাভের পর সদস্যদের কাছ থেকে পাওনা আদায় (Recovery of dues from members after his entitlement to title or interest in land or house or apartment) :

জমি, বাড়ি বা ফ্ল্যাটের মালিকানা বা স্বার্থ লাভের পর ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে সমিতিতে পরিশোধের খেলাপ করতে থাকলে আইনের দ্বিতীয় তফসিলের চার অনুক্রমিকে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে তা আদায়ের জন্য বোর্ড ব্যবস্থা নিতে পারেন।

ধারা—৮৫

১৩৯। সমবায় আবাসন সমিতির বোর্ডের ক্ষমতা ও কর্তব্যসমূহ (Powers and Duties of the Board of a Co-operative Housing Society):

নিয়মাবলী কর্তৃক প্রদত্ত ও আরোপিত ক্ষমতা ও কর্তব্যসমূহ সাপেক্ষে সমবায় আবাসন সমিতির বোর্ড নিম্নলিখিত ক্ষমতা ও কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করবে, যেমন—

(এ) ফিয়ের ভিত্তিতে বা চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের যেমন ঠিকাদার, ব্যবহার দেশক(সলিসিটর), পর্যবেক্ষক, বাস্তুকার, মূল্যনির্ধারিক, স্থপতি, পরিমাপক প্রভৃতিদের নিয়োগ, নিলম্বন (সাসপেণ্ড) অপসারণ বা কার্যমুক্ত করবে;

(বি) দরপত্র আহ্বান এবং সমিতির জন্যে ও পক্ষে চুক্তি সম্পাদন ও তৎসংক্রান্ত শর্তাদি স্থির করবে;

প্রকাশ থাকে যে, চুক্তির শর্তাদি ও কড়ার একবার স্থির হলে তা বোর্ডের সভায় দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি ও ভোটাধিক্য ব্যতীত পরিবর্তন করা যাবে না।

(সি) মাসের অন্তত একবার সমিতির খাতা অনুসারে নগদ তহবিল ও তিন মাসে অন্তত একবার অন্যান্য পরিসম্পৎ সত্যাখ্যান (ভেরিফাই) করা ও তার ফলাফল বোর্ডের পরবর্তী বৈঠকে পেশ করার জন্য বোর্ডের এমন যে কোন সদস্যকে নাম উল্লেখ করে ক্ষমতা অর্পণ করবে যার ওপর নগদ টাকা বা হিসাবপত্রের দায়িত্ব নাই। নগদ টাকা বা অন্যান্য পরিসম্পদের কোন ঘাটতি জানা গেলে তা উদ্ধারের জন্য বোর্ড তৎক্ষণাৎ দ্রুত ব্যবস্থা নেবে। বোর্ড তা নিতে ব্যর্থ হলে বোর্ডের সদস্যরা যৌথভাবে ও এককভাবে সেই ঘাটতি পূরণে দায়ী থাকবেন;

(ডি) সদস্যদের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় আবাসন ফেডারেশন লিমিটেড থেকে ঋণ গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে বা বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ সংগ্রহের ব্যাপারে কাগজপত্র ও দলিল পত্রাদি সরবরাহসহ সমস্ত সম্ভাব্য উপায়ে সদস্যদের সহায়তা করবে;

(ঈ) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় আবাসন ফেডারেশন লিমিটেড কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ও প্রদত্ত ঋণের বিস্তৃত বিবরণ এবং যখন যেমন শর্ত ও কড়ারে, সংশ্লিষ্ট ঋণ ফেডারেশন কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ও প্রদত্ত হচ্ছে তা সদস্যদের জানাবে;

(এফ) জমি, বাড়ি বা ফ্ল্যাটের মূল্য বাবদ কিস্তি দেওয়ার জন্য সদস্যদের কাছে সময়ে সময়ে দাবির নোটিস পাঠাবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, পরিকল্পের কাজে প্রকৃত অগ্রগতি বিবেচনা করে কিস্তির সংখ্যা স্থির করা হবে;

(জি) সদস্যের মনোনীতকের নাম নির্দিষ্ট নিবন্ধপুস্তকে লিপিবদ্ধ হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হবে এবং সে বিষয়ে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সদস্যকে জানাবে;

(এইচ) সদস্যদের কাছ থেকে ঋণের আদায়ীকৃত কিস্তি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় আবাসন লিমিটেডের কাছে সময়মত পরিশোধের ব্যবস্থা করবে; এবং

(আই) সদস্যদের বিবেচনার জন্য বাৎসরিক সাধারণ সভায় প্রতিবেদন উপস্থাপিত করবে।

ধারা—৮৬

১৪০। পরিকল্প ব্যয়ের উর্ধ্বগতি (Escalation of Project Cost) :

পরিকল্প ব্যয়ের উর্ধ্বগতি এড়ানোর জন্যে বোর্ড বিশেষ সচেষ্টা হবে। তবে যদি তার প্রসারণ ঘটে তাহলে বোর্ড সঙ্গে সঙ্গে বাৎসরিক বা বিশেষ সাধারণ সভার মাধ্যমে সদস্যদের গোচরে আনবে।

১৪১। সমবায় আবাসন সমিতির আর্থিক লেনদেন ও হিসাব রক্ষণ (Financial Transactions and Maintenance of Accounts in a Co-operative Housing Society) :

(১) সমবায় আবাসন সমিতির এক হাজার টাকার বেশি সমস্ত লেনদেনই একমাত্র অ্যাকাউন্ট পেয়ি চেকে হবে।

(২) সমবায় আবাসন সমিতিকে যে সমস্ত টাকা দেওয়া হবে তার রসিদের সংখ্যা অনুক্রমিকভাবে যন্ত্র দ্বারা চিহ্নিত থাকবে (সিরিয়ালি মেশিন নাম্বার্ড) এবং তাতে সমিতি সামুহিক শীলমোহর ও সম্পাদকের স্বাক্ষর থাকবে।

(৩) সমবায় আবাসন সমিতির দেওয়া সমস্ত টাকার রসিদ সংশ্লিষ্ট পাওনাদার কর্তৃক যথাবিহিতভাবে তারিখসহ প্রাপ্তির অনুকূলে স্বাক্ষরিত হবে।

(৪) সমবায় আবাসন সমিতির সমস্ত গ্রহণ ও প্রদান সঙ্গে সঙ্গে ক্যাশবুকে লিখে তাদের প্রাতিষঙ্গিক বিবরণ প্রাসঙ্গিক খতিয়ানে তুলতে হবে।

ধারা—৮৫

১৪২। সমবায় আবাসন সমিতির সদস্যগণ কর্তৃক হস্তান্তর ও ভাড়া দেওয়া (Transfer and letting out by members of a Co-operative Housing Society) :

(১) জমি, বাড়ি বা ফ্ল্যাটের সব রকম হস্তান্তর ও ভাড়া দেওয়ার বিষয়ে সমিতির সম্মতিসহ নিবন্ধকের অগ্রিম অনুমোদনের জন্য প্রয়োজন হবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, এই নিয়মের (৩) উপনিয়ম মোতাবেক কারণ বা কারণসমূহ সন্তোষজনকভাবে দেখানো হলে এবং ১৩৫ (৩) (এ) নিয়মের শর্তাবলী পূরিত হলে নিবন্ধকের অনুমতি বা সমিতির লিখিত সম্মতি কোন ক্ষেত্রেই খুশিমত ধরে রাখা যাবে না।

(২) কোন সদস্য তার জমি, বাড়ি বা ফ্ল্যাট সমিতির সদস্য হওয়ার যোগ্য অন্য কোন ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করতে চাইলে এই মর্মে সম্মতি জ্ঞাপনের জন্য রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন দ্বারা সময়ে সময়ে স্থিরীকৃত হারে ফি বা চাঁদার সমবায় আবাসন সমিতি সংগ্রহ করতে পারে।

(৩) ভূমিখণ্ড, বাড়ি বা বাড়ির ফ্ল্যাট কোন সমবায় আবাসন সমিতির সদস্যের অনুকূলে বণ্টিত হলে তিনি তা বিক্রয় বা ১৮৮২ সালের (১৮৮২ সালের ৪) সম্পত্তি হস্তান্তর আইনে বর্ণিত ভোগ বন্ধকের (ইউজিউফ্রাকচুয়্যারি মর্গেজ) মাধ্যমে, স্থলবিশেষে সংশ্লিষ্ট ভূমিখণ্ড বা বাড়ি বা ফ্ল্যাট, নিচের এক বা একাধিক কারণে হস্তান্তর করতে পারেন ঃ

(এক) যদি সদস্য ঋণে আবদ্ধ থাকেন এবং পাওনাদারদের পাওনা মেটানোর জন্য বিক্রয় বা ভোগ বন্ধকের মাধ্যমে হস্তান্তর প্রয়োজন হয়;

(দুই) সদস্যের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন অনিবার্য পরিস্থিতিতে সদস্য স্থান পরিবর্তনে বাধ্য হন;

(তিন) সদস্যের পুত্র বা কন্যার বিবাহ বা শিক্ষার জন্য বা পরিবারের কারো বা সদস্যের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল কোন ব্যক্তির জরুরি চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের জন্য সদস্য যদি খুবই আর্থিক অনটনে পড়েন;

(চার) উপরিবর্ণিত কারণসমূহের সদৃশ নিবন্ধক কর্তৃক বিবেচিত অন্যান্য যুক্তিসঙ্গত ও সমর্থনযোগ্য কারণে।

ধারা—৮৯

১৪৩। পদত্যাগ বা বহিষ্কার বা মৃত্যুর ক্ষেত্রে সদস্য বা তার মনোনীতকের কাছে আমানত ফেরত (Refund of Deposits to a Member or his nominee in the event of his Resignation or Expulsion or Death) :

পদত্যাগ, বহিষ্কার, মৃত্যু বা অন্য কারণে কোন সদস্যের সদস্যপদ চলে গেলে পরিকল্প ব্যয় বাবদ আবাসন সমবায় সমিতির সদস্যের জমা দেওয়া টাকা সদস্য পদ অবসানের তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে বা তার মনোনীতককে বা তার বৈধ উত্তরাধিকারীর কাছে, যেমনটি প্রাসঙ্গিক হবে, ফেরত দিতে হবে।

১৪৪। সমবায় আবাসন সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা (Annual General Meeting of a Co-operative Housing Society) :

২৫ ধারার (১) উপধারা অনুসারে অনুষ্ঠিত সমবায় আবাসন সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় তৎসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিবরণ ছাড়াও বোর্ড নিম্নলিখিত বিষয় সম্বলিত সার্বিক প্রতিবেদন পেশ করবে—

(এ) পরিকল্পিত রূপায়ণের অগ্রগতি;

(বি) ব্যক্তি সদস্যদের কাছ থেকে গৃহীত তহবিলের বিবরণ ও খেলাপ থাকলে তার বৃত্তান্ত;

(সি) সর্বশেষ প্রাক্কলন (এস্টিমেট) অনুসারে বা স্থলবিশেষে মূল্যের প্রসারণ (এসক্যালেসন্) বিষয়ক প্রাক্কলন (এস্টিমেটস) অনুসারে জমি, বাড়ি বা ফ্ল্যাটের মূল্য অনুমোদন;

(ডি) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় আবাসন ফেডারেশন লিমিটেড থেকে ঋণ গ্রহণের ও সংশ্লিষ্ট ঋণসমূহের পরিশোধের সর্বশেষ অবস্থা;

(ঈ) সদস্যদের পদত্যাগ, বিতাড়ন ও মৃত্যু যদি কিছু ঘটে তার বিবরণ এবং সৃষ্ট আনুষঙ্গিক শূন্যতা পূরণে নতুন সদস্য গ্রহণের বিবরণ;

ধারা—২৫

১৪৫। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় আবাসন ফেডারেশন লিমিটেডের ক্ষেত্রাধিকার (Jurisdiction of the West Bengal State Co-operative Housing Federation Limited) :

(১) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় আবাসন ফেডারেশন লিমিটেড তার রচিত পরিকল্প নিবন্ধক কর্তৃক যথাবিহিতভাবে যে কোন সময়ে অনুমোদিত হলে

পশ্চিবঙ্গের যে কোন স্থানে, তার পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণে বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করতে পারে এবং একই সাথে সমবায় আবাসন সমিতি প্রবর্তন করতে পারে এবং প্রবর্তনকারী ও প্রবর্তিত সমিতি কর্তৃক স্বীকৃত শর্তাদি ও কড়ারে বাড়িগুলি তাদের হস্তান্তর করতে পারে।

(২) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় আবাসন ফেডারেশন লিমিটেড কর্তৃক প্রবর্তিত সমবায় আবাসন সমিতির ক্ষেত্রে "মুখ্য উদ্যোক্তা" বলতে এই নিয়মাবলীর যে কোন বর্ণনায় পূর্বোক্ত ফেডারেশনের মুখ্য নিবাহী আধিকারিককে বোঝাবে।

১৪৬। কর্জগ্রহণের উপর বিধিনিষেধ (Restriction on Borrowing):

এই নিয়মাবলীর অন্যত্র যা-ই বলা থাকুক না কেন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় আবাসন ফেডারেশন লিমিটেড বা কোন সমবায় আবাসন সমিতি অন্য কোন সমবায় সমিতি, সরকার বা অন্য যে কোন অর্থপ্রদায়ী সংস্থা থেকে, উপযুক্ত জামিনে, আদায়ীকৃত অংশগত মূলধন ও সমিতির ব্যবসার বাইরে নিয়োজিত সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ নির্বিশেষে, ঋণের আকারে যে কোন পরিমাণ দায়িতা গ্রহণ করতে পারে।

ধারা—৪৩

১৪৭। ঋণ প্রদানের উপর বিধিনিষেধ (Restriction on issue of Loan) :

এই নিয়মাবলীর অন্যত্র যা-ই বলা থাকুক না কেন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় আবাসন ফেডারেশন লিমিটেড বা কোন সমবায় আবাসন সমিতি কোন সদস্যকে তার কেনা অংশের পঞ্চাশ গুণ পর্যন্ত ঋণ দিতে পারে। তবে দেখতে হবে সদস্যকে দেয় ঋণের পরিমাণ যেন সদস্য কর্তৃক সংগৃহীত বা অধিকৃত জমির মূল্যের বা উক্ত জমির উপর নির্মিত বা প্রস্তাবিত নির্মাণের বা জমি ও বাড়ি উভয়ের মূল্যের শতকরা ৯০ ভাগের বেশি না হয়।

ধারা—৪৭

১৪৮। জমির মূল্য নির্ধারণ (Valuation of Land) :

(১) ৮২ ধারার (সি) প্রকরণের প্রয়োজনে জমির মূল্য সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত হবে--

(এ) বিগত তিন বৎসরে এলাকার অনুরূপ জমির নথিভুক্ত বিক্রয়ের গড় বিক্রয় মূল্য বের করে; বা

(বি) বিক্রয়ের অনুরূপ কোন নথি না পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট ভূমি গ্রহ সমাহর্তা (ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশন্ কালেক্টর) কর্তৃক নিজস্ব অধিকার ক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত জমির যে মূল্য নিধারণ করেন তা সংগ্রহ করে।

(২) তালিকাভুক্ত মূল্য নির্ধারক কর্তৃক বাড়ি বা ফ্ল্যাটের মূল্য নির্ধারিত হবে।

ধারা—৮২

১৪৯। সমবায় আবাসন সমিতির পরিকল্পের সংখ্যা এবং পরিকল্পের নকশা পরিবর্তনের উপর বিধিনিষেধ (Restriction on Change in the scheme of the project and number of projects for a Co-operative Housing Society):

(১) সমিতি নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত উদ্যোক্তাদের সভায় স্থিরীকৃত আবাসন পরিকল্প ছাড়া অন্য কোন আবাসন পরিকল্প সাধারণ সভার অনুমোদন ও নিবন্ধকের সম্মতি ব্যতিরেকে কোন প্রাথমিক সমবায় আবাসন সমিতি গ্রহণ করবে না ঃ

প্রকাশ থাকে যে, ১৯৭২ সালের কলিকাতা মেট্রোপলিটান উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইনে প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে কলিকাতা মেট্রোপলিটান এলাকার মধ্যে কোন প্রাথমিক সমবায় আবাসন সমিতি একের অধিক আবাসন পরিকল্প প্রবর্তন করতে পারবে না।

ব্যাখ্যা—"আবাসন পরিকল্প" বলতে বোঝোবে বহুতল বিশিষ্ট বাড়ি বা নিবিড় (কম্প্যাক্ট) এলাকায় গুচ্ছবদ্ধ গৃহসমূহ;

(২) সাধারণ সভার অনুমোদন ও নিবন্ধকের অগ্রিম অনুমতি ব্যতিরেকে কোন প্রাথমিক সমবায় আবাসন সমিতি পরিকল্পের বা পরিকল্প এলাকার কোন রকম পরিবর্তন করবে না।

১৫০। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে নিয়োগপ্রাপ্ত সদস্য কর্তৃক নিয়োগকর্তার অনুকূলে সমবায়ের জমি, বাড়ি বা ফ্ল্যাটের উপর দ্বিতীয় বন্ধক সৃষ্টি (Creation of second mortgage on a Co-operative Land, House or Apartment in favour of the employer by a member employed in the Public Sector):

সমবায় আবাসন সমিতির কোন সদস্য, যিনি কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার বা কোন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ বা সরকার প্রবর্তিত প্রতিষ্ঠানের কর্মী, তার সমিতি থেকে প্রথানুসারে জমি, বাড়ি বা ফ্ল্যাট পাওয়ার পর তাঁর নিয়োগকর্তার আরোপিত শর্তাদি

ও কড়ারে নিয়োগকর্তার কাছ থেকে ঋণ নিতে পারেন। উক্ত ঋণ একসাথে বা স্থল বিশেষে যথোপযুক্ত কিস্তিতে সদস্যকে বা তাঁর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তিনি যে সমবায় আবাসন সমিতির সদস্য সেই সমিতিকে বা পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আবাসন ফেডারেশন লিমিটেডকে, যেমনটি নিয়োগকর্তা স্থির করবেন, দেওয়া হবে। তবে ঋণী সদস্যকে সমবায় আবাসন সমিতির অনুকূলে তাঁর স্বত্ত্ব আরোপ করে একটি চুক্তি এবং আনুতোষিক (গ্র্যাচুইটি) বা আমানত বা স্বার্থের আধেয় (প্লেজ) সম্পাদন করে আর একটি চুক্তি করতে হবে। বাড়ি বা ফ্ল্যাট তৈরি শেষ হলে তাঁর নিয়োগকর্তারা অ নুকূলে তাঁকে একটি দ্বিতীয় বন্ধকও সম্পাদন করতে হবে।

১৫১। কতকগুলি বিষয়ে সমবায় আবাসন সমিতির কাছে সদস্য কর্তৃক সংবাদ জ্ঞাপনের ধরন (Mode of communication by members to a Co-operative Housing Society in certain matters):

(১) কোন সদস্য প্লট, বাড়ি বা ফ্ল্যাটের দখল ছাড়তে চাইলে দখল ছাড়ার কারণ ব্যাখ্যা করে ও সময়কাল বর্ণনা করে লিখিতভাবে বোর্ডকে জানাবেন।

(২) সদস্য তাঁর দখলিকৃত বাড়ি বা ফ্ল্যাটের কোন রকম সংযোজন বা পরিবর্তন বা সংস্কার করতে চাইলে প্রস্তাবিত সংযোজন বা পরিবর্তন বা সংস্কারের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিবরণ দিয়ে বোর্ডকে লিখিতভাবে জানাবেন।

ধারা—৮৫

১৫২। সমবায় অবসান সমিতির জমি, বাড়ি বা ফ্ল্যাট সংক্রান্ত মূল্যের পরিভাজন (Apportionment of cost of Land House or Apartment in a Co-operative Housing Society) :

(১) কোন জমির মূল্য (উন্নয়নী ব্যয় সমেত) বা উক্ত জমির উপর সমবায় আবাসন সমিতি কর্তৃক নির্মিত বাড়ি বা ফ্ল্যাটের মূল্য বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিভাজন করা হবে।

(২) সকলের ব্যবহারযোগ্য এলাকা ও সুযোগ সুবিধাদির রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার বা পরিবর্তনের মূল্য কার্পেট এলাকা অনুসারে পরিভাজন করা হবে ঃ

তবে কার্পেট এলাকা অনুসারে পরিভাজন ন্যায়সঙ্গত বিবেচিত না হলে নিবন্ধকের অনুমোদন নিয়ে সমিতি তার বিবেচনামত পদ্ধতিতে মূল্য আদায় করতে পারেন।

ধারা—৮৫, ৮৭

১৫৩। সমবায় আবাসন সমিতির সদস্যের জমি, বাড়ি বা ফ্ল্যাটের মালিকানা বা স্বার্থ লাভ (Entitlement by a member of a Co-operative Housing Society to title or interest in any Land, House or Apartment) :

সংশ্লিষ্ট জমি, বাড়ি বা ফ্ল্যাটের মূল্য যা সমিতি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে পরিভাজিত হবে তা পুরোপুরিভাবে না মিটিয়ে দেওয়া পর্যন্ত সমবায় আবাসন সমিতির সদস্য জমি, বাড়ি বা ফ্ল্যাটের মালিকানা বা স্বার্থলাভের যোগ্য হবেন না।

ধারা—৮৭

১৫৪। সমবায় আবাসন সমিতির সদস্যের উপর ন্যস্ত বাড়ি বা ফ্ল্যাটের বাইরে বসবাসের পরিস্থিতিসমূহ (Circumstances under which a member of a Co-operative Housing Society may reside outside the House or Apartment allotted to him) :

নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে সমবায় আবাসন সমিতির সদস্য সমিতি কর্তৃক তার অনুকূলে প্রদত্ত বাড়ি বা ফ্ল্যাটের বাইরে বসবাস করতে পারেন :

(এ) সদস্য যদি তাঁর নিয়োগকর্তা কর্তৃক অন্য কোন জায়গায় বদলি হন;

(বি) সদস্য যদি তাঁর চাকরির কড়ার অনুসারে বাইরে, যেমন সরকারি আবাসে (কোয়ার্টারে) থাকতে বাধ্য হন;

(সি) সদস্য যদি তাঁর ব্যবসা বা পেশার কারণে অন্যত্র থাকতে বাধ্য হন;

(ডি) বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন পরিস্থিতিতে সদস্য যদি অন্যত্র বসবাস করতে বাধ্য হন।

১৫৫। ৮৮ ধারার (৩) উপধারা মতে ত্রৈমাসিক বিবরণ দাখিল করতে হবে (Quarterly Statement to be furnished under Sub-section (3) of Section—88):

৮৮ ধারার (৩) উপধারা মতে দেয় বিবরণ ত্রিশ (৩০) নিদর্শ অনুসারে দাখিল করতে হবে।

ধারা—৮৮

দশম অধ্যায়

নিরীক্ষা, পরিদর্শন ও তদন্ত (Audit, Inspection and Inquiry) :

১৫৬। নিবন্ধকের নিকট বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল (Submission of Annual Return to the Registrar):

৯০ ধারার (৩) উপধারা মতে সমবায় সমিতি কর্তৃক নিবন্ধকের নিকট প্রেরণীয় বার্ষিক রিটার্ণ পনেরো (১৫) নিদর্শ অনুসারে পাঠাতে হবে।

ধারা—৯০(৩)

১৫৭। নিরীক্ষা ফি (Audit Fees) :

(১) পণ্য দ্রব্যের ব্যবসাকারি সমবায় সমিতি ব্যতিরেকে অন্যান্য সমবায় সমিতি, সমবায় বৎসরের শেষ দিনের কার্যকর মূলধনের উপর হিসাব করে সংশ্লিষ্ট সমবায় বৎসরের জন্য দেয় অডিট ফি দেবে।

(২) পণ্য দ্রব্য দিয়ে ব্যবসাকারি সমবায় সমিতি, সারা বৎসরে বিক্রিত পণ্যের মোট মূল্যের উপর হিসাব করে অডিট ফি দেবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, কোন সমবায় সমিতি অন্যান্য ব্যবসার সাথে পণ্য সামগ্রী নিয়েও ব্যবসা করলে তার ক্ষেত্রে (১) উপনিয়মে বর্ণিত কার্যকর মূলধন বা (২) উপনিয়মে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট বৎসরে বিক্রিত পণ্য সামগ্রীর পণ্য সামগ্রীর মোট মূল্য—এই দুইয়ের মধ্যে যেটি বেশি হবে তারই উপর অডিট ফি হিসাব করা হবে।

(৩) বাৎসরিক অডিটের ফি নিম্নলিখিত হারে হিসাব করা হবে, যেমন ঃ

(এ) সীমাহীন দায়িতাবিশিষ্ট প্রাথমিক সমিতির ক্ষেত্রে প্রতি একশো টাকা বা তার অংশ পিছু ৭০ পয়সা হিসাবে সর্ব্বোচ্চ—

(এক) পাঁচশো টাকা, যে ক্ষেত্রে কার্যকর মূলধন পাঁচ লক্ষ টাকার বেশি নয়;

(দুই) এক হাজার টাকা, যে ক্ষেত্রে কার্যকর মূলধন পাঁচ লক্ষ টাকার বেশি কিন্তু ত্রিশ লক্ষ টাকার বেশি নয়;

(তিন) এক হাজার পাঁচশো টাকা, যে ক্ষেত্রে কার্যকর মূলধন ত্রিশ লক্ষ টাকার বেশি কিন্তু পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বেশি নয়;

(চার) দুই হাজার টাকা, যে ক্ষেত্রে কার্যকর মূলধন পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বেশি।

(বি) প্রাথমিক অকৃষি ঋণদান সমিতি ও প্রাথমিক ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক ব্যতিরেকে অন্য কোন সীমাবদ্ধ দায়িতাবিশিষ্ট প্রাথমিক সমিতির ক্ষেত্রে প্রতি একশো টাকায় ৭০ পয়সা হিসাবে সর্বোচ্চ—

(এক) পাঁচশো টাকা, যে ক্ষেত্রে কার্যকর মূলধন পাঁচ লক্ষ টাকার বেশি নয়;

(দুই) এক হাজার টাকা, যেখানে কার্যকর মূলধন পাঁচ লক্ষ টাকার বেশি কিন্তু ত্রিশ লক্ষ টাকার বেশি নয়;

(তিন) এক হাজার পাঁচশো টাকা, যে ক্ষেত্রে কার্যকর মূলধন ত্রিশ লক্ষ টাকার বেশি;

(সি) শীর্ষ সমিতির ক্ষেত্রে অডিট ফি হবে প্রতি একশো ট কা বা তার অংশপিছু এক টাকা হিসাবে সর্বোচ্চ—

(এক) এক হাজার টাকা, যে ক্ষেত্রে কার্যকর মূলধন ত্রিশ লক্ষ টাকার বেশি নয়;

(দুই) দুই হাজার টাকা, যে ক্ষেত্রে কার্যকর মূলধন ত্রিশ লক্ষ টাকার বেশি কিন্তু পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বেশি নয়;

(তিন) পাঁচ হাজার টাকা, যে ক্ষেত্রে কার্যকর মূলধন পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বেশি কিন্তু এক কোটি টাকার বেশি নয়; এবং

(চার) দশ হাজার টাকা, যেক্ষেত্রে কার্যকর মূলধন এক কোটি টাকার বেশি ঃ

তবে অডিট ফিয়ের সর্বোচ্চ পরিমাণ নিবন্ধকের অগ্রিম অনুমোদন নিয়ে শীর্ষ সমিতির সাথে নিরীক্ষা আধিকারীকের পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে স্থিরীকৃত হবে।

(ডি) সমবায় আবাসন সমিতির ক্ষেত্রে নির্মাণ কাজ শুরুর আগে ও নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পর সদস্য পিছু কুড়ি টাকা হারে অডিট ফি ধার্য হবে; এবং নির্মাণ কাজ চলাকালে পূর্ববর্ণিত (৩) উপনিয়মের (বি) প্রকরণ অনুসারে অডিট ফি ধার্য হবে।

(ঈ) কারবার গোটানোর পর্যায়ে রয়েছে এমন সমিতির ক্ষেত্রে যে বৎসরের হিসাব পরীক্ষিত হচ্ছে সেই সমবায় বৎসরে আদায়ীকৃত পরিসম্পদের শতকরা এক ভাগ।

(এফ) কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ও প্রাথমিক অকৃষি ঋণদান সমিতি ব্যতিরেকে কেন্দ্রীয় সমিতিসমূহের ক্ষেত্রে ও প্রাথমিক ভূমি উন্নয়ন ব্যাংকের ক্ষেত্রে প্রতি একশো টাকা বা অংশপিছু এক টাকা হিসাবে সর্বোচ্চ—

(এক) পাঁচশো টাকা, যে ক্ষেত্রে কার্যকর মূলধন দশ লক্ষ টাকার বেশি নয়;

(দুই) এক হাজার টাকা, যে ক্ষেত্রে কার্যকর মূলধন দশলক্ষ টাকার বেশি (কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ও প্রাথমিক অকৃষি ঋণদান সমিতি সমূহের ক্ষেত্রে পাঁচ হাজার টাকা)।

(৪) তিন উপনিয়মে বর্ণিত ফি-গুলি ছাড়াও বিভাগীয় আধিকারিক নন এমন নিরীক্ষা আধিকারিক, বাৎসরিক অডিটের ক্ষেত্রে এক হাজার টাকা ও চলমান অডিটের ক্ষেত্রে দুই হাজার টাকা সর্বোচ্চ সীমা সাপেক্ষে, সমিতি যেমন দেবে সেই রকম যাতায়াত ভাতা ও বিরাম ভাতা পাবেন ঃ

প্রকাশ থাকে যে, পূর্ববর্ণিত হারে অডিট ফি ছাড়াও যে সমিতিতে চলমান অডিট করা হয় সেক্ষেত্রে অডিট ফিয়ের শতকরা ২৫ ভাগ এবং প্রধান অফিসের শাখা অফিসসহ সমিতির অন্যান্য প্রতিটি শাখার অডিটের জন্য অডিট ফিয়ের অতিরিক্ত শতকরা দশভাগ শাখা পিছু দিতে হবে।

ধারা— ৯০, ১০১ (৬)

১৫৮। সমবায় সমিতির উপর অডিট ফি ধার্য (Assessment of Audit fee on Co-operative Society) :

(১) নিবন্ধক কর্তৃক অডিট ফি ধার্য হবে—

(এ) কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের সদস্যভুক্ত হয়েছে বা জাতীয়কৃত বাণিজ্যিক ব্যাংক বা গ্রামীণ ব্যাংক অর্থ সরবরাহ করেছে এমন প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের উপর।

(বি) অন্য কোন সমিতির ক্ষেত্রে, সমিতির উপর।

(২) সভ্যভুক্ত কৃষি ঋণদান সমিতির পক্ষে তার কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক অডিট ফি দিলে ফিয়ের অর্থ সংশ্লিষ্ট সমিতিকে প্রদত্ত ব্যাংকের ঋণ হিসাবে বিবেচনা করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সমিতির কাছ থেকে অন্যান্য ঋণের মতই আদায় করা যাবে।

ধারা—৯০

১৫৯। অডিট ফি থেকে রেহাই ও নিষ্কৃতি (Exemption and Remission of Audit fees) :

(১) স্কুল বা কলেজে প্রতিষ্ঠিত যে সমস্ত সমবায় সমিতির কার্যকর মূলধন বা বার্ষিক লেনদেন পঁচিশ হাজার টাকার কম সেই সমস্ত সমবায় সমিতি সমূহকে কোন অডিট ফি দিতে হবে না। তাছাড়া জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমবায় সমিতিসমূহকে এবং সমবায় শিক্ষণকেন্দ্রসমূহে প্রতিষ্ঠিত সমবায় সমিতিগুলিকে অডিট ফি দিতে হবে না।

(২) নিবন্ধক তাঁর বিচার মত অন্য কোন সমিতির দেয় অডিট ফির সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ রেহাই দিতে পারেন।

(৩) বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কারণ লিপিবদ্ধ রেখে নিবন্ধক অডিট ফি বাড়িয়ে দিতে পারেন।

ধারা—৯০

১৬০। অডিট ফি প্রদান (Payment of Audit Fees) :

(১) বিভাগীয় আধিকারিক কর্তৃক সমবায় সমিতির হিসাবাদি নিরীক্ষিত হলে, অডিট রিপোর্ট দাখিলের তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে, রাজ্য সরকারের সুনির্দিষ্ট জমার খাতে, নিকটবর্তী ট্রেজারি বা স্থলবিশেষ সাবট্রেজারিতে অডিট ফি জমা দিতে হবে।

(২) বিভাগীয় আধিকারিক নন এমন কোন অডিট অফিসার কর্তৃক সমিতির হিসাবপত্র পরীক্ষিত হলে, অডিট রিপোর্ট দাখিলের তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে সরাসরি অডিট অফিসারের কাছে যথোপযুক্ত রসিদের ভিত্তিতে অডিট ফি দিতে হবে, যদি ইতিমধ্যে নিবন্ধকের কাছে অডিট রিপোর্ট সম্পর্কে কোন আপত্তি স্থাপন না করা হয়।

(৩) সমিতি কর্তৃক দেয় অডিট ফি সরকারি পাওনা হিসাবে আদায় করা যাবে এবং যদি তা নির্দিষ্ট সময়ে দেওয়া না হয় তাহলে তা বকেয়া ভূমি রাজস্ব হিসাবে আদায় করা যাবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, সমিতি কর্তৃক অডিট রিপোর্ট পাওয়ার সাথে সাথে অডিট অফিসার, ১৫৭ নিয়মের (৩) উপনিয়মে প্রাপ্য অডিট ফিয়ের অনধিক পঞ্চাশ ভাগ পাবেন।

ধারা—৯০

১৬১। নিরীক্ষা (Audit) :

৯০ ধারার (১) উপধারা মতে অডিটের মধ্যে ঐ ধারার (৬) উপধারা মতে বর্ণিত বিষয়গুলি ছাড়াও নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকবে ঃ—

(এ) সমিতির আমানতকারি ও পাওনাদারদের নামে যে টাকা জমা দেখানো হয়েছে ও দেনাদারদের কাছ থেকে সমিতির যে পাওনা দেখানো হয়েছে তার সত্যখ্যান করা;

(বি) লেনদেনমূহেব যথার্থতাসহ আর্থিক লেনদেনসমূহের পরীক্ষা;

(সি) একত্রিশ (৩১) নিদর্শ বা অন্য বিধানে বর্ণিত অন্য কোন নিদর্শ অনুসারে বোর্ড কর্তৃক প্রস্তুত হিসাব বিবরণী পরীক্ষা;

(ডি) মজুদ পণ্য ও ক্রীত সামগ্রীর পরীক্ষা; এবং চালান, প্রেষিতকসূচি (ইনভয়েস) ও অর্পণাদেশ প্রভৃতি সহ মজুদ পণ্যের নিবন্ধপুস্তক, ক্রয়ের নিবন্ধপুস্তক এবং গুদামের নিবন্ধপুস্তকে নথিভুক্ত বিবরণ খতিয়ে দেখা;

(ঈ) খাতা অনুসারে পণ্য সম্ভারের স্থিতি ও বাস্তব সত্যাখ্যানের (ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন) সংগতিসাধনসহ অন্ত্য স্থিতির (ক্লোজিং ব্যালেন্স) সত্যাখ্যান;

(এফ) সমবায় বৎসরের শেষে কিস্তি খেলাপি ঋণ ও কিস্তি খেলাপি সুদ নিরূপণ;

(জি) অনিশ্চয়ে (সাসপেন্স) স্থিত খেলাপি সুদের ব্যবস্থা পরীক্ষা;

(এইচ) নিবন্ধক আদেশ বলে অন্য কোন বিষয় নির্দিষ্ট করে দিলে।

ধারা— ৯০

১৬২। নিরীক্ষার প্রণালী (Procedure of Audit) :

(১) নিবন্ধক অন্যরূপ নির্দেশ না দিলে, সমবায় সমিতির হিসাব পরীক্ষার কাজ সমিতির নিবন্ধিত কার্যালয় এবং শাখা কার্যালয় ও টাকা প্রদানের কার্যালয় (পে অফিস) থাকলে সেখানে অনুষ্ঠিত হবে।

(২) নিরীক্ষা কাজ শুরু করার আগে সমিতিকে অগ্রিম সংবাদ দিতে হবে ঃ

তবে নগদ তহবিল, মজুদ পণ্য এবং বন্ধকি দ্রব্যাদির সত্যাখ্যান সমিতিকে অগ্রিম সংবাদ না দিয়ে করা যাবে।

(৩) সমিতির আধিকারিকগণ ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ নিরীক্ষা কার্য সমাপনের উদ্দেশ্যে নিরীক্ষা আধিকারিককে সমস্ত প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন এবং এই উদ্দেশ্যে বিশেষ করে হিসাব পত্রে সত্যাখ্যান বা পরীক্ষা সম্পর্কিত তাঁর চাহিদামত প্রয়োজনীয় বিবরণ তৈরি করবেন ও ব্যবস্থা নেবেন।

ধারা—৯০/নিয়ম—১০১

১৬৩। আভ্যন্তরীক নিরীক্ষা (Internal Audit) :

সমবায় সমিতির বোর্ড তার নির্ধারিত ব্যক্তি দ্বারা ও শর্ত অনুসারে তার হিসাবপত্র আভ্যন্তরিকভাবে নিরীক্ষা করাতে পারেন।

তবে প্রত্যেক শীর্ষ সমিতি তার বোর্ড কর্তৃক সঙ্গত বিবেচিত শর্তানুসারে তার হিসাবপত্র আভ্যন্তরিকভাবে নিরীক্ষা করাবে।

ধারা—৯০

১৬৪। নিরীক্ষা আপত্তি (Audit Objections) :

সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষা পরিচালনাকালে নিরীক্ষা আধিকারিক, অনধিক সাত দিনের মধ্যে আপত্তিসমূহের পরিপালন বা প্রদর্শিত ত্রুটি ও অনিয়মসমূহের ব্যাখ্যা চেয়ে সম্পাদক বা সম্পাদকের কর্তব্য পালনকারী আধিকারিকের নিকট হিসাব পরীক্ষার কাজ চলাকালের বিভিন্ন সময়ে, অন্তর্বর্তীকালীন আপত্তি জানাতে পারেন। সম্পাদক বা স্থল বিশেষে সম্পাদকের কর্তব্য পালনকারী আধিকারিক পরিপালনপত্রসহ অন্তর্বর্তীকালীন আপত্তিপত্র নিরীক্ষা আধিকারিকের নিকট তাঁর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফেরত পাঠাবেন। নিরীক্ষা আধিকারিক পরিপালন প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করবেন এবং তার মতে যে আপত্তিগুলি সন্তোজনকভাবে প্রতিপালিত হয়েছে সেগুলি বাতিল করে দেবেন এবং বাকি আপত্তিগুলি অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করবেন।

ধারা—৯১

১৬৫। নিরীক্ষা প্রতিবেদন (Audit Report) :

৯১ ধারায় বর্ণিত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের মধ্যে থাকবে—

(এ) লেনদেনসমূহের মধ্যে কোনোটি আইন বা নিবন্ধকের নির্দেশ বিরোধী হয়েছে কি না;

(বি) হিসাবের মধ্যে আনা উচিত ছিল অথচ আনা হয়নি এমন কোন অর্থ আছে কি না;

(সি) কোন ঘাটতি বা ক্ষতি অসদাচরণ বা অবহেলার জন্য ঘটেছে বলে মনে হয়েছে কি না এবং ঐ সম্পর্কে আরও বিশদ তদন্তের প্রয়োজন আছে কি না;

(ডি) সমিতির কোন অর্থ বা সম্পত্তি (মজুদ পণ্যসহ) অন্যায়ভাবে কেউ নিজের দখলে রেখেছেন বা আত্মসাৎ করেছে বলে মনে হয়েছে কি না;

(ঈ) কোন পরিসম্পৎ কু বা সন্দেহজনক হয়ে পড়েছে কি না;

(এফ) নিরীক্ষা আধিকারিক তাঁর চাহিদা মত সমস্ত তথ্য ও ব্যাখ্যা পেয়েছেন কি না;

(জি) তাঁর মতে প্রতিবেদনে প্রদত্ত উদ্বর্তপত্র ও লাভ ক্ষতির হিসাব আইন অনুযায়ী তৈরি হয়েছে কি না;

(এইচ) সমিতির খাতাপত্রে প্রদর্শিত এবং তাঁর সাধ্যমত জ্ঞাত তথ্য ও প্রদত্ত ব্যাখ্যা

অনুসারে সংশ্লিষ্ট উদ্বর্তপত্র সমিতির কাজকর্মের নির্ভুল অবস্থা প্রতিভাত করেছে কি না;

(আই) তাঁর মতে সমিতি খাতাপত্র ও হিসাবাদি আইন, নিয়মাবলী, উপবিধি ও নিবন্ধকের নির্দেশ (যদি কিছু দেন) অনুসারে রেখেছে কি না;

(জে) ব্যয় বা সমিতি পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে কোন গুরুত্বপূর্ণ অসঙ্গতি বা অনিয়ম আছে কি না।

(২) এক (১) উপনিয়মে বর্ণিত বিষয়গুলি সম্পর্কে নেতিবাচক বা ইতিবাচক মন্তব্যসহ উত্তরদানের ক্ষেত্রে ঘটনা ও পরিসংখ্যান সহ যথেষ্ট কারণ প্রতিবেদনের মধ্যে থাকবে ঃ

(৩) অডিট রিপোর্টের মধ্যে আরো থাকবে (এ) আদায়ীকৃত লাভের সত্যতা অনুমোদন;

(বি) নিবন্ধক কর্তৃক অনুমোদিত পদ্ধতিতে সমবায় সমিতিসমূহের উৎকর্ষতার শ্রেণীবিন্যাস;

(সি) সমিতির কাজকর্মের উন্নয়নসংক্রান্ত তাঁর প্রস্তাব।

ধারা—৯১

১৬৬। পরিসম্পৎ ও কু-ঋণসমূহের অবলোপন (Writing off Assets and Bad-debts) :

(১) কোন ঋণ বা পাওনা বা পরিসম্পৎ কু-বিবেচিত হলে নিবন্ধকের অনুমোদন সাপেক্ষে সাধারণ সভা কর্তৃক নিম্নলিখিত ক্রমঅনুসারে বর্ণিত সংস্থানসমূহ থেকে সেগুলি অবলোপন করা যাবে—

(এ) কু-ঋণ তহবিল বা কু-ঋণসমূহের সংস্থান হিসাবে মুনাফা থেকে সৃষ্ট কোন তহবিল;

(বি) মুনাফা থেকে সৃষ্ট অনা কোন তহবিল যা অন্য কোন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে চিহ্নিত হয়নি; এবং

(সি) ৬৫ ধারা অনুসারে গঠিত সংরক্ষিত তহবিল।

(২) সমিতি কোন অর্থপ্রদায়ী ব্যাংকের সদস্য হলে ও তার কাছে ঋণী থাকলে, নিবন্ধক কোন ঋণ বা পাওনা টাকার অবলোপন মঞ্জুরের আগে ঐ অর্থপ্রদায়ী ব্যাংকের সাথে পরামর্শ করবেন।

ধারা—৯১

১৬৭। নিরীক্ষা আধিকারিক কর্তৃক বিশেষ প্রতিবেদন দাখিল (Submission of Special Report by Audit Officer) :

(১) নিরীক্ষাকালে নিরীক্ষা আধিকারিক যদি দেখেন যে, গুরুতর নিয়মবহির্ভূত ঘটনা, যেমন অন্যায়ভাবে তহবিল আত্মস্যাৎ বা তছরূপ বা মজুদ পণ্যের চুরি, আইনের বিধান লংঘন প্রভৃতি ঘটেছে তাহলে উক্ত অনিয়ম বিষয়ে তিনি শীলমোহরাংকিত খামে 'গোপনীয়' শব্দটি লিখে নিবন্ধক কর্তৃক উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁর কাছে পাঠাবেন।

ধারা—৯১

১৬৮। অর্থপ্রদায়ী ব্যাংকের আধিকারিকগণ কর্তৃক সমিতিসমূহের পরিদর্শন (Inspection of Societies by Officers of Financing Bank) :

অর্থপ্রদায়ী ব্যাংক বা সমিতির আধিকারিক যিনি—

(এক) ব্যাংক বা স্থলবিশেষে সমিতির নিয়মিত কর্মচারী এবং সমিতি পরিদর্শনের উপযোগী নিবন্ধকের নির্ধারিত প্রশিক্ষণ নিয়েছেন; এবং

(দুই) সমিতি পরিদর্শনের জন্য নিবন্ধক সময়ে সময়ে যেমন চাইবেন সেইরকম শিক্ষাগত্ যোগ্যতার অধিকারি হয়েছেন;

তিনিই সমবায় সমিতিসমুহের পরিদর্শন নিষয়ে যোগ্য বলে অনুমোদিত হবেন।

ধারা—৯২

১৬৯। নিরীক্ষা বিবরণসমূহের নিদর্শ (Form to Audit Statements) :

একত্রিশ (৩১) নিদর্শ বা নিবন্ধক কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন নিদর্শ অনুসারে বোর্ড হিসাব বিবরণসমূহ প্রস্তুত করবে।

ধারা—৯০, ৯১

১৭০। পদালি কর্তৃপক্ষের তহবিলের নিরীক্ষা (Aduit of Fund of Cadre Authority) :

(১) প্রতিটি পদালি কর্তৃপক্ষের তহবিল নিবন্ধক বা নিবন্ধক কর্তৃক এই মর্মে লিখিতভাবে প্রাধিকৃত কোন নিরীক্ষা আধিকারিক কর্তৃক প্রত্যেক সমবায় বৎসর শেষ হওয়ার তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে বার্ষিক ভিত্তিতে নিরীক্ষিত হবে এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের প্রতিলিপি পদালি কর্তৃপক্ষ, নিবন্ধক ও রাজ্য সরকারের নিকট পাঠাতে হবে।

ধারা—৩৭/নিয়ম—৬৪, ৬৫

একাদশ অধ্যায়

বিবাদসমূহের নিষ্পত্তি (Settlement of Disputes)

১৭১। বিবাদ দায়ের (Reference of a Dispute) :

(১) নিবন্ধকের কাছে তিনপ্রস্থ লিখিত আবেদন দ্বারা বিবাদ দায়ের করতে হবে। তাকে আর্জি বলা হবে এবং তার মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের সাথে থাকবে—

(এ) পক্ষগণের নাম ও ঠিকানা;

(বি) বিবাদের বিষয়বস্তুর একটি বিবরণ; এবং

(সি) প্রার্থিত দাবি বা ছাড়।

(২) উপযুক্ত কারণ থাকলে মধ্যস্থদের পর্ষদ বা নিবন্ধক, যিনি প্রাসঙ্গিক হবেন, বাদীকে বক্তব্য বলার সুযোগ দিয়ে আর্জি বাতিল করতে পারেন।

(৩) আহ্বানপত্র বা নোটিস পাওয়ার তারিখ থেকে সাত দিন বা মধ্যস্থ কর্তৃক অনুমোদিত অধিকতর সময়কালের মধ্যে বিবাদী আত্মপক্ষ সমর্থনের উদ্দেশ্যে তার লিখিত বিবরণের একটি প্রতিলিপি বাদীকে দিয়ে অপরটি সরাসরি মধ্যস্থদের কাছে দাখিল করতে পারেন।

ধারা—৯৫

১৭২। বিবাদ দায়ের করার ফি (Fee for filing disputes) :

(১) (এ) ৯৫ ধারা অনুসারে বিবাদ দায়ের করার জন্য আবেদনকারীকে কোর্ট ফি স্ট্যাম্পের আকারে ফি দিতে হবে।

(বি) অর্থ সংক্রান্ত বিবাদে ফি হবে—

(এক) দুইশত টাকা পর্যন্ত দাবির ক্ষেত্রে—পাঁচ টাকা

(দুই) দুইশত টাকার অধিক দাবির ক্ষেত্রে—দশ টাকা

(সি) প্রাথমিক সমিতিসমূহের (আবাসন সমিতি ও অকৃষি ঋণদান সমিতি ব্যতিরেকে) সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য কোন বিবাদে ফিয়ের পরিমাণ হবে দশ টাকা এবং শীর্ষ, কেন্দ্রীয়, আবাসন ও প্রাথমিক অকৃষি ঋণদান সমিতিসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য কোন বিবাদে ফিয়ের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ টাকা।

ধারা—৯৫

১৭৩। বিবাদ ও মধ্যস্থ্ নিয়োগ (Disputes and Appointment of Arbitrators) :

(১) নিবন্ধক কোন বিবাদ নিষ্পত্তির দায়িত্ব মধ্যস্থদের পর্ষদের উপর ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত নিলে তিনি—

(এক) তাঁর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রত্যেক পক্ষকে একজন ব্যক্তিকে মধ্যস্থ হিসাবে মনোনীত করার জন্য আহ্বান জানাবেন এবং কোন পক্ষে একাধিক ব্যক্তি থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ যৌথভাবে একজনকে মনোনীত করবেন,

(দুই) তৃতীয় মধ্যস্থকে মনোনীত করবেন, যিনি সভাপতি হিসাবে কাজ করবেন।

(২) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন পক্ষ মনোনয়ন দিতে ব্যর্থ হলে নিবন্ধক নিজেই সেই মনোনয়ন দেবেন।

(৩) তিনজন মধ্যস্থকে নিয়োগ করা হলে সংখ্যা গরিষ্ঠের মতই বহাল থাকবে।

ধারা—৯৬

১৭৪। মধ্যস্থ্ হিসাবে নিয়োগের যোগ্য ব্যক্তিবর্গ (Persons qualified to be appointed as Arbitrators) :

নিবন্ধক নিম্নলিখিতদের মধ্যে থেকে মধ্যস্থ্ বা মধ্যস্থ্গণকে নিয়োগ করতে পারেন—

(এ) কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের কোন বিভাগের আধিকারিক ও অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক,

(বি) শীর্ষ ও কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিসমূহের আধিকারিক,

(সি) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সদস্য,

(ডি) চ্যার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস্ ও কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস্, এবং

(ঈ) উকিল

ধারা—৯৬

১৭৫। মধ্যস্থ্গণকে দেয় ফি (Payment of Fees to Arbitrators) :

(১) মধ্যস্থ্গণ কর্মরত সরকারি আধিকারিক না হলে প্রতি বৈঠকের জন্য নিবন্ধকের মঞ্জুরিমত অনধিক পঞ্চাশ টাকা হিসাবে ফি পেতে পারেন।

(২) দাখিলীকৃত বিবাদের প্রকৃতি অনুসারে নিবন্ধক কর্তৃক ধার্য মধ্যস্থদের সম্ভাব্য ফিয়ের টাকা, মধ্যস্থ্ বা মধ্যস্থদের পর্ষদের নিকট বিবাদটি পাঠানো সম্পর্কে নিবন্ধকের

সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে, নিবন্ধক নির্দেশিত প্রতিষ্ঠানে, বাদী অগ্রিম জমা দেবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা না দিলে আর্জি বাতিল ও বিবাদ অতিপন্ন (ল্যাপস্) হয়ে যাবে।

(৩) বিবাদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ও বিনির্ণয় না দেওয়া পর্যন্ত মধ্যস্থকে কোন ফি দেওয়া যাবে না।

ধারা—৯৬

১৭৬। বিবাদ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া (Procedure for disposal of Disputes) :

(১) ৯৬ ধারার (১) উপধারা অনুসারে কার্যবাহে মধ্যস্থ, মধ্যস্থদের পর্ষদ বা নিবন্ধক, যিনি প্রাসঙ্গিক হবেন,—

(এ) বিবাদের শুনানির তারিখ, সময় ও স্থান স্থির করবেন, এবং

(বি) নিযুক্তক, অভিভাবক বা নিকটতম সুহৃদের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব মঞ্জুরের অধিকারী হবেন।

(২) মধ্যস্থ, মধ্যস্থদের পর্ষদ বা নিবন্ধক, যিনি প্রাসঙ্গিক হবেন, বিবাদের শুনানির জন্য নির্দিষ্ট তারিখ থেকে কমপক্ষে পনেরো দিন আগে নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে আহ্বানপত্র বা নোটিস দেবেন—

(এ) সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ ও সাক্ষীদের উপস্থিতি, এবং

(বি) বিবাদের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত প্রাসঙ্গিক খাতাপত্র ও দলিল পত্রাদির উপস্থাপন।

(৩) আহ্বানপত্র বা নোটিস জারি করা যেতে পারে—

(এ) নিবন্ধিত ডাকযোগে, অথবা

(বি) সমিতির সম্পাদক বা অন্য কোন কর্মচারী বা বিবাদের কোন পক্ষের মারফত, বা

(সি) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রাপ্তি স্বীকার করে রসিদে স্বাক্ষর করতে না চাইলে বা তাঁকে খোঁজাখুঁজি করে পাওয়া না গেলে, তাঁর শেষ যে বাসস্থান বা কর্মস্থানের কথা জানা যায়, সেইখানে সমন কিংবা নোটিসের একটি প্রতিলিপি লাগানোর দ্বারা।

(৪) পদের আখ্যা যা-ই হোক না কেন সভাপতি, সম্পাদক বা মুখ্য নির্বাহী আধিকারিকের উপর জারি করা সমন বা নোটিস সমিতিকে জারি করা হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

(৫) যে ক্ষেত্রে জারিকারী আধিকারিক, সমন যে ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বেরিয়েছে তাঁর হাতে বা তাঁর কোন নিযুক্তক বা তাঁর পক্ষে অপর কোন ব্যক্তির হাতে সমনের এক প্রস্থ নকল অর্পণ বা প্রদান করেন, সেক্ষেত্রে ঐ আধিকারিক মূল সমনের পৃষ্ঠে জারির স্বীকৃতি হিসাবে ঐরূপ ব্যক্তির স্বাক্ষর নেবেন।

(৬) যে সমস্ত ক্ষেত্রে (৩) উপনিয়মের (বি) ও (সি) প্রকরণ মতে সমন বা নোটিস জারি হয়েছে, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে জারিকারী আধিকারিক কোন্ সময়ে ও কী প্রণালীতে সমন বা নোটিস জারি করেছেন তা এবং কেউ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সনাক্ত করে থাকলে ও সমন বা নোটিস প্রদানের সাক্ষী হয়ে থাকলে তাঁর নাম, স্বাক্ষর ও ঠিকানার উল্লেখসহ একটি বিবরণ মূল সমন বা নোটিসের পিছনে কিংবা অপর এক খণ্ড কাগজে লিখে মূল সমনের বা নোটিসের সাথে জুড়ে দেবেন।

(৭) যে ব্যক্তি কোন সমন বা নোটিস প্রকাশ (ইস্যু) করেন তিনি ঐ সমন বা নোটিস জারির পক্ষে প্রমাণের যথার্থ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবেন।

(৮) যথাযথভাবে সমন বা নোটিস দেওয়া হলেও শুনানির দিন বাদী অনুপস্থিত থাকলে অনুপস্থিতির জন্য মামলা খারিজ হয়ে যাবে এবং বিবাদী অনুপস্থিত থাকলে বিবাদের এক তরফা নিষ্পত্তি করা যাবে।

ধারা—৯৬

১৭৭। বিনির্ণয় বা সিদ্ধান্ত (Award or Decision) :

(১) মধ্যস্থ উপস্থিত পক্ষগণের এবং বা যে সকল সাক্ষীকে পরীক্ষা বা প্রতি পরীক্ষা করা হয় তাঁদের বিবৃতির একটি স্মারকলিপি প্রস্তুত করবেন এবং ঐরূপে লিপিবদ্ধ সাক্ষ্য প্রমাণাদি অবলম্বন করে ও কোন পক্ষ কোন দলিল প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করলে তা বিবেচনা করার পর সুবিচার, ন্যায় ও সদ্বিবেক অনুসারে, নির্ভরশীল মৌখিক ও লিখিত সাক্ষ্যের প্রসঙ্গক্রমে একটি বিনির্ণয় প্রদান করবেন। তিনি তাঁর বিনির্ণয় লিপিবদ্ধ করবেন, তারিখ দিয়ে স্বাক্ষর করবেন এবং পক্ষগণকে জানিয়ে দেবেন।

(২) বিনির্ণয়পত্রে বিবাদের নম্বর, পক্ষগণের নাম ও বর্ণনা এবং বিবাদের বিবরণ থাকবে, আর থাকবে—

(এ) মঞ্জুরীকৃত প্রতিকার;

(বি) কত টাকার উপর আজ্ঞপ্তি দেওয়া হ'ল;

(সি) ভবিষ্যতেব জন্য কোন সুদ মঞ্জুর করা হলে তা সহ সুদের পরিমাণ; এবং

(ডি) খরচ - খরচা বিনির্ণীত হলে তার পরিমাণ আর কোন পক্ষ বা পক্ষগণ

বিচারাজ্ঞাঘটিত অর্থ বা উভয়ের খরচ বহন করবেন তার সুস্পষ্ট উল্লেখ এবং এতদসংক্রান্ত অর্থ প্রদানের পদ্ধতি।

(৩) পক্ষগণের শুনানি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কোন বিনির্ণয় দেওয়া না হলে, মধ্যস্থ বিনির্ণয় দেওয়ার তারিখ ও স্থান নির্দিষ্ট করে দেবেন এবং ঐরূপ নির্দিষ্ট তারিখে বিনির্ণয় দেবেন। কোন কারণে ঐ তারিখে বিনির্ণয় দিতে না পারলে মধ্যস্থ তার কারণ লিপিবদ্ধ করবেন।

(৪) পক্ষগণকে বিনির্ণয় দেওয়া হবে—

(এ) পক্ষগণের সামনে ঘোষণার দ্বারা ও তার স্বীকৃতিস্বরূপ অর্ডার শীটে তাঁদের স্বাক্ষর নিতে হবে এবং বা উপস্থিত কোন পক্ষ স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করলে বিনির্ণয় প্রদানকে প্রমাণিত করার জন্য তিনি ঐ মর্মে স্বাক্ষর করবেন।

(বি) কোন পক্ষ ঐ তারিখে অনুপস্থিত থাকলে ঐ পক্ষের কাছে নিবন্ধিত ডাকযোগে।

ধারা—৯৬, ৯৮

১৭৮। নিবন্ধক কর্তৃক বিবাদ প্রত্যাহার (Withdrawal of Reference by the Registrar) :

কোন মধ্যস্থের বা মধ্যস্থদের পর্ষদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে নিবন্ধক বিবাদ প্রত্যাহার করতে পারেন ও স্বয়ং তার নিষ্পত্তি করতে পারেন অথবা নতুন মধ্যস্থ বা মধ্যস্থদের নিয়োগ করতে পারেন—

(এ) কোন মধ্যস্থ বা মধ্যস্থদের নিকট যে কার্যবাহ বিচার সাপেক্ষ থাকে তৎসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের মধ্যে যে কোন পক্ষের আবেদনক্রমে; বা

(বি) সরকারি আধিকারিক ছাড়া অন্য কোন মধ্যস্থদের আবেদনক্রমে; বা

(সি) সরকারি আধিকারিক মধ্যস্থ হলে মধ্যস্থের বা মধ্যস্থদের মধ্যে যে কোন একজনের পদত্যাগ, বদলি, নিলম্বন বা কর্মচ্যুতি প্রভৃতি ঘটলে।

ধারা—৯৬

১৭৯। সিদ্ধান্ত বা বিনির্ণয় জারি (Execution of Decision or Award):

কোন বিবাদ সম্বন্ধে মধ্যস্থ বা নিবন্ধকের দেওয়া বিনির্ণয়, সংশ্লিষ্ট অঞ্চল যে দেওয়ানি আদালতের এলাকাধীন সেই দেওয়ানি আদালত দরখাস্ত পেলে ঐ আদালতেরই আজ্ঞপ্তির তুল্য গণ্য করে, উক্ত আদালত যেভাবে নিজস্ব আজ্ঞপ্তি জারি করেন সেই পদ্ধতিতে জারি করবেন।

ধারা—৯৬, ৯৮

১৮০। নথিপত্রের বিলি ব্যবস্থা (Disposal of Records) :

(১) বিবাদ সংক্রান্ত কোন কার্যবাহে সিদ্ধান্ত প্রকাশ বা বিনির্ণয় প্রদান করা হলে ঐ কার্যবাহের মূল নথিপত্র নিবন্ধক যেখানে যেভাবে রাখতে নির্দেশ দেবেন সেখানে সেইভাবে রাখতে হবে।

(২) কোন পক্ষ যে দলিল বা নথিপত্র দাখিল করেছেন তা ফেরত নেওয়ার জন্য দরখাস্ত করলে, কোন আপিল হলে তা নিষ্পত্তির পর বা আপিল দায়ের করার সময়সীমা উত্তীর্ণ হলে পর, ঐ দলিল বা নথিপত্র ঐ পক্ষকে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

ধারা—৯৬

১৮১। প্রমাণিত প্রতিলিপি (Certified Copy) :

(১) নিবন্ধকের কাছে কোন পক্ষ আবেদন করলে কোন নির্দেশ, সিদ্ধান্ত বা বিনির্ণয়ের প্রমাণিত প্রতিলিপি নিবন্ধক যথাবিহিতভাবে প্রমাণিত করে দেবেন। এজন্যে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে "ডবল স্পেসে" টাইপ করা ফুলস্কেপ কাগজের পুরা পৃষ্ঠা বা তার অংশের জন্য এক টাকা হিসাবে ফি আবেদনের সাথে কোর্টফি স্ট্যাম্পসের আকারে দিতে হবে :

(২) নির্দেশ, সিদ্ধান্ত বা বিনির্ণয়ের প্রমাণিত প্রতিলিপির আবেদন পাওয়ার পর, কি কি দাখিল করতে হবে তা আবেদনকারীকে সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হবে বা কবে জানানো হবে তা তখনই বলে দেওয়া হবে।

(৩) খবর দেওয়ার তারিখ থেকে সাত দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ দাখিল করা না হলে প্রমাণিত প্রতিলিপির জন্য আবেদন বাতিল হয়ে যাবে এবং তার পর নতুন করে আবেদন দাখিলের পর সংশ্লিষ্ট পক্ষ প্রমাণিত প্রতিলিপি পেতে পারেন।

(৪) প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ দাখিলের তারিখ থেকে, যতদূর সম্ভব দুই সপ্তাহের মধ্যে প্রমাণিত প্রতিলিপি সরবরাহ করতে হবে।

(৫) প্রমাণিত প্রতিলিপির আবেদনকারীকেই তা সংগ্রহ করতে হবে। তিনি ডাক মারফত পেতে চাইলে যে তারিখে প্রমাণিত প্রতিলিপি ডাকে পাঠানো হচ্ছে সেই তারিখেই তাঁকে সরবরাহ করা হ'ল বলে বিবেচিত হবে।

ধারা—৯৬

১৮২। কলিকাতা মেট্রোপলিট্যান এলাকার জন্য মধ্যস্থদের আদালত (Court of Arbitrators for Calcutta Metropolitan Area) :

(১) বর্তমান নিয়মাবলী কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে রাজ্য সরকার ৯৭ ধারা অনুসারে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কলিকাতা মেট্রোপলিট্যান এলাকার সমবায় সমিতিসমূহের কাজকর্ম সংক্রান্ত বিবাদ নিষ্পত্তি জন্য একজন মুখ্য মধ্যস্থ ও ত্রিশজন সহযোগী মধ্যস্থদের নিয়ে একটি মধ্যস্থদের আদালত গঠন করবেন :

প্রকাশ থাকে যে, সময়ে সময়ে মধ্যস্থদের সংখ্যা প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাড়ানো বা কমানোর অধিকার রাজ্য সরকারের থাকবে।

(২) কলিকাতা মেট্রোপলিট্যান এলাকার কোন বিবাদ দেখা দিলে তা মুখ্য মধ্যস্থের কাছে দায়ের করতে হবে। তিনি নিজে তার নিষ্পত্তি করতে পারেন বা নিষ্পত্তির জন্য অন্য কোন মধ্যস্থের কাছে হস্তান্তর করতে পারেন।

ধারা—৯৭

দ্বাদশ অধ্যায়

সমবায় সমিতিসমূহের কারবার গোটানো ও পরিসমাপ্তি (Winding up and Dissolution of Co-operative Society) :

১৮৩। সমবায় সমিতির কারবার গোটানোর নির্দেশ (Order for winding up a Co-operative Society) :

(১) ৯৯ ধারা অনুসারে নিবন্ধক সমবায় সমিতির কারবার গোটানোর নির্দেশ দিলে তিনি—

(এ) তাঁর বিবেচনামত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে ঐ নির্দেশ প্রকাশ করবেন;

(বি) সমিতিতে নিবন্ধিত ডাকযোগে ঐ নির্দেশ পাঠাবেন। এবং

(সি) কারবার গোটানোর নির্দেশপ্রাপ্ত সমবায় সমিতিটি কোন সমিতির সভাভুক্ত হয়ে থাকলে সেই সমিতিতে ও অর্থপ্রদায়ী ব্যাংকে ঐ নির্দেশের প্রতিলিপি নিবন্ধিত ডাকযোগে পাঠাবেন।

(২) ৯৯ ধারার (২) উপধারা মতে নোটিস বত্রিশ (৩২) নিদর্শ অনুযায়ী দিতে হবে।

ধারা—৯৯/নিয়ম—২৩৫

১৮৪। অবসায়কের নিয়োগ ও অপসারণ (Appointment and Removal of Liquidator) :

(১) চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস, উকিল, কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিক, শীর্ষ সমবায় সমিতিসমূহ ও কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকসমূহের আধিকারিকদের মধ্যে থেকে অবসায়ক নিয়োগ করতে হবে।

(২) অবসায়কের নিয়োগ ও অপসারণ নিবন্ধকের বিবেচনামত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে প্রকাশিত হবে ঃ

তবে কোন অবসায়ককে অপসারণের পূর্বে নিবন্ধক তাঁকে বক্তব্য বলবার সুযোগ দেবেন।

(৩) ১০০ ধারার অনুবিধি অনুযায়ী কোন অবসায়ককে নিয়োগ করা না হলে সমিতিটির কারবার গোটানোর ব্যাপারে নিবন্ধক উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন।

(৪) ১০১ ধারার (৫) উপধারা মতে বিবরণ তেত্রিশ (৩৩) নিদর্শ অনুসারে দিতে হবে।

ধারা—১০০, ১০১

১৮৫। নোটিস প্রকাশ (Publication of Notice) :

সমিতির কারবার গোটানোর নির্দেশ কার্যকর হওয়ার তারিখের পরেই নিবন্ধকের নির্দেশানুযায়িক পদ্ধতিতে চৌত্রিশ (৩৪) নিদর্শে অবসায়ক একটি নোটিস প্রকাশের মাধ্যমে নোটিসটি প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে সমিতির নিকট প্রাপ্য সমস্ত দাবি তাঁর কাছে পাঠাতে বলবেন।

ধারা—১০০, ১০১

১৮৬। নিবন্ধকের কাছে অবসায়ক কর্তৃক হিসাবপত্র দাখিল (Submission of Accounts by the Liquidator before the Registrar):

(১) অবসায়ক গ্রহণ ও প্রদানের হিসাব নিবন্ধকের কাছে পাঠাবেন—

(এ) প্রতি সমবায় বৎসর শেষ হওয়ার তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে;

(বি) আপিলের ফলে ৯৯ ধারা অনুসারে নির্দেশ রদ্ হয়ে গেলে অনুরূপ রদ হওয়ার তারিখ থেকে, পনেরো দিনে মধ্যে ও ১০১ ধারার (২) উপধারা অনুসারে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার আগে; এবং

(সি) সংশ্লিষ্ট সমিতির কারবার গোটানোর কাজ শেষ হয়ে গেলে ১০১ ধারার (৯) উপধারা অনুসারে নিবন্ধকের কাছে চূড়ান্ত প্রতিবেদন পাঠানোর পনেরো দিন আগে।

(২) এছাড়া নিবন্ধক সময়ে সময়ে যে পদ্ধতি ও নিদর্শে আর যে যে হিসাব, প্রতিবেদন ও বিবরণ চাইবেন অবসায়ক সেগুলিও নিবন্ধকের নিকট দাখিল করবেন।

ধারা—৯৯, ১০১

১৮৭। অবসায়কের পারিশ্রমিক (Remuneration of Liquidator) :

নিবন্ধক যেরূপ পারিশ্রমিক দেওয়া স্থির করবেন সেইরূপ পারিশ্রমিক অবসায়ককে দেওয়া যেতে পারে, তবে তা সমিতির পরিসম্পদের আড়াই শতাংশ (২½%) যেন অতিক্রম না করে। সংশ্লিষ্ট পারিশ্রমিক এমনভাবে স্থির করতে হবে যাতে তা অবসায়নের সমস্ত আনুষঙ্গিক ব্যয় মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট হয় এবং তা সমিতির পরিসম্পৎ থেকেই মেটানো হবে।

ধারা—১০১

১৮৮। সদস্য ও পাওনাদারদের সভাসমূহ (Meetings of Members and Creditors) :

অবসায়ক যে কোন সময় সমিতির সদস্যদের কিংবা পাওনাদারদের সভা, কিংবা সদস্য ও পাওনাদারদের যুক্ত সভা আহ্বান করতে পারবেন; এবং অবসায়ক যে সময় ও স্থান এবং প্রণালী উপযুক্ত মনে করেন সেই সময়ে ও স্থানে এবং প্রণালীতে ঐ সভার আহ্বান, অনুষ্ঠান ও কার্য পরিচালনা করতে হবে।

ধারা---১০১

১৮৯। অবসায়ক কর্তৃক সমন জারি (Issue of Summons by a Liquidator) :

অবসায়ক সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য কিংবা দলিলপত্র হাজির করার জন্য যে ব্যক্তিদের উপস্থিতি আবশ্যক সেই ব্যক্তিদের উপর সমন জারি করতে পারবেন।

ধারা---১০১

১৯০। অবসায়ককে জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করতে হবে (Liquidator to keep notes of deposition) :

অবসায়ক যে সমস্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করেন তাঁদের জবানবন্দি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করবেন।

ধারা—১০১

১৯১। সার্টিফিকেট জারি করে আদায় (Recovery by Certificates) :

পাওনা আদায়ের জন্য অবসায়ক ১৯১৩ সালের বঙ্গীয় সরকারি দাবি আদায় আইন (১৯১৩ সালের বঙ্গীয় আইন তিন) অনুসারে ব্যবস্থা নিতে পারেন।

ধারা—১০১

১৯২। অবসায়কের ব্যাংকের হিসাব (Banking Accounts of Liquidator) :

(১) নিবন্ধক যে রকম ব্যাংক অনুমোদন করবেন সেইরূপ ব্যাংকে অবসায়ক "————————————————সমিতির অবসায়ক" এই নামে একটি হিসাব খুলবেন।

(২) সমিতির কারবার গুটিয়ে ফেলার সময় যে টাকা পয়সা পাওয়া যায় তার সমস্তই, প্রাপ্তির তারিখের অব্যবহিত পরের কাজের দিনেই ঐ ব্যাংকের হিসাবে জমা দিতে হবে।

(৩) পূর্বোক্ত হিসাব থেকে কোন টাকা দিতে হলে তা সাধারণত অবসায়ক রেখাঙ্কিত চেক মারফত দেবেন কিন্তু নগদ টাকায় দেওয়া হলে তা দেওয়ার তারিখেই ক্যাশ বুকে তুলতে হবে।

ধারা—১০১

১৯৩। পরিসম্পৎ বন্টন (Distribution of Assets) :

(১) অন্য কোন আইনের বিধান সাপেক্ষে, অডিট ফি যদি বাকি থাকে এবং দেয় হয় এবং সমিতির কারবার গুটিয়ে ফেলার জন্য অবসায়কের পারিশ্রমিকসহ যে সমস্ত খরচা, দাবিদাওয়া ও ব্যয় মেটাতে হয় তা অপর সমস্ত দাবির আগে দিতে হবে।

(২) কারবার গুটিয়ে ফেলার আদেশের তারিখে নিজস্ব মূলধন ছাড়া অন্য যে সমস্ত দায়িতা ছিল সেগুলি শোধ করার পর, অবসায়কের নিকট, পরিসম্পদের কোন অংশ অবশিষ্ট থাকলে তা নিবন্ধকের অনুমোদনাধীনে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে ও ক্রমানুসারে ব্যয় করা যেতে পারবে—

(এক) সদস্যদের ব্যক্তিগত ঋণের অতিরিক্ত যে টাকা তাঁদের কাছ থেকে চাঁদা হিসাবে পাওয়া গিয়েছে সেই টাকা তাঁদের আনুপাতিকভাবে ফেরত দেওয়া;

(দুই) অংশগত মূলধনের যথাভাগ (প্রো র‍্যাটা) ফেরত দেওয়া; এবং

(তিন) অংশ বাবদ কোন লাভাংশ দিতে হলে তা অবসায়নকালের জন্য অনধিক বার্ষিক ৬ শতাংশ হারে যথাভাগ দেওয়া।

ধারা— ১০১(৮)

১৯৪। আবসায়কের চূড়ান্ত প্রতিবেদন ও কার্যবাহের অবসান (Final report of Liquidator and termination of proceedings) :

(১) কোন সমিতির অবসায়ন সংক্রান্ত কার্যবাহ শেষ হলে অবসায়ক নিবন্ধকের কাছে একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন পাঠাবেন।

(২) অবসায়কের কাছে একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর নিবন্ধক সমিতির নিবন্ধন বাতিল করে অবসায়ন সংক্রান্ত কার্যবাহের অবসান ঘটাবেন।

ধারা —১০৩

১৯৫। অবসায়ন কার্যবাহের অবসান (Termination of liquidation proceedings) :

যত দ্রুত সম্ভব সমিতির অবসায়ন কার্যবাহের অবসান ঘটাতে হবে।

ধারা—১০৩

১৯৬। অবসায়ক কর্তৃক খাতাপত্র ইত্যাদির বিলি ব্যবস্থা (Disposal of Books, etc. by the Liquidator) :

অবসায়ন সংক্রান্ত কার্যবাহের অবসান হলে সমিতির সমস্ত খাতাপত্র, নিবন্ধপুস্তক ও হিসাবপত্র এবং সমিতির অবসায়ন কার্যবাহের সাথে সম্পর্কিত যে সকল খাতাপত্র, হিসাবপত্র ও কাগজপত্র অবসায়কের কাছে থাকে সেগুলির একটি দুইপ্রস্থ তালিকাসহ নিবন্ধকের কাছে কিংবা নিবন্ধক নির্দেশিত কোন ব্যক্তির কাছে ঐ তারিখ থেকে ছয় বৎসরের জন্য গচ্ছিত রাখতে হবে।

ধারা—১০১(৯)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, প্রাথমিক সমবায় ঋণদান সমিতি ও শীর্ষ আবাসন সমিতিসমূহের জন্য বিশেষ বিধান (Special provisions for Co-operative Land Development Bank, Central Co-operative Bank, Primary Co-operative Credit Society and Apex Housing Society)

১৯৭। যে সমস্ত উৎপাদনশীল উদ্দেশ্যে ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর করতে পারে (The productive purposes for which Land Development Bank may grant loan) :

যে উদ্দেশ্যসমূহে সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক তার সদস্যদের ঋণ দিতে পারে সেগুলির মধ্যে থাকবে ঃ

(এক) কূপ ও পুষ্করিণী খনন, নলকূপ বসানো এবং কৃষির উদ্দেশ্যে বা মানুষ ও গবাদি গৃহপালিত পশুর ব্যবহারের জন্য জলের মজুত, সরবরাহ বা বণ্টন সংক্রান্ত সংস্কার ও সংযোজন বা পরিবর্তনসহ এতদ্‌সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাজকর্ম;

(দুই) সেচ কার্যের সুবিধাদি সৃষ্টি;

(তিন) জল নিকাশ বা জলসেচের নালা নির্মাণ বা সংস্কার, পতিত জমি উদ্ধার এবং বন্যা, মৃত্তিকাক্ষয় প্রভৃতির প্রকোপ থেকে কৃষি জমি সুরক্ষার ব্যবস্থাদি;

(চার) উদ্যান পালন, ফুলের চাষ, বন পালন ও ফল চাষের উন্নয়ন;

(পাঁচ) তৈলচালিত ইঞ্জিনের পাম্পসেট, ইলেকট্রিক মোটর, ট্রাক্টর বা কৃষির উদ্দেশ্যে প্রয়োজন যে কোন ধরনের যন্ত্রপাতি ক্রয়;

(ছয়) গোলাবাড়ি, গবাদি গৃহপালিত পশুর আস্তানা বা শস্য মাড়ায়ের খামার বাড়ি, মৎস শোধন ও শুখানোর উঠান, কৃষিপণ্য গুদামজাতকরণ বা প্রকরণের ঘর এবং পাম্প হাউস নির্মাণ;

(সাত) আখ পেষায়ের বা গুড়, খান্দেসরি বা চিনি উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ক্রয়;

(আট) জোতের একীকরণের উদ্দেশ্যে কৃষি জমি ক্রয়;

(নয়) শুকর পালন, হাঁস-মুরগি পালন, মৌমাছি পালন এবং ছাগল পালন;

(দশ) মৎস্য চাষ;

(এগারো) দোহশালা স্থাপন;

(বারো) কৃষি উদ্দেশ্যে বৈদ্যুতিক মোটরসমূহে শক্তি যোগানোর জন্য উচ্চ ও নিম্নক্ষমতাসম্পন্ন তড়িৎবাহী লাইন বসানো;

(তেরো) কৃষি জমির চতুর্দিকে বেড়া দেওয়া; এবং

(চোদ্দো) অন্যান্য উদ্দেশ্য যেগুলি রাজ্য সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত নির্দেশ দ্বারা উৎপাদনশীল উদ্দেশ্য হিসাবে ঘোষিত হবে।

ধারা—২(১২) দুই

১৯৮। ১০৪ ধারা অনুসারে নোটিস (Notice under Section—104) :

১০৪ ধারার (১) উপধারায় বর্ণিত নোটিস চৌত্রিশ নিদর্শ অনুসারে প্রাপ্তি স্বীকারপত্রসহ নিবন্ধিত ডাকযোগে নিতে হবে।

ধারা—১০৪(১)/নিয়ম—২৩৫

১৯৯। ঋণের আবেদনপত্র বিবেচনার পদ্ধতি (Procedure for dealing with application for loan) :

(১) সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংকের কাছে উৎপাদনশীল উদ্দেশ্যে ঋণের জন্য আবেদন করলে যে জমি, ঋণের জামিন হিসাবে দেওয়া হবে বা যে জমিতে প্রস্তাবিত উন্নয়ন সাধন করা হবে সেই জমির স্বত্ব সম্পর্কে যথাযথ তদন্ত করার পর ব্যাংক—

(এ) ঋণের আবেদন সম্পর্কিত প্রয়োজন মত আরও তদন্ত করবে,

(বি) নিবন্ধক ও কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে জমির মূল্য নির্ধারণ করবে,

(সি) ঋণের আবেদনকারীর পরিশোধের ক্ষমতা স্থির করবে,

(ডি) উদ্দেশ্যের সম্ভাব্যতা ও উপযোগিতা পরীক্ষা করবে এবং আবেদন পাওয়ার তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে তার নিষ্পত্তি করবে।

(২) ঋণের কোন আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলে তার কারণ অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ থেকে সাত দিনের মধ্যে ব্যাংক আবেদনকারীকে জানাবে এবং কোন ঋণ সম্পূর্ণত বা অংশত মঞ্জুর হলে, ব্যাংক সাথে সাথে যে শর্তাদি ও কড়ার সাপেক্ষে

মঞ্জুর হল তা জানিয়ে দেবে।

ধারা—১০৫

২০০। ক্রোককারী নিয়োগের প্রক্রিয়া (Procedure for Appointment of Distrainer) :

স্থলবিশেষ সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক বা প্রাথমিক ঋণদান সমিতির সম্পাদক বা ম্যানেজার বা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তির কাছ থেকে যে সম্পত্তি আটক করা হবে তার বিস্তৃত বিবরণসহ স্বাক্ষরিত ও সত্যোখ্যাত আবেদন পাওয়ার পর নিবন্ধক যদি সন্তুষ্ট হন যে, আবেদনের সাথে প্রদত্ত বিবরণ নির্ভুল তাহলে তিনি ক্রোককারী নিযুক্ত করবেন।

ধারা—১১০

২০১। ক্রোককারীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী (Powers and functions of the distrainer) :

(১) নিযুক্ত হওয়ার পর ক্রোককারী, যে পরিমাণ টাকার জন্য ক্রোক করা হচ্ছে তা উল্লেখ করে দাবির একটি লিখিত নোটিস বাকিদারদের উপর জারি করবেন। ক্রোককারী ঐ দাবির নোটিসে তারিখ দিয়ে স্বাক্ষর করবেন ও তার এক প্রস্থ নকল বাকিদারদের হাতে বা বাকিদার সাধারণত যেখানে বসবাস করেন সেখানে তাঁর পরিবারস্থ কোন প্রাপ্ত বয়স্কের হাতে দিয়ে তা জারি করবেন; কিংবা ঐ ভাবে জারি করতে পারা না গেলে, উক্ত বাসস্থানের কোন প্রকাশ্য স্থানে তার এক প্রস্থ নকল লটকিয়ে জারি করতে হবে।

(২) ক্রোককারী নোটিস জারির সঙ্গে সঙ্গে আবেদনে বর্ণিত ফসল ক্রোক করাবেন। এই উদ্দেশ্যে পঁয়ত্রিশ নিদর্শ অনুসারে ক্রোকের নির্দেশের এক প্রস্থ নকল লটকিয়ে জারি করবেন—

(এ) যদি সেই উৎপন্ন দ্রব্য ফলন্ত হয় তাহলে যে জমিতে ঐ ফসল বাড়ছে সেই জমির উপর, বা

(বি) যদি সেই উৎপন্ন দ্রব্য কর্তিত বা সংগৃহীত হয়ে থাকে তাহলে ঝাড়াই করার উঠানে অথবা মাড়াই করে শস্যের দানা পৃথক করার জায়গায় বা অনুরূপ কোন স্থানে অথবা গবাদি পশু খাদ্যের ওপরে বা যেখানে সংরক্ষিত হয় সেখানে,

এবং আর এক প্রস্থ নকল বাকিদার যে গৃহে বাস করেন বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ কর্ম করেন সেই গৃহের কিংবা তিনি শেষ যে গৃহে বাস করেছেন বলে

জানা যায় সেই গৃহের বাইরের দরজায় প্রকাশ্যভাবে লাগিয়ে দিয়ে দরখাস্তের উল্লিখিত সম্পত্তি ক্রোক করাবেন।

(৩) কোন উৎপন্ন দ্রব্য ক্রোক করা হলে ক্রোককারী তার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করবেন।

(৪) ক্রোককারী যেরূপ শর্ত আরোপ করেন সেইরূপ শর্ত বজায় রেখে, বাকিদার উক্ত শস্যের যত্ন নেওয়া, কাটা, সংগ্রহ ও ভাণ্ডারজাত করা এবং পাকানো বা রক্ষা করার জন্য আবশ্যক অন্য যে কোন কাজ করতে পারবেন, বাকিদার ঐ কাজগুলির সব বা যে কোনটি না করলে ক্রোককারী স্বয়ং বা এ ব্যাপারে তিনি যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন সেই ব্যক্তি ঐরূপ কাজের সবগুলি বা কোনটি করতে পারবেন এবং ক্রোককারীর যে খরচ হয় সেই খরচ বাকিদারদের কাছ থেকে আদায় করা যাবে। ধরে নেওয়া হবে ক্রোকের আদেশের মধ্যেই যেন তা অন্তর্ভুক্ত বা অঙ্গীভুক্ত ছিল।

(৫) সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পর কোন কিছু ক্রোক করা যাবে না।

(৬) কোন ক্ষেত্রে ক্রোককারী কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক ক্রোককারীর নির্দিষ্ট তারিখে ফসল হাজির করতে না পারলে তিনি এলাকার থানায় খবর দেবেন। সরকারি তহবিল আত্মসাৎ করার সমতুল্য অপরাধে তার বিচার হবে।

ধারা—১১০

২০২। ক্রোক করা সম্পত্তি বিক্রয় (Sale of Distrained Property) :

(১) যে টাকার জন্য ক্রোক করা হয়েছে দাবির নোটিস জারি করার তারিখ থেকে সাত দিনের মধ্যে বাকিদার তা না দিলে ক্রোককারী, ক্রোক করা সম্পত্তি বা তার সংশ্লিষ্ট অংশবিশেষ ক্রোকের ব্যয় ও বিক্রয়ের খরচ সমেত দাবির টাকা সম্পূর্ণ উসুল করার জন্য যেরূপ প্রয়োজন মনে করেন, ঐ সম্পত্তির সেইরূপ অংশ এক বা একাধিক লটে নিলামে বিক্রয় করতে পারবেন। তবে ফসল পচনশীল হলে পরিস্থিতি অনুযায়ী এক বারেও বিক্রি করা যাবে।

(২) প্রকৃত বিক্রয়ের পূর্বে, যে গ্রামে বাকিদার বাস করেন বা উক্ত শস্য রাখা হয় সেই গ্রামে এবং বিক্রয়ের কথা যথাযথভাবে প্রচার করার জন্য ক্রোককারী অপর যেরূপ স্থানে বা স্থানসমূহে প্রয়োজন মনে করেন সেরূপ স্থানে বা স্থানসমূহে ঢোলসহরত যোগে বিক্রেয় সম্পত্তি এবং তার আনুমানিক মূল্য ও পরিমাণসহ অভিপ্রেত নিলাম বিক্রয়ের সময় ও স্থান ক্রোককারী ঘোষণা করাবেন ঃ

কিন্তু ক্রোককারী যদি মনে করেন যে নিকটতম বাজারে কিংবা সর্বসাধারণের সমাবেশ স্থানে বিক্রি করলে অপেক্ষাকৃত বেশি দাম পাওয়া যাবে তাহলে ঐরূপ বাজারে বা স্থানে বিক্রি করা যাবে।

(৩) নিলামে যে ব্যক্তি সর্বোচ্চ ডাক দেন বিক্রি তাঁর কাছেই হবে এবং ঐ ব্যক্তিকে ক্রয় মূল্যের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ তৎক্ষণাৎ নগদ টাকায় এবং অবশিষ্ট অংশ পাঁচদিনের মধ্যে দিতে হবে, ক্রয়মূল্য সম্পূর্ণ না দেওয়া পর্যন্ত ক্রেতাকে উক্ত সম্পত্তির কোন অংশ নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না।

(৪) ক্রেতা ক্রয়মূল্যের অবশিষ্ট অংশ (৩) উপনিয়মে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দিতে ব্যর্থ হলে, তিনি ইতিপূর্বে যে টাকা দিয়েছেন তা বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি পুনরায় বিক্রি করা হবে এবং বাজেয়াপ্ত করা টাকা সহ পুনর্বিক্রয়লব্ধ অর্থকে ক্রোক ও বিক্রয় বাবদ প্রাপ্ত অর্থ হিসাবে বিবেচনা করা হবে এবং ১১১ ধারায় বিহিত প্রনালীতে তা প্রয়োগ করা হবে। বিক্রয়ের ফলে মূল্যের কোন ঘাটতি হলে ঐ ঘাটতি ও ঐরূপ বিক্রয় সম্পর্কিত ব্যয়ের জন্য ক্রোককারী প্রমাণপত্র দেবেন এবং ঐরূপ ঘাটতি ও ব্যয়ের টাকা বাকিদারের কাছ থেকে আদায় করা যাবে।

(৫) ক্রোককারী কিংবা ক্রোককারী কর্তৃক নিযুক্ত বা ক্রোককারির অধীন কোন ব্যক্তি এই নিয়মাবলী মতে ক্রোককৃত ও বিক্রয়ার্থে উপস্থাপিত কোন সম্পত্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্রয় করতে পারবেন না।

(৬) ঐরূপ বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে বিক্রয়ের খরচা বাবদ প্রতি টাকায় অনধিক দশ পয়সা হিসাবে কেটে রাখা যাবে।

(৭) বিক্রি করার আগে যে কোন সময়ে বাকিদার বা তাঁর পক্ষে কোন ব্যক্তি ক্রোককারির নিকট বা সংশ্লিষ্ট ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক বা প্রাথমিক সমবায় ঋণদান সমিতির কাছে, যে টাকার জন্য সম্পত্তি ক্রোক করা হয় সেই টাকা ও সেই টাকার সাথে তা জমা দেবার তারিখ পর্যন্ত ক্রোক করার জন্য যে খরচা হয় তা জমা দিলে, ক্রোক করা সম্পত্তি ছেড়ে দিতে হবে।

ধারা—১১০, ১১১

২০৩। দাবিসমূহ সম্পর্কে অনুসন্ধান (Investigation of Claims) :

(১) বাকিদার ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি ক্রোককরা সম্পত্তিতে তাঁর কোন স্বার্থ

আছে বলে লিখিতভাবে দাবি করলে ক্রোককারী আপাতদৃষ্টিতে দাবি সম্পর্কে সন্তুষ্ট হলে ঐ দাবিদারের বিষয় নিবন্ধকের কাছে জানাবেন ও তাঁর সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে বিক্রয় স্থগিত রাখবেন এবং ঐ দাবিদার সম্বন্ধে স্থানবিশেষে ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক বা প্রাথমিক সমবায় ঋণদান সমিতিকেও জানাবেন :

কিন্তু ক্রোককৃত সম্পত্তি যদি সহজে নষ্ট হওয়ার মতো জিনিস হয়, তবে তিনি ঐ দাবিদারের গোচরে এনে তৎক্ষণাৎ বিক্রি করে দেবেন এবং বিক্রয়লব্ধ টাকা হেপাজতে রাখবেন।

(২) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উপর নোটিস জারি করে নিবন্ধক দাবি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবেন এবং যে রকম আদেশ উপযুক্ত মনে করেন সেইরূপ আদেশ দেবেন এবং আদেশ ক্রোককারিকে জানিয়ে দেবেন। ক্রোককারী ঐ আদেশ অনুযায়ী কাজ করবেন।

ধারা—১১০

২০৪। বিক্রয় আধিকারিক নিয়োগ (Appointment of Sale Officer):

(১) আইনের অষ্টম অধ্যায়ের বিধান মতে সম্পত্তির বিক্রয়কার্য পরিচালনার জন্য নিবন্ধক একজন ব্যক্তিকে বিক্রয় আধিকারিক হিসাবে নিযুক্ত করবেন।

(২) যে সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক বা শীর্ষ আবাসন সমিতির জন্য বিক্রয় আধিকারিক নিযুক্ত হল তার কার্যকর এলাকার মধ্যে নিযুক্তির কথা, নিবন্ধক যে ভাবে উপযুক্ত মনে করেন সেইভাবে প্রজ্ঞাপিত করবেন।

ধারা—১১২

২০৫। স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে টাকা চেয়ে নোটিস (Notice requiring payment from persons interested) :

(১) ১১২ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক বা শীর্ষ আবাসন সমিতি লিখিত দাবি পত্রের আকারে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা সমিতির পাওনা টাকা পরিশোধের জন্য নোটিস দেবে—

(এ) বন্ধকদাতাকে;

(বি) বন্ধকি সম্পত্তিতে স্বার্থ বা প্রভার আছে বা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি উদ্ধারের

অধিকার সম্পর্কে যার কোন স্বার্থ বা প্রভার আছে এমন ব্যক্তিকে, যিনি অনুরূপ স্বার্থ বা প্রভারের বিষয় পূর্বেই ব্যাংক বা সমিতিকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন;

(সি) বন্ধকি ঋণ বা তার অংশবিশেষ পরিশোধের জামিনদারকে, এবং

(ডি) বন্ধকদাতার কোন পাওনাদারকে, যিনি বন্ধকদাতার ভূসম্পত্তিসংক্রান্ত কোন মামলায় বন্ধকি সম্পত্তি বিক্রয়ের ডিক্রি পেয়েছেন।

(২) ছত্রিশ (৩৬) নিদর্শ অনুসারে প্রাপ্তি-স্বীকার পত্রসহ নিবন্ধিত ডাকযোগে বা তৎসংক্রান্ত উপযুক্ত রশিদ নিয়ে হাতে হাতে নোটিস দিতে হবে। দুই পদ্ধতির কোনোটির মাধ্যমে নোটিস জারি করা না গেলে তা সংশ্লিষ্ট সকলের বাসস্থানের বা জ্ঞাত সর্বশেষ বাসস্থানের প্রবেশদ্বারে লটকিয়ে জারি করতে হবে।

ধারা—১১২/নিয়ম—২৩৫

২০৬। বিক্রয়ের আবেদন (Application for Sale) :

(১) ২০৫ নিয়ম অনুসারে নোটিস জারির (সার্ভিস) তারিখ থেকে তিন মাস পার হওয়ার পরেও বন্ধকে আবদ্ধ অর্থ যদি মেটানো না হয় তাহলে স্থল বিশেষে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা সমিতির বোর্ড, উক্ত সময়ের মধ্যে নোটিস প্রাপকদের কাছ থেকে আপত্তি বিবেচনার পর, ২০৭ নিয়ম অনুসারে বিক্রয় আধিকারিকের কাছে আবেদন করবেন এবং উক্ত আধিকারিক ঐ সম্পত্তি সাধারণ নিলামে বিক্রির কাজে হাত দেবেন এবং তার ফলাফল স্থলবিশেষে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা সমিতিকে জানাবেন।

ধারা—১১২

২০৭। বিক্রয় সম্পর্কিত প্রক্রিয়া (Procedure for Sale) :

(১) কোন বন্ধকি সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় আধিকারিকের নিকট যে দরখাস্ত করা হয় তাতে সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক বা শীর্ষ আবাসন সমিতির সম্পাদক বা ম্যানেজার বা এই মর্মে বোর্ড কর্তৃক যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি স্বাক্ষর করবেন এবং তাতে থাকবে—

(এ) সম্পত্তি সনাক্ত করার জন্য পর্যাপ্ত বিবরণ;

(বি) সম্পত্তিতে স্বার্থ আছে এমন ব্যক্তিদের নাম;

(সি) নোটিস যে প্রণালীতে জারি করা হয়েছে সে সম্বন্ধে একটি প্রতিবেদন;

(ডি) যে টাকা আদায় করতে হবে তার পরিমাণ ও নোটিস জারির জন্য নির্বাহিত ব্যয়;

(ঈ) সম্পত্তির রকম ও মূল্য বিচারের জন্য ক্রেতার পক্ষে অন্য যে সমস্ত বিবরণ জানা প্রয়োজন বলে স্থলবিশেষে সংশ্লিষ্ট ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক বা শীর্ষ আবাসন সমিতি মনে করে সেইরূপ বিশেষ বিবরণ, এবং

(এফ) বন্ধকি দলিলের একপ্রস্থ প্রতিলিপি।

(২) বন্ধকি সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য দরখাস্ত পাওয়ার পর বিক্রয় আধিকারিক নিবন্ধিত ডাকযোগে বা উপযুক্ত রসিদ নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে, আবেদনপত্রে উল্লিখিত সমস্ত ব্যক্তিদের কাছে এই মর্মে নোটিস দেবেন যে, ঐরূপ নোটিস জারির থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে পাওনা টাকা (খরচা সমেত) পরিশোধ করা না হলে, উক্ত ত্রিশ দিন শেষ হওয়ার পর তিনি ঐ সম্পত্তি বিক্রি করতে ইচ্ছুক :

তবে কোন কারণে এই উপনিয়মে বর্ণিত পদ্ধতিতে নোটিস জারি করা সম্ভব না হলে তা তার বাসস্থানের কোন প্রকাশ্যস্থানে লটকিয়ে জারি করা যেতে পারে।

(৩) নোটিস জারির (সার্ভিস) তারিখ থেকে ত্রিশ দিন পেরিয়ে গেলে বিক্রয় আধিকারিক নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করে একটি ঘোষণাপত্র জারি করবেন—

(এ) বিক্রয়ের তারিখ, সময় ও স্থান;

(বি) যে সম্পত্তি বিক্রি হবে তার বিবরণ ও আনুমানিক মূল্য;

(সি) উক্ত সম্পত্তির জন্য দেওয়া বার্ষিক খাজনা;

(ডি) যে টাকা আদায়ের জন্য বিক্রয়ের আদেশ দেওয়া হয়েছে তার পরিমাণ; এবং

(ঈ) সম্পত্তির রকম ও মূল্য বিচারের জন্য ক্রেতার পক্ষে অন্য যে সমস্ত বিবরণ জানা দরকার বলে বিক্রয় আধিকারিক মনে করেন সেই সমস্ত বিবরণ।

(৪) ঘোষণাপত্র প্রকাশের তারিখ ও প্রকাশ্য নিলামের তারিখের মধ্যে কমপক্ষে পনেরো দিনের ব্যবধান থাকবে।

(৫) বিক্রয়ের প্রত্যেকটি ঘোষণা ঐরূপ সম্পত্তির ওপর কিংবা ঐরূপ সম্পত্তির নিকটবর্তী কোন স্থানে ঢোলশহরতযোগে করতে হবে, এবং ঘোষণার এক প্রস্থ নকল

স্থলবিশেষে সংশ্লিষ্ট ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক বা শীর্ষ আবাসন সমিতির কার্যালয়ের কোন প্রকাশ্যস্থানে লাগিয়ে দিতে হবে।

(৬) প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে যিনি সর্বোচ্চ ডাক দেবেন তাঁর কাছে বিক্রি হবে।

(৭) খাতক কিংবা ব্যাংক বা সমিতির স্বার্থে প্রয়োজন মনে করলে বিক্রয় আধিকারিক কোন সম্পত্তির ভিন্ন ভিন্ন লটে বিভক্ত করতে পারবেন।

(৮) সম্পত্তি ভিন্ন ভিন্ন লটে বিভক্ত করা হলে প্রত্যেক লটের জন্য পৃথক ঘোষণা করা প্রয়োজন হবে না।

(৯) বন্ধকি সম্পত্তি যে গ্রামে বা পাটকে (ওয়ার্ড) অবস্থিত সেই গ্রামে, কিংবা নিকটতম সর্বসাধারণের সমাবেশস্থানে আরও বেশি দাম পাওয়া যেতে পারে বলে বিক্রয় আধিকারিক মনে করলে, এরূপ স্থানে তা বিক্রয় করতে হবে।

(১০) বিক্রয়ের নোটিস জারি এবং এরূপ বিক্রয়ের ঘোষণার জন্য যে সমস্ত খরচা হয় প্রারম্ভিক পর্যায়ে তা স্থলবিশেষে সংশ্লিষ্ট ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক বা শীর্ষ আবাসন সমিতিকে দিতে হবে।

ধারা—১১২/নিয়ম—২৩৫

২০৮। বিক্রয় পরিত্যাগ (Abandonment of Sale) :

(১) প্রকৃত বিক্রয়ের পূর্বে যখন বন্ধকদাতা বা তাঁর পক্ষে কাজ করছেন এমন কোন ব্যক্তি কিংবা বন্ধকি সম্পত্তিতে স্বার্থবিশিষ্ট কোন ব্যক্তি সম্পূর্ণ পরিমাণ পাওনা টাকা মায় সুদ এবং সম্পত্তি বিক্রয় সম্পর্কিত যে খরচা হয় সেই খরচা জমা দিলে, বিক্রয় আধিকারিক বিক্রয়ের কাজে এগোবেন না।

(২) সম্পত্তির যে দর পাওয়া যাচ্ছে বিক্রয় আধিকারিক তা যদি ন্যায্য মনে না করেন, তাহলে তিনি, আবেদনের ভিত্তিতে বা অন্য কোন কারণে বিক্রয়ের জন্য পূর্ব নির্ধারিত তারিখ থেকে পনেরো দিনের মধ্যের কোন তারিখ পর্যন্ত বিক্রয় স্থগিত রাখতে পারবেন এবং ঐ তারিখে যে দর পাওয়া যায় তা বিক্রয় আধিকারিক নিতান্ত কম মনে না করলে বিক্রয় কাজ শেষ করতে হবে। অন্যথায় তিনি বিক্রয় আরো পনেরো দিনের জন্য মুলতুবি করতে পারবেন ঃ

প্রকাশ থাকে যে, খুব কম দাম ওঠার জন্য বিক্রয় আধিকারিক দুই বারের বেশি বিক্রয় মুলতুবি করতে পারবেন না।

ধারা—১১২

২০৯। সম্পত্তি বিক্রয়ের আনুষঙ্গিক ব্যয় হিসাব করার পদ্ধতি (Method of calculating expenses incidental to sale of property) :

প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিক্রয়ের আনুষঙ্গিক ব্যয় কোন্ পদ্ধতিতে হিসাব করতে হবে তা বিক্রয় আধিকারিক স্থির করবেন।

ধারা—১১২

২১০। রসিদ, জমা ইত্যাদি সম্পর্কে প্রক্রিয়া (Procedure for the receipt, deposit, etc) :

(১) সম্পত্তি বিক্রয়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্রেতা হিসাবে ঘোষিত ব্যক্তি এরূপ ঘোষণার অব্যবহিত পরেই নিলাম ডাকের শতকরা ২৫ ভাগ টাকা বিক্রয় আধিকারিকের কাছে জমা দেবেন, যিনি অনুরূপ জমার একটি অস্থায়ী রসিদ দেবেন এবং ঐ জমা দেওয়া না হলে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি তৎক্ষণাৎ পুনরায় নিলাম হবে।

(২) নিলাম ডাকের অবশিষ্ট টাকা নিলামের তারিখ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে ক্রেতাকে বিক্রয় আধিকারিকের কাছে দিতে হবে।

(৩) নিলাম ডাকের অবশিষ্ট টাকা দেওয়ার পর সম্পূর্ণ বিক্রয় মূল্যের জন্য বিক্রয় আধিকারিক চূড়ান্ত রসিদ দেবেন।

(৪) বিক্রয় আধিকারিক বন্ধকি সম্পত্তি বিক্রয় করে যে সমস্ত টাকা পাবেন তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, তবে প্রাপ্তির সাত দিনের মধ্যে, স্থলবিশেষে সংশ্লিষ্ট সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক বা শীর্ষ আবাসন সমিতিতে জমা দেবেন।

ধারা—১১২

২১১। সম্পূর্ণ ক্রয়মূল্য না দেওয়ার পরবর্তী প্রক্রিয়া (Procedure in default of payment of full amount of the bid money) :

(১) ২১০ নিয়মের (২) উপনিয়মে নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে নিলাম ডাকের অবশিষ্ট অর্থ দেওয়া না হলে জমা টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে ও সম্পত্তি পুনরায় নিলাম হবে।

(২) অনুমোদিত সময়ের মধ্যে ক্রয়মূল্য না দেওয়ার দরুণ অনুষ্ঠিত প্রতিটি পুনর্নিলামের ক্ষেত্রে বিক্রয়ের বিষয় নতুন করে ঘোষণার পর এবং বিক্রয়ের জন্য ইতিপূর্বে নির্ধারিত প্রণালীতে সম্পত্তি বিক্রয় হবে।

(৩) বাজেয়াপ্ত অর্থসহ পুনর্বিক্রয়ের অর্থ, সুদ ও খরচা সহ মোট দাবির পরিমাণকে ছাড়িয়ে গেলে উদ্‌বৃত্ত অর্থ, যার সম্পত্তি বিক্রয় হ'ল তাকে দেওয়া হবে।

যদি কিছু ঘাটতি থাকে তা বাকিদারদের কাছ থেকে অতিরিক্ত কার্যবাহের মাধ্যমে আদায় করা যাবে।

ধারা—১১২

২১২। বিক্রয় নাকচ করার জন্য আবেদন (Application to set aside a Sale) :

এই অধ্যায়ের বিধান অনুসারে কোন সম্পত্তি বিক্রি হলে, বন্ধকদাতা বা কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বিক্রির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে স্থলবিশেষে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা সমিতির বোর্ডের কাছে নিম্নলিখিত বাবদ অর্থ জমা দিয়ে বিক্রয় নাকচ করার জন্য আবেদন জানাতে পারেন—

(এ) পরবর্তী সুদ এবং সম্পত্তি বিক্রিতে আনার জন্য কোন খরচ হলে তৎসহ বিক্রয়ের ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত অর্থ; এবং

(বি) ক্রেতাকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেওয়ার জন্য ক্রয় মূল্যের শতকরা দশভাগের সমপরিমাণ টাকা।

ধারা—১১২

২১৩। বিক্রয় নাকচ বা অনুমোদন (Setting aside or confirmation of Sale) :

(১) বিক্রয় নাকচ করার জন্য ২১২ নিয়মে নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিক্রম করে গেলে স্থলবিশেষে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা সমিতি (৪) উপনিয়ম অনুসারে নিবন্ধকের কাছে একটি প্রতিবেদন পাঠাবে, তাতে থাকবে বিক্রয় আধিকারিকের কার্যবাহ, বিক্রয়ের ফলাফল এবং ২১২ নিয়ম অনুসারে কোন আবেদন করা হলে তার বিস্তৃত বিবরণ।

(২) উক্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর নিবন্ধক—

(এ) ২১২ নিয়ম অনুসারে আবেদন করা হলে এবং আবেদনকারী কর্তৃক উক্ত নিয়মে বর্ণিত অর্থ জমা দেওয়া হলে বিক্রয় নাকচ করার নির্দেশ দেবেন এবং স্থলবিশেষে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা সমিতিকে, ২১২ নিয়মের (বি) প্রকরণ অনুসারে জমাকৃত অর্থ ক্রেতাকে দিতে বলবেন, এবং

(বি) ২১২ নিয়ম অনুসারে কোন আবেদন না করা হলে বা আবেদন করা হলেও উক্ত নিয়মে নির্দিষ্ট অর্থ আবেদনকারী জমা না দিলে বিক্রয় অনুমোদন করে নির্দেশ দেবেন।

(৩) দুই (২) উপনিয়ম অনুসারে বিক্রয় অনুমোদনের নির্দেশ দেওয়া হলে চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে;

(৪) এক (১) উপনিয়ম অনুসারে নিবন্ধকের নিকট পাঠানো প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত বিবরণগুলি থাকবে;—

(এক) বিক্রয় আধিকারিকের নাম;

(দুই) বিক্রয়ের তারিখ;

(তিন) বিক্রয়ের স্থান;

(চার) বিক্রিত সম্পত্তির বর্ণনা;

(পাঁচ) ক্রেতার নাম ও ঠিকানা;

(ছয়) আদায়কৃীত মূল্য;

(সাত) সুদসহ ব্যাংকের দাবির পরিমাণ;

(আট) বিক্রয়ের খরচা;

(নয়) ২১২ নিয়ম অনুসারে কোন দরখাস্ত করা হলে তার উল্লেখ।

ধারা—১১২

২১৪। সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ এবং তাঁর কর্তব্য, ক্ষমতা, কার্যাবলী ও পারিশ্রমিক (Appointment of receiver and his duties, powers, functions and remunaration) :

(১) ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক বা শীর্ষ আবাসন সমিতির আবেদনক্রমে নিবন্ধক লিখিত নির্দেশবলে সম্পত্তির একজন তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করবেন ও তাঁর পারিশ্রমিক স্থির করবেন। তত্ত্বাবধায়ক সম্পত্তির দখল নিতে এবং স্থলবিশেষে তার উৎপন্ন শস্য ও আয় সংগ্রহ করতে, তাঁর আদায়ীকৃত অর্থ থেকে তাঁর পরিচালন বাবদ ব্যয় ও পারিশ্রমিক রেখে দিতে এবং বাকি টাকা ১৮৮২ সালের সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৬৯এ ধারার (৮) উপধারায় বর্ণিত বিধান অনুসারে প্রয়োগ করতে পারবেন।

(২) নিকটতম সমবায় ব্যাংক বা জাতীয়কৃত ব্যাংক বা পোস্ট অফিসে তত্ত্বাবধায়ক একটি হিসাব খুলবেন।

(৩) গৃহীত সমস্ত অর্থ সঙ্গে সঙ্গে ঐ হিসাবে জমা দিতে হবে।

(৪) তত্ত্বাবধায়ক যথাযথভাবে—

(এ) সম্পত্তি সম্পর্কে যে টাকা পয়সা পাবেন তার হিসাব রাখবেন, এবং

(বি) প্রত্যেক মাসের শেষে ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক বা শীর্ষ আবাসন সমিতির কাছে তাঁর হিসাবপত্র দাখিল করবেন এবং একই সাথে এক প্রস্থ নকল নিবন্ধকের নিকট পাঠাবেন।

(৫) ন্যায্য ও পর্যাপ্ত কারণ থাকলে বা সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক বা শীর্ষ আবাসন সমিতির আবেদনক্রমে নিবন্ধক তত্ত্বাবধায়ককে অপসারিত করতে পারবেন।

(৬) তত্ত্বাবধায়কের পদ শূন্য হলে নিবন্ধক তা পূরণ করতে পারবেন।

ধারা—১১৫

২১৫। তত্ত্বাবধায়কের ব্যয় (Expenses of a Receiver) :

(১) পরিচালনার জন্য যে ব্যয় নিবন্ধক স্থির করবেন তা তত্ত্বাবধায়ক নিতে পারবেন।

(২) ১৮৮২ সালের সম্পত্তি হস্তান্তর (১৮৮২ সালের চতুর্থ) আইনের ৬৯এ ধারার (৮) উপধারার বিধান তত্ত্বাবধায়কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

ধারা—১১৫

২১৬। বিক্রয়লব্ধ অর্থ বন্টন ও দাবি অন্তর্ভুক্তিতে বাধা (Distribution of sale proceeds and bar to contain claim) :

(১) ২১৩ নিয়ম অনুসারে বিক্রয় চূড়ান্ত করার প্রসঙ্গে নিবন্ধক বিক্রয়লব্ধ অর্থ নিম্নলিখিতভাবে ব্যবহারের নির্দেশ দেবেন ঃ

প্রথমেই বিক্রয় বা বিক্রয় প্রচেষ্টার আনুষঙ্গিক যে সমস্ত খরচ, প্রভার ও ব্যয় সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা সমিতি বা বিক্রয় আধিকারিক কর্তৃক নির্বাহিত হবে তা স্থলবিশেষে উক্ত সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক বা শীর্ষ আবাসন সমিতির কাছে দিতে হবে;

দ্বিতীয়ত, যে টাকার জন্য সম্পত্তি বন্ধক রাখা হয়েছিল ও অনাদায়ে বিক্রি করা হ'ল সেই আসল টাকার জন্য সমস্ত সুদ স্থলবিশেষে উক্ত ব্যাংক বা সমিতির কাছে দিতে হবে;

তৃতীয়ত, বন্ধকের সাথে সম্পর্কিত মোট আসল টাকা স্থলবিশেষে উক্ত ব্যাংক বা সমিতির কাছে দিতে হবে; এবং

চতুর্থত, অবশিষ্ট যদি কিছু থাকে তা বন্ধকদাতার কাছে ফেরত দিতে হবে।

(২) উপনিয়ম (১) অনুসারে অবশিষ্টাংশ ফেরত পাওয়ার জন্য বন্ধকদাতা বা কোন ব্যক্তি, স্থলবিশেষে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা সমিতির কাছে দাবি জানালে তবেই তা বৈধ ও কার্যকর বলে বিবেচিত হবে।

ধারা—১১২

২১৭। ক্রয়মূল্য ফেরত ও ক্ষতিপূরণ প্রদান (Return of purchase money and payment of Compensation) :

(১) ২১৩ নিয়ম অনুসারে বিক্রয় নাকচ করা হলে নিবন্ধক সংশ্লিষ্ট ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক বা সমিতিকে বিষয়টি জানাবেন এবং তারপর উক্ত ব্যাংক বা সমিতির বোর্ড ক্রয়মূল্য ও ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করার জন্য ক্রেতাকে নোটিস দেবেন।

(২) ক্রয়মূল্য ও ক্ষতিপূরণের টাকার দাবি সম্পর্কে কোন বিরোধ দেখা দিলে তা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা সমিতি টাকা দেওয়া মুলতুবি রাখবে।

ধারা—১১২

২১৮। ক্রেতার নিকট প্রমাণপত্র দিতে হবে ও নিবন্ধন আধিকারিক কর্তৃক তা নথিভুক্ত হবে (Certificate to be issued to purchaser and to be entered by the Registering Officer) :

(১) এই অধ্যায় অনুসারে বিক্রয় চূড়ান্ত হয়ে গেলে নিবন্ধক ৩৭ নিদর্শ অনুসারে ক্রেতাকে একটি প্রমাণপত্র দেবেন যার মধ্যে থাকবে বিক্রিত সম্পত্তির বর্ণনা, বিক্রয়ের সময়ে ক্রেতা হিসাবে ঘোষিত ব্যক্তির নাম আর থাকবে বিক্রয় যেদিন চূড়ান্ত হ'ল সেই তারিখ।

(২) ১৯০৮ সালের নিবন্ধন আইন অনুসারে নিয়োগপ্রাপ্ত যে নিবন্ধন আধিকারিকের অধিকারক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে স্থাবর সম্পত্তির সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ অবস্থিত তার কাছে (১) উপনিয়ম অনুসারে প্রদত্ত প্রতিটি প্রমাণপত্রের প্রতিলিপি নিবন্ধক পাঠাবেন, এবং তাঁর যে নিবন্ধপুস্তকে ইচ্ছাপত্র দ্বারাপ্রদত্ত নয় এমন স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিল পত্রাদির বিষয় লিপিবদ্ধ থাকে সেখানে উক্ত নিবন্ধন আধিকারিক সংশ্লিষ্ট প্রতিলিপির বিষয়বস্তু নথিভুক্ত করবেন।

(৩) সংশ্লিষ্ট জেলার সমাহর্তার কাছে পাঠানোর জন্য বন্ধকি সম্পত্তির ক্রেতা ৩৮ নিদর্শ অনুসারে নোটিস নিবন্ধকের কাছে সরবরাহ করবেন এবং নিবন্ধক নোটিসটি ক্রেতার খরচে প্রদেয় প্রাপ্তিস্বীকারপত্রসহ নিবন্ধিত ডাকযোগে পাঠাবেন।

ধারা—১১২/নিয়ম—২৩৫

২১৯। দখল প্রদান (Delivery of Prossession) :

(১) বিক্রিত বন্ধকি সম্পত্তি যখন বন্ধকদাতার বা তাঁর পক্ষে কোন ব্যক্তির কিংবা বন্ধক দেওয়ার পর বন্ধকদাতা কর্তৃক সৃষ্ট স্বত্তমতে কোন দাবিদারের দখলে থাকে এবং এ সম্পর্কে ২১৮ নিয়ম অনুসারে কোন প্রমাণপত্র দেওয়া হলে সেক্ষেত্রে নিবন্ধক ক্রেতার কাছ থেকে দরখাস্ত পেলে ঐরূপ ক্রেতাকে বা তাঁর পক্ষে সম্পত্তি

গ্রহণের জন্য তাঁর দ্বারা নিযুক্ত ব্যক্তিকে সম্পত্তির দখল সমর্পণ করার আদেশ দেবেন।

(২) যেক্ষেত্রে বিক্রিত সম্পত্তি কোন প্রজার দখলে আছে এবং সম্পত্তি সম্পর্কে ২১৮ নিয়ম অনুসারে প্রমাণপত্র দেওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে নিবন্ধক, ক্রেতার কাছ থেকে দরখাস্ত পেলে সংশ্লিষ্ট প্রজাকে নোটিস দেওয়ার পর, বিক্রয়প্রমাণপত্রের এক প্রস্থ নকল সম্পত্তির উপর কোন প্রকাশ্যস্থানে লাগিয়ে দিয়ে এবং বন্ধকদাতার স্বার্থ ক্রেতার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এই কথা কোন সুবিধাজনকস্থানে ঢোলশোহরতযোগে দখলকারীর নিকট ঘোষণা করে সম্পত্তি সমর্পণের আদেশ দেবেন।

(৩) এ বিষয়ে ১৯০৮ সালের দেওয়ানি প্রক্রিয়া সংহিতার প্রথম তফসিলের ২১ অর্ডারের ৯৭ থেকে ১০৩ নিয়মগুলির বিধানসমূহ প্রযোজ্য হবে।

ধারা—১১২

২২০। কোন ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক বা সমিতির কর্তৃক ক্রীত সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রক্রিয়া (Procedure for the disposal of Property purchased by Land Development Bank or Society) :

(১) অছি অন্য রকম নির্দেশ না দিলে সম্পত্তি ক্রয়কারি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা সমিতি তার কেনা সম্পত্তি ক্রয়ের তারিখ থেকে অনধিক এক বৎসরের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট তারিখে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করবে।

(২) বিক্রয়ের বিষয় বিক্রয়ের কমপক্ষে এক মাস আগে নিম্নলিখিতভাবে বিজ্ঞাপিত করতে হবে—

(এ) স্থানীয় সংবাদপত্রে সম্পত্তির পূর্ণ বিবরণ বর্ণনা করে;

(বি) যে গ্রামে সম্পত্তি অবস্থিত সেই গ্রামে ঢোলশোহরতযোগে ঘোষণা করে; এবং

(সি) বিক্রয়ের নোটিস নিম্নলিখিত কার্যালয়ে প্রকাশ করে—

(এক) সংশ্লিষ্ট কনিষ্ঠ ভূমি সংস্কার আধিকারিকের কার্যালয়ে,

(দুই) জেলার সমাহর্তার কার্যালয়ে,

(তিন) সংশ্লিষ্ট এলাকার সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কার্যালয়ে, এবং

(চার) সম্পত্তি যেখানে অবস্থিত সেই এলাকার পঞ্চায়েতের কার্যালয়ে।

ধারা—১১৩

২২১। ১১৬ ধারা মতে নোটিস (Notice under Section 116) :

(১) বন্ধকি সম্পত্তি যদি সম্পূর্ণ বা অংশত নষ্ট হয়ে যায় বা কোন ঋণের জামিন যদি যথেষ্ট বিবেচিত না হয় তাহলে সমবায় সমিতি নোটিসে উল্লিখিত সময়ের

মধ্যে বাড়তি জামিন দেওয়ার জন্য বন্ধকদাতার কাছে নিবন্ধিত ডাকযোগে নোটিস পাঠাবে।

ধারা—১১৬, নিয়ম—২৩৫

চতুর্দশ অধ্যায়

বাধ্যবাধকতা বলবৎকরণ এবং প্রাপ্য টাকার আদায় (Enforcement of obligations and recovery of sums due) :

২২২। শর্তাধীনে সম্পত্তি ক্রোকের প্রক্রিয়া (Procedure for conditional attachment of property) :

(১) নিবন্ধকের নিকট শর্তাধীনে ক্রোকের আদেশের জন্য দরখাস্তে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকবে—

(এ) যে সম্পত্তি ক্রোক করতে হবে তার সম্পূর্ণ বিস্তারিত বিবরণ, আনুমানিক মূল্য ও সমিতির দাবির পরিমাণ; এবং

(বি) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সমবায় সমিতি সম্পত্তি অপসারণ বা তার বিলি ব্যবস্থা করতে উদ্যত হয়েছেন এই অভিযোগের সমর্থনে সাক্ষ্য প্রমাণাদি।

(২) নিবন্ধক যে ব্যক্তিকে ক্ষমতা দেবেন সেই ব্যক্তি নিবন্ধক কর্তৃক প্রদত্ত কোন ক্রোকের আদেশ জারি করবেন; ঐরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ১৯০৮ সালের দেওয়ানি প্রক্রিয়া সংহিতার প্রথম তফসিলের ২১ অর্ডারে উল্লিখিত প্রক্রিয়া যথাসম্ভব অনুসরণ করবেন।

২২৩। ১২৮ ধারা মতে পাওনা প্রদানের নির্দেশদানের ক্ষমতা (Power to direct payment of dues under Section 128) :

দাবির পরিমাণ সাত হাজার টাকা অতিক্রম না করলে সমবায় সমিতিসমূহের জেলা নিরীক্ষকগণ ও সমবায় উন্নয়ন আধিকারিকগণ এবং দাবির পরিমাণ পাঁচ হাজার টাকা অতিক্রম না করলে সমবায় সমিতিসমূহের পরিদর্শকগণ ১২৮ ধারামতে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন।

ধারা—১২৮

২২৪। অবহেলা (Negligence) :

১২৯ ধারার (১) উপধারার (বি) প্রকরণের পরিধির মধ্যে অবহেলা বলতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে বোঝাবে ঃ—

(এক) আইন, নিয়মাবলী বা উপবিধির বিধানের বা আইন অনুসারে নিবন্ধকের দেওয়া লিখিত নির্দেশের বিরুদ্ধে তহবিল বিনিয়োগ করা, হেপাজতে রাখা ও নিয়োগ করা এবং মজুত সামগ্রী বা অন্যান্য পরিসম্পৎ বা সম্পত্তি

ব্যবহার বা বিলি ব্যবস্থা করা;

(দুই) নিবন্ধক ৯১ ধারার (৩) উপধারামতে নির্দেশ দিলে নিরীক্ষিত ত্রুটি ও অনিয়মগুলি সংশোধন না করা;

(তিন) তামাদির কালের মধ্যে বাকিদারদের বিরুদ্ধে বিবাদ দায়ের করতে এবং কোন আজ্ঞপ্তি বা বিনির্ণয় (অ্যাওয়ার্ড) জারি করতে ব্যর্থ হওয়া; এবং

(চার) সমবায় সমিতির কোন সম্পত্তির লোকসান বা ক্ষতিকর এমন অন্য কিছু ঘটানো।

ধারা—১২৯

২২৫। ১৩০ ধারা মতে কোন কোন অসঙ্গত আচরণের জন্য দণ্ড (Penalty for certain misdemeanour under Section 130) :

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন কারণ না দেখালে বা যে কারণ দেখানো হয় তা সন্তোষজনক বিবেচিত না হলে নিবন্ধক নিম্নলিখিত ধারায় উল্লিখিত প্রত্যেক লংঘন কার্যের জন্য নিম্নলিখিত দণ্ডদানের আদেশ দিতে পারবেন—

(এক) ১৩০ ধারার (এ) ও (বি) প্রকরণ-অনধিক পঞ্চাশ টাকার অর্থদণ্ড।

(দুই) ১৩০ ধারার (সি) ও (ডি) প্রকরণ—

কর্জের টাকার অনধিক অর্ধেকের অর্থদণ্ড (সংশ্লিষ্ট সমিতি বা অর্থপ্রদায়ী ব্যাংকে কার্জের সম্পূর্ণ টাকা তাৎক্ষণিক পরিশোধের বাধ্যবাধকতা সহ)

ধারা—১৩০

২২৬। নিবন্ধকের নির্দেশ পালনে দায়ী আধিকারিক (Officer responsible for carrying out the direction of Registrar) :

(১) কোন্ আধিকারিক তাঁর নির্দেশ পালন করার জন্য দায়ী ১৩১ ধারা মতে তা স্থির করার সময়ে নিবন্ধক সমিতির সম্পাদক বা যে নামেই ডাকা হ'ক না কেন মুখ্য নির্বাহী আধিকারিককেই ঐরূপ দায়ী হিসাবে সর্বদা গণ্য করবেন, যদি না উপবিধিসমূহে বা সমিতির সাধারণ সভায় বা বোর্ডের সভায় গৃহীত কোন সিদ্ধান্তে এমন কিছু থাকে যার দ্বারা কোন বিশেষ কর্তব্যের ভার সম্পাদক বা মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক ছাড়া অন্য কোন আধিকারিকের উপর ন্যস্ত হয়।

(২) এক (১) উপনিয়ম অনুসারে নিবন্ধক যে ব্যক্তিকে দায়ী বলে মনে করবেন সেই ব্যক্তিকে, তিনি যে সময় নির্দিষ্ট করে দেবেন সেই সময়ের মধ্যে তাঁর যে কোন নির্দেশ পালনের জন্য আহ্বান জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হলে তাঁর বিরুদ্ধে ১৩১ ধারামতে ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

ধারা—১৩১

পঞ্চদশ অধ্যায়

উত্তরবিচার (আপিল), সংশোধন ও পুনর্বিলোকন (Appeal, Revision and Review) :

২২৭। সমবায় ন্যায়পীঠ (Co-operative Tribunal) :

(১) ১৩৫ ধারা অনুসারে সমবায় ন্যায়পীঠ যাকে অতঃপর ন্যায়পীঠ বলা হবে তা অনধিক তিনজন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। একাধিক সদস্য নিয়ে ন্যায়পীঠ গঠিত হলে (২) উপনিয়মের (এ) প্রকরণে নির্দেশিত যোগ্যতাসম্পন্ন একজন সদস্য সভাপতি হবেন। একাধিক ন্যায়পীঠ গঠনের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা স্থির করবেন কোন্ জেলা বা জেলাসমূহে সংশ্লিষ্ট ন্যায়পীঠের ক্ষেত্রাধিকার থাকবে। সংশ্লিষ্ট ন্যায়পীঠসমূহের কার্যকর এলাকার মধ্যে যে সমস্ত সমবায় সমিতিসমূহের নিবন্ধিত কার্যালয় অবস্থিত সেই সমস্ত সমবায় সমিতিসমূহের কাজকর্মের উপরেই ঐরূপে গঠিত ন্যায়পীঠসমূহের ক্ষেত্রাধিকার থাকবে।

(২) নিম্নলিখিত যোগ্যতাগুলি না থাকলে কোন ব্যক্তি সমবায় ন্যায়পীঠের সদস্য হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হবে না—

(এ) মহাধর্মাধিকরণের (হাইকোর্ট) বিচারক হিসাবে অতীতে বা বর্তমানে কর্মরত না থাকলে বা পশ্চিমবঙ্গীয় উর্ধ্বতন বিচার কৃত্যকের সদস্য না হলে;

(বি) রাজ্যের যে কোন আদালতে কমপক্ষে দশ বৎসরের আইন ব্যবসা না করে থাকলে এবং রাজ্যের সমবায় আন্দোলনে কমপক্ষে পাঁচ বৎসর সক্রিয়ভাবে যুক্ত না থাকলে।

(৩) ন্যায়পীঠের একজন সম্পাদক থাকবেন যিনি রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন দ্বারা নিযুক্ত হবেন। ন্যায়পীঠ সম্পাদকের উপর যে সমস্ত কার্যাবলী আরোপ করবেন বা ১৩৫ ধারার (৬) উপধারা বলে রচিত প্রণিয়ম অনুযায়ী যেগুলি অর্পিত হবে সম্পাদক সেই সমস্ত কাজগুলি সম্পাদন করবেন।

(৪) ন্যায়পীঠের কর্ম প্রণালী নিয়ন্ত্রণ ও কাজকর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারের পূর্ব অনুমতি নিয়ে ১৩৫ ধারার (৬) উপধারা অনুসারে প্রণিয়ম রচনা না করা পর্যন্ত সমবায় ন্যায়পীঠের কাজকর্মের পদ্ধতি নিম্নরূপ হবে—

(এ) প্রতিটি আপিলের স্মারকলিপি বা পুনর্বিলোকনের (রিভিউ) আবেদনপত্র আপিলকারী বা স্থলবিশেষে আবেদনকারী, নিজের হাতে বা তাঁর অধিবক্তা

(অ্যাডভোকেট) বা উকিল (প্লিডার) বা উপযুক্তভাবে নিযুক্ত প্রতিনিধি মারফত ন্যায়পীঠের কাজের সময়ের মধ্যে সম্পাদকের কাছে দাখিল করতে হবে বা নিবন্ধিত ডাকযোগে সম্পাদকের কাছে পাঠাতে হবে।

(বি) অধিবক্তা (অ্যাডভোকেট) বা উকিল বা প্রতিনিধি মারফত আপিলের স্মারকলিপি বা পুনর্বিলোকনের আবেদনপত্র দাখিল করলে তার সাথে দুই টাকার কোর্ট ফি স্ট্যাম্পসহ ওকালতনামা বা স্থলবিশেষে প্রতিনিধি নিযুক্তির কর্তৃত্ব অর্পণসূচক পত্র যথাবিহিতভাবে আপিলকারী বা স্থলবিশেষে আবেদনকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত করে দাখিল করতে হবে।

(সি) প্রতিটি আপিলের স্মারকলিপি বা পুনর্বিলোকনের আবেদনপত্র নিম্নলিখিতরূপ হবে—

(এক) টাইপ করা বা বোধগম্য হস্তাক্ষরে কালিতে লেখা হবে।

(দুই) আপিলকারী বা স্থলবিশেষে আবেদনকারী এবং উত্তরবাদী বা স্থলবিশেষে বিরোধী পক্ষসমূহের নাম ও ঠিকানা থাকবে;

(তিন) যে নির্দেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই নির্দেশকারী কর্তৃপক্ষের ও সেই নির্দেশের তারিখের উল্লেখ থাকবে;

(চার) কোন্ কোন্ যুক্তিতে আপিলের স্মারকলিপি বা পুনর্বিলোকনের আবেদন করা হচ্ছে সেগুলি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে;

(পাঁচ) আপিলকারী বা আবেদনকারী কী উপশম চান তার সুস্পষ্ট বর্ণনা থাকা চাই;

(ছয়) আপিলের স্মারকলিপির সাথে দশ টাকার ও পুনর্বিলোকনের আবেদনপত্রের সাথে পাঁচ টাকার কোর্ট ফি স্ট্যাম্প থাকা চাই;

(ডি) প্রতিটি আপিলের স্মারকলিপি বা পুনর্বিলোকনের আবেদনপত্রের সাথে বিনির্ণয়ের (অ্যাওয়ার্ড) বা অভিযোগসংক্রান্ত নির্দেশের প্রমাণিত প্রতিলিপি দিতে হবে। যতজন উত্তরবাদী বা বিরোধী পক্ষ আছেন আপিলের স্মারকলিপি বা স্থলবিশেষে পুনর্বিলোকনের আবেদনের সেই সমসংখ্যক প্রতিলিপিও দাখিল করতে হবে;

(ঈ) প্রতিটি আপিলের স্মারকলিপি বা পুনর্বিলোকনের আবেদনপত্র পাওয়ার পর সম্পাদক তা প্রাপ্তির তারিখটি পৃষ্ঠাংকিত করবেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সম্পাদক পরীক্ষা করে দেখবেন যে;

(এক) দাখিলকারির দাখিল করার কর্তৃত্ব আছে কি না;

(দুই) আইন নির্দিষ্ট সময়সীমার (কিছু থাকলে) মধ্যে দাখিল করা হয়েছে কি না; এবং

(তিন) আইন ও এই নিয়মাবলী মোতাবেক দাখিল করা হয়েছে কি না।

এই বিষয়গুলি সম্পর্কে সম্পাদক সন্তুষ্ট হলে (জি) প্রকরণ মোতাবেক উপযুক্ত নিবন্ধপুস্তকে তিনি আপিলের স্মারকলিপি বা পুনর্বিলোকনের আবেদনপত্র নিবন্ধন করাবেন।

সম্পাদক যদি দেখেন যে, তাঁর কাছে দাখিলিকৃত আপিলের স্মারকলিপি বা আবেদনপত্র পূর্ববর্ণিত বিধানের অনুসারি নয় তা হলে তিনি ঐ মর্মে মন্তব্য লিখবেন এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষ বা তাঁর অধিবক্তা বা উকিল বা এজেন্টকে নোটিস প্রাপ্তির তারিখ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে ত্রুটিগুলি সংশোধন করার জন্য আহ্বান জানাবেন। পূর্বোক্ত সময়ের মধ্যে ত্রুটিগুলি সংশোধিত না হলে সম্পাদক বিষয়টি ন্যায়পীঠে উপস্থাপিত করবেন।

আপিলের স্মারকলিপি বা আবেদনের ত্রুটি সংশোধিত হলে সম্পাদক উপযুক্ত নিবন্ধপুস্তকে তা নিবন্ধন করাবেন।

(এফ) সম্পাদক নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে পৃথক পৃথক নিবন্ধপুস্তক রাখবেন—

(এক) ৩৮এ নিদর্শ অনুসারে আপিলের স্মারকলিপি—

(দুই) ৩৮বি নিদর্শ অনুসারে পুনর্বিলোকনের আবেদনপত্র—

(তিন) ৩৮সি নিদর্শ অনুসারে বিবিধ আবেদনপত্র—

(চার) ৩৮ডি নিদর্শ অনুসারে অনিবন্ধিত আপিলের স্মারকলিপি ও আবেদনপত্র—

(পাঁচ) ৩৮ঈ নিদর্শ অনুসারে গৃহীত কোর্ট ফি স্ট্যাম্প—

(জি) আপিলের স্মারকলিপি বা আবেদনপত্র নিবন্ধিত হওয়ার পরে সম্পাদক যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিবন্ধক বা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কাছে আপিলের উক্ত স্মারকলিপি বা আবেদনপত্র সংক্রান্ত নথিপত্র ও কার্যবাহ চেয়ে সংবাদ পাঠাবেন যদি প্রাসঙ্গিক নথিপত্র ও কার্যবাহ ন্যায়পীঠের কার্যালয়ে ইতিমধ্যে না এসে থাকে।

(এইচ) আপিলের স্মারকলিপি বা আবেদনের নিবন্ধনের পর ন্যায়পীঠ ১৯০৮ সালের দেওয়ানি প্রক্রিয়া সংহিতার ৪১ অর্ডারের ১১ নিয়ম সাপেক্ষে শুনানির তারিখ স্থির করবেন। শুনানির তারিখ স্থির হওয়ার পর ৩৮ এফ নিদর্শ অনুসারে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে ব্যক্তিগতভাবে বা অধিবক্তা বা উকিল বা প্রতিনিধি মারফত ন্যায়পীঠের এজলাসে নোটিসে উল্লিখিত তারিখে বা ন্যায়পীঠ কর্তৃক মুলতুবি হলে অন্য কোন তারিখে উপস্থিত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে সম্পাদক কর্তৃক নোটিস জারি করা হবে।

শুনানির জন্য নির্দিষ্ট তারিখে বা মুলতুবি হলে অন্য কোন তারিখে আপিল বা আবেদনের সমর্থনে আপিলকারী বা আবেদনকারী বা তাঁর অধিবক্তা বা উকিল বা প্রতিনিধির বক্তব্যই সাধারণত প্রথমে শোনা হবে। উত্তরবাদি বা বিরোধীপক্ষ বা তাঁর অধিবক্তা বা উকিল বা প্রতিনিধির বক্তব্য শোনার ক্ষেত্রে উত্তরবাদি বা বিরোধীপক্ষ বা তাঁর অধিবক্তা বা উকিল বা প্রতিনিধির আইনগত বিষয়েই কেবল উত্তরদানের অধিকার থাকবে।

ন্যায়পীঠের প্রতিটি বিচার বা চূড়ান্ত নির্দেশের প্রমাণিত প্রতিলিপি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপিল বা স্থলবিশেষে আবেদনের সাথে নিবন্ধকের কাছে পাঠাতে হবে। বিচার বা চূড়ান্ত নির্দেশের প্রমাণিত প্রতিলিপি, ঐ মর্মে আবেদনের ভিত্তিতে ১৮০ নিয়ম অনুসারে নির্ধারিত ফি দেওয়া হলে, পক্ষগণকেও সরবরাহ করা হবে।

ধারা—১৩৫/নিয়ম—১৮১, ২৩৫

২২৮। সংশোধন (Revision) :

১৩৭ ধারার (১) উপধারা মতে আবেদন, নির্দেশদানের তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে করতে হবে। যে নির্দেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই নির্দেশের একটি প্রত্যায়িত বা প্রমাণিত প্রতিলিপি ঐ সাথে দিতে হবে।

ধারা—১৩৭(১)

২২৯। পুনর্বিলোকন (Review) :

১৩৭ ধারার (২) উপধারা মতে আবেদন, নির্দেশ দানের তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে করতে হবে। যে নির্দেশের বিরুদ্ধে পুনর্বিলোকন প্রার্থনা করা হয়েছে সেই নির্দেশের একটি প্রমাণিত বা প্রত্যায়িত প্রতিলিপি ঐ সাথে দিতে হবে আর পুনর্বিলোকন প্রার্থনার পরিস্থিতি ও কারণসমূহের অনুচ্ছেদওয়ারী বর্ণনা দিতে হবে।

ধারা—১৩৭(২)

২৩০। দেয় কোর্ট ফি (Court-fee Payable) :

(১) সমবায় ন্যায়পীঠ ব্যতীত অন্য নির্দিষ্ট প্রাধিকারীর নিকট আপিলের স্মারকলিপির সাথে দশ টাকার কোর্ট ফি স্ট্যাম্প থাকবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে, সদস্য হওয়ার জন্য কোন ব্যক্তির আবেদনে সমিতির সদস্যপদ প্রদানে অস্বীকৃতির বিরুদ্ধে ৭০ ধারার (৪) উপধারা মতে আপিলের ক্ষেত্রে কোন কোর্ট ফি স্ট্যাম্প লাগবে না।

(২) ১৩৭ ধারা মতে প্রতিটি পুনর্বিলোকন বা সংশোধনের আবেদনের সাথে পাঁচ টাকার কোর্ট ফি স্ট্যাম্প লাগবে।

ধারা—৭০(৪), ১৩৭/নিয়ম—১২০

ষোড়শ অধ্যায়

সত্যতা অনুমোদন প্রক্রিয়া (Procedure for Certification) :

২৩১। সত্যতা অনুমোদনের রীতি (Manner of Certification) :

সমবায় সমিতির কোন দলিল বা খাতাপত্রের কোন বিবরণের অবিকল নকল, সভাপতি, সম্পাদক, মুখ্য নিবর্হী অধিকারিক বা মুখ্য প্রশাসনিক আধিকারিক বা বোর্ড বা বোর্ডের ক্ষমতা প্রয়োগকারী প্রাধিকারী কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির স্বাক্ষর দ্বারা প্রমাণিত হবে।

সপ্তদশ অধ্যায়

বিবিধ (Miscellaneous) :

২৩২। সমবায় সমিতিসমূহ বিমাকৃত হবে (Co-operative Socities to get insured) :

সদস্য নন এমন ব্যক্তিদের কাছ থেকে আমানত গ্রহণকারী প্রত্যেক সমবায় ব্যাংক ১৯৬১ সালের আমানত বিমা নিগম আইন অনুসারে বিমাকৃত হবে।

ধারা—১৪৪, ১৪৫

২৩৩। ফি প্রদান (Payment of Fees) :

(১) রাজ্য সরকার অন্যরূপ নির্দেশ না দিলে অডিট ফি ছাড়া এই আইন বা নিয়মাবলী অনুসারে দেয় সমস্ত ফি কোর্ট ফি স্ট্যাম্পের আকারে দিতে হবে।

(২) সরকারকে দেয় বা সরকারি আধিকারিক নন এমন কোন নিরীক্ষা আধিকারিককে দেয় অডিট ফি এবং সমবায় সমিতিকে দেয় পাওনা ও ফিয়ের টাকা উপযুক্ত রসিদ নিয়ে নগদে, চেকে বা ব্যাংক ড্রাফটে দিতে হবে।

২৩৪। নিবন্ধকের কার্যালয়ে দলিলপত্রের পরিদর্শন (Inspection of Documents in the office of the Registrar) :

(১) নিবন্ধকের বা তাঁর অধীন কোন ব্যক্তির কার্যালয়ে প্রতিক্ষেত্রে বাৎসরিক দুই টাকা হারে ফি দিয়ে যে কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত দলিলপত্র পরিদর্শন করতে পারেন—

(এক) সমিতিসমূহের নিবন্ধনের আবেদন;

(দুই) নিবন্ধনের প্রমাণপত্র;

(তিন) সমিতিসমূহের উপবিধি;

(চার) উপবিধি সমূহের সংশোধন;

(পাঁচ) সমিতির কারবার গোটানোর নির্দেশ;

(ছয়) সমিতির নিবন্ধন বাতিলের নির্দেশ;

(সাত) বার্ষিক বিবরণসমূহ, (অ্যানুয়াল রিটার্ণ);

(আট) নিরীক্ষার প্রমাণপত্র;

(নয়) বার্ষিক উদ্বর্তপত্র;

(দশ) বোর্ড বাতিলের নির্দেশ;

(এগারো) সদস্যের বহিষ্কারের নির্দেশ;

(বারো) সমিতিসমূহের নিবন্ধ পুস্তক;

(তের) সমিতিসমূহের নিবন্ধন বা উপবিধির সংশোধনী নিবন্ধন প্রত্যাখ্যানের নির্দেশ; এবং

(চোদ্দো) বিবাদ সম্পর্কিত নথিপত্র।

(২) এক (১) উপনিয়ম অনুসারে যে সমস্ত দলিলপত্র পরিদর্শনের অধিকার কোন ব্যক্তির আছে সেগুলির প্রমাণিত প্রতিলিপি, ডবল স্পেসে টাইপ করা প্রতিটি ফুল্‌স্‌ক্যাপ পৃষ্ঠার জন্য দুই টাকা হিসাবে ফি দিতে হবে।

২৩৫। নিবন্ধিত ডাকযোগে পাঠানোর অনুমান (Presumption of service by Registered Post) :

কোন পত্র (কমিউনিকেশন) যথাযথভাবে ঠিকানা লিখে, নির্দিষ্ট দেয় অগ্রিম দিয়ে পোস্টকরলে তা নিবন্ধিত ডাকযোগে পাঠানো হয়েছে বলে ধরা হবে এবং প্রতিকূল কিছু প্রমাণিত না হলে, সাধারণ ডাক ব্যবস্থায় বিলি করার সময়ে পত্রটি (কমিউনিকেশন) দেওয়া (সার্ভিস) হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

প্রথম তফসিল

নিদর্শ—১

সীমাবদ্ধ দায়িতাবিশিষ্ট সমবায় সমিতি নিবন্ধভুক্ত করার জন্য দরখাস্তের নিদর্শ

[নিয়ম—৮(১)]

প্রথম খণ্ড

সমবায় সমিতিসমূহের নিবন্ধক সমীপেষু,

মহাশয়,

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারিগণ, অত্রসংলগ্ন উপবিধিসমূহ স্বীকার করে নিচ্ছি ও.. নামে সীমাবদ্ধ দায়িতাবিশিষ্ট সমবায় সমিতি রূপে নিবন্ধভুক্ত হবার জন্য ১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের (১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় ৪৫ আইনের) ১৩ ধারা মতে দরখাস্ত করছি। আমাদের নিবন্ধভুক্ত অফিসের ঠিকানা..

ডাকঘর..........................থানা............................শহর.............................পঞ্চায়েত..........................মহকুমা.......................

জেলা..............................।

ক্রমিক সংখ্যা	নিবন্ধভুক্ত করার জন্য দরখাস্তকারির নাম	পিতার নাম	পেশা	বয়স	স্থায়ী ঠিকানা	বর্তমান ঠিকানা	অন্য কোন সমিতির সদস্য হলে তার বা তাদের নাম ও ঠিকানা	দরখাস্তকারির স্বাক্ষর বা টিপ সহি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯

দ্বিতীয় খণ্ড

১। প্রস্তাবিত সমিতির নাম ——————————————

২। সদস্যদের দায়িতার প্রকৃতি ——————————————

৩। শেয়ার ভিত্তিক বা শেয়ার ব্যতীত ——————————————

৪। দরখাস্তকারীদের সংখ্যা ——————————————

(এ) ব্যক্তি ঃ

(বি) সমবায় সমিতিসমূহ ঃ

৫। প্রথম বোর্ডের সদস্যদের নাম (৩৭ নিয়ম অনুসারে গঠিত)—(যদি সাব্যস্ত হয় নিবন্ধক প্রথম বোর্ড মনোনয়নের দ্বারা গঠন করে দেবেন তাহলে এখানে কোন নাম উল্লেখ করতে হবে না)।

(১) —————————— সভাপতি

(২) —————————— সহ-সভাপতি

(৩) ——————————

(৪) ——————————

(৫) ——————————

(৬) ——————————

৬। সমিতি নিবন্ধভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনবোধে যার সাথে যোগাযোগ করতে হবে সেই ব্যক্তির (সমবায় আবাসন সমিতির ক্ষেত্রে মুখ্য উদ্যোক্তার) নাম ও ঠিকানা ——————————————

৭। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত করা যাচ্ছে যে, আইনের ১৩ ধারার ২ উপধারার বিধান মোতাবেকদরখাস্তকারিগণ ভিন্ন পরিবারভুক্ত। উদ্যোক্তাদের পক্ষে স্বাক্ষর করা ও প্রমাণপত্র দেওয়ার বিষয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত তিনজন দরখাস্তকারির স্বাক্ষর—

(১)

(২)

(৩)

তারিখ—

নিদর্শ—২

নিবন্ধন পত্রের নিদর্শ

নিবন্ধন পত্র সংখ্যা..................................১৯

সমবায় সমিতিসমূহের নিবন্ধকের কার্যালয় (১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় ৪৫ আইন অনুসারে)..............................জেলার........................ (স্থানে) একটি সমবায় সমিতি নিবন্ধভুক্ত করার জন্য দরখাস্ত সম্পর্কে—

আমি এতদ্বারা প্রমাণ দিচ্ছি যে ১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন (১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় ৪৫ আইন) অনুসারে উক্ত সমিতি..................................নামে সীমাবদ্ধ দায়িতা বিশিষ্ট সমবায় সমিতিরূপে আমার কার্যালয়ে নিবন্ধভুক্ত হয়েছে ও ঐ সমিতি যে সমস্ত উপবিধি দাখিল করেছেন সেগুলিও যথাযথভাবে নিবন্ধভুক্ত করা হয়েছে।

সমিতির সদস্য এলাকা নিম্নে বর্ণিত হ'ল ঃ

তারিখ—এক হাজার নয় শত..সালের

....মাসের...তারিখ

সমায় সমিতিসমূহের নিবন্ধক

নিদর্শ—৩

সমবায় নিবন্ধন পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ

১৩ ধারার (৫) উপধারা মোতাবেক নিবন্ধকের নিকট থেকে পাওয়া আবেদনের রেজিস্টার

[নিয়ম ১০ (৩) (এক)]

বৎসর.. ....১৯

ধারাবাহিক সংখ্যা	কার্যালয়ে প্রাপ্তির তারিখ	কার কাছ থেকে পাওয়া গেছে	আবেদনের বিবরণসমূহ		সংক্ষিপ্ত বিবরণ	তাগিদসমূহ		চিঠি কোথায় রাখা হ'ল		মন্তব্য
			সংখ্যা	তারিখ		সংখ্যা	তারিখ	কালেকশন নম্বর	ফাইল নম্বব	

নিদর্শ—৪

সমবায় নিবন্ধন পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ

১৩ ধারার (৬) উপধারা মোতাবেক আবেদনকারি বা মুখ্য উদ্যোক্তার নিকট থেকে পাওয়া আপিলের রেজিস্টার

[নিয়ম ১০ (৩) (দুই)]

বৎসর......................১৯

ধারাবাহিক সংখ্যা	কার্যালয়ে প্রাপ্তির তারিখ	কার কাছ থেকে পাওয়া গেছে	আপিলসমূহ		সংক্ষিপ্ত বিবরণ	তাগিদসমূহ		চিঠি কোথায় রাখা হ'ল		মন্তব্য
			সংখ্যা	তারিখ		সংখ্যা	তারিখ	কালেকশন নম্বর	ফাইল নম্বর	

নির্দশ—৫

সমবায় নিবন্ধন পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ

১৭ ধারার (৫) উপধারা মোতাবেক সমিতি নিকট থেকে পাওয়া আপিলের রেজিস্টার

[নিয়ম ১০ (৩) (তিন)]

বৎসর.....................১৯

ধারাবাহিক সংখ্যা — কার্যালয়ে প্রাপ্তির তারিখ — আপিলসমূহ

কার কাছ থেকে পাওয়া গেছে — সংখ্যা — তারিখ

সংক্ষিপ্ত বিবরণ — তাগিদসমূহ — চিঠি কোথায় রাখা হ'ল — মন্তব্য

সংখ্যা — তারিখ — কালেকশন নম্বর — ফাইল নম্বর

নির্দশ—৬

সমবায় নিবন্ধন পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ

বিবিধপত্র প্রাপ্তির রেজিস্টার

[নিয়ম ১০ (৩) (চার)]

বৎসর.....................১৯

ধারাবাহিক সংখ্যা — কার্যালয়ে প্রাপ্তির তারিখ — চিঠিপত্রাদি

কার কাছ থেকে পাওয়া গেছে — সংখ্যা — তারিখ

সংক্ষিপ্ত বিবরণ — তাগিদসমূহ — চিঠি কোথায় রাখা হ'ল — মন্তব্য

সংখ্যা — তারিখ — কালেকশন নম্বর — ফাইল নম্বর

নিদর্শ—৭

সমবায় নিবন্ধন পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ
পাঠানো পত্রের রেজিস্ট্যার
[নিয়ম ১০ (৩) (পাঁচ)]

বৎসর......................১৯

ধারাবাহিক সংখ্যা		তারিখ		কাকে লেখা হয়েছে			সংক্ষিপ্ত বিষয়
খসড়া কোথায় রাখা হ'ল		উত্তর প্রাপ্তির তারিখ ও সংখ্যা	তাগিদ		ডাকটিকিটের মূল্য		মন্তব্য
কালেকশন নম্বর	ফাইল নম্বর		সংখ্যা	তারিখ	টাকা	পয়সা	

নিদর্শ—৮

সমবায় সমিতির উপবিধির সংশোধন নিবন্ধভুক্ত করার জন্য দরখাস্তের নিদর্শ

সমবায় সমিতিসমূহের নিবন্ধক সমীপেষু,
পশ্চিমবঙ্গ

তারিখ————————১৯

১। ————নং উপবিধি সংশোধন

২। সমস্ত পুরানো উপবিধি বাতিল করে সম্পূর্ণ নতুন এক প্রস্থ উপবিধি গ্রহণের উদ্দেশ্যে পূর্ণাঙ্গ সংশোধন।

মহাশয়,

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ————জেলার————সমবায় সমিতির যে সমস্ত উপবিধির সংশোধনের কথা এই দরখাস্তের পার্শ্বে উল্লিখিত হয়েছে তার দুই প্রস্থ / তিন প্রস্থ নকল এতৎসহ দাখিল করছি এবং ঐ সংশোধন ১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইনের (১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় ৪৫ আইনের) ১৭ ধারামতে নিবন্ধভুক্ত করার জন্য দরখাস্ত করছি।

সমিতির যে সাধারণ সভায় ঐ সংশোধন গৃহীত হয়েছে সেই সভা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিশেষ বিবরণ নীচে দেওয়া হ'ল :—

(১) সভার তারিখ।

(২) যে সমস্ত সদস্য স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন তাঁদের সংখ্যা।

(৩) যে সমস্ত সদস্য সংশোধনের পক্ষে ভোট দিয়েছেন তাঁদের সংখ্যা।

(৪) সাধারণ সভার নোটিস দেওয়ার তারিখে সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা।

*২। সমিতির মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশেরও কম সদস্য সংখ্যার দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ।

আমরা প্রমাণ দিচ্ছি যে, প্রস্তাবিত সংশোধন গৃহীত হলে সমিতির স্বার্থের অনুকূল হবে ও এরূপ সংশোধন সদস্য সাধারণ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

সম্পাদক/মুখ্য নিবহী আধিকারিক/বোর্ডের সদস্য

১।

২।

সীলমোহর

————————সমবায় সমিতি লিমিটেড

* প্রয়োজন না হলে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ কেটে দেওয়া যাবে।

নিদর্শ—৯

উপবিধিসমূহের সংশোধন নিবন্ধভুক্ত করার প্রমাণপত্র

[নিয়ম ১৩(৩)]

....তারিখের নিবন্ধন প্রমাণপত্রের সংখ্যা...................................

সমবায় সমিতিসমূহের নিবন্ধকের কার্যালয়—

(১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় ৪৫ আইন মোতাবেক)

আমি এতদ্দ্বারা প্রমাণ দিচ্ছি যে, ১৯৮৩ সালের পশ্চিবঙ্গীয় সমবায় আইনের ১৭/১৮ ধারা (১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় ৪৫ আইন) অনুসারে ১৯............ .সালের............ তারিখে .... জেলায় .... নম্বর নিবন্ধিকৃত .... সমবায় সমিতির উপবিধি সমূহের যে সংশোধন অত্রসংলগ্ন দালিলে দেখানো হয়েছে তা পূর্বোক্ত আইনমতে যথাযথভাবে নিবন্ধভুক্ত করা হয়েছে। ঐ সমিতির সদস্য এলাকা নীচে লেখা হ'ল ঃ—

নিম্নলিখিত উপবিধিগুলি সংশোধিত হয়েছে ও অদ্যকার তারিখে নিবন্ধভুক্ত করা হয়েছে ঃ—

পূর্ব উপবিধিসমূহের সম্পূর্ণ সংশোধন।

............................নং উপবিধিগুলির আংশিক সংশোধন।

সমবায় সমিতিসমূহের নিবন্ধক

অদ্য এক হাজার নয় শত সালের........................মাসের..................তারিখ।

নিদর্শ—১০

মনোনয়ন পত্র

[নিয়ম ৩৬(৭) (এক)]

(১) প্রার্থীর পুরা নাম (স্পষ্ট করে) ঃ

(২) (এ) বর্তমান ঠিকানা ঃ

(বি) স্থায়ী ঠিকানা ঃ

(৩) পিতার/স্বামীর নাম ঃ

(৪) সদস্যদের নিবন্ধপুস্তকে

প্রার্থীর ক্রমিক সংখ্যা ঃ

(৫) কার দ্বারা মনোনীত ঃ

সদস্যদের নাম ও ঠিকানা	সদস্যদের নিবন্ধপুস্তকের ক্রমিক সংখ্যা
১।	১।
২।	২।

(৬) প্রার্থী মনোনীতকারী সদস্যদের ঘোষণা

....................তারিখের অনুষ্ঠেয়.................সমবায় সমিতির বোর্ডের সদস্যপদে নির্বাচনের জন্যে উপরোক্ত (১) ক্রমিক সংখ্যায় বর্ণিত প্রার্থীকে মনোনীত করছি বলে আমরা এতদ্দ্বারা ঘোষণা করছি।

(এক) (ঠিকানা ও তারিখ সহ স্বাক্ষর) ঃ প্রস্তাবক—

(দুই) (ঠিকানা ও তারিখ সহ স্বাক্ষর) ঃ সমর্থক—

(৭) প্রার্থীর ঘোষণা......................মনোনয়নে আমার সম্মতি আছে জানিয়ে এতদ্দ্বারা ঘোষণা করছি......................

(ঠিকানা ও তারিখসহ স্বাক্ষর)

নিদর্শ—১১

নিবন্ধিত কার্যালয় পরিবর্তনের নোটিস

[নিয়ম ৬৭(২)]

................................তারিখে নিবন্ধভুক্ত...................................

.............সমিতি ১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের (১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় আইন ৪৫) ৩৯ ধারা অনুসারে এতদ্দ্বারা নোটিস দিচ্ছে যে তাদের নিবন্ধভুক্ত ঠিকানা পরিবর্তন করা হয়েছে।

পূর্বের ঠিকানা	বর্তমান ঠিকানা	পরিবর্তনের তারিখ

স্বাক্ষর—

তারিখ............................ সম্পাদক/মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক

তিনজন পরিচালকের স্বাক্ষর

১।

২।

৩।

প্রতি

(১) সমবায় সমিতিসমূহের সহকারি নিবন্ধক।

(২) সম্পাদক,.................................,.ব্যাংক লিঃ।

(৩) সম্পাদক,.....................................সমিতি লিঃ।

(যে সমিতিতে সংশ্লিষ্ট সমিতি সম্বন্ধীকৃত হয়েছে)

নিদর্শ—১২

সদস্যদের নিবন্ধপুস্তক

[নিয়ম ৭০(দুই)]

১। ক্রমিক সংখ্যা...

২। সদস্যের নাম...

৩। পিতা/স্বামীর নাম..

৪। সদস্য হওয়ার তারিখে বয়স...

৫। বর্তমান ঠিকানা...

৬। স্থায়ী ঠিকানা...

৭। পেশা ....

৮। সদস্যতার তারিখ..

৯। মনোনীত ব্যক্তির নাম..

১০। মনোনীত ব্যক্তির ঠিকানা ও সদস্যর সাথে তাঁর সম্পর্ক.........................

১১। সদস্যতা অবসানের তারিখ ও কারণ...

১২। শেয়ার নিবন্ধপুস্তকের পৃষ্ঠা...

১৩। মন্তব্য

১৪। সদস্যের স্বাক্ষর বা বুড়ো আঙুলের টিপ সই

নিদর্শ—১৩

সম্বন্ধিত সমিতিসমূহের নিবন্ধকপুস্তক

[নিয়ম ৭০(তিন)]

১। ক্রমিক সংখ্যা...

২। শেয়ার নিবন্ধপুস্তকের পৃষ্ঠা...

৩। সমিতি-সদস্যের নাম...

৪। সমিতি-সদস্যের নিবন্ধন সংখ্যা ও তারিখ.................................

৫। সমিতি-সদস্যের নিবন্ধিত ঠিকানা................................

৬। সমিতির-সদস্যের সদস্য এলাকা.................................

৭। সম্বন্ধের তারিখ..

৮। সদস্যতার অবসান সংক্রান্ত বিবরণ...

(এ) তারিখ..

(বি) কারণ.................................

৯। মন্তব্য..............................

নিদর্শ—১৪

পরিচালকদের নিবন্ধপুস্তক

[নিয়ম ৭০(চার)]

১। ক্রমিক সংখ্যা..

২। নাম...

৩। পেশা...

৪। প্রতিনিধিত্বকারী সমিতির নাম, প্রাসঙ্গিক হলে...

৫। কোন পদে অধিষ্ঠিত থাকলে. ঐ পদের নাম...

৬। পুরা ঠিকানা ....

৭। নির্বাচন বা নিয়োগের তারিখ...

৮। কার দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত (যেক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক)......................................

৯। যে তারিখ থেকে পদে অধিষ্ঠিত আছেন...

১০। পরিচালকের পদে অবসান ও তার কারণ

১১। মন্তব্য.............................. ....

নিদর্শ—১৫

বার্ষিক—(অ্যানুয়াল) রিটার্ণ

সূচক—(ইন্ডেক্স)

(নিয়ম—৭২)

বার্ষিক পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বিবরণীর গঠন ও আকারের (ফরম্যা) বিস্তৃত নির্দেশিকা [এ (ক্রমিক সংখ্যা ১ থেকে ৪২) এবং বি (ক্রমিক সংখ্যা ১ থেকে ৭৯) উভয় অংশ]

** ফর্মার এ অংশ (ক্রমিক সংখ্যা ১ থেকে ৪২) রাজ্য ও জেলা সমবায় ইউনিয়ন ব্যতিরেকে সমস্ত সমবায় সমিতিসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

সমিতির প্রকার	বি—অংশের ক্রমিক সংখ্যাসমূহ
১। রাজ্য সমবায় ব্যাংক লিঃ	বি—অংশের প্রথম পরিশিষ্টের ক্রমিক সংখ্যা ১ থেকে ৬বি (দুই) ৭ থেকে ৯, ২৯এ (১-৪)।
২। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ	উপরিলিখিত নির্দেশিকা অনুসৃত হবে।

সমিতির প্রকার	বি-অংশের ক্রমিক সংখ্যাসমূহ
৩। কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক লিঃ	বি—অংশের প্রথম পরিশিষ্টের ক্রমিক সংখ্যা ৪ থেকে ৫, ৬ সি, ১০ থেকে ১৬ এবং ২৯এ (৫)।
৪। প্রাথমিক ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক লিঃ	বি—অংশের প্রথম পরিশিষ্টের ক্রমিক সংখ্যা ৪ থেকে ৫, ৬ সি, ১০ থেকে ১২, ১৪ থেকে ১৬ এবং ২৯এ (৬)।
৫। প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতি সমূহ (প্যাকস ও এফ এস এস এবং ল্যাম্পস্)	বি—অংশের প্রথম পরিশিষ্টের ক্রমিক সংখ্যা ২ থেকে ৯, ১৭ থেকে ২৮।
৬। ধর্মগোলা (গ্রেণ ব্যাংক)—	বি—অংশের প্রথম পরিশিষ্টের ক্রমিক সংখ্যা-২৯।
৭। প্রাথমিক সমবায় ব্যাংক—(ব্যাংকিং নিয়ন্ত্রণ আইনের অধীন শহুরে ব্যাংক ও কর্মচারী ঋণদান সমিতি)	বি—অংশের প্রথম পরিশিষ্টের ক্রমিক সংখ্যা ৭ এবং ৩০ থেকে ৩৯।
৮। প্রাথমিক অকৃষি ঋণদান সমিতি-সমূহ (শহুরে ব্যাংক ও কর্মচারী ঋণদান সমিতি)	উপরিলিখিত নির্দেশিকা অনুসৃত হবে।
৯। সাধারণ উদ্দেশ্য সাধক বিপণন (বেনফেড ও প্রাথমিক বিপণন) এবং বিশেষ উদ্দেশ্য সাধক বিপণন (টি ডি সি সি)	বি—অংশের দ্বিতীয় পরিশিষ্টের ক্রমিক সংখ্যা ৪০ থেকে ৫৬।
১০। প্রকরণ সমিতি (রাজ্য ও প্রাথমিক—পর্যায়ের সমিতি যেমন তৈল নিষ্কাশন, ধান্য প্রকরণ, চালকল, ফল ও শাকসবজি এবং অন্যান্য সমস্ত সমিতি যেগুলি প্রকরণ সমিতি হিসাবে স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য নিবন্ধিত হবে)	বি—অংশের দ্বিতীয় পরিশিষ্টের ক্রমিক সংখ্যা ৫৭ থেকে ৬২।

সমিতির প্রকার	বি—অংশের ক্রমিক সংখ্যাসমূহ
১০এ। চিনিকল সমিতি—	বি—অংশের দ্বিতীয় পরিশিষ্টের ক্রমিক সংখ্যা ৮৭এ (এক থেকে পনেরো)।
১১। সূতাকল সমিতি—	বি—অংশের দ্বিতীয় পরিশিষ্টের ক্রমিক সংখ্যা ৬৩ থেকে ৭০।
১২। হিমঘর সমিতি—(স্বাধীনভাবে ভাবে কাজ করার জন্য গঠিত)	বি—অংশের দ্বিতীয় পরিশিষ্টের ক্রমিক সংখ্যা ৭১ থেকে ৭৬।
১৩। ক্রেতা সমবায় সমিতিসমূহ (রাজ্য, পাইকারি, প্রাথমিক ও সম্পূর্ণ প্রাথমিক সমিতি)	বি—অংশের দ্বিতীয় পরিশিষ্টের ক্রমিক সংখ্যা ৭৭ থেকে ৮৭।
১৪। খামার সমিতি (এ) (জয়েন্ট—সংযুক্ত খামার (এক) প্রাক্তন সামরিক কর্মীদের (দুই) অন্যান্যদের (বি) যৌথ (কালেকটিভ) খামার (এক) প্রাক্তন সামরিক কর্মীদের (দুই) অন্যান্যদের)	বি—অংশের তৃতীয় পরিশিষ্টের ক্রমিক সংখ্যা ৮৮ থেকে ৯৭।
১৫। সেচ সমিতি (এ) কেবলমাত্র সেচ উদ্দেশ্যে (বি) অন্যান্য অ-ঋণ সমিতি কর্তৃক গৃহীত সেচ কার্যাদি	বি— অংশের তৃতীয় পরিশিষ্টের ক্রমিক সংখ্যা ৯৮ থেকে ১০৪।
১৬। আবাসন (শীর্ষ ও প্রাথমিক)	বি—অংশের তৃতীয় পরিশিষ্টের ক্রমিক সংখ্যা ১০৫ ও ১০৬।
১৭। শ্রম চুক্তি ও নির্মাণ সমিতি (আদিবাসী ও অনাদিবাসী)	বি—অংশের তৃতীয় পরিশিষ্টের ক্রমিক সংখ্যা ১০৭ থেকে ১১৬ ও ১২১
১৮। এনজিনিয়ারদের সমবায় সমিতি—	বি—অংশের তৃতীয় পরিশিষ্টের ক্রমিক সংখ্যা ১০৭ থেকে ১১৫।
১৯। বন শ্রমিকদের সমিতি (আদি-বাসী ও অনাদিবাসী)	বি—অংশের তৃতীয় পরিশিষ্টের ক্রমিক সংখ্যা ১০৭, ১০৯, ১১৪, ১১৬, ১১৭ থেকে ১২১।

সমিতির প্রকার	বি-অংশের ক্রমিক সংখ্যাসমূহ
২০। পরিবহন সমিতি (প্রাক্তন সামরিক কর্মী ও অন্যান্যদের)	বি—অংশের তৃতীয় পরিশিষ্টের ক্রমিক সংখ্যা ১২২ থেকে ১২৬।
২১। বহু রাজ্যভিত্তিক সমিতি—	বি—অংশের চতুর্থ পরিশিষ্টের ক্রমিক সংখ্যা ১২৭ থেকে ১৩৮।
২২। অন্যান্য অ-ঋণদান সমিতি (এ) কৃষি সমিতি যেমন— জমি উপনিবেশন, মিশ্র সার প্রস্তুত, মৃত্তিকা সংরক্ষণ, উন্নত জীবনধারা ও অন্যান্য সমিতি (বি) অ-কৃষি সমিতি যেমন— মহিলা, রিক্‌সা চালক, ধোপা, হাসপাতাল, নাপিত ও অন্যান্যদের সমিতি)	বি- অংশের চতুর্থ পরিশিষ্টের ক্রমিক সংখ্যা ১৩৯ ও ১৪০।
২৩। ছাত্র সমবায় (বিদ্যালয়, মহা-বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়)	বি—অংশের চতুর্থ পরিশিষ্টের ক্রমিক সংখ্যা ১৪১ থেকে ১৪৭।
২৪। বিদ্যুৎ	বি—অংশের চতুর্থ পরিশিষ্টের ক্রমিক সংখ্যা ১৪৮ থেকে ১৫৫।
২৫। ইউনিয়ন (রাজ্য ও জেলা)	বি—অংশের চতুর্থ পরিশিষ্টের ক্রমিক সংখ্যা ১৫৬ থেকে ১৬১।
২৬। দুগ্ধ সমিতি (ইউনিয়ন ও প্রাথমিক)	বি—অংশের চতুর্থ পরিশিষ্টের ক্রমিক সংখ্যা ১৬২ থেকে ১৬৪।
২৭। মৎস্য (রাজ্য ও কেন্দ্রীয় এবং প্রাথমিক)	বি—অংশের চতুর্থ পরিশিষ্টের ক্রমিক সংখ্যা ১৬৫ থেকে ১৭১।
২৮। অন্যান্য গৃহপালিত যাবতীয় পশু। গৃহপালিত পশু থেকে প্রাপ্ত সামগ্রী (ঘি, হাঁস-মুরগি ও অন্যান্য পশুজাত সামগ্রী)	বি—অংশের চতুর্থ পরিশিষ্টের ক্রমিক সংখ্যা ১৭২।
২৯। তন্তুবায় সমিতি (রাজ্য, কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক যেমন, হস্তচালিত, খাদি ও শক্তিচালিত)	বি—অংশের চতুর্থ পরিশিষ্টের ক্রমিক সংখ্যা ১৭৩ থেকে ১৭৮।

সমিতির প্রকার	বি—অংশের ক্রমিক সংখ্যাসমূহ
৩০। অন্যান্য শিল্প সমিতি— (রাজ্য, কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক যেমন চর্মনিষ্কাশন ও পাকা করার কারখানা, কুম্ভকারশালা, ধান ও খাদ্যশস্য ভানাই, তালগুড়, আখের গুড় ও খান্দসারি, অন্যানা গ্রামীণ শিল্প, হস্তশিল্প, সাধারণ ও রাসায়নিক এনজিনিয়ারিং, চর্মজাত দ্রব্যাদি, নির্মাণ-সংক্রান্ত দ্রব্যাদি, গুটি পোকার চাষ, নারিকেলের ছোবড়া শিল্প, সূতা কাটার কল এবং অন্যান্য বিবিধ শিল্প)	উপরিলিখিত নির্দেশিকা অনুসৃত হবে।
৩১। মহিলা সমবায় সমিতি ঃ	
(এক) তন্তুবায় সমবায়	বি—অংশের চতুর্থ পরিশিষ্টের ক্রমিক সংখ্যা ১৭৩ থেকে ১৭৯।
(দুই) তন্তুবায় ব্যতিরেকে শিল্প সমবায়	উপরিলিখিত নির্দেশিকা অনুসৃত হবে।
(তিন) ক্রেতা সমবায়	বি—অংশের দ্বিতীয় পরিশিষ্টের ক্রমিক সংখ্যা ৭৭ থেকে ৮৭।
(চার) সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায়	বি—অংশের প্রথম পরিশিষ্টের ক্রমিক সংখ্যা ৩০ থেকে ৩৯।

বার্ষিক (অ্যানুয়্যাল) রিটার্ন

(নিয়ম—৭২)

অংশ—এ-১ (সাধারণ)

ব্যবহৃত শব্দ সংক্ষেপ ঃ
এস সি—তফসিলভুক্ত জাতি
এস টি—তফসিলভুক্ত উপজাতি

সমবায় ইউনিয়ন ছাড়া সমস্ত রকম সমিতির (শীর্ষ, কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক পর্যায়ের) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

সাধারণ তথ্য

১। ঠিকানা সহ সমিতির নাম : (সীমাবদ্ধ/সীমাহীন উল্লেখসহ)

২। নিবন্ধন সংখ্যা ও তারিখ :

৩। সমিতির প্রকার/শ্রেণী :

৪। সমিতি চালু বা মুমূর্ষু :

৫। কার্যালয়ের সংখ্যা :

(এক) প্রধান কার্যালয় :

(দুই) আঞ্চলিক কার্যালয়

(তিন) শাখাসমূহ

(চার) পে অফিস/সাব-অফিস

৬। কেন্দ্রীয় অর্থ প্রদায়ী সংস্থার নাম :

৭। কার্যকর এলাকায় গ্রামের সংখ্যা যেগুলি (এক) সমিতির দ্বারা উপকৃত (দুই) থেকে উৎপাদিত সামগ্রী/দুধ প্রভৃতি সংগৃহীত হয়। :

৮। সমিতির আওতাভুক্ত কর্মক্ষেত্রে জনসংখ্যা :

ওর মধ্যে সমিতির দ্বারা উপকৃত জনসংখ্যা :

৯। গুদাম	গুদামের সংখ্যা	ক্ষমতা (টনে)	সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের পরিমাণ
(এক) নিজস্ব			
(দুই) ভাড়া			

১০। অবসায়নের অধীন সমিতিসমূহের কাছে কিছু পাওনা থাকলে তার পরিমাণ টাকা.......................

১১। কর্মনিয়োগ — নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মোট সংখ্যা

(এক) পরিচালন কর্মী — সংখ্যা—

(এ) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত — সংখ্যা—

যাদের মধ্যে

তফসিলভুক্ত জাতি সংখ্যা

তফসিলভুক্ত উপজাতি সংখ্যা

(বি) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয় — সংখ্যা

যাদের মধ্যে

তফসিলভুক্ত জাতি সংখ্যা

তফসিলভুক্ত উপজাতি সংখ্যা

(সি) উপরিলিখিতদের মধ্যে

(এক) কতজন পরিচালন কর্মী

ডেপুটেশনে আছে—সংখ্যা

তাদের মধ্যে

তফসিলভুক্ত জাতি সংখ্যা

তফসিলভুক্ত উপজাতি সংখ্যা

(দুই) অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মী — সব সময়ের/আংশিক সময়ের

(এ) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী সংখ্যা

যাদের মধ্যে

তফসিলভুক্ত জাতি সংখ্যা

তফসিলভুক্ত উপজাতি সংখ্যা

(বি) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয় এমন — সব সময়ের/আংশিক সময়ের

কর্মীদের সংখ্যা যাদের মধ্যে

তফসিলভুক্ত জাতি সংখ্যা

তফসিলভুক্ত উপজাতি সংখ্যা

(সি) উপরিলিখিতদের মধ্যে — সব সময়ের/আংশিক সময়ের

(দুই) কতজন পরিচালন কর্মী

ডেপুটেশনে আছে—সংখ্যা

যাদের মধ্যে—

তফসিলভুক্ত জাতি সংখ্যা

তফসিলভুক্ত উপজাতি সংখ্যা

(তিন) উৎপাদন/প্রকরণের উদ্দেশ্যে

নিয়োগপ্রাপ্ত প্রযুক্তি কর্মী ও

অন্যান্য কর্মীদের সংখ্যা—

যাদের মধ্যে—

তফসিলভুক্ত জাতি সংখ্যা

তফসিলভুক্ত উপজাতি সংখ্যা

(চার) ভৃত্যশ্রেণীর কর্মীসংখ্যা—

যাদের মধ্যে

তফসিলভুক্ত জাতি সংখ্যা

তফসিলভুক্ত উপজাতি সংখ্যা

(পাঁচ) অন্যান্য কর্মী সংখ্যা সব সময়ের/আংশিক সময়ের

যাদের মধ্যে

তফসিলভুক্ত জাতি সংখ্যা

তফসিলভুক্ত উপজাতি সংখ্যা

(ছয়) নিযুক্ত মরসুমি শ্রমিকদের সংখ্যা

যাদের মধ্যে

তফসিলভুক্ত জাতি সংখ্যা

তফসিলভুক্ত উপজাতি সংখ্যা

১১) ক্রমিক সংখ্যায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা

এক + দুই + তিন + চার + পাঁচ + ছয় ক্রমে বর্ণিত সংখ্যাসমূহের যোগফলের সমান হবে।)

১২। ....তারিখ নাগাদ সদস্য

(এক) সমবায় সমিতিসমূহ—

(দুই) ব্যক্তি সদস্যসমূহ—
যাদের মধ্যে
তফসিলভুক্ত জাতি সংখ্যা
তফসিলভুক্ত উপজাতি সংখ্যা

(তিন) সরকারসহ অন্যান্য

(চার) নামিক—
যাদের মধ্যে
তফসিলভুক্ত জাতি সংখ্যা
তফসিলভুক্ত উপজাতি সংখ্যা

১৩। যে বৎসর পর্যন্ত অডিট হয়ে গেছে ঃ

১৪। অডিটের শ্রেণী বিভাগ—এ/বি/সি/ডি/ঈ অডিট হয়ে গেছে কিন্তু শ্রেণীভুক্ত করা হয় নাই। অডিট হয় নাই (যেটি প্রযোজ্য তার ওপর দাগ দিতে হবে)।

১৫। পর্ষদের নির্বাচনের তারিখ এবং বাতিল/নিলম্বিত হলে বাতিলের/নিলম্বনের তারিখ

১৬। কিস্তি খেলাপি ঋণের পরিমাণ (সমিতিসমূহ ও ব্যক্তিবর্গ)

	কাদের কাছে পাওনা		
	তফসিলভুক্ত জাতি	তফসিলভুক্ত উপজাতি	অন্যান্য
(এ) স্বল্পমেয়াদি			
(এক) ঋণ	টাকা	টাকা	টাকা

(দুই) নবীকৃত হয় নাই এমন
রোক ঋণ ও অধিবিকর্ষ

(ক্যাশ ক্রেডিট) (ওভার ড্রাফট)

(বি) মধ্যমেয়াদি ঋণ

১৭। নিরুপিত কু ও সন্দেহজনক ঋণ
এবং পরিসম্পৎ

(এক) ঋণ ও অগ্রিম টাকা

(দুই) অন্যান্য পরিসম্পৎ টাকা

১৮। সংশ্লিষ্ট বৎসরে তহবিল
তছরূপের ঘটনা
ঘটনার সংখ্যা—
পরিমাণ টাকা

১৯। কর্জ ও অগ্রিম আদায়ে যে মধ্যস্থতা ও জারিতে আছে তাদের সংখ্যা	আদালতের নিষ্পত্তি সাপেক্ষ মধ্যস্থতা মামলার সংখ্যা	আদায়ের জন্য জারিতে আছে এমন আঞ্জপ্তির পরিমাণ	
		সংখ্যা	পরিমাণ
		টাকা	টাকা

(এ) বৎসরের প্রথমে নিষ্পত্তি সাপেক্ষ

(বি) সংশ্লিষ্ট বৎসরে মধ্যস্থের কাছে জানানো/ দায়ের করা হয়েছে

(সি) সংশ্লিষ্ট বৎসরে নিষ্পত্তি হয়েছে

(ডি) সংশ্লিষ্ট বৎসরের শেষে নিষ্পত্তি সাপেক্ষ রয়েছে

[(এ + বি) -সি]

২০। সংশ্লিষ্ট বৎসরে পরিচালন বাবদ

ব্যয়

বেতন	টাকা
প্রদত্ত খাজনা/ভাড়া	টাকা
স্থায়ী পরিসম্পদের অবচয়	টাকা
অন্যান্য (সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে)	টাকা

২১। সংশ্লিষ্ট বৎসরে প্রাপ্ত সরকারির ঋণ সাহায্য — সাহায়ক

(এ) গুদাম নির্মাণের জন্য

(বি) আবাসন উপনিবেশের জন্য

(সি) পরিচালনগত সাহায়কের জন্য

(ডি) ক্রেতা সাধারণকে অবহৃতক দেওয়ার জন্য

(ঈ) নিরূদ্ধ মূলধনের জন্য

(এফ) সারের জন্য

(জি) মূল্য অস্থির তহবিলের জন্য

(এইচ) বিপণন ও সংগ্রহের জন্য

(আই) যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য

(জে) প্রশাসনিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য

(কে) অন্য কোন উদ্দেশ্যের জন্য
(যেটি প্রযোজ্য নয় সেটি বাদ
দিতে হবে)

২২। সংশ্লিষ্ট বৎসরের মোট ক্রয় টাকা

২৩। সংশ্লিষ্ট বৎসরের মোট বিক্রয়
টাকা

২৪। ঘোষিত লাভাংশ—হার (শতকরা)
পরিমাণ (টাকায়)
(আগের বৎসরের জন্য)

২৫। সংশ্লিষ্ট বৎসরের আয়ের বা
লাভের ওপর কর সংক্রান্ত
পরিসংখ্যান

(এ) মূল উৎসে কেটে রাখা কর
(যেমন—প্রতিভূতি, ঋণপত্র
প্রভৃতির ওপর সংশ্লিষ্ট বৎসরে
অর্জিত সুদ, শেয়ারের ওপর
লাভাংশ)

(বি) সুদ, খাজনা, দস্তুরি প্রভৃতি
বাবদ অর্জিত আয় সহ সংশ্লিষ্ট
বৎসরের লাভের ওপর কর—

(এক) প্রতিবেদন দাখিলের সংশ্লিষ্ট
বৎসরের জন্য প্রকৃত দেওয়া হয়েছে।

(দুই) প্রতিবেদন দাখিলের সংশ্লিষ্ট

বৎসরের জন্য দেয় (সংস্থান
রাখা হলে তার উল্লেখ)

(সি) করের পূর্বে মোট লাভের
পরিমাণ (এ + বি)

২৬। আয় ও ব্যয় (সংশ্লিষ্ট বৎসরে) টাকা

এ—ব্যয়—ঃ

(এক) আমানত, কর্জ প্রভৃতির ওপর সুদ—

(দুই) বেতন ও ভাতাদি, অধিবৃত্তি,
ভবিষ্যনিধি, আনুতোষিক—

(তিন) পরিচালক ও স্থানীয় কমিটি
সদস্যাদের ফি ও ভাতাদি—

(চার) খাজনা/ভাড়া

(পাঁচ) কর, বিমা, আলো প্রভৃতি—

(ছয়) আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ব্যয়

(সাত) ডাকমাসুল, স্ট্যাম্পস্, টেলিগ্রাম,
টেলিফোন বাবদ ব্যয় টাকা

(আট) নিরীক্ষা ফি টাকা

(নয়) অবচয় টাকা

(এ) সম্পত্তিসমূহের টাকা

(বি) অন্যান্য পরিসম্পৎসমূহের
যেমন কলকারখানা ও যন্ত্রপাতি টাকা

(দশ) সম্পত্তিসমূহের ছোটখাটো মেরামত টাকা

(এগারো) মনিহারী জিনিস, মুদ্রিত সামগ্রী
বিজ্ঞাপন প্রভৃতি টাকা

(বারো) পরিসম্পৎ নয় এমন সামগ্রীর
ব্যবসায় বা বিক্রয় হেতু ক্ষতি টাকা

(তেরো) অন্যান্য ব্যয় টাকা

(চোদ্দো) সংশ্লিষ্ট বৎসরে আয়োজিত সংস্থান	
(এ) কু ও সন্দেহজনক ঋণ	টাকা
(বি) কিস্তিখেলাপি সুদ	টাকা
(সি) আয়-কর	টাকা
(ডি) অন্যানা দেয় ব্যয়	টাকা
(পনেরো) সংশ্লিষ্ট বৎসরে লাভ হলে নিট লাভের পরিমাণ	টাকা
(ষোলো) মোট (এক থেকে পনেরো স্তম্ভ)	টাকা
(বি) সংশ্লিষ্ট বৎসরের আয়	
(এক) ঋণ ও অগ্রিমের সুদ এবং বিল ভাঙ্গানোর বাটা	টাকা
(দুই) সরকারি ও অন্যান্য ন্যাস প্রতিভূতি, ঋণপত্র প্রভৃতি ঋণ বিনিয়োগের সুদ ও শেয়ারের ওপর লাভাংশ	টাকা
(তিন) দস্তুরি, বিনিময় ও দালালি	টাকা
(চার) খাজনা থেকে আয়	টাকা
(পাঁচ) সহায়ক ও দান	টাকা
(ছয়) ব্যাংক বহির্ভূত পরিসম্পৎ থেকে আয় ও ব্যাংক বহির্ভূত পরিসম্পৎ বিক্রয় বা ব্যবসায় থেকে লাভ	টাকা
(সাত) অন্যান্য প্রাপ্তি	টাকা
(আট) ক্ষতি (যদি হয়)	টাকা
(নয়) মোট	টাকা

এ-অংশ (অর্থনৈতিক)

সবরকমের সমিতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য
(সমবায় ইউনিয়ন ব্যতিরেকে শীর্ষ,
কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক পর্যায়ের সমিতির
ক্ষেত্রে)

২৭। ১৯ সালের টাকা টাকা
৩০শে জুন নাগাত মূলধন ও দায়িত্ব।
মোট আদায়ীকৃত অংশগত
মূলধন
যার মধ্যে
(এক) রাজ্য সরকার
(দুই) সমিতি সমূহ—
জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক
প্রাথমিক ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক
বিপণন সমিতি
ঋণদান সমিতি
পাইকারি ক্রেতা সমিতি
ক্রেতা সমিতি
শিল্প ও অন্যান্য সমিতিসমূহ
(উল্লেখ করতে হবে)
(তিন) ব্যক্তি সদস্য, উৎপাদক ও
অন্যান্য যাদের মধ্যে
তফসিলিভুক্ত জাতি
তফসিলিভুক্ত উপজাতি
(চার) অন্যান্য যাদের মধ্যে
তফসিলিভুক্ত জাতি
তফসিলিভুক্ত উপজাতি

২৮। সংরক্ষিত ও অন্যান্য তহবিলসমূহ

(এক) বিধিবদ্ধ সংরক্ষণ

(দুই) বিশেষ কু-ঋণ সংরক্ষণ, ঝুঁকি তহবিল

(তিন) কৃষি ঋণ স্থায়ীকরণ তহবিল

(চার) কু ও সন্দেহজনক ঋণের জন্য সংরক্ষণ

(পাঁচ) কিস্তি খেলাপি (ও ডি) সুদ সংরক্ষণ

(ছয়) অবচয় সংরক্ষণ

(সাত) মূল্য অস্থির তহবিল

(আট) উন্নয়ন অবহৃতক সংরক্ষণ

(নয়) অন্যান্য সংরক্ষণ

(যেটি প্রয়োজন নয় সেটি বাদ দিতে হবে)

২৯।

আমানত	চলতি আমানত	স্থায়ী আমানত	সঞ্চয় আমানত	সংরক্ষণ তহবিল	অন্যান্য আমানত	মোট পরিমাণ
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
(এক) সমবায় সমিতি						
(দুই) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য						
(তিন) ব্যক্তি						
সদস্য						
সদস্য বহির্ভূত						

৩০ অন্যান্য কর্জ সংশ্লিষ্ট বৎসরের মধ্যে বৎসরের মধ্যে

গত বৎসরের/ গৃহীত/ প্রদত্ত/ মোট বকেয়া

বকেয়া/ বিক্রিত / পরিশোধিত/ স্থিতি

টাকা/ টাকা/ টাকা

এ - কেন্দ্রীয় অর্থ প্রদায়ী

সংস্থাসমূহ

ন্যাবার্ড—রাজ্য সমবায়

ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক প্রভৃতি

(এ) রোক ঋণ ও অধিবিকর্ষ

(বি) কর্জ

বি - স্টেট ব্যাংক ও অন্যান্য

বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ

সি - সরকার

(এ) নিরুদ্ধ মূলধন

(বি) অংশগত মূলধন

(সি) কার্যকর মূলধন

(ডি) নিরুদ্ধ পরিসম্পৎ

(ঈ) গুদাম নির্মাণ

(এফ) আবাসন উপনিবেশ

নির্মাণ

(জি) সরকারি ও অন্যান্য

ন্যাস প্রতিভূতিসমূহ

(এইচ) অন্যান্য

ডি - জীবনবিমা নিগম

ঈ - আবাসন ও পৌর উন্নয়ন

নিগম

এফ - রাজ্য আবাসন অর্থ প্রদায়ী
সংস্থাসমূহ

জি - শিল্প ঋণ সরবরাহ নিগম

এইচ - অঞ্চলিক গ্রামীণ
ব্যাংকসমূহ

আই - ভারতের শিল্প উন্নয়ন
ব্যাংক (আই ডি বি আই)

জে - কৃষি পুনঃ ঋণ সরবরাহ ও
উন্নয়ন নিগম (এ আর ডি এস)

কে - ঋণপত্র (কেবল ভূমি উন্নয়ন ব্যাংকের
জন্য)

(এক) সাধারণ—

(দুই) গ্রামীণ—

(তিন) বিশেষ—

এল - অন্যান্য উৎস (উল্লেখ করতে হবে)
(যেটি প্রযোজ্য নয় বাদ দিতে হবে)

৩১। অন্যান্য সমস্ত দায়িতা (কনট্রা আইটেম
ও অবন্টিত লাভ ব্যতিরেকে)

মোট দায়িতাসমূহ

১৯..............সালের ৩০শে জুন নাগাদ টা. প. টা. প.

সম্পত্তি ও পরিসম্পৎ

৩২। এ-হাতে মজুত টাকা

৩৩। বি-ব্যাংকে মজুত টাকা

(এক) চলতি

(দুই) সঞ্চয়

(তিন) স্থায়ী

(চার) চাহিবামাত্র পরিশোধনীয়
আমানত (কল ডিপোজিট)

৩৪।	সি - বিনিয়োগ	প্রতিপূরক তহবিল (কেবল সি এল ডি বি-র জন্য)	সাধারণ ও সংরক্ষিত তহবিল	মোট
		টাকা	টাকা	টাকা
	(এক) সরকারি প্রতিভূতিসমূহ			
	(দুই) অন্যান্য ন্যাস প্রতিভূতিসমূহ			
	(তিন) ভূমি উন্নয়ন ব্যাংকের ঋণপত্র			
	(চার) ব্যাংক ছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী আমানত			
	(পাঁচ) অন্যান্য—			

৩৫।	ডি। অনাদায়ী ঋণ	গত বৎসরের অনাদায়ী	সংশ্লিষ্ট বৎসরে অগ্রিম দেওয়া হয়েছে	সংশ্লিষ্ট বৎসরে আদায় হয়েছে	সংশ্লিষ্ট বৎসরে শেষে স্থিত অনাদায়ী
		১	২	৩	৪
		টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
	(এক) ব্যাংক ও সমিতিসমূহ				
	(এ) স্বল্পমেয়াদি				
	(বি) মধ্যমেয়াদি				
	(সি) দীর্ঘমেয়াদি				
	(ডি) রোক ঋণ/অধিবিকর্ষ				
	(ঈ) বিল				
	(এফ) অনাদায়ী ধারে বিক্রয় (কেবল ক্রেতা সমিতির ক্ষেত্রে)				

(দুই) ব্যক্তি—

(এ) স্বল্পমেয়াদি

যার মধ্যে

তফসিলিভুক্ত জাতি

তফসিলিভুক্ত উপজাতি

(বি) মধ্যমেয়াদি

যার মধ্যে

তফসিলিভুক্ত জাতি

তফসিলিভুক্ত উপজাতি

(সি) দীর্ঘমেয়াদি

যার মধ্যে

তফসিলিভুক্ত জাতি

তফসিলিভুক্ত উপজাতি

(ডি) রোক ঋণ—

যার মধ্যে

তফসিলিভুক্ত জাতি

তফসিলিভুক্ত উপজাতি

৩৬। ঈ। ঋণের ওপর প্রাপ্য সুদ টাকা টাকা

৩৭। এফ। স্থায়ী পরিসম্পৎ

(এক) জমি ও গৃহাদি

(দুই) জনিত্র (প্ল্যান্ট) ও যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম/উপকরণ/যন্ত্র

(তিন) যান্ত্রিক নৌকা

(চার) অন্যান্য স্থাপিত যন্ত্র ও যন্ত্রপাতি

(পাঁচ) ভুমি উন্নয়ন/ভূমি উদ্ধার

(ছয়) প্রকরণ যন্ত্রপাতি

(সাত) অন্যান্য

৩৮। জি। অন্তিম সম্ভার টাকা টাকা

৩৯। এইচ। ভাণ্ডার (স্টোরস্)
(কেবল অন্যান্য শিল্প
সমিতি/সুতাকল ও
চিনি কল সমিতিসমূহের
জন্য)

৪০। আই। অন্যান্য সমস্ত
পরিসম্পৎ
(কনট্রা আইটেম ও
পুঞ্জিত ক্ষতি বাদ দিয়ে)

মোট পরিসম্পৎ

৪১। জে। পরিসম্পৎ ও দায়িতার ব্যবধান
(+) বা (—) টাকা

৪২। কার্যকর ফলাফল লাভ পরিমাণ লোকসান পরিমাণ
শাখা কেন্দ্রসমূহের
সংখ্যা

বি—অংশ—প্রথম পরিশিষ্ট—ঋণদান সমবায়

কৃষি ঋণ

১। সংশ্লিষ্ট বৎসরের কর্জসীমা—
(কেবলমাত্র রাজ্য সমবায় ব্যাংক ও
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জন্য)

(এক) রোক-ঋণ ও অধিবিকর্ষ সীমা

(এ) সরকারি ও ন্যাস (প্রতিভূতি) ও
ব্যাংকের স্থায়ী আমানতের দরুণ টাকা

(বি) সমবায় কাগজ পত্রের দরুণ টাকা
(কো-অপারেটিভ পেপার)

২। ঋণ ও অগ্রিম

(কেবলমাত্র রাজ্য সমবায় ব্যাংক,
কেন্দ্রীয় ব্যাংক, প্রাথমিক কৃষি ঋণদান
সমিতি, এফ-এস- এস ও ল্যাম্পস
সামিতিসমূহের জন্য)
রোক ঋণ ও অধিবিকর্ষ

(এক) মঞ্জুরীকৃত সীমা — টাকা

(দুই) সংশ্লিষ্ট বৎসরে সর্বোচ্চ
অনাদায়ের পরিমাণ — টাকা

৩। মধ্য মেয়াদি ঋণের রূপান্তর/
পুনর্বিন্যাস/পুনর্নির্ধারণ
যাব মধ্যে—
তফসিলিভুক্ত জাতি
তফসিলিভুক্ত উপজাতি

৪। প্রাপ্য কিস্তি খেলাপি সুদ

৫। সংশ্লিষ্ট বৎসরের পাওনা আদায় অনাদায়ী হিসাবে স্থিতি—

	পাওনা চাহিদা	সংগ্রহ অর্থাৎ (আদায়)	স্থিতি অর্থাৎ (কিস্তি খেলাপি)
	টাকা	টাকা	টাকা
(এক) আসল (ঋণ)			
যার মধ্যে			
তফসিলি জাতি			
তফসিলি উপজাতি			
(তিন) সুদ			
(দুই) আইনগত ব্যবস্থাধীনে অর্থের পরিমাণ			

৬। সংশ্লিষ্ট বৎসরে প্রদত্ত ঋণের শ্রেণীবিভাগ ও
বৎসরের শেষে বাকি (রাজ্য সমবায়
ব্যাংক/ কেন্দ্রীয় ব্যাংক/ প্যাকস্ /
এফ এস এস / ল্যাম্পস্'র ক্ষেত্রে
প্রযোজ্য)

৬।	এ।	স্বল্পমেয়াদি কৃষি ঋণ	সংশ্লিষ্ট বৎসরে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ		বৎসরের শেষে বকেয়া ঋণের পরিমাণ
			তফসিলি--ভুক্ত জাতি	তফসিলি ভুক্ত অন্যান্য উপজাতি	(কেবল রাজ্য সমবায় ব্যাংক ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)
			(কেবল প্যাক্স / এফ এস এস / ল্যাম্প্‌ এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)		

৬। এ১। কৃষি উদ্দেশ্যে—

(এ) মরসুমি কৃষি কাজ (বীজ ও সারসমেত)

(এক) নগদ

(দুই) দ্রব্য

(বি) কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়

(সি) শস্যের বিপণন (সংগ্রহসমেত)

(ডি) কৃষি পণ্যের প্রকরণ (কৃষি উপকরণ সরবরাহ ও বণ্টন সমেত)

(ঈ) মৎস্য চাষ—

(এক) উৎপাদন

(দুই) বিপণন

৬এ ২। অকৃষি উদ্দেশ্যে—

(এ) শিল্প কর্মে

(বি) অন্যান্য উদ্দেশ্যে (ভোগ্যপণ্য সরবরাহসহ)

(সি) ভোগ্য ঋণ

৬বি। মধ্যমেয়াদি

৬বি১। কৃষি উদ্দেশ্য—

(এ) কূপ খনন বা সংস্কার

(বি) যন্ত্রপাতি ক্রয় (সেচের জন্য পাম্পসেট)

(সি) গবাদি গৃহপালিত পশু ক্রয়—

(এক) বলদ ও গাড়ি

(দুই) উট ও গাড়ি

(ডি) পশুপালন কার্যাবলী—

(এক) মুরগি ইত্যাদি পালনের খামার

(দুই) দুগ্ধবতী গাভি

(তিন) মেষ পালন

(চার) ছাগল পালন

(পাঁচ) শূকর চাষ

(ছয়) মৎস চাষ

(সাত) অন্যান্য কৃষি কাজ

(আট) ঋণের রূপান্তর / পুনর্বিন্যাস পুনর্নির্ধারণ

৬বি২। অকৃষি উদ্দেশ্যে—

(এক) মজুত করার পাত্র (স্টোরেজ বিন) ক্রয়

(দুই) গোবর গ্যাস প্ল্যান্টস্থাপন

(তিন) প্রকরণ ও শিল্প সমিতিসমূহের শেয়ার ক্রয়

(চার) শিল্প উদ্যোগ

(পাঁচ) ভোগ্য ঋণ

(ছয়) অন্যান্য

৬সি।	দীর্ঘমেয়াদি কৃষি ঋণ (কেবলমাত্র প্যাক্স/এফ এস এস/ল্যাম্পস্ / সি এল ডি বি/পি এল ডি বি-র জন্য)	কেবলমাত্র সি এল ডি বি ও পি এল ডি বি-র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য		প্রদত্ত অগ্রিমের পরিমাণ সমস্ত সমিতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য	
		মোট		মোট	
		তফসিলি ভুক্ত জাতি	তফসিলি ভুক্ত উপজাতি	তফসিলি ভুক্ত জাতি	তফসিলি ভুক্ত উপজাতি
(এ)	নতুন কূপখনন ও পুষ্করিণী নির্মাণের জন্য (সংখ্যা)—				
(বি)	পুরানো কূপ ও পুষ্করিণী খনন করা, গভীর করা ও সংস্কার করার জন্য (সংখ্যা)				
(সি)	পারসিয়ান হুইল ও পাম্পসেট ক্রয় ও স্থাপন এবং বৈদ্যুতীকরণের জন্য (সংখ্যা)—				
(এক)	ডিজেল				
(দুই)	বৈদ্যুতিক পাম্পসেট				
(তিন)	অন্যান্য				
(ডি)	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য (সংখ্যা)—	কেবল সি এল ডি বি'র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মোট /তফসিলি জাতি/তফ -উপজাতি		প্রদত্ত অগ্রিম (সবক্ষেত্রে) প্রযোজ্য মোট তফসিলি জাতি উপজাতি উপজাতি	
(এক)	ট্রাক্টর				
(দুই)	অন্যান্য				
(ঈ)	গুদাম নির্মাণ, ভূগর্ভস্থ প্রাণি শস্যাগার (সাইলো), খামার বাড়ি ও ছাউনি এবং বাজার এলাকা উন্নয়নের জন্য (সংখ্যা)				

(এক) জমি সমতল করা, বাঁধ দেওয়া, উদ্ধার ও বেড়া দেওয়া প্রভৃতি উদ্দেশ্যে (হেক্টরে আয়তন)

(জি) মৃত্তিকা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে (হেক্টরে আয়তন)

(এইচ) ঘেরা ফলের বাগান ও আবাদের উদ্দেশ্যে জমি তৈরির জন্য (হেক্টরে আয়তন)

(আই) কর্জ পরিশোধের উদ্দেশ্যে (কর্জ গ্রহণকারিদের সংখ্যা)

(জে) জমি ক্রয় ও মালিকানা স্বত্ব অর্জনের উদ্দেশ্যে (কর্জ গ্রহণকারীদের সংখ্যা)

(কে) অন্যান্য উদ্দেশ্যে (কর্জ গ্রহণকারীদের সংখ্যা)

(এল) উদ্যান বিষয়ক ফসল আবাদের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে (ইউনিটসমূহ)

(এম) পশ্বাদি গৃহপালিত পশু ক্রয়ের উদ্দেশ্যে (সংখ্যা)

(এক) বলদ ও উট

(দুই) বলদের / উটের গাড়ি

(এন) পশুপালন কার্যাবলীর উদ্দেশ্যে

(এক) মুরগি ইত্যাদি পালনের খামার

(দুই) দুগ্ধবতী গাভী

(তিন) ছাগল পালন

(চার) মেষ পালন

(পাঁচ) শূকর চাষ

(ও) গোবর গ্যাসপ্ল্যান্ট স্থাপনের উদ্দেশ্যে (সংখ্যা)

* প্যাকস্/ এফ এস এস / ল্যাম্পস্ যদি দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ দাদন না করে তাহলে ৬সি স্তম্ভ ও উপস্তম্ভ বাদ দিতে হবে।

৭। কিস্তি খেলাপের সময়ভিত্তিক শ্রেণী বিভাগ (রাজ্য সমবায় ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, প্যাকস্, এফ এস এস, ল্যাম্পস্ এবং প্রাথমিক অকৃষি ঋণদান সমবায় সমিতিসমূহের জন্য)

খেলাপি ঋণ

১	২	৩	৪	৫
মোট খেলাপির ২ + ৩ + ৪ + ৫	এক বৎসর পর্যন্ত	এক থেকে দুই বৎসর	দুই থেকে তিন বৎসর পর্যন্ত	তিন বৎসরের বেশি
সংখ্যা পরিমাণ	সংখ্যা পরিঃ	সংখ্যা পরিঃ	সংখ্যা পরিঃ	সংখ্যা পরিঃ

(এক) সমবায় সমিতিসমূহ—

(দুই) ব্যক্তি যাদের মধ্যে—

তফসিলিভুক্ত জাতি

তফসিলিভুক্ত উপজাতি

৮। জামিনা ভিত্তিকঅনাদায়ী ঋণ ও অগ্রিমের শ্রেণী বিভাগ, (রাজ্য সমবায় ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, প্যাক্স, এফ এস এস এবং ল্যাম্পস্ সমিতিসমূহের জন্য)।

সমিতি সমূহের কাছে	ব্যক্তিদের কাছে		
(কেবল রাজ্য সমবায় ব্যাংক ও কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের ক্ষেত্রে)	তফসিলি ভুক্ত জাতি	তফসিলি ভুক্ত উপজাতি	অন্যান্য
	(সমস্ত সমিতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)		

স্থায়ী আমানত—

সরকারি ও অন্যান্য

ন্যাস প্রতিভূতি—

প্রত্যাশিত ফসল—

সমবায় কাগজপত্র—

(কো-অপারেটিভ পেপার)

কৃষি পণ্য—

পণ্য দ্রব্য (মার্চ্যান্ডাইজ)

সোনা ও রূপা—

স্থাবর সম্পত্তি—

জামিনদার—

অ-বন্ধক (আনসিকিওর্ড)—

অন্যান্য—

৯। সংশ্লিষ্ট বৎসরে প্রদত্ত ভোগ্য ঋণের শ্রেণী বিভাগ। রাজ্য সমবায় ব্যাংক/কেন্দ্রীয় ব্যাংক/প্যাকস্/এফ এস এস/ল্যাম্পস্ সমিতিসমূহের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য

১		২			৩	
কর্জ গ্রহীতার		স্বল্পমেয়াদি		মধ্যমেয়াদি		
সংখ্যা ২ ও ৩-র যোগফল	তফসিলি ভুক্ত জাতি	তফসিলি ভুক্ত উপজাতি	অন্যান্য	তফসিলি ভুক্ত জাতি	তফসিলি ভুক্ত উপজাতি	অন্যান্য

(এক) প্রদত্ত ঋণ

ভুমিহীন শ্রমিক ও কারিগরদের—

(দুই) আধ একরের অনুর্ধ্ব জমির মালিক এমন চাষিদের

(তিন) অন্যান্যদের—

(চার) পাওনা আদায় বাকি

(ডি সি বি)

(এ) ভোগ্য ঋণ বাবদ পাওনা—

(বি) আদায়

(সি) স্থিতি (কিস্তি খেলাপি)

(ডি) বৎসরের শেষে অনাদায়ী ভোগ্য ঋণ—

১০। সদস্য (কেবল সি এল ডি বি ও পি এল ডি-বি-র ক্ষেত্রে)

(এক) প্রাথমিক ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক

(দুই) অন্যান্য সমবায় সমিতি

(তিন) ব্যক্তি—

(এ) নিয়মিত

যাদের মধ্যে

(এক) তফসিলিভুক্ত জাতি

(দুই) তফসিলিভুক্ত উপজাতি

(বি) নামিক

যাদের মধ্যে

(এক) তফসিলিভুক্ত জাতি

(দুই) তফসিলিভুক্ত উপজাতি

১১। বৎসরের শেষে ঋণি সদস্যদের সংখ্যা

যাদের মধ্যে

(এক) তফসিলিভুক্ত জাতি

(দুই) তফসিলিভুক্ত উপজাতি

১২। সংশ্লিষ্ট বৎসরের শেষে কিস্তি খেলাপি সদস্যদের সংখ্যা

যাদের মধ্যে—

(এক) তফসিলিভুক্ত জাতি

(দুই) তফসিলিভুক্ত উপজাতি

মোট

১৩। কর্জ গ্রহণ ও দাদন কার্যাবলী (কেবল

কেন্দ্রীয় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক)	সাধারণ	গ্রামীণ	বিশেষ
এ—প্রবাহিত ঋণপত্র (ডিবেঞ্চার ফ্লোটেড)			
(এক) শ্রেণীর (সিরিজ) সংখ্যা—			
(দুই) প্রস্থ (সেট)—			
(তিন) প্রচারের (ইশু) তারিখ—			
(চার) মেয়াদ পূর্তির তারিখ—			
(পাঁচ) বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিতের পরিমাণ			
(ছয়) শতকরা সুদের হার—			
(সাত) প্রতি একশো টাকার বিক্রয়-মূল্য			
বি— বিক্রিত ঋণপত্র			
		মোট—	
(এ) জীবন বিমা নিগম—			
(বি) ভারতীয় স্টেট ব্যাংক—			
(সি) ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক—			
(ডি) ন্যাবার্ড			
(ই) ভারত সরকার			
(এফ) রাজ্য সরকার—			
(জি) বাণিজ্যিক ব্যাংক			
(এইচ) সমবায় সংস্থা			
(আই) জনসাধারণ			
(জে) প্রতিপূরক তহবিলের বিনিয়োগ			

১৪। আমানত (কেবলমাত্র সি এল ডি বি ও পি এল ডি বি-র জন্য) পরিমাণ

(এক) গত বৎসরের আমানত—

(দুই) সংশ্লিষ্ট বৎসরে প্রাপ্ত যার মধ্যে গ্রামীণ ঋণপত্রের পরিবর্তে

(তিন) সংশ্লিষ্ট বৎসরে পরিশোধিত যার মধ্যে গ্রামীণ ঋণপত্রের পরিবর্তে

১৫। ঋণ সংক্রান্ত কাজকর্ম (কেবলমাত্র সি এল ডি বি/পি এল ডি বি-র জন্য)

মোট—অগ্রিম দাদন /আদায় /অনাদায়ী/ কিস্তি খেলাপি

যাদের মধ্যে

তফসিলিভুক্ত জাতি

তফসিলিভুক্ত উপজাতি

(এক) প্রাথমিক ব্যাংক ও সমিতিসমূহের সংখ্যা

(বি) সাধারণ কর্জদাদন

(সি) ন্যাবার্ডের কার্যক্রমে বিশেষ কার্জদাদ

(এক) আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংঘের (আই ডি এ) পরিকল্পে—

(দুই) অন্যান্য পরিকল্পে—

(দুই) ব্যক্তি—

(এ) সদস্যদের মধ্যে

যাদের মধ্যে

তফসিলিভুক্ত জাতি

তফসিলিভুক্ত উপজাতি

	দাদনের পরিমাণ	আদায়ের পরিমাণ	অনাদায়ের পরিমাণ	কিস্তি খেলাপের পরিমাণ
(বি) সাধারণ কর্জদাদন—				
যার মধ্যে—				
তফসিলিভুক্ত জাতি				
তফসিলিভুক্ত উপজাতি				
(সি) ন্যাবার্ডের কার্যক্রমে বিশেষ কর্জ দাদন—				
(এক) আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংঘের পরিকল্প—				
যার মধ্যে—				

	দেওয়া হয়েছে	আদায় হয়েছে	অনাদায় আছে	কিস্তি খেলাপি হয়েছে
তফসিলিভুক্ত জাতি				
তফসিলভুক্ত উপজাতি				
(দুই) অন্যান্য পরিকল্প				
যার মধ্যে				

	দেওয়া হয়েছে	আদায় হয়েছে	অনাদায়ী আছে	কিস্তি খেলাপি হয়েছে
তফসিলিভুক্ত জাতি				
তফসিলিভুক্ত উপজাতি				

১৬। (কেবল সি এল ডি বি, পি এল ডি বি'র জন্য) ঋণ দাদন, আদায়, অনাদায় ও কিস্তি খেলাপ সম্পর্কিত জমির মালিকানার আকার ভিত্তিক শ্রেণী বিভাগ

	মোট ১ হেক্টর পর্যন্ত	১ থেকে ২ হেক্টর পর্যন্ত	২ থেকে ৪ হেক্টর পর্যন্ত	৪ থেকে ৮ হেক্টর পর্যন্ত	৮ হেক্টরের ওপরে
কর্জ গ্রহীতার সংখ্যা যার মধ্যে—					
তফসিলিভুক্ত জাতি					
তফসিলিভুক্ত উপজাতি					
কত টাকা ধার দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে					
তফসিলিভুক্ত জাতি					
তফসিলিভুক্ত উপজাতি					
আদায় হয়েছে যার মধ্যে—					
তফসিলিভুক্ত জাতি					
তফসিলিভুক্ত উপজাতি					
অনাদায়ী যার মধ্যে					
তফসিলিভুক্ত জাতি					
তফসিলিভুক্ত উপজাতি					
কিস্তি খেলাপি যার মধ্যে					
তফসিলিভুক্ত জাতি					
তফসিলিভুক্ত উপজাতি					

কেবল প্যাক্‌স, এফ এস এস, ল্যাম্পস্‌ প্রভৃতি সমিতিসমূহের তথ্যাদির জন্য
(ক্রমিক সংখ্যা ১৭ থেকে ২৮)

১৭। সমিতির পুরা নাম

১৮। সমিতি স্বয়ম্ভর/সম্ভাব্য স্বয়ম্ভর/সুপ্ত/মৃত/প্রচলিত কি না

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ (এক) সুপ্ত—সমিতি সংশ্লিষ্ট বৎসরে কাজ করে নাই।

(দুই) মৃত—অবসায়নের জন্য চিহ্নিত হয়েছে।

১৯। সদস্য

(এ) জমির পরিমাণ অনুযায়ী চাষী

(এক) ১ হেক্টর পর্যন্ত

(দুই) ১ থেকে ২ হেক্টর পর্যন্ত

(তিন) ২ থেকে ৪ হেক্টর পর্যন্ত

(চার) ৪ থেকে ৮ হেক্টর পর্যন্ত

(পাঁচ) ৮ হেক্টরের ওপর

(বি) কৃষি শ্রমিক

(সি) গ্রামীণ কারিগর

(ডি) অন্যান্য

২০। সংশ্লিষ্ট বৎসরে কর্জ গ্রহণকারী মোট সদস্য সংখ্যা

যাদের মধ্যে

তফসিলিভুক্ত জাতি

তফসিলিভুক্ত উপজাতি

২১। সংশ্লিষ্ট বৎসরের শেষে ঋণি সদস্যদের সংখ্যা

যাদের মধ্যে

তফসিলিভুক্ত জাতি সংখ্যা

তফসিলিভুক্ত উপজাতি সংখ্যা

২২। সমিতির সব সময়ের বা আংশিক সময়ের জন্য বেতনভুক্ত ম্যানেজার আছে কি না—

২৩। কেবলমাত্র প্যাক্স/এফ এস এস/ ল্যাম্পস্ সমিতিসমূহের আদায়সংক্রান্ত আরও তথ্য—

(১) এ-অংশের অর্থনৈতিক তথ্যের
মধ্যে—"৩৫ ডি (দুই) (সি)
অনাদায়ী দীর্ঘমেয়াদি ঋণস্তম্ভে"
বর্ণিত আদায়ীকৃত দীর্ঘমেয়াদি
ঋণের মধ্যে যা নিম্নলিখিত
মেয়াদি ঋণ হতে রূপান্তরিত
দীর্ঘমেয়াদি ঋণ থেকে আদায়ীকৃত—

(এ) স্বল্পমেয়াদ টাকা

(বি) মধ্যমেয়াদ টাকা

(২) এ-অংশের অর্থনৈতিক তথ্যের
"৩৫ ডি অনাদায়ী ঋণস্তম্ভে"
বর্ণিত মোট আদায়ীকৃত ঋণের
(স্বল্পমেয়াদ, মধ্যমেয়াদ ও দীর্ঘমেয়াদ)
কত পরিমাণ সদস্যদের কৃষিজাত পণ্য
বিক্রি করে আদায়ীকৃত

সদস্য সংখ্যা আদায়ীকৃত পরিমাণ

(এক) সমিতির নিজস্ব প্রচেষ্টায়—

(দুই) বিপণন ও প্রকরণ সমিতি—
সমূহের মাধ্যমে—

২৪। সংশ্লিষ্ট বৎসরে বিপণন, প্রকরণ ও
বণ্টনসংক্রান্ত কাজকর্ম

(এক) প্রাপ্ত কৃষি পণ্যের মোট মূল্য

(দুই) সমিতি কর্তৃক বিক্রিত পণ্যের
মোট মূল্য—

যার মধ্যে

খাদ্য শস্য—

অন্যান্য—

(তিন) উপরিবর্ণিত বিক্রিত মোট পণ্যের মধ্যে কি পরিমাণ বিপণন সমিতিসমূহের মাধ্যমে হয়েছে—

(চার) সমিতি আধেয় ঋণ দেয় কি না পণ্য বিপণনের ব্যাপারে সাহায্য পায় কি না—(হ্যাঁ/না)

		প্রকরণকৃত সামগ্রী	পরিমাণ
(পাঁচ)	সমিতি প্রকরণের কাজ যদি করে—	টনে	টাকা
(এ)	মোট		
(বি)	যার মধ্যে খাদ্য শস্য—		

		পরিমাণ	মূল্য
(ছয়)	বণ্টনের জন্য প্রাপ্ত সামগ্রীর (সার/বীজ প্রভৃতি) মূল্য	টনে	টাকা
(এ)	মোট বিক্রয় যার মধ্যে--		
	বীজ		
	সার		
	রোগ বিনাশক ওষুধ,		
	যন্ত্রপাতি এবং সাজসরঞ্জাম		
	অন্যান্য—		
(সাত)	বণ্টনের উদ্দেশ্যে ক্রীত ভোগ্য-পণ্যের মূল্য—		টাকা
(আট)	মোট বিক্রয় (ভোগ্যপণ্য)		
	(এ) খাদ্যশস্য	টাকা	টাকা
	(বি) অন্যানা	টাকা	টাকা

(নয়) অন্তিম সম্ভারের মূল্য

(দশ) ধারে ভোগ্য পণ্য বিক্রয় বাবত

পাওনা (বাকি) টাকার পরিমাণ টাকা

(এগারো) শিল্পের জন্য সরবরাহকৃত কাঁচামাল—

(বারো) অষ্টম স্তম্ভ মোতাবেক সংশ্লিষ্ট

বৎসরে বিক্রিত ভোগ্য পণ্যের

মধ্যে

(এ) গ্রামাঞ্চলে ভোগ্য পণ্যের বিক্রয়	নিয়ন্ত্রিত	বিনিয়ন্ত্রিত
	টাকা	টাকা
(১) খাদ্য শস্য		
(২) চিনি		
(৩) কাপড়		
(৪) অন্যান্য		
মোট		

(তেরো) গ্রামাঞ্চলে খুচরা বিক্রয়ের শাখা কেন্দ্র। দোকানের সংখ্যা—

মোট সংখ্যা

শাখা কেন্দ্রের সংখ্যা

ন্যায্য মূল্যের দোকানের সংখ্যা

২৫। সংশ্লিষ্ট বৎসরে মরসুমি কৃষিকাজের

জন্য প্রদত্ত স্বল্পমেয়াদি ঋণের শস্য

ভিত্তিক শ্রেণী বিভাগ

(প্যাক্স/এফ এস এস/ল্যাম্পস'র

জন্য)

এ। মোট প্রদত্ত স্বল্পমেয়াদি ঋণ

(এক) খাদ্য শস্য টাকা

(এ) গম টাকা

(বি) ধান টাকা

(সি) জোয়ার, ভুট্টা, বাজরা প্রভৃতি টাকা

(ডি) ডাল শস্য টাকা

(ঈ) অন্যান্য টাকা

(দুই) খাদ্য বহির্ভূত শস্যাদি টাকা

(এ) তুলা টাকা

(বি) তৈলবীজ টাকা

(সি) আখ (ইক্ষু) টাকা

(ডি) পাট ও মেস্তা টাকা

(ঈ) অন্যান্য টাকা

২৬। প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতিসমূহে
(কেবলমাত্র প্যাক্স। এফ এস এস।
ল্যাম্পাসের ক্ষেত্রে) দাদন, আদায়ীকৃত
অনাদায়ী ও কিস্তি খেলাপি ঋণের
পরিমাণগত শ্রেণি বিভাগ
১৯———১৯———সময়কালে

সর্বমোট	মোট	স্বল্পমেয়াদি	মধ্যমেয়াদি	দীর্ঘমেয়াদি

(এক) কর্জ গ্রহণকারী সদস্য-
সংখ্যা যাদের মধ্যে
তফসিলি জাতি
তফসিলি উপজাতি

(দুই) প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ
যার মধ্যে
তফসিলি জাতি
তফসিলি উপজাতি

(তিন) আদায়ের পরিমাণ
যার মধ্যে
তফসিলি জাতি
তফসিলি উপজাতি

(চার) অনাদায়ী যার মধ্যে

তফসিলি জাতি

তফসিলি উপজাতি

(পাঁচ) কিস্তি খেলাপি

যার মধ্যে

তফসিলি জাতি

তফসিলি উপজাতি

৫০০ টাকা ও তার কম	মোট	স্বল্পমেয়াদি	মধ্যমেয়াদি	দীর্ঘমেয়াদি
(এক) ঋণ গ্রহণকারী সদস্যদের সংখ্যা যাদের মধ্যে				
তফসিলি জাতি				
তফসিলি উপজাতি				
(দুই) প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ				
যার মধ্যে				
তফসিলি জাতি				
তফসিলি উপজাতি				
(তিন) আদায়ীকৃত পরিমাণ				
যার মধ্যে				
তফসিলি জাতি				
তফসিলি উপজাতি				
(চার) অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ				
যার মধ্যে				
তফসিলি জাতি				
তফসিলি উপজাতি				
(পাঁচ) কিস্তি খেলাপি				
যার মধ্যে				
তফসিলি জাতি				
তফসিলি উপজাতি				

৫০১ টাকা থেকে ১০০০ টাকা	মোট	স্বল্পমেয়াদি	মধ্যমেয়াদি	দীর্ঘমেয়াদি
(এক) ঋণ গ্রহণকারী সদস্যদের				
সংখ্যা যাদের মধ্যে				
তফসিলি জাতি				
তফসিলি উপজাতি				
(দুই) প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ				
যার মধ্যে				
তফসিলি জাতি				
তফসিলি উপজাতি				
(তিন) আদায়ীকৃত পরিমাণ				
যার মধ্যে				
তফসিলি জাতি				
তফসিলি উপজাতি				
(চার) অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ				
যার মধ্যে				
তফসিলি জাতি				
তফসিলি উপজাতি				
(পাঁচ) কিস্তি খেলাপি				
যার মধ্যে				
তফসিলি জাতি				
তফসিলি উপজাতি				

১০০১ থেকে ৩০০০ টাকা	মোট	স্বল্পমেয়াদি	মধ্যমেয়াদি	দীর্ঘমেয়াদি
(এক) ঋণ গ্রহণকারী সদস্যদের				
সংখ্যা যাদের মধ্যে				
তফসিলি জাতি				
তফসিলি উপজাতি				

(দুই) প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ

যার মধ্যে

তফসিলি জাতি

তফসিলি উপজাতি

(তিন) আদায়ীকৃত পরিমাণ

যার মধ্যে

তফসিলি জাতি

তফসিলি উপজাতি

(চাব) অনাদায়ী ঋণেব পবিমাণ

যার মধ্যে

তফসিলি জাতি

তফসিলি উপজাতি

(পাঁচ) কিস্তি খেলাপি

যাব মধ্যে

তফসিলি জাতি

তফসিলি উপজাতি

৩০০১ টাকা থেকে ৫০০০ টাকা	মোট	স্বল্পমেয়াদি	মধ্যমেয়াদি	দীর্ঘমেয়াদি

(এক) কর্জ গ্রহণকারী সদস্যদেব

সংখ্যা যাদের মধ্যে

তফসিলি জাতি

তফসিলি উপজাতি

(দুই) প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ

যাব মধ্যে

তফসিলি জাতি

তফসিলি উপজাতি

(তিন) আদায়ীকৃত পবিমাণ

যাব মধ্যে

তফসিলি জাতি

তফসিলি উপজাতি

(চার) অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ

যার মধ্যে

তফসিলি জাতি

তফসিলি উপজাতি

(পাঁচ) কিস্তি খেলাপি

যার মধ্যে

তফসিলি জাতি

তফসিলি উপজাতি

৫০০১ টাকা থেকে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত	মোট	স্বল্পমেয়াদি	মধ্যমেয়াদি	দীর্ঘমেয়াদি

(এক) কর্জ্জ গ্রহণকারী সদস্যদের সংখ্যা

যাদের মধ্যে

তফসিলি জাতি

তফসিলি উপজাতি

(দুই) প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ

যার মধ্যে

তফসিলি জাতি

তফসিলি উপজাতি

(তিন) আদায়ীকৃত ঋণের পরিমাণ

যার মধ্যে

তফসিলি জাতি

তফসিলি উপজাতি

(চার) অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ

যার মধ্যে

তফসিলি জাতি

তফসিলি উপজাতি

(পাঁচ) কিস্তি খেলাপি

যার মধ্যে

তফসিলি জাতি

তফসিলি উপজাতি

১০,০০০'র ওপর মোট	স্বল্প মেয়াদি	মধ্য মেয়াদি	দীর্ঘ মেয়াদী
(এক) কর্জগ্রহণকারী সদস্যদের			
সংখ্যা যাদের মধ্যে			
তফসিলি জাতি			
তফসিলি উপজাতি			
(দুই) প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ			
যার মধ্যে			
তফসিলি জাতি			
তফসিলি উপজাতি			
(তিন) আদায়ীকৃত ঋণের পরিমাণ			
যার মধ্যে			
তফসিলি জাতি			
তফসিলি উপজাতি			
(চার) অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ			
যার মধ্যে			
তফসিলি জাতি			
তফসিলি উপজাতি			
(পাঁচ) কিস্তি খেলাপি			
যার মধ্যে			
তফসিলি জাতি			
তফসিলি উপজাতি			

২৭। কেবলমাত্র প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতিসমূহ (প্যাক্স, এফ এস এস, ল্যাম্পস্) ঋণ প্রদান, আদায়, অনাদায় ও কিস্তি খেলাপ সংক্রান্ত শ্রেণি বিভাগ

জমির মালিকানার আকার ভিত্তিক

	ঋণ গ্রহণকারীদের সংখ্যা			প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ টাকায়			আদায়ীকৃত ঋণের পরিমাণ টাকায়			অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ টাকায়			খেলাপি ঋণের পরিমাণ টাকায়		
	স্বল্প মেয়াদ	মধ্য মেয়াদ	দীর্ঘ মেয়াদ	স্বল্প মেয়াদ	মধ্য মেয়াদ	দীর্ঘ মেয়াদ	স্বল্প মেয়াদ	মধ্য মেয়াদ	দীর্ঘ মেয়াদ	স্বল্প মেয়াদ	মধ্য মেয়াদ	দীর্ঘ মেয়াদ	স্বল্প মেয়াদ	মধ্য মেয়াদ	দীর্ঘ মেয়াদ
(১) ১ হেক্টর পর্যন্ত															
(২) ১—২ হেক্টর পর্যন্ত															
(৩) ২—৪ হেক্টর পর্যন্ত															
(৪) ৪—৮ হেক্টর পর্যন্ত															
(৫) ৮ হেক্টরের ওপর															
(৬) রায়ত চাষী															
(৭) কৃষি শ্রমিক															
(৮) অন্যান্য															
মোট															

২৮। অন্তিম ঋণ গ্রহীতাকে প্রদত্ত ঋণের সুদের হার

	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সাধারণ
স্বল্পমেয়াদি			
মধ্যমেয়াদি			
দীর্ঘমেয়াদি			

২৯। কেবলমাত্র ধর্ম গোলা কর্তৃক দেয় তথ্য

(১) সদস্য

যার মধ্যে — সংখ্যা

সংশ্লিষ্ট বৎসরে কর্জ নিয়েছে — সংখ্যা

	নগদে	দ্রব্যে	মোট
(এক) সংশ্লিষ্ট বৎসরে প্রদত্ত ঋণ			
(দুই) সংশ্লিষ্ট বৎসরে আদায়ীকৃত ঋণ			
(তিন) সংশ্লিষ্ট বৎসরের শেষে: অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ			
(চার) সংশ্লিষ্ট বৎসরের শেষে কিস্তি খেলাপের পরিমাণ			

২৯এ। ——— ————বৎসরে আমানত,

কর্জ ও অগ্রিমের ওপর সুদের হার

	রাজ্য সমবায় ব্যাংক			কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক		
	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সাধারণ	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সাধারণ
(এক) আমানত						
(এ) চলতি আমানত ও ১৪ দিন পর্যন্ত আমানত						
(বি) সঞ্চয়ী আমানত						
(সি) সময় ভিত্তিক আমানত (যেমন ১৫ দিন থেকে ৪৫ দিন ও ৫ বৎসর পর্যন্ত ও ততোধিক বৎসরের জন্য নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে)।						

(দুই) গৃহীত কর্জ

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক

(কেবলমাত্র রাজ্য সমবায় ব্যাংকের

ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

রাজ্য সমবায় ব্যাংক (কেবলমাত্র

কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের ক্ষেত্রে

প্রযোজ্য)

সরকার—

বাণিজ্যিক ব্যাংক—

(তিন) ঋণ ও অগ্রিম

(এ) স্বল্প মেয়াদ (কোন্ কোন্ উদ্দেশ্যে

দেওয়া হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে

যথা মরসুমি কৃষিকার্য, কৃষি যন্ত্রপাতি

ক্রয়, মৎস্য চাষ, ভোগ্য ঋণ)

(বি) মধ্য মেয়াদ

(এক) কৃষি উদ্দেশ্যে

(দুই) অকৃষি উদ্দেশ্যে

(চার) ব্যক্তি সদস্যদের দেওয়া অগ্রিম—

(এ) স্বল্প মেয়াদ

(বি) মধ্য মেয়াদ

কেন্দ্রীয় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক

সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন সাধারণ

(পাঁচ) (এ) প্রাথমিক ভূমি উন্নয়ন

ব্যাংকসমূহ কে দেওয়া ঋণ

(বি) ব্যক্তি সদস্যদের দেওয়া ঋণ

(প্রত্যক্ষভাবে)

(ছয়) প্রাথমিক ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক অন্তিম

ঋণ গ্রহীতাকে যে ঋণ দিয়েছে

তার সুদের হার

শহুরে সমবায় ব্যাংক। কর্মচারী সমবায় ঋণদান সমিতি লিঃ

৩০। সমিতির নাম

৩১। ব্যাংকিং রেগুলেশন আইনের

এ) আওতায় তালিকাভুক্ত হয়েছে কি না।

বি) হয়ে থাকলে তালিকাভুক্তির তারিখ

৩২। সংশ্লিষ্ট বৎসরে ঋণ গ্রহণকারী সদস্যদের

সংখ্যা যাদের মধ্যে—

তফসিলি জাতি

তফসিলি উপজাতি

৩৩। সংশ্লিষ্ট বৎসরের শেষে ঋণি সদস্যদের

সংখ্যা যাদের মধ্যে—

(এ) তফসিলি জাতি

(বি) তফসিলি উপজাতি

৩৪। সুদের হার

(এ) আমানতের ওপর সুদের হার সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন সাধারণ

(এক) চলতি আমানত

(দুই) সঞ্চয়ী ব্যাংক আমানত

(তিন) ১৫ থেকে ৪৫ দিনের আমানত

(চার) ৪৬ থেকে ৯০ দিনের আমানত

(পাঁচ) ৯১ দিন ও তার বেশি কিন্তু

৬ মাসের কম এমন আমানত

(ছয়) ৬ মাসের বেশি কিন্তু ৯

মাসের কম এমন আমানত—

(সাত) ৯ মাসের বেশি কিন্তু ১

বৎসরের কম মেয়াদের

আমানত—

(আট) ১ বৎসরের বেশি কিন্তু ৩ বৎসরের মধ্যের আমানত—

(নয়) ৩ বৎসর থেকে ৫ বৎসরের মধ্যে এমন মেয়াদের আমানত

(দশ) ৫ বৎসরের অধিক মেয়াদের আমানত—

(বি) নিম্নলিখিত সংস্থা থেকে গৃহীত কর্জের ওপর সুদ — স্বল্প মেয়াদ/মধ্য মেয়াদ

(এক) রাজ্য সমবায় ব্যাংক

(দুই) কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক

(তিন) সরকার

(চার) বাণিজ্যিক ব্যাংক

(সি) অন্তিম ঋণ গ্রহীতার ওপর ধার্য সুদের হার — স্বল্প মেয়াদ/মধ্য মেয়াদ

৩৫। সংশ্লিষ্ট বৎসরে প্রদত্ত ঋণের উদ্দেশ্য ভিত্তিক বিস্তৃত বিবরণ	স্বল্প মেয়াদ পরিমাণ	মধ্য মেয়াদ পরিমাণ	দীর্ঘ মেয়াদ পরিমাণ
(এক) কৃষি উদ্দেশ্য—			
(দুই) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প			
(তিন) ব্যবসা ও বাণিজ্য			
(চার) সম্পত্তিগত নির্মাণ বা বড় রকম বা ছোট খাটো মেরামত—			
(পাঁচ) পূর্ব ঋণ পরিশোধ –			
(ছয়) ভোগ্য ঋণ			
(সাত) অন্যান্য—			

৩৬। সংশ্লিষ্ট বংসরে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা পরিমাণ
গত বিস্তৃত বিবরণ

(এক) ৫০০ টাকা ও তার কম

(দুই) ৫০১ টাকা থেকে ১০০০ টাকা

(তিন) ১০০১ টাকা থেকে ৩,০০০ টাকা

(চার) ৩০০১ টাকা থেসে ৫,০০০ টাকা

(পাঁচ) ৫০০১ টাকা থেকে ১০,০০০ টাকা

(ছয়) ১০,০০০ টাকা এর ওপর

৩৭। প্রতিভূতি ভিত্তিক অনাদায়ী ঋণের
বিস্তৃত বিবরণ

(এ) স্থায়ী আমানতের ভিত্তিতে

(বি) সরকারি ও অন্যান্য ন্যাস প্রতি ভূতি—

(সি) কৃষিজ পণ্য

(ডি) পণ্য দ্রব্য (মার্চ্যান্‌ডাইজ)

(ঈ) সোনা ও রূপা—

(এফ) স্থাবর সম্পত্তি—

(জি) জামিনদার

(এইচ) অবন্ধক (আনসিকিওর্ড)

(আই) অন্যান্য

৩৮। সংশ্লিষ্ট বৎসরে মঞ্জুরীকৃত রোক-ঋণ ও
অধিবিকর্ষের সীমা—

৩৯। সংশ্লিষ্ট বৎসরে রোক-ঋণ ও অধিবিকর্ষের
খাতে সর্বোচ্চ অনাদায়ী

বি—অংশ—দ্বিতীয় পরিশিষ্ট

২। বিপণন/প্রকরণ/সুতাকল/ক্রেতা সমবায়/হিমঘর/চিনি কল সামিতিসমূহ।

(এ) বিপণন সমিতি (কেবলমাত্র বিপণন ফেডারেশন। টি ডি সি এস /প্রাথমিক বিপণন সমিতি)

৪০। কার্যকর এলাকায় বাজারের সংখ্যা

(এ) নিয়ন্ত্রিত

(বি) অন্যান্য

৪১। সদস্য—

(এক) সমবায় সমিতিসমূহ

(এ) কৃষি ঋণ

(বি) বিপণন

(সি) অন্যান্য

(দুই) নিয়মিত সদস্যবর্গ

(এ) উৎপাদকগণ-—

যাদের মধ্যে

তফসিলি জাতি

তফসিলি উপজাতি

(বি) অন্যান্য (রাজ্য সরকারসহ)

যাদের মধ্যে

তফসিলি জাতি

তফসিলি উপজাতি

(তিন) নামিক সদস্যবর্গ

৪২। অন্যান্য কর্জ | কর্জের মঞ্জুরীকৃত সীমা টাকা | সংশ্লিষ্ট বৎসরে কর্জ গ্রহীতার সর্বোচ্চ অনাদায়ী টাকা

(এ) কেন্দ্রীয় অর্থ সরবরাহকারি প্রতিষ্ঠান

(বি) বাণিজ্যিক ব্যাংক

৪৩। হিমঘরসমূহ

(এ) স্থাপিত হিমঘরসমূহের সংখ্যা

(বি) হিমঘরের ধারণ ক্ষমতা (টনে)

(সি) সংশিষ্ট বৎসরে গচ্ছিত পণ্যের পরিমাণ (টনে)

মালিক হিসাবে

নিযুক্তক হিসাবে

(ডি) গচ্ছিত দ্রব্যের নাম

(ঈ) কতগুলি প্যাকিং বাক্স রাখা হয়েছে

(এফ) টনে ওজন

৪৪। নিম্নবর্ণিতের ওপর সুদের হার

(এক) আমানত

(দুই) অন্যান্য কর্জ

(তিন) অন্তিম ঋণ গ্রহীতাকে প্রদত্ত ঋণ

৪৫। পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করে ঋণদান সমিতির আদায়ীকৃত ঋণ

(এ) আদায়ীকৃত ঋণের পরিমাণ টাকা টাকা

যাদের মধ্যে তফসিলি জাতি

তফসিলি উপজাতি

(বি) সংশ্লিষ্ট ঋণদান সমিতিসমূহের সংখ্যা সংখ্যা

(সি) সংশ্লিষ্ট সদস্যদের সংখ্যা

যাদের মধ্যে তফসিলি জাতি — সংখ্যা

তফসিলি উপজাতি — সংখ্যা

৪৬। গ্রামাঞ্চলে বিপণন সমিতিসমূহ কর্তৃক ভোগ্যপণ্য বণ্টন

(এ) গ্রামাঞ্চলে খুচরা শাখাকেন্দ্র।

দোকানের সংখ্যা

ক্রমিক সংখ্যা ৪৯ এ বর্ণিত

(বি) মোট বিক্রয়ের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ভোগ্যপণ্য বিক্রয়

	মোট	নিয়ন্ত্রিত		বিনিয়ন্ত্রিত		
		খাদ্য শস্য	চিনি	কাপড়	অন্যান্য	
গ্রামাঞ্চলে ভোগ্য পণ্য বিক্রয়						

৪৭। কৃষিপণ্যের বিক্রয়

পণ্যের নাম	পাইকারি		খুচরা	
	পরিমাণ টনে	মূল্য টাকায়	পরিমাণ টনে	মূল্য টাকায়
(এ) মালিক হিসাবে				
(এক) ধান				
(দুই) চাল				
(তিন) গম				
(চার) অন্যান্য খাদ্যশস্য				
(পাঁচ) তুলা				
(ছয়) পাট				
(সাত) তৈলবীজ				
(আট) ডাল				
(নয়) অন্যান্য				
মোট				

(বি) নিযুক্তক হিসাবে—

(এক) ধান

(দুই) চাল

(তিন) গম

(চার) অন্যান্য খাদ্যশস্য

(পাঁচ) তুলা

(ছয়) পাট

(সাত) তৈলবীজ

(আট) ডাল

(নয়) অন্যান্য

মোট

(সি) উপরিবর্ণিত মালিক ও নিযুক্তক হিসাবে মোট বিক্রিত কৃষি পণ্যের মূল্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে পৃথকভাবে দেখাতে হবে—ঃ

(এক)	উচ্চতরস্তরের সমিতির মাধ্যমে	টাকা
(দুই)	ক্রেতা সমবায় সমিতিকে	টাকা
(তিন)	অন্যান্যদের	টাকা
	মালিক ও নিযুক্তক হিসাবে	
	মোট বিক্রয়	টাকা

৪৮। কৃষি উপকরণ বিক্রয়

	পাইকারি		খুচরা	
	টনে পরিমাণ	মূল্য	টনে পরিমাণ	মূল্য
উপকরণের নাম				
(এ) মালিক হিসাবে—				
(এক) সার				
(দুই) বীজ				
(তিন) কৃষি যন্ত্রপাতি				
(চার) রোগ নাশক ওষুধ (পেস্টিসাইড)। কীটনাশক ওষুধ (ইনসেক্টিসাইড)				
(পাঁচ) অন্যান্য				
মোট				
(বি) নিযুক্তক হিসাবে—				
(এক) সার				
(দুই) বীজ				
(তিন) কৃষি যন্ত্রপাতি				
(চার) রোগনাশক ওষুধ (পেস্টিসাইড)/ কীটনাশক ওষুধ (ইনসেক্টিসাইড)				
(পাঁচ) অন্যান্য				
মোট				

(সি) উপরিবর্ণিত মালিক ও নিযুক্তক হিসাবে মোট বিক্রিত কৃষি উপকরণের মূল্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে পৃথকভাবে দেখাতে হবে—

(এক)	প্রাথমিক ঋণদান সমিতি সমূহকে—	টাকা
(দুই)	ব্যক্তি উৎপাদকদের	টাকা
(তিন)	অন্যান্যদের	টাকা
	মালিক ও নিযুক্তক হিসাবে মোট বিক্রয়	

		পাইকারি মূল্য	খুচরা মূল্য
৪৯।	ভোগ্যপণ্য		
	ভোগ্যপণ্যের নাম		
(এ)	মালিক হিসাবে		
(এক)	খাদ্যশস্য		
(দুই)	অন্যান্য		
	ভোগ্যপণ্যের নাম		
(বি)	নিযুক্তক হিসাবে	পাইকারি মূল্য	খুচরা মূল্য
(এক)	ভোগ্যপণ্য		
(দুই)	অন্যান্য		
(সি)	উপরিবর্ণিত মালিক ও নিযুক্তক হিসাবে মোট বিক্রিত ভোগ্যপণ্যের মধ্যে কী পরিমাণ ক্রেতা সমিতিসমূহের কাছে বিক্রয় করা হয়েছে—		টাকা

৫০। মোট বিক্রয়ের মধ্যে কত মূল্যের ভোগ্যপণ্য বিদেশে রপ্তানি হয়েছে— টাকা

৫১। খুচরা বিক্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা—

৫২। নিযুক্তক ব্যবসা থেকে অর্জিত টাকা

৫৩। ক্রয়

নিযুক্তক		মালিক	পক্ষে	মূল্য	
হিসাবে ক্রয় সরকার ও সরকারি- নিযুক্তক	শীর্ষ বা উচ্চস্তর স্তরের সমিতি	অন্যান্য কৃষি পণ্য	কৃষি উপাদান	অন্যান্য ভোগ্যপণ্য খাদ্যশস্য	মোট
(এক) উৎপাদিত/ সংগৃহীত (খাদ্যশস্য)					
(দুই) মালিক হিসাবে ক্রয়					
(তিন) নিযুক্তক হিসাবে ক্রয়					
সর্বমোট					

৫৪। অন্তিম সম্ভার

	মালিক হিসাবে	নিযুক্তক হিসাবে
(এ) কৃষি পণ্য	টাকা	টাকা
(বি) কৃষি উপকরণ	টাকা	টাকা
(সি) ভোগ্যপণ্য	টাকা	টাকা
(ডি) অন্যান্য	টাকা	টাকা

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ মালিক হিসাবে আয়ত্তাধীন মোট সম্ভার সমিতির পরিসম্পদের মধ্যে উল্লেখ করতে হবে। নিযুক্তক হিসাবে আয়ত্তাধীন সম্ভার সমিতির পরিসম্পদের কোন অংশ নয় এবং তা পরিসম্পদের মধ্যে ধরা হবে না। নিযুক্তক হিসাবে আয়ত্তাধীন দ্রব্যাদি/উৎপন্ন সামগ্রীর মূল্য এবং তৎসংক্রান্ত ক্রয় ও বিক্রয়ের মূল্য কেবলমাত্র অবগতির জন্য উল্লেখ করতে হবে

৫৫। বিপণন সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ — টাকা

(এ) অন্যান্য সমিতিসমূহকে — টাকা

(বি) ব্যক্তি ও অন্যান্যদের — টাকা

(এক) উপরের ৫৫(বি) দফায় বর্ণিত ব্যক্তি ও অন্যান্যদের প্রদত্ত ঋণের উদ্দেশ্য মাফিক শ্রেণী বিভাগ

উপরের ৫৫বি দফা অনুসারে মোট প্রদত্ত ঋণ	চলতি কৃষি উদ্দেশ্যে	দ্বিতীয়স্তম্ভ মোতাবেক প্রদত্ত ঋণের মধ্যে		অন্যান্য উদ্দেশ্যে	তৃতীয়স্তম্ভ মোতাবেক প্রদত্ত ঋণের মধ্যে	
		তফসিলি জাতি	তফসিলি উপজাতি		তফসিলি জাতি	তফসিলি উপজাতি
	২	২এ	২বি	৩	৩এ	৩বি

(দুই) উপরের ৫৫বি দফায় বর্ণিত ব্যক্তি ও অন্যান্যদের প্রদত্ত ঋণের জামিন ভিত্তিক শ্রেণি বিভাগ—

উপরের ৫৫বি দফা অনুসারে মোট ঋণ	উৎপাদিত সামগ্রীর আধেয় (প্লেজ)	দ্বিতীয় স্তম্ভ মোতাবেক প্রদত্ত ঋণের মধ্যে		উৎপাদিত সামগ্রীর দায়বন্ধন (হাইপথি-কেশন)	তৃতীয়স্তম্ভ মোতাবেক প্রদত্ত ঋণ	
		তফসিলি জাতি	তফসিলি উপজাতি		তফসিলি জাতি	তফসিলি উপজাতি
১	২	২এ	২বি	৩	৩এ	৩বি

অন্যান্য	চতুর্থ স্তম্ভ মোতাবেক প্রদত্ত ঋণের মধ্যে	
	তফসিলি জাতি	তফসিলি উপজাতি
৪	৪এ	৪বি

(তিন)	আদায়ীকৃত মোট ঋণ	সমিতিসমূহের কাছ থেকে	ব্যক্তি ও অন্যান্যদের কাছ থেকে	তৃতীয়স্তম্ভ মোতাবেক আদায়ীকৃত ঋণের মধ্যে	
				তফসিলি জাতি	তফসিলি উপজাতি
	১	২	৩	৩এ	৩বি

৫৬। নিম্নলিখিত প্রকরণ কর্মে রত বিপণন সমিতিসমূহের সংখ্যা—

১। সংখ্যা	টনের হিসাবে প্রত্যাশিত প্রকরণ ক্ষমতা (পালাক্রমে প্রতি ৮ ঘণ্টায়)	ক্রীত পণ্য সামগ্রীর পরিমাণ		প্রকরণের পরিমাণ (টনে)	প্রকরণ করা সামগ্রী বিক্রয়ের পরিমাণ (টনে)
		সদস্যাদের কাছ থেকে	সদস্য বহির্ভূত ব্যক্তিদের কাছ থেকে		
১	২	৩	৩এ	৪	৫

(এ) পাট

(বি) ধান

(সি) ফল ও শাকসবজি

(ডি) তৈলবীজ

(ঈ) অন্যান্য (সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে)

২। প্রকরণের কাজকর্মের জন্য বৎসরের শেষে সরকার কর্তৃক ক্রীত অংশগত মূলধনের পরিমাণ টাকা

(বি) প্রকরণ সমিতিসমূহ

(তালগুড়/তেল নিষ্কাশন/ধান প্রকরণ/চাল কল/ফল ও শাকশব্জি/ অন্যান্য) নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৫৭। টনের হিসাবে স্থাপিত প্রকরণ ইউনিটের ক্ষমতা (পালাক্রমে প্রতি ৮ ঘণ্টায়)

(এ) প্রকরণ সমিতি কর্তৃক প্রকরণ করা দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ (টনে)

(বি) প্রকরণ সমিতির বিক্রয় — টাকা

(এক) প্রকরণ করা দ্রব্যসামগ্রী — টাকা

(দুই) কৃষি উপকরণ — টাকা

(তিন) গ্রামাঞ্চলে ভোগ্য পণ্য — নিয়ন্ত্রিত/বিনিয়ন্ত্রিত

(এ) খাদ্যশস্য

(বি) চিনি

(সি) কাপড়

(ডি) অন্যান্য

৫৮। দেশের বাইরে রপ্তানির মূল্য — টাকা

৫৯। প্রকরণ থেকে মোট আয় — টাকা

৬০। প্রকরণ করা পণ্যসামগ্রী থেকে
ঋণদান সমিতিসমূহের আদায়ীকৃত
ঋণ

(এ) আদায়ীকৃত ঋণের পরিমাণ
যার মধ্যে
তফসিলি জাতি — টাকা
তফসিলি উপজাতি — টাকা

(বি) সংশ্লিষ্ট ঋণদান সমিতিসমূহের সংখ্যা

(সি) সংশ্লিষ্ট সদস্যদের সংখ্যা
যার মধ্যে
তফসিলি জাতি টাকা
তফসিলি উপজাতি টাকা

৬১। কর্জের জন্য অন্তিম ঋণ গ্রহীতার
ওপর ধার্য সুদের হার
স্বল্পমেয়াদি টাকা
মধ্যমেয়াদি টাকা

৬২। গৃহীত কর্জের অনাদায় সংক্রান্ত
নিম্নলিখিত অতিরিক্ত তথ্য
দিতে হবে ঃ

— — তারিখ নাগাদ মোট অনাদায় টাকা — —

(এক) স্বল্পমেয়াদ (কার্যকর মূলধনের জন্য) টাকা
(দুই) মধ্যমেয়াদ (নিরুদ্ধ মূলধনের জন্য)
(তিন) অন্যান্য টাকা

(সি) সুতা কল ঃ

(প্রত্যেক প্রকার—যেমন (১) তুলা উৎপাদক (২) সুতা কর্মী (৩) মিশ্র ধরনের জন্য পৃথক পরিসংখ্যান দিতে হবে)

৬৩। টেকোর (স্পিণ্ডল) সংখ্যা ঃ অনুমোদনপ্রাপ্ত
(লাইসেন্সড়)
যার মধ্যে চলু আছে

৬৩এ। রোক ঋণ ও অধিবিকর্ষের
প্রাপ্ত সীমা টাকা

৬৪। মোট অংশগত মূলধনের মধ্যে ঃ
ব্যক্তি সদস্য কর্তৃক গৃহীত অংশগত মূলধন ঃ টাকা

(এক) শেয়ার ক্রয়ের জন্য সরকারি ঋণ থেকে—
যার মধ্যে তফসিলি জাতি টাকা
তফসিলি উপজাতি টাকা

(দুই) নিজেদের সঙ্গতি থেকে — টাকা

যার মধ্যে তফসিলি জাতি — টাকা

তফসিলি উপজাতি

৬৫। অন্তিম সম্ভার — টাকা

(এক) কাঁচা মাল — টাকা

(দুই) উৎপাদিত সামগ্রী — টাকা

৬৬। সংশ্লিষ্ট বৎসরে ক্রীত কাঁচামাল

(এক) সমবায় সমিতিসমূহ থেকে — টাকা

(দুই) অন্যান্য উৎস থেকে— — টাকা

৬৭। উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্য — টাকা

৬৮। উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রয় মূল্য — টাকা

(এ) সদস্যদের কাছে — টাকা

(বি) অন্যান্যদের কাছে — টাকা

৬৯। মজুরি — টাকা

৭০। অন্যান্য উৎপাদনজনিত ব্যয় — টাকা

(ডি) হিমঘর

(পৃথক সমিতি হিসাবে সংগঠিত)

৭১। কাজ শুরু করার তারিখ

৭২। সদস্য — সংখ্যা

(এ) ব্যক্তি ও অন্যান্যরা

(এক) উৎপাদক, যাদের মধ্যে

তফসিলি জাতি (সংখ্যা)

তফসিলি উপজাতি (সংখ্যা)

(দুই) অন্যান্যরা

যাদের মধ্যে

তফসিলি জাতি (সংখ্যা)

তফসিলি উপজাতি (সংখ্যা)

(বি) সমিতিসমূহ সংখ্যা

(এক) কৃষি ঋণ (সংখ্যা)

(দুই) বিপণন (সংখ্যা)

(তিন) অন্যান্য (সংখ্যা)

৭৩। এককের (ইউনিটের) মোট সংখ্যা

(এক) স্থাপিত

(বি) স্থাপন পর্যায়ে

৭৪। স্থাপিত ইউনিটসমূহের

সংরক্ষণ ক্ষমতা (টনে)

৭৫। সংশ্লিষ্ট বৎসরে সংরক্ষিত

পণ্যসামগ্রীর পরিমাণ (টনে)

(এ) মালিক হিসাবে

(বি) নিযুক্তক হিসাবে

৭৬। সংরক্ষিত দ্রব্যসামগ্রীর

নাম ও ওজন	সামগ্রীর সংখ্যা	প্যাকিং বাক্সের সংখ্যা	টনে ওজন

(ঈ) ক্রেতা সমবায়

(বিভাগীয় বিপণির তালিকাভুক্তি পাওয়া গেলে

তা পৃথকভাবে দাখিল করতে হবে)

৭৭। সমিতির প্রকার

[যেমন—সংঘ (ফেডারেশন), পাইকারি,

প্রাথমিক বিপণন (স্টোরস) * অবিমিশ্র

প্রাথমিক বিপণি (স্টোরস)]

৭৮। প্রকরণের কাজকর্ম করছে কি না—

৭৯। জুন মাসের শেষে যাদের মধ্যে

শাখা কেন্দ্রসমূহের সংখ্যা	মোট সংখ্যা	গ্রামাঞ্চলে
(এক) শাখা কেন্দ্রসমূহ		
(দুই) বিভাগীয় বিপণি		
(তিন) ন্যায্য মূল্যের দোকান		
(চার) অন্যান্য		

৮০। সদস্য সংশ্লিষ্ট বৎসরে জুনের শেষ নাগাদ

(এক) ব্যক্তি

যাদের মধ্যে

তফসিলি জাতি

তফসিলি উপজাতি

(দুই) অন্যান্য সমবায় সমিতি/

প্রতিষ্ঠান

(তিন) ক্রেতা বিপণি

৮১। ধারে বিক্রয় সংক্রান্ত

অনাদায়ী

(এক) ৬ মাস পর্যন্ত

(দুই) ৬ মাসের ওপর কিন্তু

১২ মাস পর্যন্ত

(তিন) ১২ মাসের ওপর

৮২। প্রেষিতক (কন্‌সাইনমেন্ট)

ও দস্তুরির (কমিশন্) ভিত্তিতে পণ্য

সামগ্রীর মূল্য ঃ

৮৩। সংশ্লিষ্ট বৎসরের ক্রয় ঃ

৮৪।	সংশ্লিষ্ট বৎসরে বিক্রয়ের মূল্য	নিয়ন্ত্রিত পাইকারি/খুচরা	বিনিয়ন্ত্রিত পাইকারি/খুচরা
	(এক) খাদ্যশস্য		
	(দুই) চিনি		
	(তিন) অন্যান্য মুদিখানার দ্রব্য		
	(চার) বস্ত্রাদি		
	(পাঁচ) প্রসাধনী সামগ্রী		
	(ছয়) ওষুধপত্র		
	(সাত) গার্হস্থ্য সামগ্রী		
	(আট) অন্যান্য		
৮৫।	মোট আয় (কেবলমাত্র বিভাগীয় বিপণির জন্য)		
৮৬।	সমিতি দ্রব্য সামগ্রী বণ্টনের কাজ করছে কি না ঃ		(হ্যাঁ/না)
৮৭।	সংশ্লিষ্ট বৎসরে গ্রামাঞ্চলে ভোগ্যপণ্য বণ্টনের মূল্য	নিয়ন্ত্রিত	বিনিয়ন্ত্রিত
	(এক) খাদ্য শস্য		
	(দুই) চিনি		
	(তিন) কাপড়		
	(চার) অন্যান্য		

* ৭৭ দফায় বর্ণিত অবিমিশ্রি প্রাথমিক বিপণি বলতে বোঝাবে—স্কুল ও কলেজের ক্রেতা বিপণি, শিল্প ও খনি সংগঠনে, রেলে ও অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন বিপণিসমূহকে।

চিনি কল

৮৭এ। (এক) সমিতির নাম

(দুই) নির্মাণ পর্যায়ে আছে কি না হ্যাঁ/

(তিন) সদস্য

(এ) সমিতিসমূহ

(বি) উৎপাদকগণ

যাদের মধ্যে

তফসিলি জাতি

তফসিলি উপজাতি

(চার) অন্যান্য সংখ্যা

যাদের মধ্যে

তফসিলি জাতি

তফসিলি উপজাতি

(পাঁচ) আমানত টাকা

যার মধ্যে ফেরত যোগ্য

(ছয়) কর্জ গ্রহণ টাকা

(এ) স্বল্প মেয়াদ টাকা

(কার্যকর মূলধন)

(বি) মধ্যমেয়াদ টাকা

(নিরুদ্ধ মূলধন)

(সি) অন্যান্য টাকা

(সাত) অন্তিম সম্ভার :

(এ) চিনি— টাকা

(বি) উপজাত সামগ্রী টাকা

(সি) অন্যান্য টাকা

(আট) ভারত সরকার অনুমতি পত্র দিয়েছে কি না

(নয়)(এ) উৎপাদন ক্ষমতা (টনের হিসাবে পালাক্রমে প্রতি ৮ ঘণ্টায়)

(বি) অনুমোদিত ক্ষমতা (টনের হিসাবে পালাক্রমে প্রতি ৮ ঘণ্টায়)

(দশ) কারখানার কোন সহায়ক শিল্প (ইউনিট) আছে কি না (মদের কারখানা/মিষ্টির কারবার ও অন্যান্য)

(এগারো) উৎপাদন (উৎপাদিত চিনি)

		পরিমাণ	মূল্য
(এ)	আখ পেষাই	(টনে)	টাকা
(এক)	সদস্যদের		
(দুই)	অন্যান্যদের		
(বি)	উৎপাদিত চিনি রপ্তানিকৃত (টনে ওজন)		
(সি)	অন্যান্য উৎপাদন (টনে ওজন)		
(ডি)	রপ্তানিকৃত উৎপাদনের মূল্য		
(ঈ)	অন্যান্য উৎপাদনের মূল্য		
(এফ)	সদসদের কাছ থেকে প্রাপ্ত আখ পেষাই না করে বাইরে বিক্রি করা হয়েছে—	পরিমাণ (টনে)	মূল্য টাকা
(জি)	সহায়ক শিল্পের (ইউনিট উৎপাদন—	পরিমাণ (প্রতি লিটার/ বা বোতল বা টনে)	মূল্য টাকা

(এক) মদের কারবার

(দুই) মিষ্টির কারবার

(তিন) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করে লিখতে হবে)

(বারো) বিক্রয় মূল্য—

(এক) চিনি টাকা

(দুই) উপজাত টাকা

(তিন) সহায়ক শিল্প সামগ্রী টাকা

(তেরো) কৃষি উপকরণসমূহের বণ্টন (মূল্য)

মোট বিক্রয়	সার	বীজ	কৃষি যন্ত্রপাতি	সিমেন্ট, লোহা ও ইস্পাতসহ অন্যান্য

(এ) মালিক হিসাবে—

(বি) নিযুক্তক হিসাবে—

(চোদ্দো) আখের দাম থেকে ঋণদান সমিতি সমূহের ঋণের টাকা আদায়—

(এ) ঋণের টাকা আদায় টাকা

যার মধ্যে—তফসিলি জাতি

তফসিলি উপজাতি

(বি) সংশ্লিষ্ট ঋণদান সমিতিসমূহের সংখ্যা— সংখ্যা

(সি) সংশ্লিষ্ট সদস্যদের সংখ্যা—

যাদের মধ্যে— সংখ্যা

তফসিলি জাতির সংখ্যা

তফসিলি উপজাতির সংখ্যা

(পনেরো) অংশগত মূলধনের জন্য সংগৃহীত বাধ্যতামূলক আমানত—টাকা

বি—অংশ তৃতীয় পরিশিষ্ট

খামার/সেচ/আবাসন/শ্রমিকঠিকাদারী/বন শ্রমিক/পরিবহণ সমিতিসমূহ

এ—খামার

৮৮। সমিতির শ্রেণী (জয়েন্ট ফার্মিং/ কালেকটিভ ফার্মিং)—

৮৯। প্রাক্তন সৈনিকদের বা অন্যান্যদের দ্বারা গঠিত—

৯০। সমিতি সহায়ক কর্মোদ্যোগ হাতে নিয়েছে কি না--

৯১। কি রকম এলাকায় সমিতিটি অবস্থিত— (গ্রামদান/ভূদান এলাকা/ পতিত জমি/অন্যান্য এলাকা)

৯২। সদস্য — সংখ্যা

(এক) জমির অধিকারি

যাদের মধ্যে—

তফসিলি জাতি — সংখ্যা

তফসিলি উপজাতি — সংখ্যা

(দুই) কৃষি শ্রমিক — সংখ্যা

যাদের মধ্যে—

তফসিলি জাতি — সংখ্যা

তফসিলি উপজাতি — সংখ্যা

(তিন) অন্যান্য — সংখ্যা

যাদের মধ্যে—

তফসিলি জাতি — সংখ্যা

তফসিলি উপজাতি — সংখ্যা

	(চার) সরকার	সংখ্যা
৯৩।	কর্মী সদস্যদের সংখ্যা	সংখ্যা
	(এক) সব সময়ে মাঠের কাজে	সংখ্যা
	যাদের মধ্যে—	
	তফসিলি জাতি	সংখ্যা
	তফসিলি উপজাতি	সংখ্যা
	(দুই) আংশিক সময়ের মাঠের কাজে	সংখ্যা
	যাদের মধ্যে—	
	তফসিলি জাতি	সংখ্যা
	তফসিলি উপজাতি	সংখ্যা
	(তিন) অন্যান্য	সংখ্যা
	যাদের মধ্যে—	
	তফসিলি জাতি	সংখ্যা
	তফসিলি উপজাতি	সংখ্যা

৯৪। হেক্টরে আয়তন—

(এক) আয়ত্তাধীন এলাকা

যার মধ্যে চাষযোগ্য জমি

(এ) সেচ যুক্ত

(বি) সেচ বিহীন

৯৫। হেক্টরে ভূমি সদ্ব্যবহার

(এক) নিট রোপিত এলাকা

(দুই) মোট শস্য এলাকা

(এ + বি + সি)

(এ) খাদ্যশস্য

(বি) বাণিজ্যিক ফসল

(সি) অন্যান্য ফসল

৯৬। সংশ্লিষ্ট বৎসরে চাষের খরচ টাকা

(এক) বীজ— টাকা

(দুই) সবুজ সার— টাকা

(তিন) রাসায়নিক সার— টাকা

(চার) শ্রম— টাকা

(পাঁচ) জলসেচ— টাকা

৯৭। উৎপাদন ও বিক্রয়ের বিবরণ

সামগ্রীর নাম	সংশ্লিষ্ট বৎসরের উৎপাদন	সংশ্লিষ্ট বৎসরের বিক্রয়
(এক) খাদ্যশস্য	টাকা	টাকা
(দুই) তুলা	টাকা	টাকা
(তিন) তৈল বীজ	টাকা	টাকা
(চার) গুড়	টাকা	টাকা
(পাঁচ) বিবিধ	টাকা	টাকা
মোট	টাকা	টাকা

বি—সেচ

[(এ) জলসেচ সমিতি (অন্যান্য উদ্দেশ্য), (বি) অন্যান্য অ-ঋণদান সমিতি কর্তৃক গৃহীত সেচ কার্যাদি]

৯৮। আয়ত্তাধীন এলাকা (হেক্টরে)

৯৯। সেচ সেবিত এলাকা (হেক্টরে)

১০০। বৎসরের শেষে উপকৃতদের সংখ্যা

(কেবল 'বি' টাইপের জন্য)

১০১। সম্পাদিত সেচ কার্যের মূল্য—

(এ) বৎসরের শুরুতে

(বি) বৎসরের মধ্যে

(সি) বৎসরের শেষে

১০২। প্রদত্ত সুবিধাদি থেকেআয়

১০৩। সেচ পরিকল্পসমূহের জন্য কর্জ

(কেবলমাত্র উপরিলিখিত "বি" টাইপের জন্য)

(এ) বৎসরের মধ্যে

(বি) বৎসরের শেষে

১০৪। সেচ পরিকল্প সংক্রান্ত স্থায়ী পরিসম্পৎ

(কেবলমাত্র উপরিলিখিত "বি" টাইপের জন্য)

সি—আবাসন সমিতিসমূহ

১০৫। সমিতির তৈরি	বৎসরের মধ্যে		বৎসরের শেষে	
	সংখ্যা	মূল্য	সংখ্যা	মূল্য
(এক) বাড়ি				
(দুই) টেনিমেন্টস্				

১০৬। সদস্যদের দ্বারা তৈরি

(এক) স্বয়ং সম্পূর্ণ বাড়ি

(ইণ্ডিপেনডেন্ট হাউসেস্)

যার মধ্যে—তফসিলি জাতি

তফসিলি উপজাতি

(দুই) টেনিমেন্টস

যার মধ্যে—তফসিলি জাতি

তফসিলি উপজাতি

ডি—শ্রমিক ঠিকাদারী/ইনজিনিয়ারিং ও বন শ্রমিক সমিতিসমূহ

১০৭। সমিতির নাম

১০৮। ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা প্রাপ্ত বেকার ইনজিনিয়ারদের দ্বারা
গঠিত হয়েছে কি না

১০৯। নিম্নলিখিত কোন এলাকার মধ্যে কাজ করে—

(এ) শহরাঞ্চলে

(বি) গ্রামাঞ্চলে

(সি) শহর ও গ্রাম উভয় অঞ্চলেই

১১০। মোট সদস্য

যাদের মধ্যে

(এক) ডিগ্রিপ্রাপ্ত

(দুই) ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত

(তিন) শ্রমিক

যাদের মধ্যে—

তফসিলি জাতি

তফসিলি উপজাতি

(চার) অন্যান্য স্নাতক

(পাঁচ) অন্যান্য

যাদের মধ্যে—তফসিলি জাতি

তফসিলি উপজাতি

১১১। সংশ্লিষ্ট বৎসরে রূপায়িত চুক্তির
মূল্য (বন শ্রমিক সমিতির ক্ষেত্রে
প্রযোজ্য নয়)। যার মধ্যে টাকা

(এক) কর্ম প্রদানকারী সংস্থাগুলি

(এ) সরকার টাকা

(বি) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ টাকা

(সি) অন্যান্য টাকা

১১২। সংশ্লিষ্ট বৎসরের শেষে প্রাপ্য বিল — টাকা

(এ) সরকার — টাকা

(বি) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ — টাকা

(সি) অন্যান্য — টাকা

১১৩। নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি/শ্রমিক সংখ্যা

(এ) সদস্য :

(এক) ডিগ্রিপ্রাপ্ত

যাদের মধ্যে—

তফসিলি জাতি

তফসিল উপজাতি

(দুই) ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত

যাদের মধ্যে—তফসিলি জাতি

তফসিলি উপজাতি

(তিন) অন্যান্য স্নাতক

যাদের মধ্যে—-তফসিলি জাতি

তফসিলি উপজাতি

(চার) শ্রমিক

যাদের মধ্যে—তফসিলি জাতি

তফসিলি উপজাতি

(পাঁচ) অন্যান্য

যাদের মধ্যে—তফসিলি জাতি

তফসিলি উপজাতি

(বি) সদস্য বহির্ভূত ও অন্যান্য — সংখ্যা

যাদের মধ্যে

তফসিলি জাতি

তফসিলি উপজাতি

১১৪। প্রদত্ত মজুরি

(এক) সদস্যদের

যাদের মধ্যে

তফসিলি জাতি

তফসিলি উপজাতি

(দুই) অন্যান্য

যাদের মধ্যে

তফসিলি জাতি

তফসিলি উপজাতি

১১৫। সংশ্লিষ্ট বৎসরে অর্জিত আয়

১১৬। বণ্টিত ভোগ্যপণ্যের মূল্য

(বন শ্রমিকসমিতিসমূহের জন্য নিম্নলিখিত আরও তথ্য দিতে হবে)

১১৭। মোট সদস্য সংখ্যা

১১৮। মোট সদস্যের মধ্যে কতজন

কর্মী বনজ সামগ্রী সংগ্রহে নিয়োগপ্রাপ্ত

যাদের মধ্যে—তফসিলি জাতি

তফসিলি উপজাতি

১১৯। গৃহীত জঙ্গল ঠিকাদারির মূল্য

(এক) যার মধ্যে কর্ম প্রদানকারী সংস্থাগুলি

(এ) সরকার

(বি) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

(সি) অন্যান্য

(ডি) মোট

১২০। সংগৃহীত বনজ সামগ্রীর মূল্য

১২১। বিক্রয়ের মূল্য

ঈ—পরিবহণ সমিতি

১২২। সমিতিটি প্রাক্তন সৈনিকদের দ্বারা
গঠিত কি না (সম্পূর্ণভাবে)

১২৩। সমিতির মালিকানাধীন গাড়ি সংখ্যা মূল্য

১২৪। সংশ্লিষ্ট বৎসরের ব্যবসা বাহিত যাত্রী সংখ্যা বাহিত মালপত্রের পরিমাণ (টনে)

১২৫। সংশ্লিষ্ট বৎসরে ব্যয়
মজুরি
জ্বালানির মূল্য
অনুমোদিত অবচয়
সামান্য ধরনের বদল

১২৬। সংশ্লিষ্ট বৎসরে পরিবহণ বাবদ আয়

বি—অংশ—চতুর্থ পরিশিষ্ট

বহু রাজ্য ভিত্তিক সমিতি/অন্যান্য অ-ঋণদান/ছাত্র সমবায়/বিদ্যুৎ সমবায়
ইউনিয়ন/দুগ্ধ সরবরাহ/মৎস্য/অন্যান্য গৃহপালিত প্রাণী/
তন্তুবায়/অন্যান্য শিল্প/মহিলা সমবায় প্রভৃতি সমিতিসমূহ—

(এ) বহু রাজ্যভিত্তিক সমবায়

১২৭। সমিতির নাম

১২৮। নিবন্ধনের স্থান ও তারিখ

১২৯। কার্যালয়ের সংখ্যা

১৩০। কার্যকর এলাকা
(এ) রাজ্যসমূহ/কেন্দ্র শাসিত
অঞ্চলসমূহের নাম
(বি) জেলার সংখ্যা

১৩১। গৃহীত কাজকর্মের ধরন (ঋণ, ক্রেতা, আবাসন প্রভৃতি কোন ধরনের কাজ-কর্ম করে তা লিখতে হবে)

১৩২। (এ) কাজের প্রকৃতি (নির্দিষ্ট করে লিখতে হবে)

(বি) উৎপাদন/ক্রয়ের মূল্য

(সি) সম্পাদিত চুক্তির মূল্য

(ডি) বিক্রয়ের মূল্য

১৩৩। নিম্নলিখিত সামগ্রী বণ্টনের মূল্য	উৎপাদন/ক্রয় টাকা	বিক্রয় টাকা
(এ) ভোগ্যপণ্য		
(বি) সার		

১৩৪। মালিকানাধীন গুদামের ধারণক্ষমতা (টনে)

(এ) সংখ্যা

(বি) প্রধান সামগ্রী (নির্দিষ্ট করে লিখতে হবে)

(সি) অন্যান্য সামগ্রী (নির্দিষ্ট করে লিখতে হবে)

১৩৫। হিমঘরসমূহের বিবরণ—

এ) প্রতিষ্ঠিত হিমঘর ইউনিটের সংখ্যা

(বি) ধারণক্ষমতা (মেট্রিক টনে)

(সি) সংশ্লিষ্ট বৎসরে সংরক্ষিত পণ্য সামগ্রীর পরিমাণ (মেট্রিক টনে)

(এক) মালিক হিসাবে

(দুই) নিযুক্তক হিসাবে

(ডি) প্রধান	প্রধান পণ্যসামগ্রী	সামগ্রীর নাম	দফার (আইটেম) সংখ্যা	প্যাকিং ওজন বাক্সের সংখ্যা

(এক) সংরক্ষিত ও ওজন

১৩৬। সরবরাহ সংক্রান্ত (পরিষেবা) কাজের বিবরণ	প্রদত্ত পরিষেবার প্রকৃতি	মূল্য	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা	প্রদত্ত প্রায়োগিক পরিষেবার মূল্য

১৩৭। অন্যান্য পরিষেবা—	পরিষেবার প্রকৃতি	মোট মূল্য
প্রায়োগিক		
প্রশিক্ষণ		
উপদেশাত্মক		
বিবিধ		

১৩৮। জুনের শেষ নাগাদ বাকি কর্জ টাকা

(এ-অংশ উল্লিখিত)

(এক) স্বল্প মেয়াদি (কার্যকর মূলধন) টাকা

(দুই) মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি (টাকা)
(নিরুদ্ধ মূলধন)

(তিন) অন্যান্য টাকা

(বি) অন্যান্য অ-ঋণদান সমবায় সমিতি

১৩৯। মোট সদস্য—

যাদের মধ্যে কাজ করছে না—

১৪০। প্রদত্ত পরিষেবা (সার্ভিসেস্) থেকে

আয়

(সি) ছাত্র সমবায়

১৪১। সমিতির প্রকার (বিদ্যালয় সমবায়/মহাবিদ্যালয় সমবায়/বিশ্ববিদ্যালয় সমবায়)

১৪২। সদস্য

(এ) ছাত্র

(বি) শিক্ষক

(সি) অন্যান্য

১৪৩। আদায়ীকৃত অংশগত মূলধন

(এ) সরকার	টাকা	টাকা
(বি) ব্যক্তি যাদের মধ্যে		টাকা
(এক) ছাত্র	টাকা	
(দুই) শিক্ষক	টাকা	
(তিন) অনান্য	টাকা	

১৪৪। ক্রয়		টাকা
১৪৫। বিক্রয় (মোট) যার মধ্যে		টাকা
(এ) পাঠ্য পুস্তক	টাকা	
(বি) মনিহারি দ্রব্যাদি	টাকা	
(সি) অন্যান্য	টাকা	

১৪৬। মোট আয়

১৪৭। সহায়ক (সাবসিডি)

(এ) সরকার থেকে

(বি) জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগম থেকে

(সি) অন্যান্য উৎস থেকে

(ডি) বিদ্যুৎ সমবায়

১৪৮। সমিতির নাম

১৪৯। সংশ্লিষ্ট বৎসরে বৈদ্যুতিকৃত গ্রামের সংখ্যা

১৫০। জুনের শেষ নাগাদ বৈদ্যুতিক সংযোগের (সার্ভিস কানেক্‌শনের) সংখ্যা—

(এ) কৃষিজীবী

(বি) শিল্পসংক্রান্ত

(সি) গার্হস্থ্য ও বাণিজ্যিক

(ডি) অন্যান্য

১৫১। সংশ্লিষ্ট বৎসরে মোট সংযোজিত ভার (লোড-কিলোওয়াট)

(এ) সংশ্লিষ্ট বৎসরে বিক্রয় (ইউনিট)

১৫২। সংশ্লিষ্ট বৎসরে অর্জিত আয় — পরিমাণ

(এ) বিদ্যুৎ বিক্রয়

(বি) বিবিধ

(সি) অন্যান্য

১৫৩। নিবার্হিত ব্যয় — পরিমাণ

(এ) বিদ্যুতের মূল্য

(বি) পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য

(সি) অন্যান্য

১৫৪। সংশ্লিষ্ট বৎসরে প্রদত্ত মজুরি — পরিমাণ

যাদের মধ্যে—তফসিলি জাতি

তফসিলি উপজাতি

১৫৫। কত একক (ইউনিট) বিদ্যুৎ কেনা হয়েছে—

(ঙ) সমবায় ইউনিয়ন ও সংগঠনসমূহ

১৫৬। সদস্য — সংখ্যা

(এ) সমিতিসমূহ — সংখ্যা

(এক) প্রাথমিক — সংখ্যা

(দুই) কেন্দ্রীয় — সংখ্যা

(বি) ব্যক্তি ও অন্যান্য

১৫৭। নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষা ও প্রচার কর্মীর সংখ্যা — সংখ্যা

১৫৮। কর্মরত এককের (ইউনিটের) সংখ্যা

১৫৯। বেসরকারি কর্মিদের প্রশিক্ষণ — সংখ্যা

(এ) ৪ সপ্তাহের (সম্পাদকদের কোর্স)

(এক) সম্পাদক ও ম্যানেজারগণ — সংখ্যা

(দুই) সম্ভাব্য যুব নেতৃবৃন্দ — সংখ্যা

(বি) পরিচালকবর্গের কোর্স — সংখ্যা

(এক) পরিচালন পর্ষদের সদস্য — সংখ্যা

(দুই) পরিচালন পর্ষদের সম্ভাব্য সদস্য — সংখ্যা

(সি) সাধারণ সদস্য — সংখ্যা

(ডি) সদস্য ব্যতিরেকে অন্যান্য — সংখ্যা

১৬০। আয় টাকা

(এক) সরকারি অনুদান টাকা

(দুই) শিক্ষা তহবিল টাকা

(তিন) অন্যান্য টাকা

১৬১। মোট ব্যয় টাকা

(এফ) দুগ্ধ সরবরাহ সমবায় সমিতিসমূহ

১৬২। ক্রীত দুধ টাকা

(এ) সদস্যদের কাছ থেকে

যাদের মধ্যে

তফসিলি জাতি টাকা

তফসিলি উপজাতি টাকা

(বি) সদস্য ব্যতিরেকে অন্যান্যদের কাছ থেকে টাকা

যাদের মধ্যে

তফসিলি জাতি টাকা

তফসিলি উপজাতি টাকা

১৬৩। প্রকরণ সংক্রান্ত কাজকর্ম

(সংশ্লিষ্ট বৎসরে উৎপাদন) টনে

(এক) মাখন

(দুই) ঘি

(তিন) কনডেন্সড দুধ

(চার) পনির

(পাঁচ) গুড়া দুধ

(ছয়) শিশু খাদ্য (বেবি ফুড)

(সাত) পনিরের ছানা জাতীয় উপাদান (কেসিয়িন্)

(আট) দুগ্ধশর্করা (ল্যাক্টোস)

(নয়) পশু খাদ্য

(দশ) অন্যান্য উৎপাদিত সামগ্রী

১৬৪। বিক্রয় টাকা টাকা

(এ) দুধ

(বি) দুগ্ধজাত সামগ্রী

(সি) অন্যান্য

(ডি) মৎস সমবায়

১৬৫। সমিতির প্রকার (সামুদ্রিক মৎসচাষ/অন্তর্দেশীয় মৎস্য চাষ)

১৬৬। সদস্য মোট তফসিলি জাতি তফসিলি উপজাতি

সামুদ্রিক মৎস্যচাষ

অন্তর্দেশীয় মৎস্যচাষ

১৬৭। সম্ভার (স্টক)

(এ) মৎস্য

(বি) মৎস্য শিকারে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি

১৬৮। মৎস্য ধরার অধিকার লাভের জন্য প্রদত্ত অর্থ

১৬৯। মৎস্য শিকার (ক্যাচ)

(এ) পরিমাণ (টনে)

(বি) মূল্য

১৭০। বিক্রয়

মোট যার মধ্যে রপ্তানি টনে পরিমাণ মূল্য

(এ) মাছ

(এক) মোট

(দুই) নিযুক্তক হিসাবে

(বি) মৎস্য জাত সামগ্রী

(সি) মৎস্য শিকারে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি

(ডি) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করে লিখতে হবে)

১৭১। হিমঘর

(এ) প্রতিষ্ঠিত এককসমূহের (ইউনিটস) সংখ্যা

(বি) সংরক্ষণ ক্ষমতা (টনে)

(সি) সংশ্লিষ্ট বৎসরে মৎস্য ও মৎস্যজাত সামগ্রী সংরক্ষণের পরিমাণ (টনে)

(এক) মালিক হিসাবে

(দুই) নিযুক্তক হিসাবে

(এইচ) অন্যান্য গৃহপালিত পশু। পশুজাত সামগ্রী (ঘি, অন্যান্য পশুজাত সামগ্রী। হাঁস-মুরগি পালন। অন্যান্য গৃহপালিত পশু)

১৭২। যে সমস্ত গ্রাম থেকে কৃষি পণ্য। ঘি। হাঁস-মুরগি, অন্যান্য গৃহপালিত পশু সংগৃহীত হয় তাদের সংখ্যা—

(আই) মহিলাদের সমবায়, তন্তুবায় ও বিভিন্ন ধরনের শিল্প সমবায় সমিতি যেমন, তালগুড়, অন্যান্য গ্রামীণশিল্প; হস্তশিল্প, ইন্‌জিনিয়ারিং শিল্প, চর্মশিল্প, নারিকেলের ছোবড়াশিল্প, গুটিপোকার চাষ, চর্ম সংস্কার (টার্নিং) ও চর্ম নিষ্কাশন (ফ্লোয়িং) এবং অন্যান্য বিবিধ শিল্প সমবায় সমিতি।

১৭৩। সমিতির প্রকার (উপরি বর্ণিত বিভাগ অনুসারে)

১৭৪। আদায়ীকৃত মূলধন	মোট	তফসিলি জাতি	তফসিলি উপজাতি

ব্যক্তি ও অন্যান্য

(এ) অংশ ক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সরকারি ঋণ থেকে

(বি) নিজেদের সংস্থান থেকে

১৭৫। অন্তিম সম্ভার

(এ) কাঁচামাল

(বি) ব্যবহারযোগ্য (ফিনিশ্‌ড) সামগ্রী

(সি) সুতা

১৭৬।

উৎপাদন ও বিক্রয় কর্মে রত সমিতি	সরবরাহ, বিক্রয় ও অন্যান্য পরিষেবা প্রদায়ী সমিতি	উৎপাদন ও বিক্রয় এবং সরবরাহ, বিক্রয় ও অন্যান্য পরিষেবা প্রদায়ী সমিতি
(এক)	(দুই)	(তিন)

(এ) ক্রীত সুতা/কাঁচামালের মূল্য

(বি) প্রকরণের উদ্দেশ্যে ক্রীত বস্ত্র-সামগ্রী/ সামগ্রীর মূল্য

(সি) কাঁচামালের সরবরাহ

(এক) সদস্যদের

(দুই) সদস্য ব্যতিরেকে অন্যান্যদের

(ডি) সরঞ্জাম সরবরাহ

(এক) সদস্যদের

(দুই) সদস্য ব্যতিরেকে অন্যান্যদের

(ঈ) বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রীত বস্ত্র/ সামগ্রীর মূল্য

(এক) সদস্যদের কাছ থেকে

(দুই) অন্যান্যদের কাছ থেকে

(এফ) উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয়

(এক) সদস্যদের কাছ থেকে প্রাপ্ত

(দুই) অন্যান্যদের কাছ থেকে প্রাপ্ত

(জি) প্রদত্ত মজুরি

(এইচ) অন্যান্য উৎপাদনজনিত ব্যয়

১৭৭। তাঁতের সংখ্যা যার মধ্যে চালু আছে	মোট	তফসিলি জাতি	তফসিলি উপজাতি

১৭৮। (এ) বিক্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা

(বি) নমুনা (প্যাটার্ন) তৈরির কারখানা

(সি) রং করার গৃহাদি

(ডি) সাধারণ পরিষেবা বা সুবিধাদানের কারখানা

(এক) কারখানার সংখ্যা

(দুই) প্রদত্ত পরিষেবাদি থেকে আয়

১৭৯। বিক্রয় (কেবলমাত্র মহিলাদের সমিতির জন্য)

যার মধ্যে

(এক) কাঁচামাল

(দুই) ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি (ফিনিশড্ গুড্স্)

নিদর্শ—১৬

[নিয়ম ৭৩ (১)]

১৯........সালের......তারিখে যে তিন মাস শেষ হয়েছে সেই সময়ে........সমবায় সমিতি কেমন কাজ করেছে তৎসম্বলিত ত্রৈমাসিক রিটার্নের নিদর্শ

১। সদস্যপদ ব্যক্তি সমিতি

(এ) বিগত তিন মাসের শেষে যে সংখ্যা ছিল—

(বি) আলোচ্য তিন মাসের মধ্যে ভর্তির সংখ্যা

(সি) আলোচ্য তিন মাসের মধ্যে যে সংখ্যক সদস্যপদের অবসান হয়েছে—

(ডি) মোট—

২। নিজস্ব মূলধন	গৃহীত		আদায়ীকৃত	
	অগ্রাধিকার বিশিষ্ট	সাধারণ	অগ্রাধিকার বিশিষ্ট	সাধারণ
(১) অংশগত মূলধন—				
(এ) গত তিন মাস কালের শেষে মোট পরিমাণ—				
(বি) আলোচ্য তিন মাসের মধ্যে গৃহীত ও আদায়ীকৃত পরিমাণ—				
(সি) মোট—				
(ডি) সংশ্লিষ্ট তিন মাসের মধ্যে যে পরিমাণ ফেরত দেওয়া হয়েছে —				
(ঈ) সংশ্লিষ্ট তিন মাসের শেষে স্থিত পরিমাণ—				
(২) সংরক্ষিত ও অন্যান্য তহবিল—				
১(এ) সংরক্ষিত তহবিল—				
(বি) পৃথকভাবে লগ্নিকৃত—				
২(এ) অন্যান্য তহবিল— (নির্দিষ্ট করে দিতে হবে)				
(বি) পৃথকভাবে লগ্নিকৃত—				
৩। ঋণ গ্রহণ				
(১) আমানতসমূহ				
(এ) স্থায়ী আমানত—				
১(এ) গত তিন মাসের শেষে স্থিত আমানতের মোট পরিমাণ—				
(বি) সংশ্লিষ্ট তিন মাসের মধ্যে পাওয়া আমানতের পরিমাণ—				

(সি) আলোচ্য তিন মাস কালের মধ্যে
পরিশোধিত আমানতের পরিমাণ

(ডি) সংশ্লিষ্ট তিন মাসের শেষে স্থিত—

(এক) সদস্যদের নিকটে—

(দুই) সদস্য বহির্ভূতদের নিকটে—

দেয় সুদের গড় হার—

২—আগামী নয় মাসের প্রতি তিন-
মাসে যে পরিমাণ আমানতের
মেয়াদ পূর্ণ হবে—

(এক) —তারিখে যে তিন মাস
শেষ হবে সেই তারিখে— —
— —টাকার আমানতের
মেয়াদ পূর্ণ হবে—

(দুই) —তারিখে যে তিন মাস
শেষ হবে সেই তারিখে— —
— —টাকার আমানতের
মেয়াদ পূর্ণ হবে—

(তিন) —তারিখে যে তিন মাস
শেষ হবে সেই তারিখে— —
— —টাকার আমানতের
মেয়াদ পূর্ণ হবে—

বি—চলতি আমানত—

(এ) গত তিন মাসের (লাস্ট কোয়ার্টার)
শেষে স্থিত আমানতের
মোট পরিমাণ —

(বি) সংশ্লিষ্ট তিন মাসের মধ্যে প্রাপ্ত

(সি) সংশ্লিষ্ট তিন মাসের মধ্যে পরিশোধিত—

(ডি) আলোচ্য তিন মাসের শেষে স্থিত
(এক) সদস্যদের কাছ থেকে—
(দুই) সদস্য বহির্ভূতদের কাছ
থেকে দেয় সুদের গড় হার

সি—সঞ্চয়ী আমানত

(এ) গত তিন মাসের (লাস্ট কোয়ার্টার)
শেষে স্থিত আমানতের
মোট পরিমাণ

(বি) সংশ্লিষ্ট তিন মাসের মধ্যে
পাওয়া আমানতের পরিমাণ—

(সি) আলোচ্য তিন মাসের মধ্যে পরিশোধিত
আমানতের পরিমাণ—

(ডি) সংশ্লিষ্ট তিন মাসের শেষে স্থিত—
(এক) সদস্যদের কাছ থেকে
(দুই) সদস্য বহির্ভূতদের কাছ থেকে
দেয় সুদের গড় হার

(২) রাজ্য সমবায় ব্যাংকের সাথে হিসাব

এ—কর্জের হিসাব

(এ) গত তিন মাসের (লাস্ট কোয়ার্টার)
শেষে দেয় টাকা—

(বি) আলোচ্য তিন মাসের মধ্যে
গৃহীত কর্জের টাকা

(সি) আলোচ্য তিন মাসের মধ্যে যে
টাকা শোধ করা হয়েছে

(ডি) আলোচ্য তিন মাসের শেষে স্থিতি

(ঈ) খেলাপি টাকার পরিমাণ

(বি)—রোক ঋণ (ক্যাশ ক্রেডিট) ও জমাতিরিক্ত গ্রহণ সংক্রান্ত হিসাব—

(এ) মঞ্জুরিকৃত সর্বোচ্চ কর্জসীমা

(বি) গত মাসের (লাস্ট কোয়ার্টার) শেষ পর্যন্ত যে টাকা নেওয়া হয়েছে—

(সি) গত তিন মাসের মধ্যে যে পরিমাণ টাকা নেওয়া হয়েছে

(ডি) গত তিন মাসের মধ্যে যে পরিমাণ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে

(ঈ) সংশ্লিষ্ট তিন মাসের শেষে যে পরিমাণ টাকা জমাতিরিক্ত গ্রহণ (ওভার ড্রাফ্‌ট) বা অধিবিকর্ষ ছিল

(এফ) রোক-ঋণের যে পরিমাণ টাকা নেওয়া হয় নাই তার স্থিতি

সি—চলতি হিসাব

(এ) গত তিন মাসের (লাস্ট কোয়ার্টার) শেষে স্থিত

(বি) সংশ্লিষ্ট তিন মাসের মধ্যে প্রাপ্ত

(সি) আলোচ্য তিন মাসের মধ্যে পরিশোধিত

(ডি) আলোচ্য তিন মাসের শেষে স্থিত

(৩) অন্যান্য ব্যাংকে স্থিত হিসাব........

এ—রোক-ঋণ ও অধিবিকর্ষ বিষয়ক হিসাব—

(এ) ঊর্ধ্বপক্ষে মঞ্জুরিকৃত ঋণের পরিমাণ

(বি) বিগত তিন মাসের (লাস্ট কোয়ার্টার) শেষ পর্যন্ত গৃহীত অর্থের পরিমাণ

(সি) আলোচ্য তিন মাসের মধ্যে যে
পরিমাণ টাকা নেওয়া হয়েছে

(ডি) আলোচ্য তিন মাসের মধ্যে যে
টাকা শোধ দেওয়া হয়েছে

(ঈ) তিন মাসের শেষে স্থিত অধিবিকর্ষ

(এফ) রোক-ঋণের যে পরিমাণ টাকা
নেওয়া হয় নাই তার স্থিতি

বি—চলতি হিসাব

(এ) গত তিন মাসের (লাস্ট কোয়ার্টার)
শেষে স্থিত

(বি) আলোচ্য তিন মাসের মধ্যে প্রাপ্ত

(সি) আলোচ্য তিন মাসের মধ্যে পরিশোধিত

(ডি) আলোচ্য তিন মাসের শেষে স্থিত

৪। বিনিয়োগ	ব্যক্তি	সমিতি

কর্জ ও সুদ (সদস্য সম্পর্কে)

এ—(এ) বিগত তিন মাসের (লাস্ট
কোয়ার্টার) শেষে অশোধিত
কর্জের উদ্বর্ত

(বি) আলোচ্য তিন মাসের মধ্যে প্রদত্ত
কর্জের পরিমাণ

(সি) আলোচ্য তিন মাসের মধ্যে আদায়ের
পরিমাণ

(ডি) আলোচ্য তিন মাসের শেষে উদ্বর্ত
টাকার পরিমাণ
গড়ে যে হারে সুদ পাওয়া যায়

(বি) খেলাপি কর্জের টাকা আদায়

(এ) (এক) গত তিন মাসের (লাস্ট কোয়ার্টার) শেষে খেলাপি আসল টাকার পরিমাণ

(দুই) যে পরিমাণ পাওনার ক্ষেত্রে পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে—

(তিন) যে পরিমাণ টাকা আদায় হয়েছে

(চার) (আলোচ্য তিন মাসের শেষে খেলাপি) উদ্বর্ত টাকার পরিমাণ

(বি) (এক) আলোচ্য তিন মাসের মধ্যে যে সমস্ত কিস্তি পাওনা হয়েছে—

(দুই) যে পরিমাণ টাকা সম্পর্কে পরিশোধের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে—

(তিন) যে পরিমাণ টাকা আদায় হয়েছে

(চার) আলোচ্য তিন মাসের শেষে খেলাপি উদ্বর্ত টাকার পরিমাণ

(সি) (এক) খেলাপি কর্জের মোট যে পরিমাণ অনাদায়ী থাকে [(এ) (চার) ও (বি) (চার) এর যোগফল]

(দুই) খেলাপি কর্জের যে টাকার পরিশোধের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে [(এ) (দুই) ও (বি) (দুই) এর যোগফল]

(তিন) ঋণের যে টাকা এখনও প্রাপ্য হয় নাই

(চার) মোট—

সি—সদস্যদের কাছ থেকে সুদ আদায়

(এ) (এক) গত তিন মাস কালের (লাস্ট কোয়ার্টার) শেষে খেলাপি সুদের পরিমাণ
(দুই) যে পরিমাণ সুদ আদায় হয়েছে
(তিন) উদ্বর্ত

(বি) (এক) আলোচ্য তিন মাসের মধ্যে যে পরিমাণ সুদ আদায় যোগ্য হয়
(দুই) যে পরিমাণ সুদ আদায় হয়েছে
(তিন) উদ্বর্ত

(সি) খেলাপি সুদের মোট যে পরিমাণ আলোচ্য তিন মাস কালের শেষে অনাদায়ী থাকে [(এ) (তিন) ও (বি) (তিন) এর যোগফল]

ডি—কারবার গুটিয়ে ফেলার আদেশ দেওয়া হয়েছে এমন সমিতির কাছে পাওনা কর্জের টাকা ও সুদ

		আসল	সুদ
(এ)	গত তিন মাসের (লাস্ট কোয়ার্টার) শেষে স্থিত পাওনা		
(বি)	আলোচ্য তিন মাসের মধ্যে যে সমস্ত সমিতিকে অবসায়নের অধীনে আনা হয়েছে তাদের কাছে পাওনা		
(সি)	মোট—		
(ডি)	যে পরিমাণ টাকা সংগৃহীত হয়েছে		
(ঈ)	আলোচ্য তিন মাসের শেষে উদ্বর্ত টাকা		

(২) সমবায় সমিতিসমূহে বিনিয়োগ (স্থায়ী আমানত, সঞ্চয় আমানত ও চলতি আমানত)

(এ) গত তিন মাসের (লাস্ট কোয়ার্টার) শেষে অশোধিত টাকার পরিমাণ

(বি) আলোচ্য তিন মাসের মধ্যে যে
আমানত রাখা হয়েছে

(সি) আলোচ্য তিন মাসের মধ্যে যে
আমানত তোলা হয়েছে

(ডি) আলোচ্য তিন মাসের শেষে উদ্বর্ত টাকা
গড়ে যে হারে সুদ পাওয়া যায়

(৩) অন্যান্য ব্যাংক ও সমিতিতে বিনিয়োগ
(স্থায়ী আমানত, সঞ্চয় আমানত ও
চলতি আমানত)

(এ) গত তিন মাসে (লাস্ট কোয়ার্টার)
শেষে অশোধিত টাকার পরিমাণ

(বি) আলোচ্য তিন মাসের মধ্যে
যে আমানত রাখা হয়েছে

(সি) আলোচ্য তিন মাসের মধ্যে
যে আমানত তোলা হয়েছে

(ডি) আলোচ্য তিনি মাসের শেষে
উদ্বর্ত টাকা
গড়ে যে হারে সুদ পাওয়া যায়

(৪) ন্যাসরক্ষকের প্রতিভূতি পত্রসমূহ

(এ) গত তিন মাসের (লাস্ট কোয়ার্টার)
শেষে অশোধিত টাকার পরিমাণ

(বি) আলোচ্য তিন মাসের মধ্যে
যে আমানত রাখা হয়েছে

(সি) আলোচ্য তিন মাসের মধ্যে
যে আমানত তোলা হয়েছে

(ডি) আলোচ্য তিন মাসের শেষে উদ্বর্ত টাকা
গড়ে যে হারে সুদ পাওয়া যায়

(৫) আলোচ্য তিনি মাসের শেষে
হাতে মজুত টাকা

১৯............সালের...............তারিখে যে তিন মাস শেষ হয়েছে সেই
তিন মাসের জন্য

(এ) চলতি খাতে (রেভেনিউ) হিসাব

প্রাপ্তি	ব্যয়ন
যে সুদ পাওয়া গেছে	যে সুদ দেওয়া হয়েছে
(এ) নগদ————	(এ) নগদ————
(বি) কাগজপত্রে লেনদেন————	(বি) কাগজপত্রে লেনদেন———
অন্যান্য প্রাপ্তি	কাজচালানোর ব্যয়
(এ) ভর্তি ফি———	(এ) সংস্থা ব্যয়
(বি) দস্তুরি————	(বি) উপমিনিত্ত
(সি) বাটা————	(সি) নিরীক্ষা ফি
(ডি) খাজনা————	(ডি) ভবিষ্যনিধির চাঁদা
(ঈ) ————	(ঈ) ————
মোট————	মোট ————

(বিবিধ)

প্রাপ্তি	ব্যয়ন
দাদন দেওয়া টাকা আদায়	যে টাকা দাদন দেওয়া হয়েছে
(এ) সমিতিসমূহের নিরীক্ষার ফি আদায় ————	(এ) সমিতিসমূহের নিরীক্ষার দরুণ প্রদত্ত ফি
(বি) ————	(বি) ————
অনিশ্চিত হিসাব (সাসপেন্স একাউন্ট) ও ঐ ধরনের অন্যান্য হিসাব	অনিশ্চিত হিসাব (সাসপেন্স একাউন্ট ও ঐ ধরনের অন্যান্য হিসাব
(বি) বিক্রয়যোগ্য জিনিসপত্র (সম্ভার, নিদর্শ ইত্যাদি) বাবদ প্রাপ্ত	(এ) বিক্রয়যোগ্য জিনিসপত্র (সম্ভার, নিদর্শ ইত্যাদি) ক্রয় বাবদ
(বি) ————	(বি) ————
প্রারম্ভিক মজুত	অন্তিম মজুত————
মোট————	মোট————
সর্বমোট————	সর্বমোট————

সম্পাদক/মুখ্য নির্বাহী আধিকারিকের

স্বাক্ষর————

তারিখ————

নিদর্শ—১৭

৫২ ধারা মোতাবেক ঘোষণার নিদর্শ

[নিয়ম—৯১ (১)]

আমি শ্রী— — — — — — — — — — — — — — — (বয়স — — — — —) — স্থানে বসবাসকারী— — — — — — — — — — — — — — — — — — সীমাবদ্ধ/ সীমাহীন দায়িতা বিশিষ্ট সমিতির সদস্যভুক্ত হওয়ার পর সমিতির নিকট থেকে কর্জ গ্রহণে ইচ্ছুক হওয়ায় ১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের ৫২ ধারা মোতাবেক এই ঘোষণা করছি যে আমি তফসিলে বর্ণিত জমির মালিক/জমিতে রায়ত হিসাবে আমার স্বার্থ আছে এবং আমি সমিতির অনুকূলে সংশ্লিষ্ট জমি/স্বার্থের উপর প্রভার সৃষ্টি করছি যার বলে কর্জ ও অগ্রিমের সুদ সহ————টাকার সর্বোচ্চসীমা সাপেক্ষে সমিতি আমাকে ঋণ দিতে পারে এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজনানুসারে সমস্ত অগ্রিম দিতে পারবে।

তফসিল

গ্রামের নাম	থানার নাম	জেলার নাম	খতিয়ান নং অর্থাৎ জে এল নং সি এস প্লট নং	মৌজা
	২	৩	৪	৫

চৌহদ্দি	আয়তন একরে বা এক একরের দশমাংশে	কর নিরূপণ টাকা পয়সা	আনুমানিক মূল্য	
৬	৭	৮(এ)	৮(বি)	৯
দক্ষিণ উত্তর পূর্ব পশ্চিম				

দায় যদি থাকে প্রকৃতি পরিমাণ	মন্তব্য যদি কিছু থাকে
১০ (এ) ১০ (বি)	১১

১৯ — — — — — — —সালের — — — — — —তারিখে সাক্ষী হিসাবে আমি শ্রী — — — — — — — — — এতদ্দ্বারা স্বাক্ষর করছি।

নিম্নলিখিতদের উপস্থিতিতে উপরিলিখিত

নামে স্বাক্ষরিত ও সম্পাদিত হয়েছে

(১) আবেদনকারী/কর্জগ্রহণকারীর স্বাক্ষর

(২) যার দ্বারা প্রত্যায়িত—

নিদর্শ—১৮

৫২ ধারা মতে ঘোষণাসমূহের নিবন্ধপুস্তকের নিদর্শ

[নিয়ম ৯১(২)]

ক্রমিক সংখ্যা	নিবন্ধপুস্তকে নথিভুক্তির তারিখ	সদস্যদের নাম	ঘোষণার তারিখ	যে মৌজায় জমি অবস্থিত তার নাম
১	২	৩	৪	৫

সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণ	মন্তব্য যদি কিছু থাকে	সভাপতি/সম্পাদকের স্বাক্ষর
৬	৭	৮

নিদর্শ— ১৯

৫৩ ধারার ১ উপধারা মোতাবেক ঘোষণার নিদর্শ

[নিয়ম ৯২(১)]

আমি শ্রী— — — — — — — — — — — — — —(বয়স — — — —) — স্থানে বসবাসকারী— — — — — — — — — — — — — — — — সীমাবদ্ধ দায়িতা বিশিষ্ট সমিতির সদস্যভুক্ত হওয়ার পর সমিতির নিকট থেকে কর্জগ্রহণে ইচ্ছুক হওয়ায় ১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের ৫৩ ধারা মোতাবেক এই ঘোষণা করছি যে —

(এ) আমি রায়ত হিসাবে উদ্ধৃত প্রথম তফসিলে বর্ণিত জমির মালিক,

(বি) নিম্ন উদ্ধৃত প্রথম তফসিলে বর্ণিত জমিতে — — —হিসাবে আমার স্বার্থ আছে,

(সি) ভাগচাষী হিসাবে নিম্ন উদ্ধৃত প্রথম তফসিলে বর্ণিত জমি আমার আইনানুগ অধিকার আছে,

(ডি) নিম্ন উদ্ধৃত দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, মালিক হিসাবে আমার অধীনে আছে/আমার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট,

এবং এতদ্দ্বারা আমি গেহাণ ঘোষণা করছি অর্থাৎ পূর্বোক্ত জমি/স্থাবর সম্পত্তি বা স্বার্থের উপর বিশেষ প্রভার সৃষ্টি করছি। উদ্দেশ্য হ'ল সুদ সহ সংশ্লিষ্ট কর্জের— — — — — —টাকার সর্বোচ্চসীমা সাপেক্ষে সমিতি ভবিষ্যতের সর্বপ্রকার ঋণসহ আমাকে যে ঋণ দিতে পারে তা পরিশোধ করা এবং আমি এতদ্দ্বারা আরো ঘোষণা করছি যে, সুদসহ উপরিউক্ত কর্জ পরিশোধে খেলাপ করলে আদালতের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে জমি/স্থাবর সম্পত্তি/স্বার্থ বিক্রির অধিকার সমিতির থাকবে।

প্রথম তফসিল

(১) গ্রামের নাম

(২) থানার নাম

(৩) জেলার নাম

(৪) খতিয়ান নং, মৌজা (জে এল নং), সি এস প্লট নং

(৫) চৌহদ্দি

(এ) দক্ষিণ

(বি) উত্তর

(সি) পূর্ব

(ডি) পশ্চিম

(৬) একরে আয়তন

(৭) কর নিরূপণ ঃ টাকা

(৮) আনুমানিক মূল্য ঃ

(৯) দায় যদি থাকে

(এ) প্রকৃতি

(বি) পরিমাণ

(১০) মন্তব্য

দ্বিতীয় তফসিল

(১) গ্রামের নাম

(২) থানার নাম

(৩) জেলার নাম

(৪) স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

(এ) বর্ণনা

(বি) অবস্থান

(সি) আনুমানিক মূল্য

(ডি) দায় যদি থাকে

(৫) মন্তব্য ঃ

১৯—————সালের——————————তারিখে সাক্ষী হিসাবে আমি শ্রী————————————এতদ্দ্বারা স্বাক্ষর করছি।

নিদর্শ—২০

৫৩ ধারার (১) উপধারা মতে ঘোষণার নিবন্ধপুস্তকের নিদর্শ

[নিয়ম ৯২(২)]

ক্রমিক সংখ্যা	নিবন্ধপুস্তকে নথিভুক্তির তারিখ	আবেদনকারীর নাম	সদস্যদের নিবন্ধপুস্তকে আবেদনকারী/কর্জ গ্রহণকারীর ক্রমিক সংখ্যা	ঘোষণার তারিখ
১	২	৩	৪	৫

যে মৌজায় সম্পত্তি রয়েছে তার নাম	কর্জের পরিমাণ	মন্তব্য যদি কিছু থাকে	পদের নাম যা-ই হ'ক না কেন, মুখ্য কর্মাধ্যক্ষের স্বাক্ষর ও পদের নাম
৬	৭	৮	৯

নিদর্শ—২১

৫৬ ধারা মোতাবেক সেচ সেবিত এলাকার সীমারেখা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে আবেদনপত্রের নিদর্শ

[নিয়ম ৯৩(১)]

— — — — — — — জেলার সমাহর্তা সমীপেষু,

১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গবীয় সমবায় আইনের (১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় ৪৫ আইনের) ৫৬ ধারামতে সেচসেবিত এলোকার সীমারেখা নির্ধারণ করে দেওয়ার জন্য— — — — — — — — — — — — — — — —সমবায় সমিতির দরখাস্ত।

১। সমিতির বিশেষ বিবরণসমূহ

(এ) সমিতির নিবন্ধভুক্ত নাম ঃ

(বি) সমিতি স্থাপনের তারিখ
(নিবন্ধন সংখ্যা ও তারিখ
উল্লেখসহ) ঃ—

(সি) ঠিকানা ঃ

২। সেচ উৎসের বিশেষ বিবরণসমূহ

(এ) সীমানাসহ বর্ণনা— — —

(বি) স্থানীয় নাম, যদি থাকে —

৩। সেচর সুবিধা পাওয়ার অধিকারী ব্যক্তিদের বিশেষ বিবরণ (সদস্য ও সদস্য বহির্ভূত ব্যক্তিদের তালিকা পৃথকভাবে দিতে হবে)

সদস্য বা সদস্য বহির্ভূত ব্যক্তিদের নাম ও ঠিকানা	দাগ নং	কোন শ্রেণির জমি	সীমানা	পরিমাণ একর দশমিক (শতক)		মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

সম্পাদক/মুখ্য নির্বাহী
আধিকারিকের স্বাক্ষর

নিদর্শ—২২

৫৬ ধারা মোতাবেক নোটিস

[নিয়ম ৯৩(৩)]

এতদ্দ্বারা নোটিস দেওয়া যাচ্ছে যে, সেচের উৎস থেকে সেচ সেবিত / উল্লিখিত বাঁধ দ্বারা রক্ষিত / জোতের সমীকরণের, এলাকার সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়ার জন্য

— —

— — — — — — — — — সমিতির — — — — — — — — — — — —

— — — — — (ঠিকানা) নিকট থেকে ১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের (১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় ৪৫ আইন) ৫৬ ধারা মতে একটি দরখাস্ত (নকল এতৎসহ দেওয়া হ'ল) পাওয়া গেছে। — — — — — — — — — —

— — — —(আধিকারিকের পদ পরিচয়) কে — — — — — — — —

— তারিখের মধ্যে সেচসেবিত/সুরক্ষিত/ সমবায় খামার এলাকার একটি মানচিত্র ও তার অন্তর্ভুক্ত চাষ যোগ্য/সুরক্ষিত জমি/একীকরণের উদ্দেশ্যে জমিগুলির একটি বিবরণও প্রস্তুত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও সর্বসাধারণকে এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, উল্লিখিত আধিকারিক যখন অঞ্চল পরিদর্শনে যাবেন তখন তাঁরা যেন তাঁর নিকট উপস্থিত হ'ন এবং তাঁকে মানচিত্র ও বিবরণ প্রস্তুত করতে সাহায্য করেন।

সমাহর্তা

নিদর্শ—২৩

বিবরণের নিদর্শ

[নিয়ম ৯৩(৩)]

(১) যে ব্যক্তির (সদস্য বা সদস্য বহির্ভূত ব্যক্তি) দখলে আছে তাঁর নাম ও ঠিকানা— — —

(২) পঞ্চায়েতের নাম

(৩) খতিয়ান নং

(৪) দাগ নং

(৫) কোন্ শ্রেণির জমি

(৬) একরে পরিমাণ

(৭) সীমানা

তারিখ— স্বাক্ষর—

নিদর্শ—২৪

৫৬ ধারা মোতাবেক সুরক্ষিত এলাকার সীমারেখা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে আবেদনপত্রের নিদর্শ

[নিয়ম ৯৩(৫)]

— ———— জেলা সমাহর্তা সমীপেষু,

১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের (১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় ৪৫ আইন) ৫৬ ধারা মতে বাঁধ দ্বারা সুরক্ষিত এলাকার সীমারেখা নির্ধারণ করে দেওয়ার জন্য— — — — — — — — সমবায় সমিতির দরখাস্ত।

১। সমিতির বিবরণসমূহ—

(এ) সমিতির নিবন্ধভুক্ত নাম

(বি) সমিতি স্থাপনের তারিখ

(নিবন্ধন সংখ্যা ও তারিখ উল্লেখ সহ

(সি) ঠিকানা

২। বাঁধের বিশেষ বিবরণসমূহ—

(এ) সীমানাসহ বর্ণনা

(বি) স্থানীয় নাম, যদি থাকে

৩। বাঁধ দ্বারা উপকৃত জমির ও ব্যক্তিদের বিবরণসহ—

(সদস্য বা সদস্য বহির্ভূত) ব্যক্তিদের নাম ও ঠিকানা	দাগ নং	কোন শ্রেণির জমি	সীমানা	পরিমাণ একর	দশমিক	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

সম্পাদক/মুখ্য নিবাহী

আধিকারীকের স্বাক্ষর

নিদর্শ—২৫

৫৬ ধারা মোতাবেক জোত জমির সমীকরণের জন্য আবেদনপত্রের নিদর্শ

[নিয়ম ৯৩(১০) (এ)]

— — — — জেলা সমাহর্তা সমীপেষু,

১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের (১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় ৪৫ আইন) ৫৬ ধারা মোতাবেক জোত জমির সমীকরণের জন্য— — — — — — — — সমবায় সমিতির দরখাস্ত।

১। সমিতির বিবরণসমূহ—

(এ) সমিতির নিবন্ধভুক্ত নাম

(বি) সমিতি স্থাপনের তারিখ
(নিবন্ধন সংখ্যা ও তারিখ উল্লেখ সহ

(সি) ঠিকানা

২। সমবায় খামার এলাকার বিশেষ বিবরণ সমূহ ঃ—

(এ) সীমানাসহ বর্ণনা

(বি) প্রতিটি সদস্যের নিজস্ব দাগ নং ও অন্যান্য বিষয়ে উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট এলাকার মধ্যে প্লটের অধিকারী সদস্যদের নাম

(সি) প্রতিটি সদস্য বহির্ভূত ব্যক্তির নিজস্ব দাগ নং ও অন্যান্য বিষয় উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট এলাকার মধ্যে প্লটের অধিকারী সদস্য বহির্ভূত ব্যক্তিদের নাম

সম্পাদক/মুখ্য নির্বাহী আধিকারিকের স্বাক্ষর

নিদর্শ—২৬

সদস্য বহিভূর্ত ব্যক্তিদের নির্দেশদানের নিদর্শ

[নিয়ম ৯৩(১০) (ডি)]

১৯৮৭ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় নিয়মাবলীর ৯৩ নিয়মের ১০ উপনিয়মের (ডি) প্রকরণ অনুসারে শ্রী— — — — — — — — — — — — — — — — — —
যিনি নিম্নে বর্ণিত জমির মালিক ও অধিকারী ও যাঁর জমি — — — — — — — — —
— — — — — — — — — সমিতির সমবায় খামার এলাকার মধ্যে পড়েছে তাঁকে এতদ্দ্বারা নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে তিনি যেন সদস্য হওয়ার সমস্ত নিয়মকানুন মেনে ৪৫ দিনের মধ্যে সদস্য হিসাবে সমিতিতে যোগদান করেন।

জমির বিবরণসমূহ— — — — — —

সদস্যপদ গ্রহণে অস্বীকার করলে আইন অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

— — — — — — — — সমবায় সমিতির

সম্পাদক/মুখ্য নির্বাহী আধিকারিকের স্বাক্ষর।

শ্রী— — — — — — — — —

ঠিকানা— — — — — — — —

(সমবায় খামার এলাকায় জমির মালিক/দখলদার এমন সমস্ত সদস্য বহির্ভূত ব্যক্তি)

নিদর্শ—২৭

প্রতিনিধিপত্রের(প্রক্সি) নিদর্শ

[নিয়ম ৯৮(৫) (এক)]

— — — — — — — — — — সমবায় সমিতি লিমিটেড

সমীপেষু,

আমি শ্রী— — — — — — — — — সাকিন— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — জেলা — — — — — — — — — — — — —
১৯— — — — — — সালের— — — — — — — তারিখে— — — — — —

সমবায় সমিতির যে সাধারণ বা অতিরিক্ত সাধারণ সভা হবে সেই সভায় ও তা মুলতুবি রাখা হলে ঐ মুলতুবি সভায় আমার জায়গায় বা পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য——— — সাকিনের— — — — — — — — — — — — — — — — — — —
—কে এতদ্দ্বারা আমার প্রতিনিধি নিযুক্ত করলাম।

আজ ১৯- - — — — — —সালের— — — — — — — — — — —মাসের
— — — — — — — — — — —তারিখে স্বাক্ষর করা হ'ল।

স্বাক্ষর— — — — — —

(স্ট্যাম্প)

সাক্ষী— — — — — —

নাম— — — — — — -

ঠিকানা— — — — — -

নিদর্শ—২৮

বার্ষিক বিবরণ তলব করার নোটিসের নিদর্শ

[নিয়ম ১০৩(১)]

নোটিস

অতঃপর খাতক হিসাবে উল্লিখিত শ্রী— — — — — — — — — — — — —
পিতা/স্বামী— — — — — মৌজার অধিবাসী— — — — — — — — — —
— — — — — থানা— — — — — — — জেলা— — — — — — — —

যে দরখাস্ত করেছেন সেই দরখাস্ত সম্পর্কেঃ

শ্রী— — — — — —পিতা/স্বামী শ্রী— — — — — — — — — — — - -
মৌজার অধিবাসী - — — — — — — — —থানা— — — — — — — — —
জেলা— — — — — — — সমীপেষু— — — — — — —

যেহেতু আপনি উপরিউক্ত খাতকের একজন পাওনাদার হিসাবে সংবাদ পাওয়া গেছে, অতএব আপনাকে নোটিস মারফত এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত খাতকের কাছ থেকে ঋণের/সদস্য পদের জন্য একটি দরখাস্ত পাওয়া গেছে; এবং——————— সমবায় সমিতির বোর্ড ১৯————————সালের——————————মাসের তারিখের——————————টার সময় উক্ত দরখাস্ত বিবেচনা করবে।

আপনাকে এতদ্দ্বারা বলা যাচ্ছে যে আপনি (অত্র সংলগ্ন নিদর্শে) আপনার নিকট উক্ত খাতকের সমুদয় ঋণের সম্পূর্ণ বিষয় সম্বলিত একটি লিখিত বিবরণ আপনার প্রতি এই নোটিস জারির এক মাসের মধ্যে সমিতির সম্পাদকের নিকট দাখিল করবেন।

সমবায় সমিতির শীলমোহর

তারিখঃ

স্বাক্ষর————————————

সমবায় সমিতির সম্পাদক/

মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক

নিদর্শ—২৮এ

পাওনাদারদের দাবি সম্বলিত লিখিত বিবরণ দাখিলের নিদর্শ

[নিয়ম ১০৩(১)]

খাতকের নাম——————————————

ঠিকানা——————————————

ক্রমিক সংখ্যা	তমসুক বা অন্যান্য দলিলপত্রে বর্ণনা সহ ঋণের প্রকৃতি	কোন জমি বন্ধক দেওয়া হলে তার খতিয়ান ও দাগ নম্বর	ঋণ প্রথম যে তারিখে নেওয়া হয়েছিল সেই তারিখ	প্রতিটি তমসুকে প্রদর্শিত সুদের হার
১	২	৩	৪	৫

চলতি তমসুক কার্যকর হওয়ার পর যে টাকা পরিশোধ করা হয়েছে			বর্তমানে যে আসল টাকা পাওনা তার পরিমাণ	পাওনা হিসাবে মোট দাবি	মন্তব্য (পরবর্তী সময়ে কোন ঋণের টাকা দেওয়া হলে এবং আসলের সাথে যোগ হলে তা এখানে লিখতে হবে)
তারিখ	আসল	সুদ			
৬এ	৬বি	৬সি	৭	৮	৯

পাওনাদারের স্বাক্ষর— — — — —

তারিখ— — — — — —

ঠিকানা— — — — — —

নিদর্শ—২৯

সমবায় সমিতির সদস্যপদের জন্য দরখাস্তের নিদর্শ

[নিয়ম ১১৮]

— — — — — সমবায় সমিতির

সম্পাদক/ম্যানেজার/মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক

ম্যানেজিং ডিরেক্টর সমীপেষু,

প্রিয় মহাশয়,

এতদ্দ্বারা আমি আপনার সমিতির সদস্যপদের জন্য দরখাস্ত করছি।

আমি আপনার সমিতির নিবন্ধিকৃত উপবিধি এবং ১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন ও তার অধীন নিয়মাবলী পাঠ করেছি এবং এতদ্দ্বারা আমি ঘোষণা ও অঙ্গীকার

করছি যে উপবিধি, আইন ও নিয়মাবলীর বিধান আমি মেনে চলবো। আমি আপনার সমিতির———————— শেয়ার ক্রয়ে ও নির্ধারিত ভর্তি ফি প্রদানে সম্মত আছি।

এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিবরণ দাখিল করলাম ঃ

১। পুরা নাম — — — — — — — — — — —

২। প্রকৃত জন্ম তারিখ ও ১—১ তারিখে বয়স

৩। পিতার নাম— — — — — — — — — — — —

৪। (এ) স্থায়ী ঠিকানা— — — — — — — — — —

(বি) বর্তমান ঠিকানা— — — — — — — — —

(সি) যোগাযোগের ঠিকানা— — — — — — —

৫। মাসিক আয়সহ পেশা— — — — — — — — —

৬। অন্য কোন সমিতির সদস্য হয়ে থাকলে

তার বিবরণ— — — — — — — — — — —

৭। জাতি— — — — — — — — — — — — — —

৮। ধর্ম— — — — — — — — — — — — —

৯। মনোনীতকের নাম ও ঠিকানা এবং

দরখাস্তকারীর সাথে তার সম্পর্ক— — — — — —

এতদ্দ্বারা আমি ঘোষণা করছি যে, উপরিবর্ণিত কোন বিবরণ কোন সময়ে বেঠিক প্রমাণিত হলে আপনার সমিতিতে আমার সদস্যপদ বাতিলযোগ্য হবে।

আপনার বিশ্বস্ত,

দরখাস্তকারীর স্বাক্ষর/ টিপ সহি— — — — — — —

ডাক যোগে সম্পূর্ণ ঠিকানা— — — — — — — —

নিদর্শ—৩০

৮৮(৩) ধারা মোতাবেক সমবায় আবাসন সমিতিকে যে ত্রৈমাসিক বিবরণ দাখিল করতে হবে তার নিদর্শ

(নিয়ম ১৫৫)

সমিতির নাম— — — — — — — —

নিবন্ধন সংখ্যা— — — — — — — —

১। পরিকল্প—

(এ) অবস্থান—

(বি) পরিকল্পের জন্য জমি, বাড়ি বা অট্টালিকা ক্রয় বা গ্রহণের তারিখ

(সি) অট্টালিকা পরিকল্পনা অনুমোদনের তারিখ

(ডি) পরিকল্পের অধীনে প্লট, বাড়ি বা ফ্ল্যাটের মোট সংখ্যা—

(ই) ন্যস্ত প্লট, বাড়ি বা ফ্ল্যাটের মোট সংখ্যা—

(এফ) প্রতিটি প্লট, বাড়ি বা ফ্ল্যাটের মূল্য—

২। সদস্যতা

(এ) মোট সংখ্যা

(বি) আলোচ্য তিনমাসের পদত্যাগী এবং/বা বহিষ্কৃত সদস্যের সংখ্যা

(সি) সংশ্লিষ্ট তিন মাসে গৃহীত সদস্যের সংখ্যা

৩। সদস্যগণ কর্তৃক প্রদান (পেমেন্ট)—

(এ) অংশগত মূলধন

(বি) জমি, বাড়ি বা ফ্ল্যাটের মূল্য—

(সি) খেলাপিদের সংখ্যা ('এ' পরিশিষ্ট অনুসারে একটি তালিকা দিতে হবে)

৪। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় আবাসন ফেডারেশন লিমিটেডের নিকট থেকে কর্জ—

(এ) মঞ্জুরিকৃত ঋণের মোট পরিমাণ

(বি) কতজন সদস্য সংশ্লিষ্ট তাদের সংখ্যা

(সি) কত টাকা দেওয়া হয়েছে তার মোট পরিমাণ ['এ' পরিশিষ্টে প্রদর্শিত সদস্য পিছু মঞ্জুরি ও প্রদান (রিলিজ)]

৫। চতুর্থ দফায় বর্ণিত কর্জের পরিশোধ—

(এ) ত্রৈমাসিক কিস্তি অনুসারে আলোচ্য তিন মাসের শেষে পরিশোধযোগ্য কর্জের মোট পরিমাণ

(বি) আলোচ্য তিন মাসের শেষে শীর্ষ সমিতিকে পরিশোধ করা ঋণের মোট পরিমাণ

(সি) খেলাপি কিছু থাকলে তার পরিমাণ ('বি' পরিশিষ্টে প্রদর্শিত সদস্য পিছু পরিশোধের অবস্থা)

৬। অন্য কোন সংস্থা থেকে গৃহীত কর্জ (ব্যাংক থেকে গৃহীত অধিবিকর্ষসহ)

(এ) কর্জ প্রদায়ী সংস্থার নাম

(বি) মঞ্জুরিকৃত অর্থের পরিমাণ

(সি) প্রদত্ত (রিলিজড) অর্থের পরিমাণ

৭। সদস্য বহির্ভূত ব্যক্তিদের নিকট থেকে গৃহীত কর্জ বা আমানত

৮। সাধারণসভা

(এ) শেষ বাৎসরিক সাধারণ সভার তারিখ—

(বি) আলোচ্য তিনমাসের অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভার তারিখ —

৯। নিরীক্ষা

(এ) কোন বৎসর পর্যন্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদন পাওয়া গেছে

(বি) কোন বৎসর পর্যন্ত নিরীক্ষার কাজ চলছে

১০। ব্যাংকে আমানত

(এ) ব্যাংকের নাম

(বি) আমানতের পরিমাণ—

(এক) চলতি

(দুই) সঞ্চয়ী

(তিন) স্থায়ী

১১। অন্য কোন আমানত বা বিনিযোগ

১২। আলোচ্য তিন মাসের নগদ টাকার একটি হিসাব (ক্যাশ অ্যাকাউন্ট) ঃ

পরিশিষ্ট—এ

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	ন্যস্ত প্লট/বাড়ি ফ্ল্যাটের সংখ্যা	প্লট/বাড়ি/ফ্ল্যাটের দেয় মূল্য ৪ নিজ দেয় মজুরির (এ)	প্রদান ৪(এ) দফা অনুসারে উদ্দেশ্যে প্রার্থিত কর্জ (বি)	খালাস ৪(বি) দফা অনুসারে	প্রদত্ত অংশগত মূলধন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

পরিশিষ্ট—বি

১	২	৩			
ক্রমিক সংখ্যা	নাম	বিগত তিন মাসের (লাস্ট কোয়ার্টার) শেষে প্রদত্ত অর্থের মোট পরিমাণ			
		(এ)	(বি)	(সি)	(ডি)
		শীর্ষ সমিতিতে অংশগত	গোষ্ঠী বিমা	কিস্তি পরিশোধ	শাস্তিমূলক সুদসহ সুদ

৪

আলোচ্য তিন মাসের মধ্যে প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ

(এ)	(বি)	(সি)	(ডি)
শীর্ষ সমিতিতে অংশগত মূলধন	গোষ্ঠী বিমা	কিস্তি পরিশোধ	শাস্তিমূলক সুদসহ সুদ

নিদর্শ—৩১

হিসাবের নিরীক্ষা বিবরণ

[নিয়ম ১৬১(সি) ও ১৬৯]

নিরীক্ষা কাল— — — — — থেকে— — — — — পর্যন্ত

১। সমিতির নাম ও ঠিকানা :

২। সমিতির শ্রেণি :

৩। নিবন্ধন সংখ্যা ও তারিখ :

৪। সদস্য সংখ্যা—

(এ) ব্যক্তিগণ

(বি) সমিতিসমূহ

৫। কার্যকর মূলধন :

৬। সুদের হার—

(এ) কর্জ দাদনের ওপর

(বি) কর্জ গ্রহণের ওপর

(সি) আমানতের ওপর

৭। বিগত কার্যকর বৎসরের শেষে ঘোষিত লাভাংশের হার— — —

রেওয়া মিলের (ট্রিয়াল ব্যালেন্স) নিদর্শ

ক্রমিক সংখ্যা	হিসাবের নাম	খতিয়ানের পাতা	মোট খরচ	মোট জমা
১।	অফিস আসবাবপত্রের হিসাব—			
২।	নগদ টাকার হিসাব —			
৩।	ব্যাংকের হিসাব—			
৪।	সম্ভারের হিসাব—			
৫।	মাল পত্রের (পণ্যের) হিসাব—			
৬।	মজুরির হিসাব—			
৭।	মালের ভাড়ার হিসাব—			

ক্রমিক সংখ্যা	হিসাবের নাম	খতিয়ানের পাতা	মোট খরচ	মোট জমা
৮।	ডাকমাসুলের হিসাব— — — — — — — —			
৯।	বাট্টার হিসাব— — — — — — — — — —			
১০।	সুদের হিসাব— — — — — — — — — —			
১১।	বাড়ি ভাড়ার হিসাব— — — — — — — —			
১২।	বেতনের হিসাব— — — — — — — — —			
১৩।	বিজ্ঞাপনের হিসাব— — — — — — — — -			
১৪।	মনিহারি দ্রব্যাদির হিসাব— — — — — — —			
১৫।	আলোর জন্য ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব— — — — —			
১৬।	মুদ্রণ ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব— — — — — — —			
১৭।	ব্যবসায় ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব— — — — — — -			
১৮।	কু-ঋণের হিসাব— — — — — — — — — — —			
১৯।	অবচয়ের হিসাব— — — — — — — — — — —			
২০।	— — — — — —কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিমিটেডের হিসাব— — — — — — — — — — —			

— — — — — — —থেকে— — — — — — — — —পর্যন্ত সময়কালের

নগদ টাকার হিসাব (ক্যাশ অ্যাকাউন্ট)

প্রাপ্তি	টাঃপঃ	ব্যয়ন	টাঃপঃ
১। হাতের প্রারম্ভিক মজুত টাকা		১। অংশের টাকা ফেরত দেওয়া হলে তার পরিমাণ	
২। অংশগত মূলধন		২। ঋণপত্রের টাকা পরিশোধ	
(১) সাধারণ		৩। সরকারি ঋণ পরিশোধ	
(২) অগ্রাধিকার বিশিষ্ট		৪। শীর্ষ ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় সমিতিসমূহের ঋণ পরিশোধ	
৩। অন্যান্য মূলধনী প্রাপ্তি			
(এক) নিরুদ্ধ পরিসম্পৎ (ব্লক অ্যাসেট) বিক্রয় দ্বারা লব্ধ টাকা		৫। অন্যান্য ব্যাংক থেকে গৃহীত অধিবিকর্ষের টাকা পরিশোধ	
(১) জমি ও পাকা বাড়ি		৬। আমানত পরিশোধ	
(২) আসবাবপত্র		(১) চলতি আমানত	
(৩) অন্যান্য		(এক) ব্যক্তিগণকে	
(দুই) প্রাপ্য টাকার দাবি পূরণের জন্য গৃহীত সম্পত্তির বিক্রয়লব্ধ টাকা		(বি) প্রাথমিক সমিতিসমূহকে	
		(সি) কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সংঘ-সমূহকে	
		(ডি) অন্যান্যদের	
		মোট	

প্রাপ্তি	ব্যয়ন
৪। প্রত্যাহৃত বিনিয়োগসমূহ	২। সঞ্চয় আমানত
(এক) সরকারি প্রতিভূতি পত্রসমূহ (গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটিজ)	(এ) ব্যক্তিগণকে
	(বি) প্রাথমিক সমিতিসমূহকে
	(সি) কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সংঘ সমূহকে
(দুই) সরকারি প্রত্যাভূতি প্রাপ্ত অপরাপর নিদর্শনপত্র (গিল্ট এজেড় সিকিউরিটিজ)	(ডি) অন্যান্যদের
	মোট
(তিন) সমবায় সমিতিসমূহে ক্রীত অংশ	(৩) স্থায়ী আমানত
	(এ) ব্যক্তিগণকে
(চার) স্থায়ী আমানত	(বি) প্রাথমিক সমিতিসমূহকে
(পাঁচ) অন্যান্য	(সি) কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সংঘসমূহকে
	(ডি) অন্যান্যদের
	মোট
৫। গৃহীত আমানত	পরিশোধকরা চলতি, সঞ্চয়ী ও স্থায়ী আমানতের মোট টাকা
(এক) চলতি	
(এ) ব্যক্তিগণ	(এ) সদস্যদের
(বি) সমিতিসমূহ	(বি) সদস্য বহির্ভূত ব্যক্তিদের
(দুই) সঞ্চয়ী	৭। প্রদত্ত কর্জ
(এ) ব্যক্তিগণ	(এ) ব্যক্তিগণকে

প্রাপ্তি	ব্যয়ন
(বি) সমিতিসমূহ	(বি) কৃষি ঋণদান সমিতিসমূহকে
(তিন) স্থায়ী	(সি) অকৃষি ঋণদান সমিতিসমূহকে
(এ) ব্যক্তিগণ	(ডি) অন্যান্য সমবায় সমিতি সমূহকে
(বি) সমিতিসমূহ	(তার মধ্যে কাগজপত্রে লেনদেন বাবদ............টাকা)
(চার) সদস্য বহির্ভূতদের নিকট থেকে আমানত	৮। কৃত বিনিয়োগ ও আমানত
(পাঁচ) কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে আমানত	(এ) সরকারি প্রতিভূতিসমূহ
(ছয়) কর্মচারিদের নিকট থেকে প্রতিভূতি বাবদ আমানত	(বি) সমবায় সমিতিসমূহের অংশে
	(সি) ডাকঘরের সঞ্চয় ব্যাংকে
(সাত) কর্মচারিদের ভবিষ্যনিধির আমানত	(ডি) ডাকঘরের ক্যাশ সার্টিফিকেটে
(আট) অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে)	(ঈ) শীর্ষ ব্যাংকে
	(এফ) কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহে
	(জি) অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে)
৬। গৃহীত ঋণ, রোক ঋণ (ক্যাশ ক্রেডিট) ও অধিবিকর্ষ (ওভার ড্রাফট্)	৯। প্রদত্ত সুদ (তার মধ্যে কাগজপত্রে লেনদেন বাবদ...........টাকা)
(এক) শীর্ষ সমিতি	
(দুই) কেন্দ্রীয় ব্যাংক/সমিতিসমূহ	১০। অন্যান্য ব্যয়
(তিন) ব্যক্তিগণ	(এ) অফিস পরিচালন বাবদ
(চার) সরকার	(বি) উপনিমিত্ত ব্যয়
৭। আদায়ীকৃত ঋণ, রোক ঋণ ও অধিবিকর্ষ	(সি) নিরীক্ষা ফি
	(ডি)
(এক) কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্যদের নিকট থেকে	(ঈ)
	(এফ)
(দুই) সাধারণ সদস্যদের নিকট থেকে	(জি)

প্রাপ্তি	ব্যয়ন
(তিন) সমিতিসমূহের	১১। লাভাংশ
নিকট থেকে	১২। অধিবৃত্তি (বোনাস)
(চার) কারবার গোটানোর	১৩। ক্রয়
আদেশ-প্রাপ্ত সমিতি-	(এ) সদস্যদের প্রস্তুত মাল
সমূহের নিকট থেকে	
(পাঁচ) অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে	(বি) সদস্য বহির্ভূত ব্যক্তিদের
উল্লেখ করতে হবে)	প্রস্তুত মাল
৮। ব্যাংক থেকে তোলা টাকা	১৪। ক্রীত অবিক্রেয় সম্ভার
(এক) রাজ্য সমবায় ব্যাংক থেকে	(আসবাবপত্র, সাজ-সরঞ্জাম
(দুই) কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে	প্রভৃতি)
(তিন) অন্যান্য ব্যাংক থেকে	১৫। অন্যান্য খাতে
৯। আয় প্রাপ্তি	(এ)
(এ) পণ্য বিক্রয়	(বি)
(বি) সুদ	(সি)
(এক) ঋণ, রোক ঋণ ও অধিবিকর্ষ	(ডি)
(সি) লাভাংশ	
(ডি) দস্তুরি ও বাট্টা	মোট
(ঈ) ভর্তি ফি	
(এফ) নিদর্শ বিক্রয়	শেষ মজুত—
(জি) জরিমানা	হাতে মজুত টাকা
(এইচ) অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে	ব্যাংকে মজুত টাকা
উল্লেখ করতে হবে)	শেষ মজুতসহ সর্বমোট
১০। বিবিধ	
	তারিখ—
তারিখ—	সম্পাদক/ মুখ্য নির্বাহী
নিরীক্ষাধিকারীকের স্বাক্ষর	আধিকারিকের স্বাক্ষর

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নির্ধারিত নিদর্শে 'অন্যান্য খাতে' এই শিরোনামার অধীন দফাগুলির মধ্যে স্থান সংকুলান না হলে নিরীক্ষাধিকারিক সবসময়ে 'অন্যান্য খাতের' বিস্তারিত বিবরণ, নগদ হিসাব, উদ্বর্তপত্র বা আয়ের হিসাব যে সম্পর্কেই হ'ক না কেন, এই নিদর্শের অপর পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করবেন।

— — — — — —তারিখ নাগাদ উদ্বর্তপত্র

দায়িতা	টাঃপঃ	পরিসম্পৎ	টাঃপঃ
১। মূলধন		১। (এ) প্রধান অফিসে ও শাখা	
অনুমোদিত মূলধন		অফিসসমূহে হাতে মজুত টাকা	
(এ) প্রতি অংশ— — —টাকা		(বি) ব্যাংকের চলিত হিসাবে নগদ	
হিসাবে— — — -টি অংশ		টাকা	
(বি) প্রতি অংশ— — —টাকা		২। (এ) বিনিয়োগ	
হিসাবে— — — — টি অংশ		(২) সরকারি প্রতিভূতিপত্রে	
গৃহীত মূলধন।		অভিহিত মূল্য (ফেস ভ্যালু)	
(এ) প্রতি অংশ— — — —টাকা		বাজার মূল্য	
হিসাবে — — — টি অংশ		(২) অন্যান্য সমিতিসমূহের	
(বি) প্রতি অংশ — — টাকা		অংশে	
হিসাবে— — — —টি অংশ		(৩) ঋণপত্রে (ডিবেঞ্চার) ও	
প্রতি অংশে— — — টাকা		অন্যান্য ন্যাস প্রতিভূতিতে	
যে টাকা চাওয়া হয়েছে ও			
যে টাকা আদায় দেওয়া হয়েছে		(৪) ডাকঘরের সঞ্চয় ব্যাংকের	
তার পরিমাণ		হিসাবে —	
		(৫) ডাকঘরের ক্যাশ	
(এ) অংশ— — — —		সার্টিফিকেট	

দায়িতা	পরিসম্পৎ
(বি) অংশ...... ...... (তার মধ্যে ব্যাংকের খাতকগণ যে অংশ নিয়েছে তা পাদটীকায় উল্লেখ করতে হবে)	(৬) জমি ও পাকাবাড়িতে (অবচয় বাবদ শতকরা ... ... বাদ দিয়ে)
(মূলধনের যে টাকা চাওয়া হয় নাই)	(৭) অন্যান্য বিনিয়োগ
২। সংরক্ষিত অর্থ.....	(তার মধ্যে সংরক্ষণ হিসাব (রিজার্ভস) বাবদ ১,২,৩, ৪ এবং
(এ) ১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় ৪৫ আইনের ৬৫ ধারা মোতাবেক সংরক্ষিত তহবিল—	৫ দফায় ....টাকা এবং ৬ ও ৭ দফায় ....টাকা)
	(বি) আমানত
(বি) কু ও সন্দেহজনক ঋণ বাবদ সংরক্ষিত অর্থ	(১) শীর্ষ ব্যাংকে
	(২) কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহে
(সি) খেলাপি সুদ বাবদ সংরক্ষিত অর্থ	(৩) অন্যান্য সমবায় সমিতিসমূহে [তার মধ্যে সংরক্ষণ হিসাব
(ডি) অন্যান্য বাবদ সংরক্ষণ ও তহবিল সমূহ	(রিজার্ভস) বাবদ..........টাকা]
	(৪) অন্যান্য অনুমোদিত ব্যাংকে [তার মধ্যে সংরক্ষণ হিসাব
(১) সাধারণ সংরক্ষণ	
(২) গৃহাদির তহবিল	(রিজার্ভস) বাবদ..........টাকা]
(৩) শিক্ষা তহবিল	৩। প্রতিপূরক তহবিলে বিনিয়োগ-কারবার গুটিয়ে ফেলার সমিতি
(৪) লাভাংশ সমীকরণ তহবিল	
(৫) দাতব্য তহবিল	সমূহ—বাদে সমবায় সমিতি-সমূহ, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও উন্নয়ন
(৬)	
(৭)	ব্যাংকসমূহে দেওয়া রোক-ঋণ, অধিবিকর্ষ
মোট	

দায়িতা	পরিসম্পৎ
৩। আমানত—	(এ) প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহে দেওয়া কর্জ তার মধ্যে—
(১) চলতি—	
(এ) ব্যক্তিগণের নিকট থেকে	(এক) কিস্তি খেলাপি
(বি) প্রাথমিক সমিতিসমূহের নিকট থেকে	(দুই) কু ও সন্দেহজনক
(সি) কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সংঘসমূহের নিকট থেকে	(বি) ভূমি উন্নয়ন ব্যাংকসমূহে দেওয়া দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ যার মধ্যে
মোট	
(২) সঞ্চয়ী	(এক) কিস্তি খেলাপি
(এ) ব্যক্তিগণের নিকট থেকে	(দুই) কু ও সন্দেহজনক
(বি) প্রাথমিক সমিতিসমূহের নিকট থেকে	(সি) অকৃষি সমিতিসমূহে দেওয়া ঋণ যার মধ্যে
(সি) কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সংঘসমূহের নিকট থেকে	(এক) কিস্তি খেলাপি
	(দুই) কু ও সন্দেহজনক
	৪। কারবার গুটিয়ে ফেলা সমিতির নিকট থেকে প্রাপ্য
মোট	
(তিন) স্থায়ী	৫। ব্যক্তিগণকে দেওয়া কর্জ তার মধ্যে
(এ) ব্যক্তিগণের নিকট থেকে	(এ) কিস্তি খেলাপি
(বি) প্রাথমিক সমিতিসমূহের কাছ থেকে	(বি) কু ও সন্দেহজনক—

দায়িতা	পরিসম্পৎ
(সি) কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সংঘসমূহের	(১) স্থায়ী আমানতের জামিনে
নিকট থেকে	(২) সরকারি প্রতিভূতিপত্রের
	জামিনে
	(৩) ফসলের জামিনে
মোট	(৪) অন্যান্য
	৬। প্রাপ্য সুদ
	(এ) সরকারি প্রতিভূতিপত্র এবং
	ব্যাংকে আমানত রাখা টাকা থেকে
	যে সুদ পাওয়া যাবে
চলতি, সঞ্চয়ী ও স্থায়ী মোট	(বি) কর্জ ও দাদন থেকে আদায়
আমানত —	যোগ্য সুদ যার মধ্যে —
(এ) সদস্যদের কাছ থেকে	(১) কিস্তি খেলাপি
	(২) কু ও সন্দেহজনক
(বি) সদস্য বহির্ভূতদের কাছ থেকে	৭। প্রাপ্য টাকার দাবি পূরণ বাবদ
	যে জমি ও অন্যান্য স্থায়ী পরিসম্পৎ
(চার) কর্মচারিদের ভবিষ্যনিধির	গ্রহণ করা হয়েছে (সরকারি
আমানত	অথবা অন্যান্য প্রামাণ্য মূল্য নির্ধারণ
(পাঁচ) কর্মচারিদের নিকট থেকে	অনুযায়ী)
প্রতিভূতি তহবিলের আমানত	(৮) অবিক্রেয় সম্ভার
(ছয়) সমিতিসমূহের সংরক্ষিত তহবিলের	(এ) আসবাবপত্র
আমানত	বাবদ অবচয়
(সাত) অন্যান্য	(বি) অন্যান্য
	(বিস্তারিত তথ্য অপর পৃষ্ঠায়
	পৃথকভাবে দিতে হবে)

ঋণ, রোক—ঋণ ও অধিবিকর্ষ	৯। হাতে মজুত সম্ভারের মূল্য
(১) সরকারের নিকট থেকে কর্জ	১০। যে বিলের টাকা পাওয়া যেতে পারে (ব্যয়ের খাতে)
(২) রাজ্য সমবায় ব্যাংক থেকে কর্জ	১১। শাখাসমূহের যে টাকা সমন্বয়িত হয়েছে
(৩) অন্যান্য ব্যাংক থেকে কর্জ	১২। বিবিধ পরিসম্পৎ (উল্লেখ করতে হবে)
৫। ঋণপত্রের (ডিবেঞ্চার) দ্বারা সংগৃহীত মূলধন— ঋণপত্রের প্রতিভূতিস্বরূপ কি ধরনের প্রত্যাভূতি আছে	
৬। আদায়যোগ্য বিল বাবদ (ব্যয়ের খাতে)	
৭। (এ) যে লাভাংশ দেওয়া হয় নাই (তার মধ্যে যা দাবি করা হয় নাই তার পরিমাণ...............টাকা	
(বি) যে অধিবৃত্তি দেওয়া হয় নাই তার পরিমাণ...........টাকা	
(সি) পরিচালন ব্যয়ের দরুণ যে টাকা বাকি আছে তার পরিমাণ.........	
৮। দেয় সুদ (তার মধ্যে খেলাপির পরিমাণ... ... ... টাকা)	
৯। শাখাসমূহে যে টাকা সমন্বয়িত হয়েছে বিবিধ বা অন্যান্য দায়িতা	
১০। লাভ এবং লোকসানের হিসাব	
(এ) আগের জের	
(বি) এই বৎসরের নিট লাভ (+) বা লোকসান (—)	
মোট	মোট

উপনিমিত্তদায়িতা

(কনটিনজেন্ট লায়াবিলিটি)

বিনিয়োগের খুটিনাটি তথ্য অপর পৃষ্ঠায় পৃথকভাবে দিতে হবে।

তারিখ— — — — সম্পাদক/মুখ্য নিবাহী আধিকারিকের

স্বাক্ষর

আমি জানাচ্ছি যে,— — — — তারিখে যেমন ছিল উপরিউক্ত সেইরূপ উদ্বর্তপত্র ও — — — — তারিখে যে বৎসর শেষ হয়েছে সেই বৎসরের এতদ্ সংলগ্ন লাভ ও লোকসানের হিসাব নিরীক্ষা করেছি এবং আমি যে সমস্ত তথ্য বা ব্যাখ্যা চেয়েছি তা পেয়েছি। আমার মতে উদ্বর্তপত্র এবং লাভ ও লোকসানের হিসাব আমার একই তারিখের পৃথক রিপোর্ট সাপেক্ষে এবং বিধিসঙ্গতভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে। যতদূর আমি সংবাদ রেখেছি ও আমার নিকট ব্যাখ্যা করা হয়েছে ও সমিতির খাতাপত্রে দেখানো হয়েছে তাতে এই উদ্বর্তপত্রে সমিতির প্রকৃত ও নির্ভুল অবস্থা দেখানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট আইন, নিয়মাবলী ও উপবিধিমতে যেমন আবশ্যক, আমার মতে, সমিতির হিসাবের খাতাপত্র সেইভাবে রাখা হয়েছে।

তারিখ — — — — — — — — — — — — —

নিরীক্ষাধিকারিকের স্বাক্ষর

১৯— — — — — — তারিখে যে বৎসর শেষ হয়েছে সেই বৎসরের (ব্যবসায় সংক্রান্ত) ক্রয় বিক্রয় হিসাব।

পরিমাণ টাকা	পরিমাণ টাকা
কু. কে. টা. প.	কু. কে .টা. প.
১। বৎসরের প্রারম্ভে মজুত সম্ভার	১। বিক্রয় দ্বারা (বিক্রিত পণ্য ফেরত বাদে)
২। মাল ক্রয় (খরিদ পণ্য ফেরত বাদে)	২। অন্যান্য
৩। সম্ভার ক্রয় বাবদ খরচা	(১)
(এ) মজুরি	(২)
(বি) মাসুল	(৩)
(সি) মাল আনার খরচা	(৪)
(ডি) মাল তোলা ও খালাস করার খরচা	
(ঈ) গুদাম ভাড়া অভিকর এবং কর খরচ বাবদ	৩। বৎসরের শেষে মজুত সম্ভার
(এফ)	
(জি)	
অন্যান্য—	
(১)	
(২)	
(৩)	
(৪)	
মোট	মোট
মোট লাভ	মোট লোকসান
সর্ব মোট	সর্ব মোট

— — — — —	অধিকর্তাদের স্বাক্ষর ঃ
সম্পাদকের স্বাক্ষর	(১) — — — — —
তারিখ— — — —	(২) — — — — — —
— — — — — —	(৩) — — — — — —
নিরীক্ষাধিকারিকের স্বাক্ষর	
তারিখ— — — — —	তারিখ— — — —

১৯— — — তারিখে যে বৎসর শেষ হয়েছে সেই

বৎসরের লাভ ও লোকসানের হিসাব

লোকসান	টাঃপঃ	লাভ	টাঃপঃ
১। ক্রয় বিক্রয় হিসাব থেকে আনীত মোট লোকসান		১। ক্রয় বিক্রয় হিসাব থেকে আনীত মোট লাভ	
২। প্রদত্ত ও প্রদেয় সুদ		২। প্রাপ্ত ও প্রাপ্য সুদ	
৩। সংস্থা ও উপনিমিত্ত ব্যয়—		৩। দস্তুরি ও বিনিময়	
(এক) বেতন		৪। অন্যান্য আয়—	
(দুই) ভাড়া, অভিকর ও কর		(১)	
(তিন) ছাপা ও মনিহারী সামগ্রী		(২)	
(চার) ডাক মাসুল ও টেলিগ্রাম			
(পাঁচ) নিরীক্ষা ফি		(৩)	
(ছয়) অধিকর্তাদের ফি ও পাথেয়		(৪)	
(সাত) পাথেয়			
(আট) বিমা			

৪। বিবিধ—

(১)

(২)

(৩)

৫। অবচয় বাবদ

৬। যে কু-ঋণ হিসাব থেকে অবলুপ্ত হয়েছে।

৭। কু ঋণ ও সন্দেহজনক ঋণের জন্য সংরক্ষিত তহবিল

মোট	মোট
নিট লাভ	নিট লোকসান
সর্বমোট	সর্বমোট

— — — — — —　　　　— — — — — —

নিরীক্ষাধিকারিকের স্বাক্ষর　　　　সম্পাদক/নির্বাহী আধিকারিকের স্বাক্ষর

তারিখ— — — — —　　　　তারিখ— — — — —

১৯.......... ....তারিখে যে বৎসর শেষ হয়েছে সেই বৎসরের লাভ ও লোকসানের নিয়োজন (অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন) হিসাব—

লোকসান		লাভ	
১। সংরক্ষিত তহবিল	টাঃপঃ		টাঃপঃ
*(এ) সংবিধিবদ্ধ (দশ শতাংশ)		১। গত বৎসরের উদ্বৃত্ত	
(বি) ভর্তি ফি		২। চলতি (সংশ্লিষ্ট বৎসরের নিট লাভ	
(সি) বাজেয়াপ্ত অংশ		(লাভ ও লোকসান হিসাব খাত থেকে)	
(ডি) অতিপন্ন (ল্যাপস্‌ড) লাভাংশ			
(ঈ) অতিরিক্ত সুদ			
(এফ) কোন অতিরিক্ত বরাদ্দ থাকলে তা—			
২। কু-ঋণ তহবিলে সঞ্চিতি ঃ (পনেরো শতাংশ)			
৩। লাভাংশ (শতকরা ......হারে)			
৪। অন্যান্য বরাদ্দের উল্লেখ—			
(এ) সমবায় শিক্ষা তহবিলে দেয় ঃ			
(বি) দাতব্য উদ্দেশ্যে দেয় ঃ			
৫। পরবর্তী বৎসরে জের টানা হয়েছে—			
মোট		মোট	

নিরীক্ষাধিকারিকের স্বাক্ষর
তারিখ ... ...

সম্পাদক/মুখ্য নির্বাহী আধিকারিকের
স্বাক্ষর, তারিখ... ... ...

* সংরক্ষণ তহবিলে সংবিধিবদ্ধ অংশ হিসাবের সময় ভর্তি ফি, বাজেয়াপ্ত শেয়ার, অতিপন্ন (ল্যাপসড্) লাভাংশ, অতিরিক্ত সুদ ও গত বৎসর থেকে টেনে আনা লাভের টাকা বাদ দিতে হবে।

১৯— — — ১৯— — — বৎসরের প্রকৃতপক্ষে যে লাভ বণ্টন স্থির হয়েছে

(..... ....তারিখে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় গৃহীত)

সংশ্লিষ্ট বৎসরের লাভ— — — — — — — — — — — — — — —টাকা

গত বৎসর থেকে লাভের জের টেনে আনা হয়েছে— — — — — —

মোট

টাকা পয়সা

১। সংরক্ষিত তহবিল

(এ) সংবিধিবদ্ধ— — — — — — — —

(বি) ভর্তি ফি— — — — — — — — —

(সি) বাজেয়াপ্ত শেয়ার— — — — - - —

(ডি) অতিপন্ন (ল্যাপসড্) লাভাংশ— — — — —

(ঈ) অতিরিক্ত সুদ — — — — — — — — — —

(এফ) কোন অতিরিক্ত বরাদ্দ থাকলে তা— — — —

মোট

২। কু-ঋণ তহবিলে সঞ্চিতি

৩। লাভাংশ বাবদ শতকরা — — — — — —

৪। অন্যান্য বরাদ্দের পরিচয়

(১) সমবায় শিক্ষা তহবিলে দেয়— — — — — —

(২) দাতব্য উদ্দেশ্যে দেয়— — — — — — — —

(৩) কর্মচারিদের ভবিষ্যনিধিতে দেয়— — — — — — —

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

পরবর্তী বৎসরে জের টানা হয়েছে

মোট

নিদর্শ—৩২

[নিয়ম ১৮৩(২)]

১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের ৯১ ধারার (২) উপধারা মতে নোটিসের নিদর্শ

— — — — — — — — — —

— — — — — — — — — সমীপেষু,

(পুরা ঠিকানা)

— — — — — — —তারিখের— — — — — — — — নিবন্ধন সংখ্যায় এই অফিসে নিবন্ধভুক্ত— — — — — — — — —সমবায় সমিতি লিমিটেড তার কাজকর্ম আরম্ভ করেছে কি না বা কাজকর্ম চালাচ্ছে কি না বা ১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের ১৩ ধারায় বর্ণিত নিবন্ধনের জন্য আবশ্যিক সংখ্যক সদস্য থেকেও সমিতির সদস্য সংখ্যা কমে গিয়েছে কি না তা এই নোটিসে জারির তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে জানানোর জন্য আপনাকে বলা হচ্ছে।

উপ-নিবন্ধক
-
সহকারী নিবন্ধক

নিদর্শ—৩৩

[নিয়ম ১৮৪(৪)]

১০১ ধারার (৫) উপধারা মোতাবেক প্রাপ্তি ও প্রদানের হিসাব সম্বলিত যে রিটার্ন নিবন্ধকের কাছে দাখিল করতে হবে তার নিদর্শ

বিবরণ—১

প্রাথমিক হিসাবপত্র

সমিতির অবসায়ন নির্দেশের

তারিখ — — — — — —

সদস্য সংখ্যা— — — — —

পরিসম্পৎ ও দায়িতার বিবরণ

পরিসম্পৎ	অবসায়ন নির্দেশের তারিখে টাকা পয়সা	দায়িতা	অবসায়ন নির্দেশের তারিখে টাকা পয়সা
১। নগদ উদ্বৃত্ত—		১। সদস্য বহির্ভূতদের কাছ থেকে	
(এক) হাতে		গৃহীত ঋণ ও আমানত	
(দুই) ব্যাংকে		২। সমবায় সমিতিসমূহের কাছ থেকে	
২। বিনিয়োগের মূল্য—		ঋণ ও আমানত	
(এ) শেয়ারে		৩। সরকার থেকে ঋণ	
(বি) সরকারি প্রতিভূতিপত্রে		৪। সদস্যদের কাছ থেকে গৃহীত ঋণ	
(সি) অন্যত্র (বিস্তৃত বিবরণ		ও আমানত	
দিতে হবে)		৫। আদায়ীকৃত অংশগত মূলধন—	
৩। ব্যক্তিসদস্যদের কাছ থেকে		(এ) পাওনা সুদ	
পাওনা ঋণের টাকা		(বি) পাওনা লাভাংশ	
৪। সমবায় সমিতিসমূহের কাছ থেকে		৬। পাওনা পরিচালন বাবদ ব্যয়	
পাওনা ঋণের টাকা		৭। পাওনা নিরীক্ষা ফি	
৫। প্রাপ্য সুদ—		৮। সংরক্ষিত তহবিল	
(এ) সদস্যদের কাছে		৯। অন্যান্য খাতে	
(বি) সমিতিসমূহের কাছে		(বিস্তৃত বিবরণ দিতে হবে)	
(সি) বিনিয়োগসমূহ থেকে		১০। লাভ	
৬। হাতে মজুত সম্ভারের মূল্য		মোট	
৭। অন্যান্য খাতে			
(বিস্তৃত বিবরণ দিতে হবে)			
৮। লোকসান			
মোট			

বিবরণ—২

নগদ টাকার হিসাব

জমা	অর্ধবর্ষে প্রাপ্ত অর্থ	প্রাপ্তি সর্বমোট পরিমাণ	খরচ	অর্ধবর্ষে প্রদত্ত অর্থ	ব্যয়ের সর্বমোট পরিমাণ
	টাঃপঃ	টাঃপঃ		টাঃপঃ	টাঃপঃ
১। নগদ উদ্বৃত্ত—			১। সদস্য বহির্ভূতদের নিকট থেকে গৃহীত ঋণ ও আমানত পরিশোধ		
(এক) হাতে					
(দুই) ব্যাংকে					
২। প্রত্যাহৃত বিনিয়োগ			২। সমবায় সমিতি-সমূহের নিকট থেকে গৃহীত ঋণ ও আমানত পরিশোধ		
(এ) শেয়ার থেকে					
(বি) সরকারি প্রতিভূতি পত্রসমূহ থেকে					
(সি) অন্যান্য উৎস থেকে			৩। সরকারি ঋণ পরিশোধ		
(বিস্তৃত বিবরণ দিতে হবে)			৪। সদস্যদের নিকট থেকে গৃহীত ঋণ ও আমানত পরিশোধ		
৩। সদস্যদের নিকট থেকে সংগৃহীত ঋণের টাকা			৫। অংশগত মূলধন ফেরত		
৪। সমবায় সমিতি সমূহের নিকট থেকে সংগৃহীত ঋণের টাকা			৬। (এ) প্রদত্ত সুদ		
			(বি) প্রদত্ত লাভাংশ		
			৭। পরিচালন ব্যয় বাবদ প্রদত্ত		
৫। সংগৃহীত সুদ					
(এক) সদস্যদের নিকট			৮। নিবন্ধকের অনুমোদন নিয়ে অবলোপিত পরিসম্পৎ (পত্র নং.......... তারিখ................		
(দুই) সমিতিসমূহের নিকট					

(তিন) বিনিয়োগসমূহ থেকে	৯। প্রদত্ত নিরীক্ষা ফি
৬। বিক্রিত সম্ভার	১০। অন্যান্য খাতে (বিস্তৃত বিবরণ দিতে হবে)
৭। অন্যান্য খাতে (বিস্তৃত বিবরণ দিতে হবে)	১১। অবসায়নজনিত ব্যয়
৮। পূরণার্থে দেয় চাঁদার নির্দেশ	১২। নগদ তহবিল
(এক) পরিসম্পৎ বাবদ	(এক) হাতে
(দুই) অবসায়ন ব্যয় বাবদ	(দুই) ব্যাংকে
মোট	মোট

বিবরণ—৩

১৯— — — — — — তারিখে যে রূপ পরিসম্পৎ ও দায়িতা থাকছে

পরিসম্পৎ		দায়িতা	
	টাঃপঃ		টাঃপঃ
১। নগদ উদ্বৃত্ত		১। সদস্য বহির্ভূতদের নিকট থেকে গৃহীত ঋণ ও জামানত	
(এক) হাতে			
(দুই) ব্যাংকে			
২। বিনিয়োগের মূল্য		২। সমবায় সমিতিসমূহের কাছ থেকে গৃহীত ঋণ	
(এ) অংশগত মূলধন		৩। সরকারি ঋণ	
(বি) সরকারি প্রতিভূতি পত্রসমূহে		৪। সদস্যদের নিকট থেকে গৃহীত ঋণ ও আমানত	

(সি)	অন্যান্য খাতে	৫।	আদায়ীকৃত অংশগত
	(বিস্তৃত বিবরণ		মূলধন
	দিতে হবে)	৬।	(এ) দেয় সুদ
৩।	ব্যক্তি সদস্যদের কাছে		(বি) দেয় লাভাংশ
	পাওনা ঋণের টাকা	৭।	দেয় পরিচালন ব্যয়
৪।	সমবায় সমিতিসমূহের		(বিস্তারিত দিতে হবে)
	কাছে পাওনা ঋণের টাকা		
৫।	পাওনা সুদ	৮।	দেয় নিরীক্ষা ফি
(এ)	সদস্যদের কাছে	৯।	সংরক্ষিত তহবিল
(বি)	সমিতিসমূহের কাছে	১০।	অন্যান্য খাতে
(সি)	বিনিয়োগসমূহ থেকে		(বিস্তারিত দিতে হবে)
৬।	হাতে মজুত সম্ভারের	১১।	অবসায়নের খরচ-
	মূল্য—		-খরচার জন্য
৭।	অন্যান্য খাতে		হিসাবমত যে ব্যয়
	(বিস্তৃত দিতে হবে)		নির্বাহিত হবে
৮।	ঘাটতি পূরণার্থে দেয় যে	১২।	উদ্বৃত্ত
	চাঁদার নির্দেশ কার্যকর হবে		
(এ)	পরিসম্পৎ বাবদ		
(বি)	খরচ খরচা বাবদ		
৯।	ঘাটতি		
	মোট		মোট

বিবরণ—৪

(দ্রষ্টব্য—সংশোধিত সংখ্যা দিতে হবে)

টাকা পয়সা

১। অবসায়কের ধার্য চাঁদার হার

(১) সমিতির পরিসম্পদের উদ্দেশ্যে

(২) অবসায়নের উদ্দেশ্যে

মোট

২। (১) যে ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সার্টি-
ফিকেট কেস রুজু করা হয়েছে
তাদের সংখ্যা

(২) মোট কত টাকার জন্য সার্টিফিকেট
কেস রুজু করা হয়েছে—

(এক) সমিতির পরিসম্পদের জন্য

(দুই) অবসায়ন ব্যয়ের জন্য

(৩) সার্টিফিকেট প্রথায় কত টাকা
আদায় হয়েছে—

(এক) সমিতির পরিসম্পদের জন্য

(দুই) অবসায়ন ব্যয়ের জন্য

বিবরণ—৫

১। শেষ নিরীক্ষার তারিখ

২। শেষ নিরীক্ষার সময়কাল

৩। নিরীক্ষাধিকারিকের নাম

৪। অডিট নোট পাওয়ার তারিখ

৫। নিরীক্ষায় প্রদর্শিত ত্রুটির সংশোধনী
রিপোর্ট দাখিলের তারিখ

৬। আলোচ্য ছয় মাসের মধ্যে কোন্ কোন্
তারিখে অবসায়ক সমিতি পরিদর্শন
করেছেন

অবসায়কের স্বাক্ষর—

নিদর্শ—৩৪

অবসায়কের নোটিস

(নিয়ম ১৮৫)

— — — — — — — — —জেলায় অবস্থিত এবং কারবার গুটিয়ে ফেলার আদেশপ্রাপ্ত — — — — — — — —সমবায় সমিতি— — — — সম্পর্কে।

এতদ্দ্বারা নোটিস দেওয়া যাচ্ছে যে,— — — — —তারিখের— — — — — নং প্রজ্ঞাপন দ্বারা উপরিলিখিত সমিতি অবসায়নাধীন হয়েছে এবং নিম্নস্বাক্ষরকারী, ১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের (১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় ৪৫ আইনের) ১০০ ধারা মতে, উপরিউক্ত সমিতির অবসায়ক নিযুক্ত হয়েছেন। উপরোক্ত সমিতির সমস্ত পাওনাদারকে এতদ্দ্বারা বলা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই প্রজ্ঞাপনের তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে তাঁদের নাম ও ঠিকানা এবং দাবির বিবরণ উক্ত সমিতির অবসায়ক হিসাবে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠান।

তারিখ— — — — —

অবসায়কের স্বাক্ষর—

নিদর্শ—৩৪এ

পুরাতন ঋণসংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির নিদর্শ

(নিয়ম ১১৮)

— — — — — —জেলার — — — — — — সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক সম্পর্কে— — — — — —

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাচ্ছে যে, শ্রী— — — — — — — — — — — — — পিতার নাম শ্রী— — — — — — — — — — — — —স্থানে বসবাসকারী উপরিউক্ত সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক থেকে ঋণের জন্য আবেদন করেছেন। তার দেওয়া বিবরণ থেকে জানা যাচ্ছে যে, শ্রী— — — - — — — — — — — — —'র কাছে তাঁর আসল বাবদ— — — — —.— — —টাকা এবং সুদ বাবদ— — — — — — টাকার পুরনো দেনা আছে। শ্রী— — — — — — — — — — — — — কে এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে তিনি যেন পূর্বোক্ত ঋণের টাকা উপরিবর্ণিত ব্যাংকের নিকট থেকে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে গ্রহণ করেন ঃ— — — — — — — — —

যে উদ্দেশ্যে আবেদনকৃত ঋণ উপরিবর্ণিত ব্যাংক মঞ্জুর করবে সেই উদ্দেশ্য পূরণে সংশ্লিষ্ট অর্থ উপরিবর্ণিত সময়ের মধ্যে নিতে তিনি ব্যর্থ হলে শ্রী— — — — — — — — — — (খাতক)-র সম্পত্তির উপর তার আর কোন দাবি থাকবে না।

ম্যানেজার/মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক,

— — — — — —ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক লিমিটেড।

নিদর্শ—৩৫

সম্পত্তি ক্রোকের জন্য আদেশের নিদর্শ

[নিয়ম ২০১ (২)]

যেহেতু আপনি— — — — — — সালের— — — — — — তারিখে— — — — ভূমি উন্নয়ন ব্যাংকের নিকট থেকে— — — — — — — টাকা ঋণ নিয়েছিলেন এবং যেহেতু আপনি উক্ত ভূমি উন্নয়ন ব্যাংকের আসল বাবদ— — — — — —টাকা ও সুদ বাবদ— — — — — —টাকা মোট — — — — — — — টাকা শোধ দিতে ব্যর্থ হয়েছেন, অতএব এতদ্দ্বারা আদেশ দেওয়া যাচ্ছে যে, আপনি শ্রী— — — — — — — — — পুনরাদেশ না পাওয়া পর্যন্ত অত্র সংলগ্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় বা দান করে কিংবা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তরিত বা প্রভারিত করতে পারবেন না এবং করবেন না এবং সমস্ত ব্যক্তিকে এতদ্দ্বারা আদেশ দেওয়া যাচ্ছে যে, তাঁরা উক্ত সম্পত্তি ক্রয়পূর্বক বা দান মূলে কিংবা অন্য কোন প্রকারে গ্রহণ করতে পারবেন না এবং করবেন না।

আজ ১৯— — — — — সালের — — — — তারিখে আমার স্বাক্ষর ও শীলমোহরাংকিত করে দেওয়া হ'ল।

সম্পত্তির তফসিল

দাগ নং	খতিয়ান নং	ক্রোক করা সম্পত্তির বর্ণনা
১	২	৩

— — — — — — — —

ক্রোককারী

নিদর্শ—৩৬

নোটিসের নিদর্শ

[(নিয়ম ২০৫ (২)]

শ্রী— — — — — — — — — — —(সংশ্লিষ্ট সকলকে)— — — — — — — — — — — সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক/কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক/শীর্ষ আবাসন সমিতির বন্ধকদাতা শ্রী— — — — — — — — — — — — — — —ঋণ গ্রহণ করেছিলেন ও— — — — — —তারিখে পরিশোধের ধার্য দিনে— — — — — — — — — — — — — — সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক/কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক/ শীর্ষ আবাসন সমিতিকে কোন কিস্তি বা তার অংশ বিশেষ পরিশোধ করেন নাই। অতঃপর পাওনাদার ব্যাংক/সমিতি নিম্নবর্ণিত বন্ধকি সম্পত্তি ১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের (১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় ৪৫ আইন) ১০১ ধারামতে বিক্রির ব্যবস্থা নেবেন যদি ব্যাংকের পাওনা আসল — — — — — — —টাকা সুদ— — — — টাকা— — — — — — — তারিখে বা তার আগে পরিশোধ করা না হয়। বিক্রির জন্যে যে জমিকে উপস্থিত করা হবে তার বিবরণ—

ম্যানেজার/মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক

— — — — — — — — সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক লিঃ

নিদর্শ—৩৭

প্রমাণপত্রের নিদর্শ

[নিয়ম ২১৮ (১)]

আমি প্রমাণ দিচ্ছি যে, শ্রী— — — — — — — — — — — —১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের (১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় ৪৫ আইন) ১০১ ধারার (৪) উপধারা মতে — — — — — — — — — —জেলায় অবস্থিত নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি কিনেছেন ও ঐ ক্রয় ১৯— — — — সালের — — — — — মাসের— — — — — — — —তারিখ থেকে কার্যকর হয়েছে।

— — — — — — — —

সমবায় সমিতিসমূহের নিবন্ধক

সম্পত্তির বর্ণনা

১। জেলা :

২। থানা :

৩। অবর নিবন্ধকের অফিস (সাব-রেজিস্টারি অফিস) :

৪। মৌজা :

৫। তৌজি :

৬। ক্ষেত্রাধিকার তালিকাভুক্ত নং :

৭। খতিয়ান নং ও সম্পত্তিতে স্বার্থের রকম :

৮। ভুবাসন দাগ নং (কিস্তোয়ার জরিপ) :

৯। জমির পরিমাণ :

১০। জমির সীমানা (কিস্তোয়ার জরিপ দাগের কোন অংশ কেনা হয়ে থাকলে)

১১। ক্রেতার নাম, তাঁর পিতার নাম ও তাঁর ঠিকানা :

১২। পিতার নাম সহ বিক্রেতার (বন্ধক দাতার) নাম ও ঠিকানা :

১৩। ভূম্যধিকারির নাম ও ঠিকানা :

১৪। উপকর (সেস) সমেত প্রদেয় খাজনার বা রাজস্বের : পরিমাণ :

১৫। জমিতে অন্যান্য ব্যক্তির কোন স্বত্ব থাকলে তার বিবরণ (নাম, কি ধরনের স্বত্ত্ব ও কতখানি স্বত্ত্ব) :

নিদর্শ—৩৮

কোন সম্পত্তির ক্রেতা সমাহর্তার প্রতি যে নোটিস জারি করবেন তার নিদর্শ

[নিয়ম ২১৮ (৩)]

সমাহর্তা,

— — — —

সমীপেষু

আপনাকে এতদ্দ্বারা নোটিস দেওয়া যাচ্ছে যে, আমি অত্র সংলগ্ন বিক্রয় প্রমাণ পত্রে বর্ণিত সম্পত্তি, ১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের (১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় ৪৫ আইন) ১০১ ধারার (৪) উপধারা মোতাবেক বিক্রয়ে, ক্রয় করেছি।

সম্পত্তির ক্রেতা—

ঠিকানা—

নিদর্শ—৩৮এ

পশ্চিমবঙ্গ সমবায় ন্যায়পীঠ (আপিলের স্মারকলিপির নিবন্ধ পুস্তক)

[নিয়ম ২২৭ (৪) এফ (এক)]

ক্রমিক সংখ্যা	পক্ষগণের এবং স্থলবিশেষে তাঁদের উকিল বা নিযুক্তকদের নাম	আপিলের অধীন সিদ্ধান্তের তারিখ	আপিল প্রার্থনার তারিখ	উত্তরবাদি, উকিল, বা তাঁর নিযুক্তকের হাজিরার তারিখ	ন্যায়পীঠের সিদ্ধান্তের তারিখ
	২	৩	৪	৫	৬

ন্যায়পীঠ কর্তৃক প্রদত্ত চূড়ান্ত নির্দেশ	মন্তব্য
৭	৮

নিদর্শ—৩৮বি

পশ্চিমবঙ্গ সমবায় ন্যায়পীঠ (পুনর্বিলোকন সংক্রান্ত আবেদনপত্রের নিবন্ধ পুস্তক)

নিয়ম ২২৭ (৪) এফ (দুই)

ক্রমিক সংখ্যা	পক্ষগণের এবং স্থল বিশেষে তাঁদের উকিল বা নিযুক্তকদের নাম	পুনর্বিলোকন প্রার্থিত নির্দেশের তারিখ	আবেদন প্রার্থনার তারিখ	বিরোধী পক্ষ, তাঁর উকিল বা নিযুক্তকের হাজিরার তারিখ	ন্যায়পীঠের সিদ্ধান্তের তারিখ	ন্যা ,পীঠ কর্তৃক প্রদত্ত চূড়ান্ত নির্দেশ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

নিদর্শ—৩৮সি

পশ্চিমবঙ্গ সমবায় ন্যায়পীঠ (বিবিধ আবেদনপত্রের নিবন্ধ পুস্তক)

নিয়ম ২২৭ (৪) (এফ) (তিন)

ক্রমিক সংখ্যা	পক্ষগণের এবং স্থল বিশেষে তাঁদের উকিল বা নিযুক্তকদের নাম	আবেদন সংক্রান্ত কোন নির্দেশ দেওয়া হলে তার তারিখ	আবেদন প্রার্থনার তারিখ	আবেদনের সার-সংক্ষেপ	ন্যায়পীঠের নির্দেশের তারিখ

নিদর্শ—৩৮ডি

পশ্চিমবঙ্গ সমবায় ন্যায়পীঠ (অনিবন্ধিত বিষয়সমূহের নিবন্ধপুস্তক)

[নিয়ম ২২৭ (৪) এফ (চার)]

ক্রমিক সংখ্যা	প্রাপ্তির তারিখ	পক্ষগণের নাম	আপত্তিকৃত নির্দেশের তারিখ ও সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫

নিদর্শ—৩৮ঈ

পশ্চিমবঙ্গ সমবায় ন্যায়পীঠ (প্রাপ্ত কোর্ট ফি'র নিবন্ধ পুস্তক)

[নিয়ম ২২৭ (৪) এফ (পাঁচ)]

তারিখ	ক্রমিক সংখ্যা	যে বিষয়ে (কেসে) কোর্ট ফি স্ট্যাম্প পাওয়া গেছে স্থল বিশেষ তার নাম্বার	যে কারণে আবেদন সেইদস্তাবেজের প্রকৃতি	দায়ের বাবদ ফি	ওকালতনামার ফি
১	২	৩	৪	৫	৬
				টাঃপঃ	টাঃপঃ

প্রমাণিত প্রতিলিপির ফি	অন্যান্য সমস্ত ফি	মোট (প্রতিদিনের হিসাব)	মন্তব্য
৭	৮	৯	১০
টাঃ পঃ	টাঃ পঃ	টাঃ পঃ	

নিদর্শ—৩৮এফ

পশ্চিমবঙ্গ সমবায় ন্যায়পীঠের এজলাসে আপিল/পুনর্বিলোকনের দরখাস্ত সংখ্যা— — — — — — ১৯৮ আপিলকারী/দরখাস্তকারী বনাম উত্তরবাদী/প্রতিবাদী

[নিয়ম ২২৭ (৪) (এইচ)]

— — — — — — — — — — —সমীপেষু,

অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ১৯— — — — — — — —সালের— — — সংখ্যক কেসে— — — — — — — — —স্থানে— — — — — — — -তারিখে দেওয়া সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে উপরিবর্ণিত নামের আপিলকারী/দরখাস্তকারী এই ন্যায়পীঠের কাছে আপিল/পুনর্বিলোকনের জন্য দরখাস্ত করেছেন এবং ন্যায়পীঠ শুনানীর জন্য — — — — — — —তারিখের পূর্বাহ্ন/অপরাহ্ন— — — — — — — — — ঘটিকায় ধার্য করেছেন। ঐ তারিখে বা শুনানী মুলতুবি হলে অন্য কোন তারিখে ন্যায়পীঠে শুনানী হবে।

উপরোক্ত তারিখ বা তারিখ সমূহে আপনি ব্যক্তিগতভাবে বা আপনার উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত নিযুক্তক মারফত হাজির না হলে ন্যায়পীঠ সংশ্লিষ্ট আপিল/দরখাস্ত একতরফাভাবে নিষ্পত্তিকরবেন।

নিজ হাতে প্রদত্ত ও ন্যায়পীঠের শীলমোহরাংকিত করা হ'ল।

তারিখ — ন্যায়পীঠের নির্দেশক্রমে সচিব

শীলমোহর

দ্বিতীয় তফসিল

হিসাব, খাতাপত্র ও নিবন্ধকপুস্তক সংরক্ষণ ও অবলোপন

(নিয়ম—৭৬)

স্থায়ীভাবে রাখতে হবে

১। নগদান বহি বা রোকড় (ক্যাশ বুক)।

২। সাধারণ খতিয়ান (জেনারেল লেজার)।

৩। কর্জের খতিয়ান (লোন লেজার)।

(এ) স্বল্পমেয়াদি কর্জ।

(বি) দীর্ঘমেয়াদি কর্জ।

৪। অংশের খতিয়ান (শেয়ার লেজার)
কিংবা অংশের নিবন্ধপুস্তক (শেয়ার রেজিস্টার)।

৫। - স্থায়ী আমানতের খতিয়ান।

৬। সঞ্চয় (সেভিংস) আমানত সংক্রান্ত
খতিয়ান (সেভিংস ডিপোজিট লেজার)

৭। ভবিষ্যনিধির আমানতের খতিয়ান।

৮। বিনিয়োগের খতিয়ান (ইন্‌ভেস্টমেন্ট লেজার)।

৯। ভবিষ্যনিধির খতিয়ান।

১০। সমিতিসমূহের সংরক্ষিত তহবিলের খতিয়ান।

১১। সমিতিসমূহের দাতব্য তহবিলের খতিয়ান।

১২। নিরীক্ষা ফি'র খতিয়ান।

১৩। লাভাংশের নিবন্ধপুস্তক।

১৪। অংশ-হস্তান্তরণ নিবন্ধপুস্তক।

১৫। অংশের টাকা আহ্বান সংক্রান্ত নিবন্ধপুস্তক।

১৬। নিদর্শ ও আসবাবপত্রের সম্ভার পুস্তক।

১৭। বেতন প্রাপ্তি সূচক রসিদের সূচি।
(একুইটান্স রোল)।

১৮। চেক-বই প্রদানের নিবন্ধ পুস্তক।

১৯। পাস-বই প্রদানের নিবন্ধ পুস্তক।

২০। আমানতকারিগণের ও তাঁদের মনোনীত
ব্যক্তিগণের স্বাক্ষরের নমুনার নিবন্ধ পুস্তক।

২১। সদস্যদের নিবন্ধ পুস্তক—
(এ) অগ্রাধিকার বিশিষ্ট অংশীদারদের নিবন্ধ পুস্তক।
(বি) সাধারণ অংশীদারদের নিবন্ধ পুস্তক।

২২। পরিচালকদের নিবন্ধ পুস্তক।

২৩। কার্যবিবরণ বহি (মিনিট বুক)।

২৪। আধিকারিকগণ ও তাঁদের চাকরি
সংক্রান্ত নিবন্ধ পুস্তক।

২৫। সংগঠনসমূহের নিবন্ধ পুস্তক।

২৬। যে সব সমিতির অবসায়ন সম্পন্ন
হয়েছে সেগুলি সংক্রান্ত নিবন্ধ পুস্তক।

২৭। সম্বদ্ধিত সমিতিসমূহের কর্মকর্তাগণ ও
তাঁদের স্বাক্ষরের নমুনার নিবন্ধ পুস্তক।

২৮। নিরীক্ষা টিপ্পনী (নোটিস) ও
নিরীক্ষার বিবরণ (স্টেটমেন্টস)।

২৯। প্রোনোটের নিবন্ধ পুস্তক।

৩০। পুস্তকের তালিকা (গ্রন্থাগার)।

৩১। প্রাপ্তপত্রের নিবন্ধ পুস্তক।

৩২। প্রেরিত পত্রের নিবন্ধ পুস্তক।

১২ বৎসর পর্যন্ত রাখতে হবে

১। বিবাদ সংক্রান্ত নিবন্ধ পুস্তক।

২। কোর্ট ফি'র নিবন্ধ পুস্তক।

৩। অনিশ্চয় (সাসপেন্স) আমানতের খতিয়ান।

৪। অস্থায়ী আমানতের খতিয়ান।

৫। অস্থায়ী দাননের খতিয়ান।

৬। বিলসমূহের এবং উপনিমিত্ত নিবন্ধ পুস্তক (কন্‌টিন্‌জেন্ট রেজিস্টার)।

৭। আদায়ের নিবন্ধ পুস্তক।

৮। সদস্যদের সাধারণতকত ঋণ দেওয়া যেতে পারে তা নিরূপণের নিবন্ধ পুস্তক।

৯। পরিচালকদের সভার নোটিস বই।

১০। দর্শনাগত ব্যক্তিদের বই।

১১। অফিসের আদেশ বই।

১২। রসিদ বই (যাতে রসিদের মুড়িও থাকে)।

১৩। প্রমাণকসমূহ (ভাউচার)।

৬ বৎসর পর্যন্ত রাখতে হবে

১। আয় ব্যয়কের প্রাক্‌কলন (বাজেট এস্টিমেট)।

২। রিটার্ণ ও বিবরণসমূহ।

৩। আধিকারিকগণের কৃত্যক বই (সার্ভিস বুক)। (চাকরি ত্যাগের পর ছয় বছর)

৪। সম্বন্ধিত সমিতিসমূহ পরিদর্শনের নিবন্ধ পুস্তক।

৫। ভ্রম সংশোধন সংক্রান্ত রিপোর্টের নিবন্ধ পুস্তক।

৬। সম্পত্তি ও ঋণের বিবরণের নিবন্ধপুস্তক।

৩ বৎসর পর্যন্ত রাখতে হবে

১। আকস্মিক ছুটির নিবন্ধ পুস্তক।

২। হাজিরা খাতা।

৩। পথেয় প্রদানের নিবন্ধ পুস্তক।

৪। আমানত উঠিয়ে নেওয়ার তারিখ লিপিবদ্ধ করার নিবন্ধ পুস্তক।

তৃতীয় তফসিল

[নিয়ম—৩৬ (১৪)]

নির্বাচন প্রার্থীরা যে সমস্ত প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করতে পারেন তার তালিকা—

(এ) একটি বট গাছ, তলায় একজন শিক্ষক ও কিছু ছাত্র।

(বি) পাহাড়ের ধারে এক সাথে দাঁড়ানো দুটি দেবদারু গাছ।

(সি) পরস্পর সংলগ্ন দুটি হাত (করমর্দনরত)

(ডি) মাঠে ক্রীড়ারত কিছু শিশু।

(ঈ) নদী বা জলধারার স্রোতে ভাসমান দুটি দেশি নৌকা।

(এফ) একটি পদ্ম ফুল।

(জি) দুটি গোলাপ ফুল।

(এইচ) শঙ্খ।

(আই) সঞ্চয় কুম্ভ (লক্ষ্মীর ভাঁড়) অর্থাৎ উপরের দিকে ছোট বহির্মুখ বিশিষ্ট একটি ছোট চিত্রিত মাটির পাত্র।

(জে) একসাথে দাঁড়িয়ে থাকা দুটি হরিণ।

(কে) ফলসহ একটি আমগাছ।

(এল) ফলসহ একটি কলা গাছ।

(এম) দুই বা তার বেশি মাছ।

(এন) পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা দুটি ইউক্যালিপটাস গাছ।

(ও) একটি হুইল-হো।

(পি) মাদুরের ওপর বসে বই পাঠরত একটি মানুষ

(কিউ) আনন্দে নৃত্যরতা দুটি বালিকা।

(আর) ইন্দ্রধনু (সূর্যরশ্মির সাতটি সুস্পষ্ট রং)

(এস) মঙ্গল কলস।

(টি) বাঁশি বাজানো অবস্থায় দুটি বালক।

(ইউ) আনন্দে আতশবাজি পোড়ানোরত শিশুরা।

(ভি) ডাবের একটি বড় কাঁদি।

(ডবলু) মাঠে ধানের চারা রোপণে কৃষাণীগণ।

(এক্স) ডোম (Dome) নিয়ে একজন চাষী
তার কৃষি জমিতে জলসেচরত।

(ওয়াই) চা বাগানে চায়ের পাতা সংগ্রহকারী
মাহিলা শ্রমিকগণ।

(জেড) একটি সূর্যমুখী ফুল।

(জেড-১) নিজেদের ফলানো ফসল হাতে
স্ত্রীর সাথে দণ্ডায়মান চাষী।

(জেড-২) দুটি ময়ূর।

আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সঙ্ঘ নির্দেশিত সমবায় সমিতির -

সংজ্ঞা ঃ— " সমবায় সমিতি বিভিন্ন ব্যক্তির ঐচ্ছিক মিলনের দ্বারা গঠিত একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। সাধারণ আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন মেটানো ও প্রত্যাশা পূরণের জন্যে এটি গঠন করা হয়। যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। "

মূল্যবোধ ঃ— " মূল্যবোধের যে উপাদান গুলির ওপর সমবায় মতবাদ প্রতিষ্ঠিত সেগুলি হ'ল, আত্ম-নির্ভরশীলতা, দায়িত্ব-সচেতনতা, গণতন্ত্র, সাম্য ও সঙ্ঘবদ্ধতা। সমবায় আন্দোলনের স্থপতিদের ঐতিহ্যের অনুসারী হয়ে সদস্য গণ সততা, প্রকাশ্যতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও অপরের প্রতি সহ-মর্মিতার নৈতিক মূল্যবোধে দৃঢ় প্রত্যয় রেখে কাজ করে চলে। "

সমবায় আন্দোলনের কাঠামো
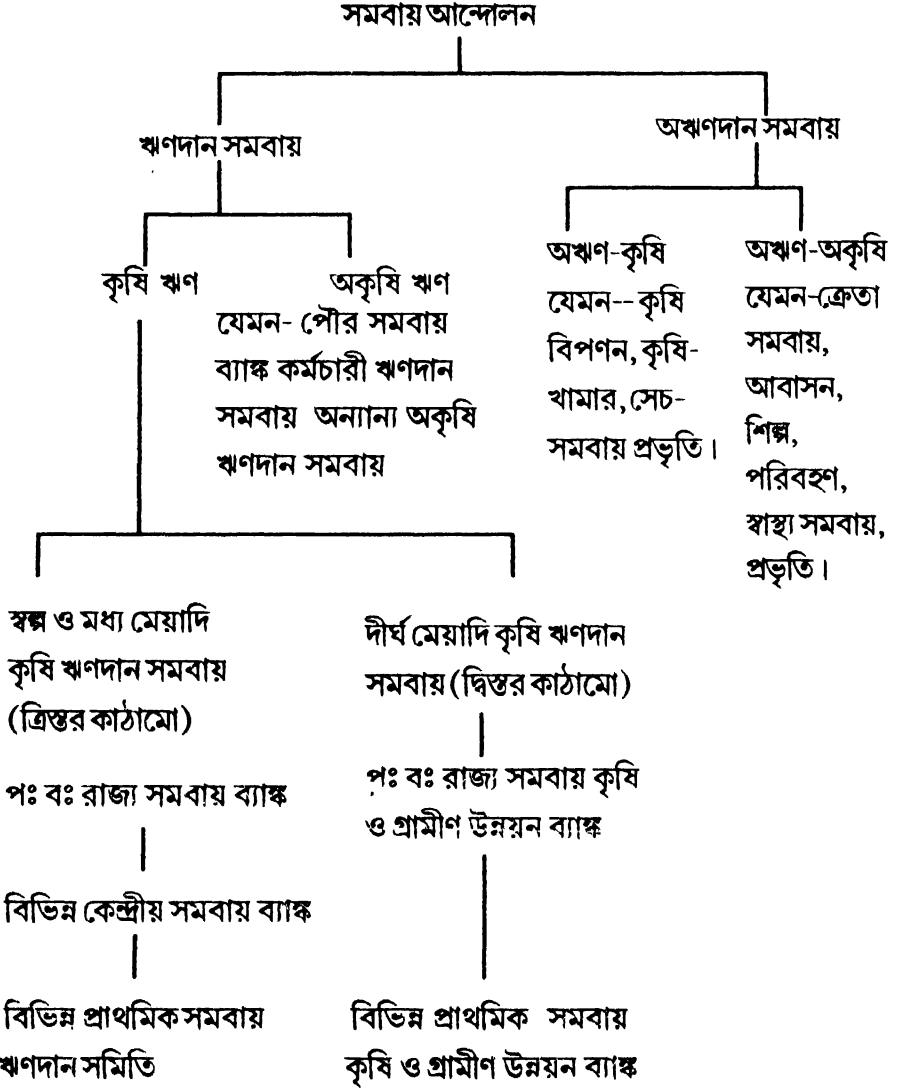
সমবায় সমিতি বনাম যৌথ কারবার

সমবায় সমিতি	যৌথ কারবার
১। মানুষের সংগঠন।	১।মূলধনের সংগঠন।
২। মানুষের ভূমিকাই মুখ্য— মানুষ মূলধনকে নিয়ন্ত্রণ করে।	২।মূলধনের আগ্রাসী ভূমিকা — মূলধন মানুষকে নিয়ন্ত্রন করে।
৩।মূল লক্ষ্য হ'ল পরিষেবা বা সার্ভিস প্রদান।	৩।মূল লক্ষ্য হ'ল মুনাফা অর্জন।
৪ ।আন্তর্জাতিক সমবায় নীতি ও তার অনুবর্তী বিভিন্ন দেশ ও রাজ্যের সমবায় আইন অনুসারে, অবশিষ্ট থাকলে তবেই, শেয়ারের ভিত্তিতে লভ্যাংশ বন্টন করা হবে। তবু তার হার সর্বদাই আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ।লাভের টাকা তিনটি পদ্ধতিতে সদ্ব্যবহার করা হয়— (ক) সমিতির সেবা ভিত্তিক ব্যবসায়িক সম্প্রসারণে-- (খ) সদস্য কর্তৃক সমিতির পরিষেবা সদ্ব্যবহারের অনুপাতিক হারে দেয় প্রতিদানে- (গ) সদস্যদের অনুমোদিত অন্যান্য জনহিতকর কাজকর্মে, আইন সম্মত খাতে ও হারে দেয়, অনুদানে-	৪। অংশ ক্রয় কারীদের অংশ ক্রয়ের ভিত্তিতে লভ্যাংশ বন্টনের অবারিত ব্যবস্থা।
৫। ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। একজন সদস্যের মাত্র একটিই ভোট দানের অধিকার, তিনি শেয়ার যতই কিনুন না কেন।	৫।ব্যবস্থাপনা গণতন্ত্রিক নয়-- সম্পূর্ণ ধনতান্ত্রিক। বেশি টাকা যার তিনি বেশি শেয়ার কিনবেন। যতগুলি শেয়ার ততগুলি ভোটদানের অধিকারী হবেন। সম্পূর্ণ ধনভিত্তিক ও ধনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ধন উপার্জনের লক্ষ্যেই ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয়।
৬। সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রাথমিক ভাবনা হলেও সমষ্টির জন্যে ভাবনা সমবায়ের অন্যতম মূলনীতি।তাই সমবায় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রতিটি সমবায় সমিতি লাভের একটা অংশ ব্যয় করে।	৬। যে কোন উপায়ে মুনাফা বৃদ্ধির ভাবনাই মূল ভাবনা। যাবতীয় কার্যক্রম সেইভাবেই গৃহীত, অনুসৃত ও রূপায়িত হয়।

সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা ও চূড়ান্ত কর্তৃত্বের প্রত্যর্পণ

কর্তৃপক্ষ	কর্তৃত্ব	কর্তৃত্ব প্রয়োগের মাধ্যম
সদস্যবর্গ	মালিকানা ও চূড়ান্ত কর্তৃত্ব	বাৎসরিক ও বিশেষ সাধারণ সভা
পরিচালন পর্ষদ	সদস্যদের সাধারণ সভা কর্তৃক নির্ধারিত নীতি অনুসারে ব্যবস্থাপনার নির্দেশদান	পরিচালন পর্ষদের সভা -- সভাপতি ও সহ-সভাপতির বিশেষ ক্ষমতা
বেতনভুক কর্মচারী	পরিচালন পর্ষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত কার্যকর করার দায়িত্ব ও দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনার কর্তৃত্ব	সমিতির দৈনন্দিন কাজ পরিচালনার উদ্দেশ্যে অফিস ঘর ও তার মধ্যের বিভিন্ন নথিপত্র, আসবাবপত্র, টাকা-পয়সা, অর্থাদি ও লেখসামগ্রী (স্টেশনারি) প্রভৃতির ব্যবহার ক্ষমতা।